



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, অতএব বাবাকে স্মরণ করে নিজেদের চরিত্র সংশোধনের জন্য পরিশ্রম (পুরুষার্থ) কর"

প্রশ্ন:-- কোন বিষয় তোমাদের অঙ্গুতার পথে ঘুম পাড়িয়ে রাখে ? এর ফলে কি ক্ষতি হয় ?

উত্তর:-- কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলা, এটাই অঙ্গুতার পথে ঘুম পাড়িয়ে রাখার বিষয় । এর ফলেই জ্ঞান চক্ষু বিহীন হয়ে পড়েছে। ওরা ভেবেছে আত্মাদের ঘর অনেক দূরে । বুদ্ধিতেও আছে এখনও লক্ষ বছর রয়েছে, এখানেই সুখ-দুঃখের পার্ট প্লে করতে হবে। সেইজন্যই পবিত্র হওয়ার জন্য পরিশ্রম করে না । তোমরা বাচ্চারা জান ঘর এখন অনেক কাছে । এখন আমাদের পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করে কর্মজীতি হতে হবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা এখন ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । যদিও ভক্তি মার্গেও ঘরকে স্মরণ করে কিন্তু ওখানে কবে যেতে হবে, কিভাবে যেতে হবে, কিছুটা জানে না । কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলার কারণে ঘরও ভুলে গেছে । ওরা ভেবেছে লক্ষ বছর ধরে এখানেই পার্ট (ভূমিকা পালন) প্লে করতে হয়, সুতরাং ঘরকে ভুলে যায় । এখন বাবা এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন -- বাচ্চারা, ঘর তো খুব কাছেই, এখন যাবে নিজেদের ঘরে ! আমি তো তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের আহ্বান শুনে এসেছি । যাবে আমার সাথে ? কত সহজ বিষয়, ভক্তি মার্গে ওরা তো জানেই না কবে মুক্তিধামে যাবে । মুক্তিকেই ঘর বলে । লক্ষ বছর বলার কারণে সব ভুলে যায় । বাবাকেও ভুলে যায় ঘরকেও ভুলে যায় । লক্ষ বছর বলার জন্য অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। এ যেন অঙ্গুতার অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা। কারো বুদ্ধিতেই আসে না । ভক্তি মার্গেও ঘরকে কতদূর বলে থাকে । বাবা বলেন বাঃ মুক্তিধামে তো এখন যেতে হবে । লক্ষ বছর ধরে তোমরা ভক্তি করবে এমনটা তো হতে পারে না । তোমরা তো জানেই না ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে । লক্ষ বছরের হিসেব করার তো দরকার-ই নেই । বাবাকে আর ঘরকে ভুলে যাওয়া এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। কিন্তু ওরা নাটককে অযথা অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছে । এখন বাবা বলছেন -- বাচ্চারা, তোমাদের ঘর খুব কাছেই, এখন আমি এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য তো পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । গঙ্গা স্নান ইত্যাদি অনেক করেছে কিন্তু পবিত্র হতে পারনি, যদি পবিত্র হতে তবে ঘরে চলে যেতে। কিন্তু নিজ গৃহ কোথায় তা জানা ছিল না, পবিত্রতা - তাও জানা ছিল না । অর্ধ কল্প ধরে সবাই ভক্তি করে আসছে সেইজন্য ভক্তিকে ছাড়তেই চায় না । এখন বাবা বলছেন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে । ভক্তিতে অপার দুঃখ । এমনটা নয় যে তোমরা বাচ্চারা লক্ষ বছর ধরে দুঃখ দেখে এসেছ, লক্ষ বছরের কোনও প্রশ্নই নেই । প্রকৃত দুঃখ তো তোমরা কলিযুগেই ভুগেছ। যেহেতু অত্যধিক বিকারে পুঁতিগন্ধময় হয়ে গেছ । প্রথমে যখন রজোতে ছিলে, তখনও কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন তো সম্পূর্ণ নির্বোধ হয়ে গেছ । এখন বাচ্চাদের বাবা বলছেন, সুখধামে যেতে চাও তো পবিত্র হও । জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে পাপ মস্তকে সঞ্চিত হয়ে আছে, তাকে স্মরণ দ্বারাই মেটাতে হবে । স্মরণে অগাধ খুশি অনুভব হবে । যে বাবা তোমাদের অর্ধকল্পের জন্য সুখধামে নিয়ে যান, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হতে গেলে প্রথমে পবিত্র হতে হবে আর চরিত্র সংশোধন করতে হবে । বিকারকে বলা হয় ভূত, লোভও কিছু কম বিকার নয় । এই বিকার বড় অশুদ্ধ । মানুষকে সম্পূর্ণ মলিন

করে তোলে। লোভও অনেক পাপ করিয়ে থাকে । ৫ বিকার খুব শক্তিশালী ভূত, এইসব কিছু ছাড়তে হবে । লোভকে ত্যাগ করা যেমন কঠিন, তেমনি কাম বিকার ত্যাগ করাও কঠিন হয়ে পড়ে । মোহ ত্যাগ করাও যতটা কঠিন হয়ে যায় তেমনি কাম বাসনা ত্যাগ করাও কঠিন হয়ে যায়। ছাড়তেই চায় না । বাবা তোমাদের সমস্ত জীবন ব্যাখ্যা করেছেন তারপরও মোহের তার জুড়ে থাকে । ক্রোধ ত্যাগ করতেও মুশকিল হয়, বলে থাকে বাচ্চাদের প্রতি ক্রোধ হয় । শব্দ ও ক্রোধেরই বলে থাকে, তাইনা ! কিন্তু কোনও রকমের বিকার যেন না থাকে, এর উপর-ই বিজয়ী হতে হবে ।

বাবা বলেন যতদিন আমি থাকব, ততদিন তোমরা পুরুষার্থ করতে থাক । বাবা কত বছর থাকবেন ? বাবা অনেক বছর ধরে বসে বোঝাচ্ছেন, অনেক সময় দিয়েছেন । সৃষ্টি চক্রকে জানা অনেক সহজ । ৭ দিনে সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণা হয়ে যায় । কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নাশ করতেই সময় লেগে যায় । এটাই কঠিন । সেইজন্যই বাবা সময় দেন । মায়ার খুব বেশী বিরোধিতা হতে থাকে, সব ভুল করিয়ে দেয় । এখানে যখন বসো, সম্পূর্ণ স্মরণে থাকো না, চতুর্দিকে বুদ্ধি ছুটে বেড়ায়, সেইজন্যই সময় দেওয়া হয়, পুরুষার্থ করে কর্মজীবনে অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে । পড়াশোনা অনেক সহজ । বিচক্ষণ বাচ্চারা ৭ দিনে সম্পূর্ণ জ্ঞান রপ্ত করে বুঝতে পারে ৮৪ চক্র কিভাবে ঘোরে । পবিত্র হওয়াই পরিশ্রমের। এর জন্য কত হাঙ্গামা হয়, মানুষ বুঝেছে এটাই সঠিক এবং আমরাই গ্লানি করে বলেছি ব্রহ্মাকুমারীরা ভাই-বোন বানিয়ে দেয় । কিন্তু বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সঠিক । যতক্ষণ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান না হচ্ছি পবিত্র কিভাবে থাকব, বিকারী দৃষ্টি থেকে সাম্য দৃষ্টি কিভাবে হবে । এই যুক্তি যথার্থ- আমরা ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরা তো ভাই-বোন হয়ে গেছি । এর মাধ্যমে অনেক সহযোগ পাওয়া যায় । সাম্য দৃষ্টি তৈরি করতে । ব্রহ্মারও কর্তব্য আছে । ব্রহ্মা দ্বারাই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা বা মানুষ থেকে দেবতা তৈরি করা ।

বাবা আসেন-ই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে । সুতরাং বোঝানোর জন্য বাবাকে কত পরিশ্রম করতে হয়, বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্যই সেন্টার খোলা হয় । অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অনন্ত ঐশ্বরীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । ভগবান তো নিরাকার । কৃষ্ণ দেহধারী, ওনাকে ভগবান বলা যায় না । বলাও হয় ভগবান এসে ভক্তির ফল প্রদান করবেন, কিন্তু ভগবানের পরিচয় নেই । তোমরা কত বোঝাও তারপরও বুঝতে চায় না। দেহধারী পুনর্জন্মে তো অবশ্যই আসবে । ওনার কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে না, আত্মারা একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে । মানুষ মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না । এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছ । বাবাকে পাওয়ার জন্য তোমরা কত ছুটে বেড়িয়েছ। সবার প্রথমে তো শুধুমাত্র শিবের পূজা করতে, অন্যদিকে যেতে না । সেটা ছিল অব্যভিচারী ভক্তি, অন্য কোনও দেবতার মন্দির ইত্যাদি ছিল না । এখন তো অসংখ্য চিত্র, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করে চলেছে । ভক্তি মার্গে তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা জান শাস্ত্রে গতি-সঙ্গতির পথ বলে দেওয়া হয়নি, সে তো একমাত্র বাবাই এসে বলে থাকেন । ভক্তি মার্গে কত মন্দির তৈরি করে, বাস্তবে মন্দির শুধুমাত্র দেবী-দেবতাদের জন্য, অন্য কোনো মানবের জন্য মন্দির নির্মাণ হয় না। কেননা মানব হল পতিত । পতিত মানব পবিত্র দেবতাদের পূজা করে থাকে । যদিও সে মানুষ কিন্তু তার মধ্যে দৈবীগুণ আছে, যাদের মধ্যে দৈবীগুণ নেই তারাই পূজা করে । তোমরা স্বয়ং-ই পূজ্য ছিলে, তারপর পূজারি হয়ে গেছ । মানবকে ভক্তি (পূজা) করা অর্থাৎ ৫

তত্বকে ভক্তি করা, শরীর তো ৫ তত্ব দিয়েই তৈরি । বাচ্চাদের এখন মুক্তিধামে যেতে হবে, যার জন্য এতো ভক্তি করেছে । এখন আমি নিজে সঙ্গে করে তোমাদের নিয়ে যাব । তোমরা সত্যযুগে চলে যাবে । বাবা এসেছেন পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যেতে, পবিত্র দুনিয়া হল দুটি-মুক্তি আর জীবনমুক্তি । বাবা বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি কল্পে কল্পে সঙ্গম যুগে আসি । তোমরা ভক্তি মার্গে কত দুঃখ ভোগ কর । গীতও আছে না -- চারদিক ঘুরেও হয়েছি অনেক দূরে কার কাছ থেকে দূরে সরে গেছ ? বাবার কাছ থেকে । বাবাকে পাওয়ার জন্য জন্ম-জন্মান্তর ধরে ছুটে বেড়িয়েছ, তবুও বাবার কাছ থেকে দূরে সরে গেছ। সেইজন্যই আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করে তোল । বাবা ছাড়া আর কেউ পবিত্র করে তুলতে পারে না । ৫ হাজার বছরের এই খেলা। ড্রামানুসারে প্রত্যেকে পুরুষার্থ করছে ঠিক যেমন কল্প পূর্বে করেছিল, সেই অনুযায়ী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । সবাই তো একইরকম ভাবে পড়াশোনা করবে না । এ হলো পাঠশালা, তাইনা ! রাজযোগ পঠন-পাঠন হয় । যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, তারাই আসবে । মূলবতনে যত সংখ্যক আত্মা ছিল, হুবহু তাই হবে । কম বা বেশি হবে না । নাটকে ভূমিকা পালনকারী কুশীলবরা সঠিক সংখ্যায় আছে, কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না । যত সংখ্যক ছিল তারাই এসে হুবহু তাদের ভূমিকা পালন করবে । তারপর তোমরা চলে যাবে নব নির্মিত দুনিয়ায় । অবশিষ্ট আত্মারা চলে যাবে তাদের ঘরে (পরমধাম) । এখন কেউ যদি গণনা করতে পারে তো করুক, বাবা তোমাদের এখন গভীর অন্তর্নিহিত পয়েন্টস বুঝিয়ে দিচ্ছেন । শুরুতে যেভাবে বুঝিয়েছিলেন আর এখন যেভাবে বোঝাচ্ছেন দুটোর মধ্যে কত পার্থক্য । পড়াশোনা করতে সময় দরকার । রাতারাতি কেউ আই.সি.এস হতে পারে না । নম্বরানুসারে পড়াশোনাকে রপ্ত করে থাকে । বাবা কত সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন যাতে মানুষের বুদ্ধিতে সহজেই ধারণা হয় । প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্টস ব্যাখ্যা করে থাকেন । এখন বাবা বলেন, আমি পতিত-পাবন বাবাকে তোমরা আহ্বান করেছে , আমি এসেছি সুতরাং তোমরা এখন পবিত্র হয়ে ওঠো না ! নিজেকে আত্মা মনে করে "মামেকম্ স্মরণ" করলে তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে । তারপর এখানে আসতে হবে ভূমিকা পালন করার জন্য । বাবা বলেন, আত্মা পতিত হয়ে গেছে, সেইজন্যই পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হওয়ার জন্য । চমকপ্রদ বিষয় এই যে এতো ছোট আত্মা কত ভূমিকা পালন করে, একেই বলে অলৌকিকতা, যা চোখে দেখা যায় না । কেউ বলে, আমি পরমাত্মার সাক্ষাৎ পেতে চাই। বাবা বলেন এত ছোট বিন্দুকে তুমি সাক্ষাৎ কিভাবে করবে । আমাকে জানা যায়, কিন্তু দেখা মুশকিল । আত্মা কর্মেন্দ্রিয় ধারণ করে পার্ট প্লে করার জন্য। কতো ভূমিকা পালন করে, এটাই আশ্চর্যজনক । আত্মা কখনোই এই অবিনাশী ড্রামার থেকে বেড়িয়ে পড়ে না । এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । কবে সৃষ্টি হয়েছিল -- এ জিজ্ঞাসা করতে পার না । একে অনাদি বলা হয় । মানুষকে জিজ্ঞাসা কর রাবণকে কবে থেকে জ্বালিয়ে আসছ ? শাস্ত্র কবে থেকে পড়ছ ? ওরা বলবে এ অনাদি। কারণ ওরা জানেই না, বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, তাই না! বাবা বসে বোঝান, ঠিক যেভাবে বাচ্চাদের পড়াতে হয় । তোমরা জান আমরা সম্পূর্ণ অবুঝ ছিলাম, এখন তোমরা সীমাহীনকে জেনেছ । ওটা হলো হৃদের (সীমিত) অধ্যয়ন, আর এ হল ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন, যা অনন্ত অসীম । অর্ধকল্প হলো দিন, অর্ধকল্প হলো রাত । ২১ জন্ম তোমাদের কিঞ্চিত দুঃখও অনুভব হবে না । বলাও হয় - এক চুলও তোমাদের ফাঁদে ফেলতে পারবে না । কেউ তোমাদের দুঃখের কারণ হবে না । নাম-ই তার সুখধাম । এখানে তো সুখ-ই নেই । প্রধান বিষয়-ই হলো পবিত্রতা। ভালো চরিত্রবান বাচ্চাদের প্রতিটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝান হয় । লাভ - লোকসানের ব্যাপার আছে, তাইনা ! বাবা বলেন, এখন তো লাভের কোনও প্রশ্নই নেই । এখন তো শুধু ঋতি আর ঋতিই

হবে । বিনাশের সময় এগিয়ে আসছে। ঐ সময় প্রত্যক্ষ হবে যে কি কি ঘটছে । অনাবৃষ্টিতে আনাড়ের মূল্য কত বৃদ্ধি পায়, যদিও বলে থাকে ৩ বছর পরে অনেক আনাড় (শস্য) চাষ হবে, তারপরও বাইরে থেকে আনাড় আমদানি করা হয়ে থাকে । এমন সময় আসবে যখন একটা দানাশস্যও জুটবে না । এমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, একেই বলে ঈশ্বরীয় দুর্যোগ । বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ অবশ্যই হবে । সমস্ত তত্ত্ব দূষিত হয়ে গেছে । অনেক জায়গায় বৃষ্টি-ই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে ।

তোমরা বাচ্চারা জান, বাবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনা করছেন । তোমাদের লক্ষ্যই হল নর থেকে নারায়ণ হওয়া । বাবা সেটাই করছেন । এই অনন্ত ঈশ্বরীয় পাঠ বাবাই এসে পড়ান । যে যেমন পড়াশোনা করবে, তেমনই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । বাবা তো পুরুষার্থ করান । পুরুষার্থ কম করলে পদও কম হয়ে যাবে । টীচার-ই তো স্টুডেন্টসদের বোঝাবেন, তাইনা । অন্য কাউকে যখন তোমাদের মতো তৈরি করবে, তখনই বোঝা যাবে ভালো করে পড়াশোনা করে অন্যদেরও পড়াশোনা করাচ্ছে । প্রধান বিষয়-ই হল স্মরণ, মাথায় অনেক পাপের বোঝা সঞ্চিত হয়ে আছে। আমাকে স্মরণ করলেই পাপ ভস্ম হবে । এ হলো আধ্যাত্মিক যাত্রা (রহানী) । ছোট বাচ্চাদেরও বলো - শিববাবাকে স্মরণ করো । ওদেরও অধিকার আছে, ওরা এটা বুঝতে পারবে না যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । তা নয়, শুধুমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ কর। পরিশ্রম (প্রচেষ্টা) করলে ওদেরও কল্যাণ হতে পারে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নর থেকে নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করার জন্য অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম, ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে, অন্যদেরও পড়াতে হবে । নিজ সম গড়ে তোলার সেবা করতে হবে ।

২) লোভ, মোহের যে তার জুড়ে আছে তাকে অপসারণ করার জন্য পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হবে । নিজের চরিত্র এমন ভাবেই সংশোধন করতে হবে যাতে কোনও রকম বিকার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে ।

বরদান :-- নিজের রাজ্য অধিকারী বা পূজ্য স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা দাতা হয়ে দান করতে সমর্থ সর্ব খাজানা (সম্পদ) সম্পন্ন ভব

সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমি পুণ্য আত্মা, অন্যদের দান প্রদানকারী দাতা, গ্রহীতা নই, দেবতা । যেমন বাবা তোমাদের সব নিজের থেকেই দিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনই তোমাদেরও মাস্টার দাতা হয়ে দান করতে হবে, চাইবে না । নিজের রাজ্য অধিকারী বা পূজ্য স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো । এখনও পর্যন্ত তোমাদের জড় চিত্রের কাছে গিয়ে ওরা প্রার্থনা (যাঞ্চা করে) করে। বলে থাকে আমাদের বাঁচাও । সুতরাং তোমরা হলে রক্ষাকারী । রক্ষা কর, রক্ষা কর বলার জন্য তোমরা নও ।

সুতরাং দাতা হওয়ার জন্য স্মরণ দ্বারা, সেবা দ্বারা, শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দ্বারা সর্ব সম্পদে সম্পন্ন হয়ে ওঠে ।

স্লোগান :-- আচার - আচরণ আর চেহারার প্রসন্নতাই হলো আত্মিক (রুহানী) ব্যক্তিত্বের চিহ্ন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যোগ দ্বারা তত্ত্ব গুলিকে পবিত্র করার সেবা করো যখন তত্ত্ব পবিত্র হবে তখন এই সৃষ্টিতে দেবতাদের আগমন হবে"

প্রশ্ন :- তোমাদের নতুন রাজধানীতে কোনো রকম অশান্তি হবে না - কেন ?

উত্তর :- ১. কারণ সেই রাজত্ব তোমরা বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্ত কর, ২. বরদাতা পিতা বাচ্চাদের এখনই বরদান অর্থাৎ উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রদান করেন, ফলে সেখানে অশান্তি হতে পারে না। তোমরা বাবার আপন হয়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নাও ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তো জানে, আমরা আত্মারা যাঁর সন্তান, তাঁকে সত্য সাহেবও (সাম্বা সাহেব) বলা হয়। তাই আজকাল বাচ্চারা, তোমাদের সাহেবজাদাও (সাহেব পুত্র) বলা হয়। "সত্য", এই বিষয়েও প্রবাদ-প্রবচন আছে - সত্য বা খাঁটি খাবার খাও, সত্য পরিধান করো। যদিও এই কথা গুলো মানুষের তৈরি কিন্তু বাবা বসে এর অর্থ বোঝান। বাচ্চারা জানে যে, সর্বোচ্চ হলেন পিতা, যাঁর অনেক মহিমা, তাঁকে রচয়িতাও বলা হয়। সর্ব প্রথমে হয় বাচ্চাদের রচনা। বাবার সন্তান কিনা। সব আত্মারাই বাবার সঙ্গে বাস করে। সেই স্থানকে বলা হয় বাবার বাড়ি, সুইট হোম। এইটি কোনও হোম নয়। বাচ্চারা জানে উনি হলেন আমাদের মিষ্টি বাবা। সুইট হোম হল শান্তি ধাম। তারপর সত্যযুগও হল সুইট হোম, কারণ সেখানেও প্রতিটি ঘরে শান্তি থাকে। এখানে ঘরে লৌকিক মা-বাবার কাছেও অশান্তি আছে, তো দুনিয়াতেও অশান্তি আছে। সেখানে তো প্রত্যেকটি ঘরে শান্তি থাকে, তো দুনিয়াতেও শান্তি থাকে। সত্যযুগকে নতুন ছোট দুনিয়া বলা হবে। এই পুরানো দুনিয়া কত বিশাল। সত্যযুগে সুখ-শান্তি আছে। কোনো ঝামেলা ঝগাটের কথা নেই। কারণ অসীম জগতের পিতার কাছে শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। গুরু অথবা সন্ন্যাসীরা আশীর্বাদ দেন - পুত্রবান ভব, আয়ুষ্মান ভব। তারা কোনও নতুন আশীর্বাদ দেন না। বাবার কাছে তো অটোমেটিক্যালি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের মনে করচ্ছেন। যে পারলৌকিক পিতাকে ভক্তিমার্গে সকলেই স্মরণ করে , যখন দুঃখের দুনিয়া থাকে। এইটি হল-ই পতিত পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়ায় সুখ থাকে, অশান্তির কোনও কথা নেই। এখন বাচ্চারা তোমাদের পবিত্র গুণবান হতে হবে। তা নাহলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। বাবার সঙ্গে ধর্মরাজও আছেন, হিসেব নিকেশ মিটিয়ে দেন যিনি। ট্রাইবুনাল বসে, তাইনা। পাপের দন্ড তো ভোগ করতেই হবে। যারা ভালো ভাবে পরিশ্রম করে, তারা কম দন্ড ভোগ করবে। পাপের দন্ড প্রাপ্ত হয়, যাকে কর্মভোগ বলা হয়। এ হল রাবণের রাজ্য , আপন রাজ্য নয়, এতে অসীম দুঃখ আছে। রাম রাজ্যে অসীম সুখ থাকে। তোমরা অনেককেই বোঝাও তারমধ্যে কেউ তাড়াতাড়ি বোঝে কেউ দেরিতে। কম বুঝলে বুঝবে সে দেরিতে ভক্তি আরম্ভ করেছে। যারা শুরু থেকে ভক্তি করেছে , তারা জ্ঞানও তাড়াতাড়ি বুঝবে কারণ ফাস্ট নম্বরে যেতে হবে।

তোমরা জানো আমরা আত্মারা সুইট হোম থেকে এখানে এসেছি। সাইলেন্স, মুন্ডি, টকি আছে তাই না। বাচ্চারা ধ্যানে গেলে (ট্রান্সে গেলে) এসে শোনায় যে সেখানে মুন্ডি চলে। সেসবের জ্ঞান মার্গের সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই। মুখ্য কথা হল নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, আর কোনও কথা নেই। বাবা নিরাকার, বাচ্চারাও অর্থাৎ আত্মাও এই শরীরে নিরাকার রয়েছে, আর কোন

কথাও ওঠে না। আত্মার ভালোবাসা তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গেই আছে। শরীর তো সবই পতিত। অতএব পতিত শরীরের সঙ্গে ভালোবাসা হতে পারে না। আত্মা যদিও পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু শরীর তো পতিত। পতিত দুনিয়ায় শরীর পবিত্র হয়ই না। আত্মাকে তো এইখানে পবিত্র হতে হবে, তবে এই পুরানো শরীরের বিনাশ হবে। আত্মা তো হল অবিনাশী। আত্মার কাজ হল অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে পবিত্র হওয়া। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র চাই। সেই শরীর প্রাপ্ত হবে নতুন দুনিয়ায়। আত্মাকে পবিত্র হতে গেলে, আত্মাকে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। এই পতিত শরীরকে স্পর্শও করবে না। আত্মাদের সঙ্গে বাবা এই কথা বলেন। বুঝবার বিষয়, তাইনা। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত শরীরের সঙ্গে জড়িত আছে। যদিও স্বর্গে আত্মা ও শরীর দুই ই পবিত্র, সেখানে বিকার গ্রস্ত হয় না, যার দ্বারা শরীর বা আত্মা বিকারী হবে। বল্লভ্যচার্যরাও আছেন, স্পর্শ করতে দেন না। তোমরা জানো তাদের আত্মা নির্বিকারী পবিত্র নয়। বল্লভ্যচার্য মঠপন্থী যারা, তারা নিজেদেরকে উচ্চ কুলের মানুষ ভাবে, দেহ স্পর্শ পর্যন্ত করতে দেয় না। এই কথা বোঝে না যে আমরা বিকারী, অপবিত্র, শরীর তো ব্রষ্টাচার দ্বারা জন্ম হয়েছে। এইসব কথা বাবা এসে বোঝান। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পরিবর্তন করতে হয়। পবিত্র শরীর তো তখন হবে যখন পাঁচটি তত্ত্ব পবিত্র হবে। সত্যযুগে তত্ত্ব গুলিও পবিত্র থাকে, তাই শরীরও পবিত্র হয়। দেবতাদের পতিত শরীরে, পতিত ধরায় আগমন হয় না। দেবতাদের আত্মা ও শরীর দুই ই পবিত্র থাকে। তাই সত্যযুগে তাঁদের পদার্পণ হয়। এ হল পতিত দুনিয়া। আত্মা নিজের পারলৌকিক পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। এক হল দৈহিক পিতা, আরেক হল অশরীরী পিতা। অশরীরী পিতাকে স্মরণ করে, কারণ তাঁর কাছে এমন সুখের নিশ্চিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে যে, স্মরণ না করে থাকা যায় না। যদিও এই সময় তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তবুও সেই পিতাকে অবশ্যই স্মরণ করে। কিন্তু তারপর যখন উল্টো কথা শোনে যে, ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, তখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারপরে এই কথাতেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, মানুষ, মানুষ-ই হয় (মানুষ পবিত্র হয়ে দেবতা হয়, সে ধারণা কারোরই নেই)। এই সব ভুল গুলি বাবা এসে বুঝিয়ে দেন। বাবা একটি মাত্র মন্মানাভবের মন্ত্র দেন, তার অর্থও বুঝতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। শুধু এই একটি বিষয়ে ঝোঁক থাকলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে। দেবতার হা হলে পবিত্র, এখন বাবা এসে এমন পবিত্র স্বরূপে পরিণত করেন। সামনে মুখ্য উদ্দেশ্যটিকে রাখা হয়। যারা মূর্তি তৈরি করতে পারে, তারা মানুষের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ তার মূর্তি তৈরি করে দেয়। এমন যেন সেই মানুষটি জীবিত সামনে বসে আছে। কিন্তু সেটি তো হল জড় মূর্তি। এখানে বাবা তোমাদের বলেন - তোমাদের এমন চৈতন্য লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে হবে। কীভাবে? তোমরা এই পড়াশোনা ও পবিত্রতার আধারে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হবে। এই স্কুলটি হল-ই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার। তারা যে মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করে, তাকে আর্ট বলা হয়। হুবহু এক চেহারা তৈরি করে, এতে হুবহু স্বরূপের কোনো ব্যাপার নেই। এই গুলি তো হল জড় চিত্র, সেখানে তো তোমরা ন্যাচারাল চৈতন্য হবে, তাইনা। ৫-টি তত্ত্বের চৈতন্য শরীর হবে। এইসব জড় চিত্র তো মানুষের তৈরি করা। হুবহু সমান তো হতে পারে না কারণ দেবতাদের ফটো তোলা যায় না। ধ্যানে যদিও সাক্ষাৎকার করে, কিন্তু ফটো বের করা যায় না। বলা হয় আমরা দর্শন করেছি। না নিজে চিত্র তৈরি করতে পারে আর না অন্যকে দিয়ে করাতে পারে। নিজেরা এমন স্বরূপ তখনই পাবে যখন বাবার থেকে জ্ঞান অর্জন করে পূর্ণ হবে, তখন হুবহু কল্প পূর্বের স্বরূপে পরিণত হবে। এ হল এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। বাবা বসে এই প্রাকৃতিক বিষয় গুলি বোঝান। মানুষের তো এইসব কথা স্মরণেও থাকে না। দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে মাথা ঠেকায়। ভাবে, এনারা রাজত্ব করে গেছেন। কিন্তু

কবে ? তা জানে না। পুনরায় কবে আসবেন বা কি করবেন, সেসব জানা নেই। তোমরা জানো সূর্য বংশী, চন্দ্র বংশী যারা রাজত্ব করে গেছেন, তারা হুবহু সমান স্বরূপে পুনরায় পরিণত হবেন এই জ্ঞানের দ্বারা। অবাক করার মতো কথা তাই না ! অতএব বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - এমন পুরুষার্থ করলে তোমরা সেই দেবতা স্বরূপে পরিণত হবে। অ্যাক্টিভিটি সব ঐরকম -ই থাকবে যা সত্যযুগ-ত্রেতায় চলে। কত ওয়ান্ডারফুল এই জ্ঞান। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে বসবে তখনই, যখন অন্তর পরিষ্কার থাকবে। সবার বুদ্ধিতে এই জ্ঞান টিকবে না। পরিশ্রম চাই। পরিশ্রম না করলে ফল কি পাওয়া যায়। বাবা তো পুরুষার্থ করাতেই থাকেন। যদিও ড্রামা অনুসারে হয় কিন্তু পুরুষার্থ তো করতে হয়। এমন তো নয় এসে বসে যাবে - ড্রামায় থাকলে পুরুষার্থ চলবে। এমন উদ্ভট বা বন্য চিন্তন যুক্ত মানুষও অনেক থাকে যারা ভাবে - আমাদের ভাগ্যে থাকলে পুরুষার্থ চলবে। আরে, পুরুষার্থ তো তোমাদের করতে হবে। পুরুষার্থ ও প্রালঙ্ক রয়েছে । মানুষ জিজ্ঞাসা করে পুরুষার্থ বড় নাকি প্রালঙ্ক বড় ? এবারে বড় তো হল প্রালঙ্ক। কিন্তু পুরুষার্থকে বড় করে রাখা হয়, যার দ্বারা প্রালঙ্ক নির্মাণ হয়। প্রত্যেকটি মানুষ মাত্রের পুরুষার্থ দ্বারা সবকিছু প্রাপ্ত হয়। কেউ এমনও পাথর বুদ্ধি আছে যারা উল্টো বুঝে নেয়। তখন বুঝে নেওয়া হয় যে তাদের ভাগ্যে নেই। তখন ভেঙে পড়ে। এখানে আত্মারূপী বাস্তবদের কত পুরুষার্থ করানো হয়। রাত-দিন বোঝানো হয়। নিজেদের ক্যারেক্টার অবশ্যই শোধরাতে হবে।

এক নম্বর ক্যারেক্টার হল পবিত্র হওয়া। দেবতারা তো হলেন পবিত্র। তারপরে যখন পতন হয়, ক্যারেক্টার খারাপ হয় তখন একেবারে পতিত হয়ে যায়। এখন তোমরা জানো আমাদের তো এক নম্বর ক্যারেক্টার ছিল। তারপরে পতন হয়েছে। সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। এতেই খুব কষ্ট হয়। মানুষের দৃষ্টি খুব ধোকা দেয়। কারণ এ হল রাবণের রাজ্য। সেখানে (স্বর্গে) তো দৃষ্টি ধোকা দেয় না। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়, তাই রিলিজেন ইজ মাইট বলা হয়। সর্বশক্তিমান পিতা এসে এই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। যদিও সব কিছু আত্মা-ই করে, কিন্তু মানুষ রূপে করবে। উনি হলেন পিতা - জ্ঞানের সাগর। দেবতাদের তুলনায় ঐনার (বাবার) মহিমা একেবারেই আলাদা। তাহলে এমন বাবাকে কেনই বা স্মরণ করবে না । তাঁকেই নলেজফুল, বীজ রূপ বলা হয়। তাঁকে সত্য, চিং (চৈতন্য), আনন্দ কেন বলা হয় ? যে বৃক্ষের বীজ তিনি, সেই বৃক্ষের বিষয়ে তাঁরও জানা আছে, তাইনা। যেটা আমরা জগতে দেখি, তা হল জড় বীজ। তার মধ্যে আত্মা জড় হয়, মানুষের হয় চৈতন্য আত্মা। চৈতন্য আত্মাকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। বৃক্ষ ছোট থেকে বড় হয়। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আত্মা আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না। পরমাত্মার মহিমা অনেক, জ্ঞানের সাগর তিনি । এই মহিমা বর্ণনা আত্মার নয়, পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। তারপর ওঁনাকে ঈশ্বর ইত্যাদি বলা হয়। আসল নাম হল পরমপিতা পরমাত্মা। পরম অর্থাৎ সুপ্রীম। বিশাল মহিমা বর্ণনাও করা হয়। এখন দিনদিন মহিমাও কম করে থাকে, কারণ প্রথমে বুদ্ধি ছিল সত্য, তারপরে রজো, তমোপ্রধান হয়ে যায়। এই সব কথা বাবা এসে বোঝান। আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করি। কথিতও আছে সত্যযুগ আদি সময়টি হল সত্য স্বরূপ, যা ঘটে সেখানে সবই সত্য... (শিখ ধর্ম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কিছু কয়েকটি লাইন) তারা কয়েকটি লাইন লিখেছিলেন খুব ভালো, কারণ তারা তখন অত অপবিত্র ছিলেন না। আদি কালের পরবর্তীকালে যারা আসতে থাকে তারা এত পতিত হয় না। ভারতবাসীই অনেক সত্য প্রধান ছিল, তারা-ই আবার অনেক জন্মের শেষে তমোপ্রধান হয়েছে, অন্য ধর্ম স্থাপকদের জন্যে এমন বলা হবে না। তারা না এত সত্যপ্রধান হয়, না এত তমোপ্রধান হতে হয়। না তো খুব সুখের

দেখেছে, না খুব দুঃখ দেখবে। সবচেয়ে বেশি তমোপ্রধান বুদ্ধি কার? যারা সর্ব প্রথম দেবতা ছিল, তারা-ই সব ধর্ম থেকে বেশি নীচে নেমেছে। যদিও ভারতের মহিমা বর্ণনা করে কারণ অনেক পুরানো বলে। বিচার করলে দেখা যাবে এই সময় ভারত সবচেয়ে পতিত অবস্থায় আছে। উত্থান ও পতন ভারতেরই হয় অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের হয়। এইভাবে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। আমরা অনেক সুখ দেখেছি যখন সতোপ্রধান ছিলাম, তারপরে অনেক দুঃখও দেখি, কারণ তমোপ্রধান হই। মুখ্য হল- ই ৪ টি - দেবতা ধর্ম(Deityism), ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম(Buddhism) এবং খ্রীষ্টান ধর্ম(Christianity)। বাদবাকি এদের থেকেই বুদ্ধি হয়েছে। এই ভারতবাসীরা জানে না তারা কোন ধর্মের। ধর্মকে না জানার দরুন ধর্ম ত্যাগ করেছে। বাস্তবে সবচেয়ে মুখ্য ধর্ম হল এই ধর্ম, কিন্তু নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে। যারা বুদ্ধিমান, বোধ যুক্ত তারা বোঝে, এদের নিজের ধর্মে ঈমান বা বিশ্বাস নেই। তা নাহলে ভারত কি ছিল, এখন কি হয়েছে! বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা কি ছিলে! সম্পূর্ণ হিন্দু বসে বোঝান। তোমরা দেবতা ছিলে, অর্ধকল্প রাজত্ব করেছ, তারপর অর্ধকল্প বাদে রাবণ রাজ্যে এসে তোমরা ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে। এখন আবার তোমরা দৈব সম্প্রদায়ের হতে চলেছ। ভগবানুবাচ, বাবা এসে কল্প-কল্প বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বুঝিয়ে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের বানান। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।
আম্মাদের পিতা তাঁর আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের হৃদয়ের স্বচ্ছতার দ্বারা বাবার ওয়ান্ডার ফুল জ্ঞান জীবনে ধারণ করতে হবে, পুরুষার্থ দ্বারা উঁচু প্রালঙ্ক তৈরি করতে হবে। ড্রামার অজুহাত দিয়ে থেমে থাকবে না।

২) রাবণ রাজ্যে ক্রিমিনাল দৃষ্টির ধোকা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা দেখার অভ্যাস করতে হবে। পবিত্রতা হল এক নম্বর ক্যারেক্টার, সেই গুণই ধারণ করতে হবে।

বরদান :- সত্যতার ফাউন্ডেশন দ্বারা আচার-আচরণ ও চেহারা দ্বারা দিব্য অনুভূতি করাতে সক্ষম সত্যবাদী ভব

ব্যাখ্যা : দুনিয়ায় অনেক আম্মারা নিজেকে সত্যবাদী বলে বা নিশ্চয় করে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যতা নির্ভর করে পবিত্রতার আধারে। পবিত্রতা না থাকলে সত্যতা থাকা সম্ভব নয়। সত্যতার ফাউন্ডেশন হল পবিত্রতা এবং সত্যতার প্র্যাকটিকাল প্রমাণ চেহারায় ও আচার-আচরণে দিব্যতা থাকবে। পবিত্রতার আধারে সত্যতার স্বরূপ স্বতঃতই সহজে হয়। যখন আম্মা ও শরীর দুইই পবিত্র হবে, তখন বলা হবে সম্পূর্ণ সত্যবাদী অর্থাৎ দিব্যতা সম্পন্ন দেবতা।

স্লোগান - অসীম জগতের (বেহদের) সেবায় ব্যস্ত থাকলে অসীমের বৈরাগ্য স্বতঃতই আসবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অনাদি আত্মীয়তা হলো ভাই-ভাই সম্পর্কের, আর সাকারে তোমাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের। অতএব কখনও যেন তোমাদের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব না পড়ে"

প্রশ্ন :- কে হতে পারে বিজয়ী অষ্ট-রত্ন ? তার প্রকৃত মূল্য কতখানি ?

উত্তর :- যার মনের ভাবনাতে কোনও ক্রিমিনাল ভাব থাকে না, যার দৃষ্টিকোণ সত্য - সে অষ্ট-রত্নের মধ্যে থাকে, অর্থাৎ কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তার গুরুত্ব এতই অধিক হয় যে, যেমন কারও গ্রহ দোষের কারণে অষ্ট-রত্নের আংটি পড়ানো হয়, আর ভাবা হয় যে এই অষ্ট-রত্নের আংটি ধারণের ফলেই গ্রহের কুপ্রভাব দূর হয়ে যাবে। তোমাদের এই অষ্ট-রত্ন তৈরির কারিগর খুবই দূরদৃষ্টির বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার কারণে বি কে-দের মধ্যে ভাই-ভাইয়ের সেই স্মৃতি নিরন্তর বজায় থাকে।

ওঁ শান্তি! ঈশ্বরীয় সন্তান বি.কে.-রা, তোমরা তো জানো প্রকৃত অর্থে তোমাদের যা পরিচয় - তা হলো ব্রাহ্মণ। তোমরা ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীরা সংখ্যায় অনেক। এতেই বোঝা যায়, তোমরা সবাই দত্তক সন্তান। যেহেতু তোমরা একই ব্রহ্মাবাবার সন্তান। অর্থাৎ তোমাদেরকে দত্তক নেওয়া হয়েছে। একমাত্র ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীরা-ই ব্রহ্মাবাবার দত্তক সন্তান। সন্তান তো অনেক প্রকারেরই হয়, যেমন কেউ হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মার আবার কেউ বা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের। অতএব এদের নিজেদের মধ্যে অবশ্যই কোনও না কোনও যোগসূত্র থাকবে নিশ্চয়ই। একপক্ষ হলো অসীম-বেহদের বাবার সন্তান আর অপরপক্ষ হলো জাগতিক বাবার সন্তান। অসীম-বেহদের বাবার (নিরাকার) সন্তান হলে তখন তোমাদের নিজেদের মধ্যে হয় ভাই-ভাই সম্পর্ক আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান সাকার হওয়াতে তা হয়- ভাই-বোন সম্পর্কের। ভাই-বোন সম্পর্কের মধ্যে কোনও ক্রিমিনাল সম্পর্ক কখনই হয় না। যেমনটা জাগতিক লোকেরা বলে তোমাদের ক্ষেত্রে- ব্রহ্মাকুমারীসে সবাইকে ভাই-বোন বানিয়ে দেয়। যে সম্পর্ক অতি পবিত্রতার, যে সম্পর্কে কোনও কুদৃষ্টি আসতেই পারে না। কেবলমাত্র এই এক জন্মে এই দৃষ্টিতে অভ্যাসী হলে, আগামী ভবিষ্যতের জন্মগুলিতেও কোনও কুদৃষ্টি থাকবে না। এমন নয় যে, তোমাদের সেই আগামী রাজস্বে সেখানে কোনও বর্তমানের মতন ভাই-বোনের সম্পর্ক থাকবে, সেই দুনিয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমরা হবে মহারাজা-মহারানী। বাচ্চারা, এখন তো তোমরা জেনেছো, বর্তমানে তোমরা অবস্থান করছো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এবং তোমরা সবাই নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন। তাই তো তোমাদের নামের সাথে জুড়ে রয়েছে প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম। লোকেরা তো এটাই জানে না, ইনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা কিভাবে এবং কখন হলেন। যেহেতু তোমরা এখানে এসে বসে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ো তাই জানতে পেরেছো, প্রকৃত অর্থে তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী বি. কে. ব্রাহ্মণ। তবে একে কিন্তু ধর্মের আখ্যা দেওয়া যাবে না। বি.কে.-দের দ্বারা কেবল কুল-এর স্থাপনা কার্য চলছে। যেহেতু তোমরা বি.কে.-রা প্রকৃত ব্রাহ্মণ কুলের। নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে তোমরা নিজেদেরকে অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী বলে জানাবে। যেহেতু তোমরা সবাই একই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। যা একেবারেই নতুন তথ্য। অনায়াসেই তোমরা নিজেদেরকে বি.কে. বলে পরিচয় দিতে পারো। বাস্তবে তো তোমরা সবাই ভাই-ভাই, যেহেতু একই পরমাত্মা পিতার সন্তান তোমরা। পরমাত্মার ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা তখন দত্তক সন্তান নও।

আমরা অর্থাৎ অবিনাশী আল্লাহ সবাই অনাদি পরমাত্মার সন্তান। যিনি পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ 'সুপ্রিম সোল'! এই সুপ্রিম সোল শব্দটি আর কারও ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। সুপ্রিম বলা হয় যিনি সদাকালের সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। অন্য কারও ক্ষেত্রেই এমন সম্পূর্ণ পবিত্র বলা চলে না। আর এই পবিত্রতার ধারণা পাওয়া যায় কেবলমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই। বর্তমানে তোমরা সেই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই অবস্থান করছো। ঠিক যেমন বলা হয়ে থাকে - কলিযুগ নিবাসী, সত্যযুগ নিবাসী। সত্যযুগ, কলিযুগকে তো অনেকেই জানে, কিন্তু যাদের বুদ্ধি তেমন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, তারা অনায়াসেই তা বুঝতে পারবে যে, কলিযুগ আর সত্যযুগের মধ্যবর্তী সময়কেই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। কিন্তু অঙ্গানী শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে তাকে যুগে যুগে বলে অভিহিত করেছে। তাই বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন - তিনি যুগে যুগে আসেন না মোটেই। বি. কে.-দের বুদ্ধিতে একথা যেন অবশ্যই থাকে - তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। তোমরা না তো সত্যযুগে আর না কলিযুগে অবস্থান করছো। আর এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের পরেই আসে সত্যযুগ। সেই সত্যযুগে যাবার উদ্দেশ্যেই তোমাদের এই পুরুষার্থ করা। যেহেতু, পবিত্রতা ছাড়া সেখানে কেউ যেতেই পারে না। সেই পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যেই তোমারা এই পুরুষার্থ করে চলেছো। সবাই তো আর পবিত্র হতে পারে না, কেউ কেউ পতিত-ই থেকে যায়। পবিত্রতার দিশায় চলতে চলতে কেউ বা আবার পতনের দিশাতেও চলে যায়। তারপরেই আবার লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আবার জ্ঞান-অমৃত পান করে। বাস্তবতার নিয়মে যারা জ্ঞান-অমৃতকে ছেড়ে বিম্বপান করে, কিছু সময়কাল তাদেরকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না। যেমন প্রবাদ আছে যে, যখন অমৃত বিলানো হচ্ছিল, বিকারী অসুরেরা লুকিয়ে সেই স্থানে এসে বসেছিল। তাই তো বলা হয়, ইন্দের সভায় তেমন অপবিত্ররা এসে বসলে তাদেরই সেই অভিশাপ লাগে। এছাড়াও এক কাহিনি আছে, কোনও একজন পরী এক বিকারীকে নিয়ে আসার পর তাকে যখন সেখানে বসায়, তারপর তার কি চরম দুর্দশা হয়েছিল। বিকারীর পতন তো অবসম্ভাবী। এসব অবশ্যই বুঝতে হবে তোমাদের। বিকারীর তো আর উন্নতি হবে না। বরঞ্চ সে পাথর বুদ্ধির নির্বোধে পরিণত হয়। তার মানে এমন নয় যে, মানুষ বস্তু পাথরে বা গাছ-পালায় পরিণত হয়। আসলে সে পাথর বুদ্ধির মতন নির্বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে আসার অর্থই তো পরশ পাথরের মতন সুবুদ্ধির হওয়া। কিন্তু যেহেতু তারা লুকিয়ে লুকিয়ে বিষ পান করে, তাতেই প্রমাণ হয় যে, তারা পাথর-বুদ্ধির মতন নির্বোধই থেকে যায়। এসব কথা কেবল সামনাসামনি বোঝানো যায়। অঙ্গানী শাস্ত্রকারেরা তো ঘরে বসেই গল্পের আকারে সেসব লিখেই খালাস।

এই ক্লাসের নাম ইন্দ্রসভা। এখানে পাথরাজ পরী ও আরও কত হরেক রকমের পরীদের নাম করা হয়। যেমন স্থূল রত্নরাজির নাম থাকে। তাতেও আবার ক্রমিক নম্বর অনুসারে থাকে। যেমন, কোনোটি খুব ভাল রত্ন, কোনোটি কম ভাল রত্ন, কোনোটির মূল্য খুবই কম, আবার কোনোটির অধিক মূল্য। যেমন নয়টি রত্ন দিয়ে আংটি বানিয়ে তার প্রচারও করা হয়। যদিও সবগুলিই রত্ন। ঠিক তেমন ভাবেই এখানেও এরা বসে আছে। এদের মধ্যে কেউ যেমন হীরে, কেউ বা পান্না, কেউ মানিক, কেউ পাথরাজ - এরাই সব বসে আছে। যদিও তাদের একজনের সাথে অপরজনের তফাৎ রাত-দিনের, একের থেকে - অপরজনের গুরুত্বেরও অনেক পার্থক্য। ঠিক তেমন ভাবে আবার ফুলের উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। ফুলের মধ্যেও তো তেমনি অনেক ভ্যারাইটি থাকে। বাচ্চারা নিজেরাই তা জানে, কে কোন ফুলের মতন। ব্রাহ্মণীরা পাণ্ডা হয়ে আসে এখানে, তাই তারা অবশ্যই খুব ভাল ফুল। কোনও কোনও বি.কে. ছাত্র আবার এমন সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত হয় যে, এই পাঠের খুব সুন্দর ব্যাখ্যাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে বাবা সেই ব্রাহ্মণী টিচারকে ফুল উপহার না দিয়ে ঐ ছাত্রকেই

সেই ফুলের উপহার দেন। যেহেতু শিক্ষিকার থেকেও অনেক বেশী গুণে গুণান্বিত সেই বি.কে.-রা। সেইসব বি.কে.-দের মধ্যে অবশ্যই কোনও প্রকারের বিকার থাকে না। আবার কারও কারও মধ্যে অবগুণও থাকে - ক্রোধের ভূত, লোভের ভূত ইত্যাদি! বাবা তা বুঝতে পারেন কে কেমন ফেবারিট (মনের মতন) পাণ্ডা। আর কে দ্বিতীয় শ্রেণির পাণ্ডা। আবার কেউ বা তেমন ফেবারিট নয়। কেউ বা জিজ্ঞাসু। অথচ এমন হলো, যাকে নিয়ে এলো সে হয়ে গেল ফেবারিট। আবার এমনটাও হয়, শিক্ষাদাত্রী টিচার নিজেই স্বয়ং মায়ার খপ্পরে পড়ে বিকারী হয়ে যায়। এমনও হয় যে, অন্যদেরকে পাঁক থেকে উদ্ধার করে নিজেই সেই পাঁকে ফেঁসে মারা যায়। সত্যি মায়া এমনই প্রতাপশালী। বাচ্চারাও তা জানে, এই ক্রিমিনাল দৃষ্টি-ই সবচেয়ে বেশী প্রতারণা করে। যতক্ষণ সেই প্রতারণা ক্রিমিনাল দৃষ্টি থাকবে, ততক্ষণ ভাই-বোনের যে সম্পর্কের ব্যবহার শেখানো হয়, তা ফলপ্রসূ হয় না। যেহেতু একবার যে তার ক্রিমিনাল দৃষ্টি হয়ে গেছে। যখন সেই ক্রিমিনাল দৃষ্টি দূর হয়ে পাকাপাকি ভাবে সিভিল দৃষ্টি হয় - তবেই তাকে বলা হয় কর্মজীবী অবস্থা। অতএব নিজেই নিজের দৃষ্টিকে এই ভাবে পরীক্ষা করতে হবে, একত্রে থেকেও যেন একের অন্যের প্রতি বিকারী দৃষ্টি না যায়। যেহেতু এখানে তোমরা প্রকৃত ভাই-বোন। আর তোমাদের মধ্যে অবস্থান করছে জ্ঞানের তরবারি। অতএব পবিত্র থাকার পাক্ষা প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমাদের। এতৎ-সঙ্গেও কেউ কেউ লিখে জানাও - বাবা চেষ্টা তো করে চলেছি, কিন্তু এখনও সেই স্থিতিতে পাক্ষা হতে পারিনি। এই নিমিত্তে পুরুষার্থ করেই চলেছি, এমনটা যেন না হয়। একেবারেই সিভিল দৃষ্টি যখন হবে, একমাত্র তখনই তো বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। অবস্থা এমন হওয়া চাই, মনেও যেন কোনও বিকারী সংকল্প একেবারেই না আসে। যাকে কর্মজীবী অবস্থা বলা যাবে। এটাই যে তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কত সুন্দর মালা হয় তোমাদের। ৮-রত্নের মালা। তোমরা বি.কে.-রা সংখ্যাতে অনেক। এখান থেকেই সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী রাজত্বের স্থাপনা হয়। সব মিলিয়ে কেবলমাত্র ৮-রত্ন সম্পূর্ণভাবে পাশ ও স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করে। সেই ৮-রত্নের মাঝে আবার হীরা অর্থাৎ শিববাবাকে রাখা হয়। যিনি সবাইকে এমন রত্ন করে গড়ে তোলেন। গ্রহের দশাতেও তো ৮-রত্নের আংটি ধারণ করে অনেকে। ভারত ভূ-খণ্ডে বর্তমানে চলছে রাহুর দশা। শুরুতে ছিল বৃহস্পতির দশা। যখন তোমরা ছিলে সত্যযুগী দেবী-দেবতা! সমগ্র বিশ্বে একমাত্র তোমরাই ছিলে সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী। আর এখন তোমাদের চলছে রাহুর দশা। কিন্তু একথা তোমাদের জানা আছে, একদা কেবলমাত্র তোমাদের উপরেই ছিলো বৃহস্পতির দশা। এই বৃহস্পতি-ই আবার বৃষ্ণপতি (কল্পবৃষ্ণ)। যাকে প্রচলিত কথায় বৃহস্পতি বলা হয়। একদা তোমাদের উপরে সদা কালের জন্য বৃহস্পতির দশাই ছিলো, যখন তোমরা সমগ্র বিশ্বেরই মালিক ছিলে। কিন্তু এখন রাহুর দশা চলার কারণে তোমরা কানা-কড়ি মূল্যের হয়ে গেছে। যা তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারো অনায়াসেই। এ নিয়ে আর প্রশ্নই উঠবে না তোমাদের। লোকেরা গুরু-গোঁসাইয়ের কাছে যেমন জানতে চায়- পরীক্ষায় কি আমি পাশ হতে পারবো ? এখানেও তেমনি বাবার কাছে অনেকেই জানতে চায়- উত্তীর্ণ হতে পারবে কি না ? বাবাও জানিয়ে দেন, এমন ভাবেই তীব্র পুরুষার্থ অনুসারে চলতে থাকলে, অবশ্যই উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু মায়াও যে প্রবল শক্তিশালী। সে তোমার জীবনে অনেক প্রকারের ঝড়-ঝঞ্ঝা আনবে। যদিও এখন তো কোনওমতে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আগামীতে যদি অনেক বড় ঝড়-ঝঞ্ঝা আসে, তখন ? মনে রাখতে হবে, তোমরা এখন দাঁড়িয়ে আছো যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝ মাঠে। এমন অবস্থায় কি করে বাবা আগাম গ্যারান্টি দিতে পারে ? অনেক আগে যখন (বি.কে.দের) মালা বানানো হতো,

যাদেরকে ২ বা ৩ নম্বরে রাখা হতো, তারা বেশীদিন সেই অবস্থানে টিক্কে থাকতে পারতো না। হয়তো বা খুব সুন্দর ফুল থেকে একদম কাঁটাতেই পরিণত হলো। তাই বাবা বলছেন - "ব্রাহ্মণদের মালা আগেভাবে বানানো যায় না। সবাই যে এখন যুদ্ধের ময়দানে রয়েছে। আজ যে ব্রাহ্মণ কাল হয়তো শূদ্র হয়ে গেলো।" বিকারে যাওয়া মানেই শূদ্র হওয়া। ফলে তার উপর রাহুর দশাও বসবে। অথচ বৃহস্পতির দশা প্রাপ্তির জন্য সে পুরুষার্থ করে যাচ্ছিলো, যাকে পড়াচ্ছিলেন স্বয়ং বৃক্ষপতি। কিন্তু সেই ধারায় চলতে চলতে মায়ার এমন চপেটাঘাত লাগলো, আবার সে গিয়ে পড়লো রাহুর দশায়। কেউ বা আবার বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হলো। যেমনটা সর্বত্রই হয়ে থাকে। এক রাজার রাজত্ব থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য রাজার রাজত্বে শরণ নেয়। তারপর সেখানে যখন দেখে যে, সেই ব্যক্তি সত্যিই কাজের, তখন তাকে শরণ দেয়। আবার এমন বিশ্বাসঘাতকও অনেক দেখা যায়, যারা এ্যারোল্পেন নিয়ে সে অন্য দেশে চলে যায়। তখন সেই দেশ তাকে শরণ দিয়ে এ্যারোল্পেনটি ফিরিয়ে দেয়। এ্যারোল্পেনের তো আর শরণের প্রয়োজন নেই। সেই এ্যারোল্পেন তো অন্যের সম্পত্তি। তাই যার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই মানুষটিকে শরণ দেওয়া হয় যে তাদের স্মরণাপন্ন হয়েছে।

বাম্ভারা, তোমরা এখন বাবার কাছে বাবার স্মরণে এসেছো। তোমরাই বলছো- বাবা আমাদের মান-মর্যাদা রক্ষা করো। যেমন দ্রোপদী চিংকার করেছিলো- এরা আমার বস্ত্রহরণ করে নগ্ন করে দিচ্ছে, এই পতিত অবস্থা থেকে আমাকে বাঁচাও। সত্যযুগে এমন নগ্নতার কোনও ব্যাপারই নেই। যেহেতু সত্যযুগ সম্পূর্ণ নির্বিকারী। যেমন ছোট শিশুরা নির্বিকারী হয়। সত্যযুগে ঘর-সংসার গৃহস্থালি ব্যবহারে থেকেও সম্পূর্ণ নির্বিকারী থাকে তারা। যদিও স্ত্রী-পুরুষ একত্রেই থাকে, তবুও তারা নির্বিকারী হয়। তাই তো তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় - "নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী।" সত্যযুগ এমন নির্বিকারী দুনিয়া হওয়ার মূল কারণ হলো - সেখানে রাবণের উপস্থিতি থাকে না। তাই তাকে বলা হয় 'রামরাজ্য'। প্রকৃত অর্থে রাম বলা হয় শিববাবাকেই। রাম নাম জপ করার অর্থ হলো, পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করা। রাম নাম বলার সময় মন ও বুদ্ধিতে সেই নিরাকার ভাবটাই আসে। তাই তো রাম-রাম বলার সময় সীতার নাম উল্লেখ হয় না। তেমনি কৃষ্ণের নাম করার সময়ও রাধার নামের উল্লেখ থাকে না। এখানে তো আছেন এক ও একমাত্র এই বাবা, যিনি স্বয়ং বলছেন - "আম্মারা, তোমরা কেবলমাত্র আমাকেই (পরমাত্মাকে) স্মরণ করবে।" কৃষ্ণকে তো আর পতিত-পাবন বলা যায় না। ছোটকালে রাধা-কৃষ্ণ ভাই-বোন ছিল না। তারা ছিলো পৃথক-পৃথক রাজ্যের। শিশুরা তো শুদ্ধই থাকে। তাই তো বাবা বাম্ভাদেরকে ফুল বলে সম্বোধন করেন। বাম্ভাদের কোনও বিকারী দৃষ্টিও থাকে না। যখন বড় হয়, তখন তাদের দৃষ্টিকোণে পাপ জন্মায়। সেই অর্থে উদাহরণ দেওয়া হয় বালক ও মহাত্মা একই সমান। বরঞ্চ শিশুরা মহাত্মাদের থেকেও উন্নত। যেহেতু মহাত্মারা একথা তো জানে যে, তাদের জন্মটা ব্রষ্টাচার বিকারের দ্বারা। কিন্তু ছোট বাম্ভারা তো নিজেরা তা জানেই না। বাম্ভারা, বাবার আপন হতে পারলেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের পাবেই পাবে। আর এর দ্বারাই তোমরা বি.কে.-রা সমগ্র বিশ্বের রাজধানীর মালিক হও। পূর্ব কল্পের শুরুতেও তোমরাই সেই বিশ্বের মালিক ছিলে। এবারও আবার তা হতে চলেছো। কত অফুরন্ত প্রাপ্তিযোগ তোমাদের। অতএব স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ ভাই-বোন হয়ে পবিত্র থাকাটা এতে আর অসুবিধা কোথায়। কিছু পরিশ্রম তো করতেই হয়। তবে হ্যাঁ, সবকিছুই হয়ে থাকে পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। তোমরা আবারও এখন আছো বৃহস্পতির দশায়। যদিও স্বর্গ-রাজ্যে তো অবশ্যই যাবে, কিন্তু তা এই জ্ঞান পাঠের উপরেই নির্ধারণ হবে কে কেমন উচ্চ পদের অধিকারী হবে বা কে

মধ্যম পদের। কেউ হয় ফুলের মতন, আবার কেউ বা! তোমাদের পদাধিকার- এটাও অনেকটা ফুলের বাগানের মতনই। অতএব খুব মনোযোগ সহকারে পুরুষার্থ করতে হবে, তেমন সুন্দর ফুল হয়ে ওঠার জন্য। তাই তো বাবা এত ধরনের ফুল নিয়ে আসেন তোমাদেরকে দেখাবার জন্য। যেমন ফুলের বাগানে হরেক প্রকারের ফুল হয়। সত্যযুগ যেমন ফুলের বাগান, তেমনি বর্তমানের এই কলিযুগ হলো কাঁটার জঙ্গল। কাঁটা থেকে ফুল হবার হবার পুরুষার্থই করে চলেছে তোমরা। সুতরাং একে অপরকে কাঁটা বিঁধানোর প্রয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে পুরুষার্থ করতে থাকো। যে যতটা পুরুষার্থ করতে পারবে, সে ততটা জয়ের মুখ দেখবে। সবকিছুর মূল কথাই হলো কাম-বিকারকে জয় করতে পারলেই জগৎজীত হতে পারবে। অবশ্য এসব কিছুই নির্ভর করছে তোমাদের নিজেদের উপরেই। এর জন্য মুখের ভাষার প্রতিও যথেষ্ট সংযম রাখতে হবে। বৃদ্ধদের কম, বানপ্রস্থ পৌত্দের আরও কম, আর বাচ্চাদের জন্য তো খুবই কম।

বাচ্চারা, তোমরা তো জেনেছো সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী ও জাগতিক যাবতীয় সবকিছুই একমাত্র তোমরাই পেয়ে থাকো। আর তা পাওয়ার জন্য কেবলমাত্র এই এক জন্মে তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হয়, এতে মুষ্কিলের কি আছে ? জাগতিক বাল-ব্রহ্মচারীরা তো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পবিত্র থাকে। তেমনি যারা পবিত্র থাকতে পারে, বাবাও তাদের জন্য প্রয়াস করেন। সেই বাচ্চারা যারা ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান পায়, তারা অনায়াসেই বেঁচে যায়। যদিও ছোট বাচ্চারা অবোধ হয়। বাইরে স্কুল বা অন্যত্র তাদের সঙ্গী-সাথীর কারণে সেই সংস্কারের স্বভাবে প্রভাবিত হয়ে তেমনই হয়ে যায়। সৎ সঙ্গ স্বর্গ বাস - অসৎ সঙ্গ নরক বাস। তাই তো বাবা বলছেন- বাচ্চারা, আমি তো তোমাদেরকে ভব-সাগর পার করে একেবারে শিবালয়ে নিয়ে যাই, সত্যযুগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়ায়। তখন সেখানে অনেক কম সংখ্যক মনুষ্যই থাকে, যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেবতারা অনেক কম সংখ্যকই তো হয়, যারা সেই স্বর্গ-রাজ্যে বাস করে। অতএব সেই নতুন দুনিয়ায় পৌঁছবার পুরুষার্থে মন দেওয়া উচিত তোমাদের। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ঔঁনার আত্মারূপী ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মনের মতন হওয়ার জন্য গুণবান হতে হবে। ভালো-ভালো গুণগুলিকে ধারণ করে ফুলের মতন পবিত্র-সুন্দর হতে হবে। অবগুণগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। কাউকেই কাঁটা বিঁধানো চলবে না।

২) সম্পূর্ণভাবে পাশ হওয়ার জন্য কিস্বা স্কলারশিপ নেবার জন্য এমন অবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে খারাপ কিছুই যেন মনেতে স্থান না পায় - অর্থাৎ সম্পূর্ণ সিভিল দৃষ্টির হয়ে যাওয়া। যাতে বৃহস্পতির দশা সর্বদাই বজায় থাকে।

বরদান :- নিজ স্বরূপ আর বাবার সত্য-স্বরূপের প্রত্যক্ষতায় সত্যতার শক্তিকে ধারণ করে দিব্যতা সম্পন্ন ভব

ব্যাখ্যা :- যে বাচ্চা নিজের স্ব-স্বরূপকে অথবা বাবার সত্য পরিচয়কে যথার্থ ভাবে জানতে পারে আর সেই স্বরূপের স্মৃতিতে অবস্থান করে, তখন তার মধ্যে সত্যতার শক্তি সঞ্চিত হয়। ফলে তার প্রতিটা সংকল্পই সদা সত্যতা আর দিব্যতা সম্পন্ন হয়। সংকল্প, বাক্য, কর্ম আর সম্বন্ধ-সম্পর্ক সবকিছুতেই দিব্যতার অনুভূতি হয়। ফলে তখন আর সত্যতাকে প্রমাণ করার আবশ্যকতাই থাকে না। আর সত্যতার শক্তি যদি থাকে, সে নিজেই খুশীতে নাচতে থাকবে।

স্লোগান :- সাকাশ দেবার সেবা করলে নিজের সমস্যাগুলিও খুব সহজেই দূর হয়ে যায়।

শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের আধ্যাত্ম পার্সোনালিটি

আজ ভাগ্যবিধাতা বাবা তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্যের রেখা কতো শ্রেষ্ঠ আর অবিনাশী ! তোমরা সব বাচ্চাই তো ভাগ্যবান, কারণ তোমরা ভাগ্যবিধাতার হয়েছ, সেইজন্য তো ভাগ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। জন্মসিদ্ধ অধিকার-রূপে তোমাদের সকলেরই নিজে থেকেই অধিকার প্রাপ্ত হয়। অধিকার সবার আছে, কিন্তু জীবনে সেই অধিকার নিজে অনুভব করতে এবং অন্যকে অনুভব করানোর মধ্যে প্রভেদ আছে। এই ভাগ্যের অধিকারের যোগ্য হওয়া এবং সেই খুশি আর নেশায় থাকা, এবং অন্যদেরও ভাগ্যবিধাতা দ্বারা ভাগ্যবান বানানো - এটা হলো এই অধিকার থাকার নেশা বজায় রাখা। যেমন পার্থিব সম্পত্তি আছে এমন কারও আচার-আচরণ এবং চেহারাতে অল্পকালের সম্পত্তির নেশা দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক একইভাবে ভাগ্যবিধাতার থেকে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অবিনাশী সম্পত্তির নেশা তোমাদের চেহারায় এবং কার্যকলাপে স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের সম্পত্তির প্রাপ্তির স্বরূপ অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক। শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের ঝলক আর ঈশ্বরীয় নেশা বিশ্বে সকল আত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র এবং প্রিয়। শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা সদা পরিপূর্ণ, আধ্যাত্ম নেশায় থাকার অনুভব হবে। দূর থেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের সূর্যের কিরণ ঝলমলে অনুভব হবে। ভাগ্যবানের ভাগ্যের প্রপাটির পার্সোনালিটি দূর থেকেই অনুভব হবে। শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মার দৃষ্টি দ্বারা সদা সবার আধ্যাত্মিক রয়্যালটি অনুভব হবে। বিশ্বে যতই বড় বড় রয়্যালটি বা পার্সোনালিটির ব্যক্তিত্ব থাকুক না কেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মার সামনে বিনাশী পার্সোনালিটির ব্যক্তি নিজেও অনুভব করে যে, এই আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটি অতি শ্রেষ্ঠ এবং অনুপম। এমন অনুভব করে যে এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মারা সকলের থেকে স্বতন্ত্র, অলৌকিক দুনিয়ার। তারা সম্পূর্ণ অনন্য, যাদের বলা হয় আল্লা বা ভগবানের লোক। যখন কোনও নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়, লোকে তখন ভালোবাসার সাথে তা দেখতে থাকে। ঠিক একইভাবে, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের দেখে তারা অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল এমন হয় যে অন্যেরাও অনুভব করে যে কিছু প্রাপ্ত হচ্ছে অর্থাৎ তারা প্রাপ্তির বাতাবরণ বা বায়ুমন্ডল অনুভব করে। কিছু প্রাপ্তি হওয়ার, কিছু লাভ হওয়ার অনুভূতিতে তারা আত্মহারা হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাকে দেখে এমন অনুভব করে যেন তৃষ্ণার্তের সামনে কুয়া হেঁটে এসেছে। অপ্রাপ্ত আত্মা প্রাপ্তির আশা অনুভব করে। চারিদিকের নিরাশার অন্ধকারের মাঝে শুভ আশার প্রজ্জ্বলিত দীপ অনুভূত হয়। হতাশাগ্রস্ত আত্মা হৃদয়ে খুশির অনুভব করে। নিজেদের এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান মনে কর তোমরা ? তোমাদের এই অধ্যাত্ম বিশেষত্ব জানো তোমরা ? এই বিশেষত্ব স্বীকার করো ? সেইসব অনুভব করো ? নাকি শুধু সেইসব সম্বন্ধে ভাবো আর শোনো ? ঘুরতে-ফিরতে এই সাধারণ রূপে লুকিয়ে থাকা অমূল্য শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাকে কখনো নিজেও ভুলে যাও না তো, নিজেকে সাধারণ আত্মা তো মনে কর না ? শরীর পুরানো, সাধারণ কিন্তু আত্মা মহান আর বিশেষ। সারা বিশ্বের ঠিকুজি-কোণ্টী দেখ, তোমাদের মতন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যরেখা কারও হতে পারে না। যত ধনসম্পন্ন আত্মাই হোক, শাস্ত্র থেকে আত্ম-জ্ঞানের ভাণ্ডারে সম্পন্ন আত্মা হোক, বিজ্ঞানের নলেজের শক্তিতে সম্পন্ন আত্মা হোক, কিন্তু তোমাদের সকলের ভাগ্য-সম্পন্নতার সামনে সেইসবে কি প্রদর্শন করবে ! তারা নিজেরাও অনুভব করতে শুরু করেছে যে বাহ্যিকভাবে তারা পূর্ণ কিন্তু অভ্যন্তরে শূন্যতা। আর তোমাদের অভ্যন্তর পরিপূর্ণ, বাহ্যিকরূপ সাধারণ, সেইজন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সদা স্মৃতিতে রেখে সমর্থ হওয়ার আধ্যাত্মিক নেশায় থাক।

বাহ্যিকরূপে যতই সাধারণ প্রতীয়মান হও, কিন্তু সেই সাধারণত্বে মহত্ব দৃশ্যগোচর হতে দাও। সুতরাং, নিজেকে চেক কর, প্রতিটা কর্মে সাধারণত্বে মহত্ব অনুভূত হয় ? এইভাবে যখন নিজেরা নিজেরদের অনুভব করবে, তখন অন্যদেরও এই অনুভব করাবে। অন্য লোকে যেমন কার্য করে সেরকমই তোমরাও জাগতিক কার্য কর, নাকি আল্লার অলৌকিক লোক হয়ে কার্য কর ? ঘুরতে-ফিরতে যখন সবার সঙ্গে সম্পর্কে আসছ তখন এটা তাদের অবশ্যই অনুভব হতে দাও যাতে তারা বুঝতে পারে যে তোমাদের দৃষ্টিতে, চেহারাও অনন্য ভাব আছে। এমনকি, তারা দেখেও যদি বুঝতে অপারগ হয়, তাহলে তাদের মধ্যে এই কোশ্চেন যেন অবশ্যই ওঠে, এটা কি ? এরা কারা ? এই কোশ্চেন রূপী তীর তাদেরকে অবশ্যই বাবার কাছে নিয়ে আসবে। বুঝেছ তোমরা ? এমনই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আল্লা তোমরা। বাপদাদা কখনো কখনো বাচ্চাদের ভোলাভালা ভাব দেখে মৃদু হাসি হাসেন। তোমরা ভগবানের হয়েছ, কিন্তু তোমরা এতটাই বেথেয়ালে হয়ে যাও যে নিজের ভাগ্যই ভুলে যাও। যে কোনো কিছু যা অন্য কেউ ভোলে না, তা সরল-মতি বাচ্চারা ভুলে যায়, নিজেই কখনো নিজেকে ভুলে যায় ? বাবাকে কেউ ভুলে যায় ! কতো আলাভোলা হয়ে গেছ তোমরা ! ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা উল্টো পাঠের পড়া এত পাকাপোক্তভাবে করেছ যে, যখন ভগবান তোমাদের বলেন, ভুলে যাও, তবুও তোমরা তা ভুলতে পার না। অথচ শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলো ভুলে যাও ! তাহলে কতো সাদাসিধেভাব তোমাদের ! বাবা বলেন, ড্রামাতে এই সকল আলাভোলাদের সাথেই "আমার পার্ট।" দীর্ঘ সময় তোমরা সাদাসিধা হয়ে থেকেছ, এখন বাবা সমান মাস্টার নলেজফুল, মাস্টার পাওয়ারফুল হও। বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা !

যারা সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, সবাইকে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দ্বারা ভাগ্যবান হওয়ার শক্তি দেয়, সাধারণত্বের মধ্যে মহত্ব অনুভব করায়, সরলবুদ্ধি থেকে ভাগ্যবান বানায়, সদা ভাগ্যের অধিকারের নেশায় আর খুশিতে থাকে, বিশ্বে ভাগ্য-নক্ষত্র হয়ে ঝলমল করে, এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আল্লাদের ভাগ্যবিধাতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

মধুবন নিবাসী ভাই-বোনের সাথে- মধুবন নিবাসী অর্থাৎ সদা নিজের মাধুর্যে অর্থাৎ নিজের মধুর ও কোমল ভাব দ্বারা সবাইকে মধুর (মনোহর) করে তোলে এবং সদা তাদের অসীম জগতের বৈরাগ্য (বেহদ-বৈরাগ্য) বৃত্তি দ্বারা অন্যদের বেহদ-বৈরাগ্যে উৎসাহিত করে। এটাই মধুবন নিবাসীদের বিশেষত্ব। তাদের মধুরতাও অতি এবং অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিও অতি। যারা এই ব্যালেন্স রাখে, তারা সদাই নিজে থেকে সহজভাবে সামনে অগ্রচালিত হওয়ার অনুভব করে। মধুবনের এই দুই বিশেষত্বের প্রভাব বিশ্বের ওপরে পড়ে। এমনকি, অজ্ঞানী আল্লা হলেও, মধুবন তো লাইটহাউস মাইটহাউস, যেখান থেকে লাইটহাউসের আলোকরশ্মি কেউ চাইলেও বা না চাইলেও সকলের ওপরেই পড়ে। এখানে যতখানি ভাইব্রেশন হয়, সেই অনুসারেই লোকে যখন ফিরে যাবে, তারা বুঝবে যে, তোমরা অনন্য, স্বতন্ত্র। সেটা তাদের সমস্যার কারণে হোক বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির (সার্কামস্ট্যান্সের) কারণে অথবা অপ্রাপ্তির কারণে, কিন্তু অল্পকালের বৈরাগ্য বৃত্তির প্রভাব অবশ্যই পড়ে। যখন তোমরা এখানে শক্তিশালী হও তো ওখানেও কোনো না কোনো এইরকমই বিশেষ শক্তিশালী ব্যাপার হয়। এখানের তরঙ্গ ব্রাহ্মণের সাথে সাথে দুনিয়ার লোকের ওপরে তরঙ্গায়িত হয়। যারা বিশেষ নিমিত্ত, তারা যদি কিছুক্ষণের জন্য প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় থাকে আর তারপরে সাধারণ হয়ে যায়, তখন ওখানেও অন্যেরা উৎসাহ-উদ্দীপনায় আসবে আর তারপরে সাধারণ হয়ে যাবে। সুতরাং মধুবন এক বিশেষ স্টেজ। যেমন, জাগতিক স্টেজে যারা ভাষণ দেয় অথবা যারা

স্টেজ সেক্রেটারি তারা তো অবশ্যই স্টেজের দিকে অ্যাটেনশন রাখবে, তাই না ! নাকি ভাববে এটা যে ভাষণ দেবে শুধু তার ওপরেই বর্তায় ! হয়তো বা কেউ একটা ছোট গান গাইতে যাচ্ছে বা কেউ হয়তো শুধুই ফুলের তোড়া দেবে, তবুও যে সময় স্টেজে আসবে, তারা তাদের সেই বিশেষত্ব এবং অ্যাটেনশনের সাথেই আসবে । সুতরাং, মধুবনে তোমাদের যে ডিউটিই থাকুক, নিজেদের তোমরা ছোটই মনে কর বা বড়, মধুবনের বিশেষ স্টেজে থাক । মধুবন অর্থাৎ মহান স্টেজ । সুতরাং যারা মহান স্টেজে পার্ট প্লে করে (নিজেদের মহান ভূমিকা পালন করে), তারা তো মহানই হবে, তাই না ! সবাই তোমাদের শ্রেষ্ঠ (উঁচু) নজরে দেখে, কারণ মধুবনের মহিমা অর্থাৎ মধুবন নিবাসীদের মহিমা ।

মধুবন নিবাসীদের প্রতিটা বোল একেকটা মুক্তা । বোল নয় বরং মুক্তায় পরিশোভিত । এ যেন মুক্তা-বরিষণ ; তোমরা বলছ না, বরং মুক্তা বর্ষিত হচ্ছে । একেই বলা হয় মধুরিমা অর্থাৎ অতিশয় মিষ্টতা । এমন বোল বলো যাতে যারা শুনবে, তারা ভাববে, আমরাও এমন বোল বলি । তোমাদের থেকে শুনে সকলে যেন শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রেরণা পায় এবং তোমাদের ফলো করে । যে বোল বের হবে তা' এমন হোক, যে কেউ টেপ করে রিপিতেডলি সেটা শোনে । কোনো কথা ভালো লাগে বলেই তো লোকে টেপ করে, তাই না - বারংবার শুনতে থাকে । সুতরাং এইরকম মাধুর্য পূর্ণ বোল হতে হবে । এইভাবে মধুর বোলের ভাইব্রেশন নিজে থেকেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । এই বায়ুমন্ডল স্বতঃই সেই ভাইব্রেশন টেনে নেয় । সুতরাং তোমাদের প্রতিটা বোল মহান হতে হবে । প্রতিটা মন্সা সঙ্কল্প প্রত্যেক আত্মার প্রতি মধুর হতে দাও, মহান হতে দাও । আর দ্বিতীয়তঃ, মধুবনে সব ভান্ডার যতখানি পরিপূর্ণ, তদনুরূপ বেহদ-বৈরাগী হতে হবে । অগাধ প্রাপ্তিও যতটা, ঠিক ততটাই বৈরাগ্য বৃত্তি, আর তখনই বলা যাবে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি । যদি প্রাপ্তিই না হয়, তবে বৈরাগ্য বৃত্তি কিভাবে থাকবে ! প্রাপ্তিও থাকবে আর প্রাপ্তির মধ্যে বৈরাগ্য বৃত্তিও থাকবে, তাকেই বলা হয় অসীম জগতের বৈরাগী । সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে যে যতটা কর, বর্তমান সময়েও তোমরা তার ফললাভ কর আর ভবিষ্যতেও তোমাদের সেই ফল লাভ অবশ্যই হয় । বর্তমানে সকলের হৃদয়ের প্রকৃত স্নেহ বা আশীর্বাদ তোমাদের প্রাপ্ত হয় আর এই প্রাপ্তি স্বর্গের রাজ্যভাগ্যের থেকেও বেশি । এখন বুঝতে পারছ যে সবার স্নেহ আর আশীর্বাদ মনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় । তাইতো সবার হৃদয়ের আশীর্বাদ থেকে তোমাদের খুশির যে অনুভূতি তা' বিচিত্র, অনুপম । এমন অনুভব করবে যেন কেউ তার করতলে করে সহজে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ! সকলের স্নেহ আর সকলের আশীর্বাদ তোমাদের এই অনুভব করাবে । আচ্ছা !

এই নতুন বছরে তোমরা সবাই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা সঙ্কল্প করেছে, তাই না ! তার মধ্যে দৃঢ়তা আছে, তাই নয় কি ? তোমাদের সঙ্কল্প রোজ রিভাইস করতে থাক, ঠিক যেমন কোনো জিনিস পাকাপোক্ত করতে গেলে তা' তোমাদের অভ্যন্তরে খুব দৃঢ় হয় । সুতরাং তোমরা যে সঙ্কল্প করেছে সেটা ছেড়ে দিও না । রোজ সেই সঙ্কল্পকে রিভাইস করে মজবুত বানাও, তবেই এই দৃঢ়তা সদা কার্যকরী হবে । কখনো কখনো তোমরা চিন্তা কর, কি সঙ্কল্প তোমরা করেছিলে, অথবা চলতে চলতে ভুলেও যাও কি সঙ্কল্প ছিল তোমাদের এবং তখনই দুর্বলতা আসে । রোজ রিভাইস কর আর বাবার সামনে সেটা রিপোর্ট কর, তবেই সেটা পাকা হতে থাকবে এবং সফলতাও সহজে লাভ হবে । বাবা জানেন, সবাই কতো স্নেহের সাথে মধুবনের প্রত্যেক আত্মাকে দেখে । মধুবন নিবাসী আত্মাদের বিশেষত্বের গুরুত্ব কম নয় । যদি কেউ ছোট বিশেষ কার্যও করে, তবে সেই কার্য একটা স্থানে হলেও অন্য

সবাই অনুপ্রেরিত হয়, সুতরাং সেই বিশেষত্বের সুবিধার সমস্ত ভাগ সেই আত্মাদের লাভ হয়। অতএব, যারা মধুবনের, তারা কোনও শ্রেষ্ঠ সঞ্চল করলে, প্ল্যান বানাতে বা কর্ম করলে, তা' সকলের মধ্যে শেখার উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। সুতরাং সবার উৎসাহ বর্ধনকারী আত্মাদের কতো সুবিধা লাভ হবে! তোমাদের সকলেরই এই মহত্ব। এক কোণায় কর আর ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। আচ্ছা!

এই বছরের জন্য নতুন প্ল্যান - এই বছর এমন কোনো গ্রুপ বানাও যে গ্রুপের বিশেষত্ব প্র্যাকটিক্যালি দেখে অন্যদেরও প্রেরণা জাগে এবং সর্বত্র ভাইব্রেশন ছড়িয়ে পড়ে। গভর্নমেন্টও যেমন বলে, একটা গ্রাম নির্বাচন করে তাদেরকে এমন স্যাম্পল বানিয়ে দেখাও যার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে যে, তোমরা প্র্যাকটিক্যালি কিছু করছ, আর এটাই তাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে। এইরকমই কোনো গ্রুপ হতে হবে যাতে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়। যদি কেউ দেখতে চায় গুণ কি, শক্তি কি, জ্ঞান কি, স্মরণ কি তবে তাদের প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ দেখতে দাও। এইভাবে যদি ছোট ছোট গ্রুপ এমন প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ হয়ে যায়, তবে সেই শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন বায়ুমন্ডলে নিজে থেকেই ছড়িয়ে পড়বে। আজকাল সকলেই প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ দেখতে চায়; তারা শুনতে চায় না। প্র্যাকটিক্যালের প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি তাদেরকে স্পর্শ করে। সুতরাং এইরকম কোনো তীর উৎসাহ-উদ্দীপনার প্র্যাকটিক্যাল রূপ হতে দাও, এমন গ্রুপ হতে দাও যাতে অন্যরা তাদের থেকে সহজে প্রেরণা লাভ করতে সমর্থ হয় এবং চারিদিকে এই প্রেরণা পৌঁছে যায়। তারপরে এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন এইভাবে ছড়িয়ে যেতে থাকবে, সেইজন্য এইরকম কোনো বিশেষত্ব তৈরি কর। যেমন, সবাই ভাবে বিশেষ নিমিত্ত আত্মারা প্রফু এবং তাদের থেকে তারা প্রেরণা লাভ করে। এইরকম আরও প্রফু তৈরি কর। যাদের দেখে সবাই যেন বলতে পারে, হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যালি জ্ঞানের স্বরূপ অনুভব হচ্ছে। এই শুভ শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সঞ্চলের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিপূর্ণ কর। এইরকমই কিছু করে দেখাও। আজকাল, মন্সা সেবার দ্বারা যতটা প্রভাব পড়ে, ততটা বাণী দ্বারা সেবার প্রভাব পড়ে না। যখন তোমরা একটা শব্দ বলো আর একশ' শব্দের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও, তখনই সেই প্রভাব পড়ে। শব্দ সবই কমন হয়ে গেছে, তাই না! কিন্তু শব্দের সাথে যে শক্তিশালী ভাইব্রেশন তা' আর কোথাও হয় না, এটা এখানেই হয়। এই বিশেষত্ব দেখাও। আর কনফারেন্স করবে, ইয়ুথ প্রোগ্রাম করবে, এইসব তো হতেই থাকবে আর হতেও হবে। এই দুইয়ের সাথে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ে, কিন্তু এখন আত্মিক শক্তির আবশ্যকতা আছে। এটা হলো তোমাদের বৃত্তি দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়ানো। সেটা শক্তিশালী। আচ্ছা!

বরদান:- সহনশক্তির ধারণাপূর্বক সত্যতাকে নিজের করে সদা বিজয়ী ভব। দুনিয়ার লোকে বলে, আজকাল সৎ লোকজনের চলাই কঠিন হয়ে গেছে, মিথ্যা বলতেই হবে। অনেক ব্রাহ্মণ আত্মাও মনে করে মাঝে মাঝে তাদেরও চতুরতার সঙ্গে চলতে হয়। যেমনই হোক, তোমরা ব্রহ্মাবাক্যে দেখেছ, সত্যতা এবং পবিত্রতার জন্য কতো অপজিশন (বিরুদ্ধাচার) মোকাবিলা করতে হয়েছিল, কিন্তু তবুও ঘাবড়ে যাননি।

সত্যতার জন্য সহনশক্তি আবশ্যিক। তোমাদের সহন করতে হবে, নতমস্তক হতে হবে, পরাজয় স্বীকার করতে হবে, কিন্তু সেইসব পরাজয় নয়, সদাসর্বদার বিজয়।

স্লোগান:- প্রসন্ন হওয়া এবং অন্যকে প্রসন্ন করাই হলো আশীর্বাদ দেওয়া এবং আশীর্বাদ নেওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- আমি বিদেহী (নিরাকার) পিতা, তোমরা দেহধারী, তোমাদের বিদেহী স্বরূপে পরিণত করার জন্যে পড়াই, এ হল নতুন কথা যা বাচ্চারা-ই বোঝে"

প্রশ্ন :- বাবাকে একই কথা বার-বার বোঝানোর দরকার পড়ে কেন ?

উত্তর :- কারণ বাচ্চারা ঝঞ্জে ঝঞ্জে ভুলে যায়। অনেক বাচ্চারা বলে - বাবা তো একই কথা বার বার বোঝান। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমায় সেই একই কথা নিশ্চয়ই বলতে হয়, কারণ তোমরা ভুলে যাও। মায়ার ঝড় তোমাদের বিভ্রান্ত করে, যদি আমি তোমাদের রোজ সতর্ক না করি তাহলে তোমরা মায়ার ঝড়ে ভেঙে পড়বে। এখনও তোমরা সতোগ্রহণ কোথায় হয়েছে? যখন হয়ে যাবে তখন বলা বন্ধ করে দেব।

ওম্ শান্তি । একে বিচিত্র আধ্যাত্মিক (কহানী) পড়াশোনা বলা হয়। নতুন দুনিয়া সত্যযুগে দেহধারীরাই একে অপরকে পড়ায়। নলেজ তো সবাই পড়ায়। এখানেও পড়ানো হয়। তারা সবাই দেহধারী, একে-অপরকে পড়ায়, এমন কখনও হবে না যে, বিদেহী পিতা (নিরাকার) পড়ান। শাস্ত্রেও কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। সেটি হয়ে গেল দৈহিক। এই নতুন কথা শুনে কনফিউসড হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বুঝতে পারে যে, আত্মিক পিতা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়ান। এ হল নতুন কথা। শুধুমাত্র এই সঙ্গমে বাবা নিজে এসে বলেন, এনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা আমি তোমাদের পড়াই। জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, সব আত্মাদের পিতাও হলেন তিনি। এই কথাটি বুঝতে হবে, তাইনা। দেখতে কিছুই পাওয়া যায় না। আত্মা-ই হল মুখ্য এবং অবিনাশী। শরীর তো বিনাশী। এখন সেই অবিনাশী আত্মা বসে পড়াচ্ছেন। যদিও তোমরা সামনে দেখছ সাকারে এই শরীরটি বিরাজিত কিন্তু এই কথা তোমরা জানো, এই জ্ঞান দেহধারী প্রদান করে না। জ্ঞান প্রদান করেন বিদেহী নিরাকার পিতা। কিভাবে দেন ? সে কথাও তোমরা বোঝো। মানুষ তো খুব সহজে বুঝতে পারে না। তোমাদের কত মাথা ঘামাতে হয় এই কথাটি নিশ্চয় করাতে। তারা তো বলে দেয় নিরাকারের কোনও নাম, রূপ, দেশ, কাল হয় না। তিনি পিতা, তিনি নিজে বসে পড়ান। বলেন, আমি সব আত্মাদের পিতা, যাঁকে তোমরা চোখে দেখতে পাও না। বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারো তিনি হলেন বিদেহী অর্থাৎ নিরাকার। জ্ঞান, আনন্দ, প্রেমের সাগর হলেন তিনি। তিনি কিভাবে পড়াবেন। বাবা নিজেই বোঝান - আমি কিভাবে আসি, কার আধার নিয়ে থাকি ? আমি কোনও গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করি না। আমি কখনও মানুষ বা দেবতা হই না। দেবতারাও শরীর ধারণ করেন। আমি তো সর্বদা অশরীরী থাকি। ড্রামাতে আমার এই পার্ট আছে, যে আমি কখনো পুনর্জন্মে আসি না। সুতরাং এ হল বোঝার মতো বিষয়, তাইনা। দেখতে পাওয়া যায় না। তারা তো ভাবে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। ভক্তি মার্গে বসে কেমন রথের চিত্র বানিয়েছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা কনফিউসড হও না তো ? যদি কিছু বুঝতে না পারো, তো বাবার কাছে এসে বোঝো। যদিও না জিজ্ঞাসা করলেও বাবা সব কিছু বোঝাতেই থাকেন। তোমাদেরও জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। আমি এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই অবতরিত হই। আমার জন্মও হল ওয়ান্ডারফুল। বাচ্চারা, তোমাদেরও বিস্ময় অনুভব হয় যে, তিনি কত বিরাট পরীক্ষা পাস করিয়ে দেন। সবচেয়ে বড় বিশ্বের মালিক করার জন্যে পাঠ পড়ান। ওয়ান্ডারফুল কথা, তাইনা। হে আত্মারা, প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি তোমাদের সার্ভিস করতে আসি। তিনি আত্মাদের পড়ান

তাইনা। কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে তোমাদের সেবায় আসি। অর্ধকল্প তোমরা আহ্বান করেছ - হে বাবা, হে পতিত-পাবন এসো। কৃষ্ণকে কেউ পতিত-পাবন বলে না। পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। অতএব বাবাকেও আসতে হবে পতিতদের পবিত্র করতে। তাই বলা হয় - অকাল মূর্ত, সত্য বাবা, অকাল-মূর্ত-সত্য টিচার, অকালমূর্ত - সদগুরু। শিখদেরও খুব ভালো ভালো স্নোগান আছে। কিন্তু তারা এই কথা জানে না যে অকাল মূর্ত কখন আসেন। এই রূপ গায়নও আছে - মানুষ থেকে দেবতা করতে বেশি সময় লাগে না...। তিনি কবে এসে মানুষকে দেবতা করেন ? তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা, এই কথা তো পাচ্চা নিশ্চয় থাকা উচিত। তিনি এসে কি বলেন ? শুধু বলেন "মন্মনাভব"। তার অর্থও বোঝান, অন্য কেউ অর্থ বোঝান না। তোমাদের সদগুরু অকাল মূর্ত বসে বোঝাচ্ছেন ব্রহ্মার শরীর দ্বারা যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। অতএব এই কথা বোঝা উচিত। বিশ্বের মালিক করতে বাবাকে আসতে হয় - বাচ্চারা তোমাদের সেবায়। তিনি বোঝান - হে আত্মা রূপী (রূহানী) বাচ্চারা, তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তারপরে তমোপ্রধান হয়েছ। এই সৃষ্টি চক্রটি পরিক্রমা করে, তাইনা। পবিত্র দুনিয়া এই দেবতাদের ছিল। তাঁরা কোথায় ? এই কথা কারো জানা নেই। সবাই কনফিউজড। বাবা এসে তোমাদের বুদ্ধিমান করেন। বাচ্চারা, আমি একবার-ই আসি, পবিত্র দুনিয়ায় আমি কেনই বা আসব ! সেখানে তো কাল আসতে পারবে না। বাবা তো হলেন কালের কাল মহাকাল। সত্যযুগে আসার দরকার নেই। সেখানে কালও আসেনা তো মহাকালও আসেনা। তিনি এসে সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। খুশী মনে ফিরে যাও তো, তাইনা ! হ্যাঁ বাবা, আমরা খুশী মনে ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি। তাই তো আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে এই পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলা ভায়া শান্তিধাম। এই সব কথা ঋণে ঋণে ভুলে যেও না। কিন্তু মায়া শত্রু দাঁড়িয়ে আছে, ঋণে ঋণে ভুলিয়ে দেয়। আমি মাস্টার সর্ব শক্তিমান, তো মায়াও হল শক্তিমান। মায়াও অর্ধকল্প তোমাদের উপরে রাজত্ব করে, ভুলিয়ে দেয় তাই রোজ-রোজ বাবাকে বোঝাতে হয়, রোজ সজাগ না করলে মায়া খুব ক্ষতি করে দেবে। খেলা হল পবিত্র ও অপবিত্রতার। এখন বাবা বলেন, নিজের আচার আচরণ সঠিক করতে হলে পবিত্র হও। কাম বিকার নিয়ে কত ঝগড়া হয়।

বাবা বলেন এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছ তো আত্মাকেই দেখো। এই দৈহিক নেত্র দ্বারা দেখো না। আমরা সব আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। বিকার গ্রস্ত হব কিভাবে। আমরা অশরীরী এসেছিলাম, আবার অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। আত্মা সতো প্রধান এসেছিল, সতো প্রধান হয়ে ফিরে যেতে হবে সুইট হোম। মুখ্য হল-ই পবিত্রতার কথা। মানুষ বলে রোজ একই কথা বোঝান, এই কথা তো ঠিকই আছে। কিন্তু যা কিছু বোঝানো হয়, সেই মতন চলতেও তো হবে, তাইনা। সেই মতো চলার জন্যই বোঝানো হয়। কিন্তু কেউ কি আর চলে ! তাই রোজ রোজ বোঝাতে হয়। এমন কি আর বলে - বাবা আপনি রোজ যে কথা বোঝান সেসব আমরা ভালো ভাবে বুঝে নিয়েছি, এবারে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাব। আপনি মুক্ত। এমন কি কেউ বলেছে ? তাই বাবাকে রোজ বোঝাতে হয়। কথা তো একটাই। কিন্তু ফলো করে না তাইনা। বাবাকে স্মরণ করে না। তারা বলে - বাবা, ঋণে ঋণে ভুলে যাই। বাবাকে ঋণে ঋণে বলতে হয় স্মরণ করার কথা। তোমরাও একে অপরকে এই কথাই বোঝাও - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে, আর কোনও উপায় নেই। শুরু এবং শেষে এই কথাই বলেন। স্মরণের দ্বারা-ই সতোপ্রধান হবে। নিজেই লেখেন - বাবা, মায়ার ঝড় ভুলিয়ে দেয়। তাহলে বাবা কি সতর্ক করা ছেড়ে দেবেন ? বাবা জানেন নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। যতক্ষণ

সত্যপ্রধান হবে না ফিরে যেতে পারবে না। যুদ্ধের কানেকশনও আছে, তাইনা। যুদ্ধ লাগবে তখনই, যখন তোমরা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে সত্যপ্রধান হবে। জ্ঞান তো হল এক সেকেন্ডের। অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছ, এখন তাঁর কাছে অসীমের সুখ তখন প্রাপ্ত হবে যখন পবিত্র হবে। পুরুষার্থ ভালো ভাবে করতে হবে। অনেকে তো কিছুই বোঝে না। বাবাকে স্মরণ করার বুদ্ধিটুকু নেই। এই পড়াশোনা কখনও পড়েনি। সম্পূর্ণ চক্রে নিরাকার বাবার কাছে কেউ পড়াশোনা করেনি। সুতরাং এ হল নতুন কথা, তাইনা। বাবা বলেন, আমি তো প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি - তোমাদের সত্যপ্রধান করতে। যতক্ষণ সত্যপ্রধান না হবে ততক্ষণ এই পদের অধিকারী হতে পারবে না। যেমন অন্য পড়াশোনায় ফেল হয় তেমনই এতেও ফেল হয়। শিববাবাকে স্মরণ করলে কি হবে, তাও বোঝে না। পিতা হলেন তিনি, তো অবশ্যই পিতার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা একবার-ই বোঝান, যার দ্বারা তোমরা দেবতায় পরিণত হও। তোমরা দেবতা হবে তারপরে নম্বর অনুসারে সবাই আসবে পার্ট করতে। এত সব কথা বৃদ্ধাদের বুদ্ধিতে থাকে না। তাই বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। শুধুমাত্র, শিববাবা-ই হলেন সকল আত্মাদের পিতা। শরীরের পিতা তো সবার নিজস্ব আছে। শিববাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে শরীর ত্যাগ করে পুনরায় বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। বাবা অনেক বোঝান, কিন্তু সবাই একরস বা একরকম বুঝতে পারে না। মায়া ভুলিয়ে দেয়। একেই যুদ্ধ বলা হয়। বাবা কত ভালো ভাবে বসে বোঝান। কত কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মুখ্য যা যা ভুল হয়েছে সেসবের লিস্ট বানাও। যেমন তার মধ্যে একটি হল বাবাকে সর্বব্যাপী বলা। ভগবানুবাচ - আমি সর্বব্যাপী নই। সর্বব্যাপী হল ৫টি বিকার, এ হল সবচেয়ে বড় ভুল। গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, পরমপিতা পরমাত্মা শিব। এই ভুলগুলি ঠিক করে নিলে দেবতায় পরিণত হবে। কিন্তু এমন করে কোনও বাচ্চা লেখেনি যে, এমন করে আমরা বুঝিয়েছি যে এই ভুল গুলির জন্যেই ভারত পবিত্র থেকে পতিত হয়েছে। সেসবও বলতে হবে। ভগবান সর্বব্যাপী কিভাবে হবেন। ভগবান তো হলেন এক, তিনি হলেন সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম সদগুরু। কোনও দেহধারীকে সুপ্রিম ফাদার, টিচার, সদগুরু বলা যাবে না। কৃষ্ণ হলেন সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ। যখন সৃষ্টি সত্যপ্রধান হয়, তখন তিনি আসেন তারপর সত্য স্থিতিতে রাম, তারপরে নম্বর অনুসারে নিজ সময়ে আসবেন। শাস্ত্রে দেখানো হয়, সকলের বিকার গ্রহণ করে গলাটি কালো হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বোঝাতে - বোঝাতে গলা শুকিয়ে যায়। কথাটি কত ছোট, কিন্তু মায়া খুবই সাংঘাতিক। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমরা এমন গুণবান সত্যপ্রধান হয়েছি ?

বাবা বোঝান, যতক্ষণ বিনাশ হবে না ততক্ষণ তোমরা কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে না। যতই মাথা ঘামাও। সারা সময় শিববাবাকে বসে স্মরণ করো আর কোনও কথা বোলো না। শুধু এই যে বাবা আমি যুদ্ধের আগে কর্মজীত অবস্থাটি প্রাপ্ত করে দেখাব, এমন যদি কেউ থাকে - এমন ড্রামায় হতে পারে না। প্রথম নম্বরে তো একজন-ই যাবে। ইনিও বলেন আমাদের কত মাথা ঘামাতে হয়। মায়া তো আরও শক্তিশালী হয়ে আসে। বাবা নিজে বলেন আমার পাশের সিটে শিববাবা বসে আছেন, তবুও আমি স্মরণ করতে পারি না, ভুলে যাই। বুঝতে পারি শিববাবা আমার সঙ্গে আছেন। তারপরে আমাদেরও তো স্মরণ করতে হয়, যেমন তোমরা করো। এমন নয়, আমি তো সঙ্গে আছি, এই কথায় খুশী হব। না, আমাদেরও বলেন - নিরন্তর স্মরণ করো। সঙ্গী আমার তুমি তো শক্তিশালী, তোমার সামনে মায়ার ঝড় আরও বেশি আসবে। তা নাহলে বাচ্চাদের বোঝাবে কি ভাবে। এইসব ঝড় তোমার কাছে তো আসবেই। আমি শিববাবার এত কাছে বসেও কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে না

পারলে অন্য আর কে করবে। এই লক্ষ্যটি খুব উঁচুতে। ড্রামা অনুযায়ী সবাই পুরুষার্থ করে। যদি কেউ এমন চেষ্টা করে দেখায় - বাবা, আমরা আপনার আগে কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করে দেখাব। এমন হতে পারে না। এই ড্রামা তো হল পূর্ব নির্দিষ্ট।

তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। মুখ্য কথা হল ক্যারেক্টার নিয়ে। দেবতাদের ক্যারেক্টার এবং পতিত মানুষের ক্যারেক্টারে অনেক তফাৎ আছে। শিববাবা তোমাদের বিকারী থেকে নির্বিকারী করেন। অতএব এখন পুরুষার্থ করে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। ভুলে যেও না। যদিও অবলা নারীরা পরের বশে অর্থাৎ রাবণের বশে বশীভূত আছে তারা কি আর করবে। তোমরা হলে রাম ঈশ্বরের বশে বশীভূত। তারা হল রাবণের বশে বশীভূত। সুতরাং যুদ্ধ চলতেই থাকে। যদিও রাম ও রাবণের যুদ্ধ হয় না। বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে সঠিক করো। রোজ রাতে কর্মের চার্ট দেখো, সারা দিন কোনোরকম অসুরী ব্যবহার করেছি কি ? বাগানে ফুল তো নশ্বর অনুসারেই হয়। দুটি একই রকম হতে পারে না। সব আত্মারা নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। প্রত্যেক আত্মা রূপী অভিনেতা পার্ট প্লে করতে থাকে। বাবাও এসে স্থাপনার কার্য সম্পন্ন করেই থাকেন। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে বিশ্বের মালিক করেন। তিনি হলেন অসীমের পিতা তো অবশ্যই নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দেবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা আত্মাকেই দেখতে হবে। দৈহিক চোখ দিয়ে দেখবেই না। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) বাবার স্মরণ দ্বারা নিজের দৈব ক্যারেক্টার বানাতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমরা কত খানি গুণবান হয়েছি ? আমরা সারা দিনে অসুরী আচরণ করেছি কি ?

বরদান :- অস্থিরতায় মানসিক ভাবে দুর্বল না হয়ে বিশাল হৃদয়ের অধিকারী সাহসী ভব

ব্যথা: কখনও কোনো শারীরিক অসুস্থতায় বা মনের অশান্তিতে বা আর্থিক অথবা পারিবারিক অশান্তিতে, সেবার অস্থিরতায় - কখনও মানসিক ভাবে দুর্বল হবে না। বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হও। যখন হিসেব-নিকেশ এসেই পড়েছে, ব্যথা যন্ত্রণা এসেই পড়েছে, তখন সেসব ভেবে ভেবে মনকে আর দুর্বল কোরো না, বরং সাহসী হও, এমন ভেবো না হয় কি করি ... সাহস হারিও না। সাহসী হলে বাবার সহযোগ স্বতঃই প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান - কারো অবগুণ দেখার চোখটি বন্ধ করে মনকে অন্তর্মুখী করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ধারণা করতে থাকো, তাহলে অন্তিমে তোমরা বাবার তুল্য হয়ে যাবে, বাবার সম্পূর্ণ শক্তি তোমরা হজম করতে পারবে"

প্রশ্ন :-- কোন্ দুটি শব্দের স্মৃতিতে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারো ?

উত্তর :-- উত্থান আর পতন, সতোপ্রধান আর তমোপ্রধান, শিবালয় আর বেশ্যালয় । এই দুটি দুটি কথা স্মৃতিতে থাকলে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে যাবে । বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞানকে যথার্থ রীতিতে জানো । ভক্তিতে কোনো জ্ঞান নেই কেবল মন খুশী করার কথা বলতে থাকে । ভক্তিমাগ হলেই খুশী করার মাগ ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । এখন বাচ্চারা, বাবা তোমাদের জন্য বলছেন, তোমরা কতো উচ্চ ছিলে । এ হলো উত্থান আর পতনের খেলা । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে, আমরা কতো উত্তম আর পবিত্র ছিলাম । এখন কতো নিচু হয়ে গেছো । তোমরাই দেবী দেবতাদের সামনে গিয়ে বলো - তুমি উঁচু আর আমি নীচ । প্রথম - আগে এই কথা জানা ছিলো না যে, আমরাই উঁচুর থেকে উঁচু হই আবার নিচে নেমে যাই । বাবা এখন তোমাদের বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কতো উচ্চ আর পবিত্র ছিলে, এখন কতো অপবিত্র হয়ে গেছো । পবিত্রকে উঁচু বলা হয়, তাকে বলা হয় নির্বিকারী দুনিয়া । ওখানে তোমাদের রাজ্য ছিলো যা এখন তোমরা আবার স্থাপন করছো । বাবা কেবল ইঙ্গিত দেন যে, তোমরা অনেক উচ্চ শিবালয় সত্যযুগের নিবাসী ছিলে, এরপর জন্ম নিতে নিতে অর্ধেক পরে তোমরা বিকারে পড়তে শুরু করো এবং পতিত - বিকারী হয়ে যাও । অর্ধেক কল্প তোমরা বিকারী ছিলে আবার তোমাদের নির্বিকারী, সতোপ্রধান হতে হবে । এই দুটি শব্দ মনে রাখতে হবে । এ হলো এখন তমোপ্রধান দুনিয়া । সতোপ্রধান দুনিয়ার নিদর্শন এই লক্ষ্মী - নারায়ণ, এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । সতোপ্রধান ভারতে এদের রাজ্য ছিলো । ভারত অনেক উত্তম ছিলো এখন কনিষ্ঠ হয়ে গেছে । নির্বিকারী থেকে বিকারী হতে তোমাদের ৮৪ জন্ম লাগে । যদিও সেখানে অল্প - অল্প করে কলা কম হতে থাকে । তবুও সেখানে তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হবে, তাই না । একদম সম্পূর্ণ নির্বিকারী শ্রীকৃষ্ণকে বলা হবে । তিনি গৌরবর্ণ (সতোপ্রধান) ছিলেন, এখন শ্যামবর্ণ (তমোপ্রধান) হয়ে গেছেন । তোমরা এখন এখানে বসে আছো, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে, আমরা শিবালয়, এই বিশ্বের মালিক ছিলাম । দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না, কেবল আমাদেরই রাজ্য ছিলো তারপর দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো । অল্প - অল্প করে কলা কম হতে হতে ত্রেতাতে দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো । পরের দিকে বিকারী হয়ে যায় তারপর নামতে - নামতে ছিঃ - ছিঃ হয়ে যায় । একে বলা হয় বিকারী দুনিয়া । বিষয় বৈতরণী নদীতে ধাক্কা খেতে থাকে । ওখানে সবাই ক্ষীর সাগরে থাকে । তোমরা এই পৃথিবীবীর সম্পূর্ণ হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিকে এবং নিজেদের ৮৪ জন্মের কাহিনীকে বুঝতে পেরে গেছো । আমরা নির্বিকারী ছিলাম, এঁদের রাজত্ব ছিলো, সেই রাজ্য পবিত্র ছিলো, তাকে বলা হবে সম্পূর্ণ স্বর্গ । ত্রেতাকে বলা হবে সেমি স্বর্গ । এ কথা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তাই না । বাবা এসেই তোমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন । মধ্যের সময় রাবণ আসে, তারপর এই অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । তারপর আদিতে যাওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করে একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ

করো । নিজেকে দেহ মনে কোরো না । তোমরা ভক্তি মার্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলে - বাবা, তুমি এলে আমি তোমারই হবো । আত্মা বাবার সঙ্গে কথা বলে । কৃষ্ণ তো বাবা ছিলই না । আত্মাদের বাবা নিরাকার শিববাবা একজনই । এই লৌকিক বাবার থেকে জাগতিক উত্তরাধিকার আর অসীম জগতের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার ভারত পেয়ে থাকে, তাই সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয় । শিববাবা এসে দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন করেছিলেন । একথা সর্বদা মনে রাখা উচিত । এ তো খুশীর কথা, তাই না । এখন আমরা আবার শিবালয়ে যাচ্ছি । কেউ মারা গেলে বলা হয়, স্বর্গে গেছেন, কিন্তু এইভাবে কেউই যায় না । এ সবই ভক্তিমার্গের গালগল্প -- মন খুশী করে দেবার জন্য । প্রকৃত স্বর্গে তো তোমরা এখন যাচ্ছো । ওখানে কোনো রোগভোগ থাকে না । ওখানে তোমরা সর্বদা খুশীতে থাকো । তাই বাবা কতো সহজভাবে তোমাদের মতো ছোটো ছোটো বাচ্চাদের বসে বোঝান, যদিও বাইরে যেখানে খুশী থেকেও তোমরা পদপ্রাপ্তি করতে পারো, এখানে পবিত্রতাই মূখ্য । খাওয়া - দাওয়া যেন শুদ্ধ থাকে । দেবতাদের সামনে কখনো সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদির ভোগ দাও কি ? গুরু গ্রন্থ সাহেবের সামনে কখনো ডিম বা বিড়ি ইত্যাদির ভোগ দিয়েছো কি ? গ্রন্থ সাহেবকে মনে করা হয় - এ যেন গুরু গোবিন্দের শরীর । গ্রন্থকে এতটা মান দেওয়া হয় । এ যেন গুরুর দেহ । শিখরা এমনই মনে করে, কিন্তু গুরু নানক গ্রন্থ লেখেনই নি । নানক তো অবতার নিয়েছিলেন । শিখদের বৃদ্ধি হয়েছিলো, পরে তারা গ্রন্থ লিখেছিলো । একের পর এক, অনেকেই শিখ ধর্মে আসতে শুরু করেছিলো । প্রথমে তো গ্রন্থ খুব ছোটো ছিলো এবং হাতে লেখা ছিলো । গীতার জন্য যেমন মনে করা হয় - এ হলো কৃষ্ণের রূপ । যেমন মানা হয়, নানকের গ্রন্থ, তেমনই কৃষ্ণের জন্য গীতার মহিমা করা হয় । কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃই বলতে থাকে । একে বলা হয় অজ্ঞানতা । জ্ঞান তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যেই আছে । গীতার দ্বারাই সদগতি হয় । সেই জ্ঞান তো বাবার কাছেই আছে । জ্ঞানের দ্বারা দিন আর ভক্তির দ্বারা রাত হয় । বাবা এখন বলছেন, আত্মাকে পবিত্র হতে হবে, এরজন্য পরিশ্রম করতে হবে । মায়ার ঝড় এতো জ্বরদস্ত ভাবে আসে যে, জ্ঞান একদম উড়ে যায় । কাউকে বলতেও পারে না । প্রথমে কাম বিকারই খুব উৎপাত করে । এতেও অনেক সময় লাগে । এ তো হলো এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তির কথা । বাচ্চার জন্ম হলো আর মালিক হয়ে গেলো । তোমরা চিনতে পেরেছো যে, শিববাবা এসেছে, আর তার অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছ । গীতাও শিববাবাই বলেছেন, তিনিই বলেছেন - "মামেকম্" (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো । আমি এই সাধারণ শরীরে আসি । কৃষ্ণ তো সাধারণ নন । তিনি যখন জন্ম নেন, তখন যেন বিদ্যুৎতের চমক লাগে । অনেক প্রভাব পড়ে, তাই তো শ্রীকৃষ্ণের এখন পর্যন্ত এমন মহিমা । বাকি শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভক্তিমার্গের । ইংরাজীতে একে ফিলোসফি বলে দেয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান তো একমাত্র আধ্যাত্মিক পিতাই দিতে পারেন । তিনি নিজেই বলেন, আমি তোমাদের আধ্যাত্মিক পিতা । আমি জ্ঞানের সাগর । বাচ্চারা, তোমরাও বাবার কাছ থেকে শিখছো । তোমরা জ্ঞানও ধারণ করছো । পরের দিকে তোমরাও বাবার মতো হয়ে যাবে । সম্পূর্ণই এই ধারণার উপর নির্ভর করে । তারপর বাবার স্মরণে সেই শক্তি এসে যাবে । এই স্মরণকে শক্তির ধার বা তীক্ষ্ণতা বলা হয় । তবে তলোয়ারের মধ্যেও তো অনেক তফাৎ হয় । কোনো তলোয়ার যেমন ১০০ টাকার হয় আবার কোনোটা তিন - চার হাজার টাকারও হয় । বাবা তো অনুভাবী, তাই না । তলোয়ারের অনেক মান । গুরু গোবিন্দ সিংয়ের তলোয়ারের কতো মান । তাই বাচ্চারা, তোমাদের যোগের শক্তির প্রয়োজন । তাই জ্ঞান তলোয়ারে তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন । এই তীক্ষ্ণতা এলেই শীঘ্র বুঝতে পারবে । নাটকের নিয়ম অনুসারে তোমরা পরিশ্রম করতেই থাকো । তোমরা যতো বাবাকে স্মরণ করবে, ততই তোমাদের পাপ কাটতে থাকবে । পতিত - পাবন

বাবাই যুক্তি বলে দিচ্ছেন । এরপর পরের কল্পেও তিনি এমনভাবে এসেই তোমাদের জ্ঞান দেবেন । এনাকেও এইভাবে সব ত্যাগ করিয়ে নিজের রথ বানাবেন । বাচ্চারা, তোমাদের কতো আকর্ষণ থাকে, সবাই কেমন ছুটে আসে । বাবার মধ্যে আকর্ষণ তো আছে । এখন তোমাদেরও এমন সম্পূর্ণ হতে হবে । তবে তা নম্বর অনুসারেই হবে । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে ।

তোমরা সত্যযুগ আদি থেকে কলিযুগ অন্ত পর্যন্ত সৃষ্টিচক্রকে বুঝতে পেরেছো । এখন হলো সঙ্গম যুগ । বাবাকে অবশ্যই পবিত্র বানাতে আসতে হয় । পবিত্র অর্থাৎ সত্বোপাধান । এরপর খাদ জমা হতে থাকে । এখন এই খাদ কিভাবে বের হবে ? আত্মা যতো স্বচ্ছ হয়, গয়নাও আসল হয় অর্থাৎ শরীর গৌরবর্ণ হয় । আত্মা যখন অস্বচ্ছ হয়ে যায় তখন শরীরও পতিত হয়ে যায় । জ্ঞানের পূর্বে তো ইনিও নমন - বন্দন করতেন । লক্ষ্মী - নারায়ণের বড় অয়েলপেন্টের চিত্র (দোকানে) গদিতে লাগানো থাকতো । তিনি ঐদেরই খুব শ্রদ্ধার বা ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতেন আর কাউকেই নয় । বাইরে অন্য দিকে খেয়াল গেলে নিজেকে চড় মারতেন । মন কেন পালিয়ে যায়, কেন দর্শন হয় না ? তিনি তো ভক্তিতেই ছিলেন । তারপর যখন বিষ্ণুর দর্শন হয়েছিলো তখন কি তিনি বিষ্ণু হয়ে গিয়েছিলেন ? পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হয়, এইম অবজেক্ট তো সামনে উপস্থিত । ইনি চৈতন্যে ছিলেন, যার জড় চিত্র বানানো হয়েছে । বাবা এসেছেন তোমাদের পবিত্র করতে, তিনি নর থেকে নারায়ণ বানান । তোমরাও তাঁদের রাজধানীতেই ছিলে । এখন আবারও এমন হওয়ার পুরুষার্থ যদি করো, তাহলে খুব ভালোভাবে অনুসরণ করা উচিত । ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হয় না । বিষ্ণু দেবতা - এই কথা ঠিক । মানুষ তো কিছুই জানে না । তারা বলে -- গুরু ব্রহ্মা - গুরু বিষ্ণু... । এখন বিষ্ণু কার গুরু হবেন ? মানুষ সবাইকে গুরু বলতে থাকে । তারা শিব পরমাত্মা নমঃ বলে, তাঁকেই গুরু এবং পরমাত্মা বলে । সবার উপরে তো বাবাই হলেন, তাই না । তাঁর থেকেই আমরা অন্যদের শেখানোর জন্য নিজেরা শিখছি । সদগুরু তোমাদের যা বোঝান, তা তোমরা অন্যদের বোঝাও । গুরুকে এমন বলা হয় না, যে ইনিই বাবা আবার ইনিই টিচার । এই সমস্ত জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । আমরা শিবালয়ে ছিলাম এখন আমরা বেশ্যালয়ে আছি । আবার আমাদের শিবালয়ে যেতে হবে । যদিও মানুষ বলে থাকে - ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, জ্যোতি, জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে কিন্তু আত্মা তো অবিনাশী । প্রত্যেকের মধ্যেই নিজের নিজের পার্ট ভরা রয়েছে । এখানে সকলেই অভিনেতা, তাদের সকলকেই নিজের ভূমিকা পালন করতেই হবে । এ কখনোই শেষ হবে না । এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার যতো আত্মা আছে, তাদের সকলকেই অভিনয় করতে হবে, যেমনভাবে নতুন স্যুটিং হয়, কিন্তু এ হলো অনাদি স্যুটিং, যা হয়ে রয়েছে । এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হতে থাকে । এ হলো এক আশ্চর্য তারা যা ক্রকুটির মধ্যে ঝলমল করতে থাকে । এ কখনোই মুছে যায় না । এই জ্ঞান তোমাদের পূর্বে ছিলো না । এ হলো পৃথিবীর আশ্চর্য জ্ঞান । হেভেন বা স্বর্গ নাম শুনে মন খুশী হয়ে যায় । এখন তো সত্যযুগ আর নেই । এখন হলো কলিযুগ । তাই পুনর্জন্মও এই কলিযুগেই নেবে । যেতে তো সকলকেই হবে কিন্তু পতিত আত্মারা সেখানে যেতে পারবে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা যোগবলের দ্বারা পবিত্র হও । এই পবিত্র দুনিয়া গড ফাদারই স্থাপন করেন । এরপর রাবণ একে নরক বানিয়ে দেয় । এ তো প্রত্যক্ষ, তাই না । মানুষ রাবণকে জ্বালায় । মানুষ তো বলে থাকে, এ অনাদি যুগ ধরে চলে আসছে, কিন্তু কবে থেকে এ শুরু হলো, এও কেউ জানে না । অর্ধেক অর্ধেক তো বলতে পারে না। কেননা তারা লাখ বছর বলে দেয় । কলিযুগ তো আবার ওরা চল্লিশ হাজার বছরের বলে দেয় । তাহলে মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে, তাই না । এই অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া খুব মুশকিল, সহজে জাগেই

না । এখন হলো সঙ্গম যুগ, যখন বাবা এসে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন । তোমরা পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়েই যাবে । এই পতিত দুনিয়াও শেষ হয়ে যাবে । এখন এই দুনিয়া কতো বিশাল । সত্যযুগে এই দুনিয়া অনেক ছোটো হয়ে যাবে । এখন এই মায়াকে জয় করে অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । বাবা বলেন যে, মায়া অনেক দুস্তর । এই পবিত্র হওয়াতেই মায়া অনেক বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে । পবিত্র হওয়ার সাহস রাখলে মায়া এসে কি হাল বানিয়ে দেয় । একদম ঘুসি মেরে ফেলে দেয় । যা অর্জন করেছো তাও শেষ করে দেয় । এরপর অনেক পরিশ্রম করতে হয় । কেউ তো মায়ার ঘুসিতে পড়ে গেলে তারপর আর মুখ দেখাতে পারে না। তখন এতো উঁচু পদও পেতে পারে না । পুরুষার্থ সম্পূর্ণ হওয়া উচিত । ফেল হওয়া উচিত নয়। তাই কেউ কেউ আবার গন্ধর্ব বিবাহও করে দেখায় । সন্ন্যাসীরা বলে, বিয়ে করেও পবিত্র থাকা, এ অসম্ভব । বাবা বলেন, এও সম্ভব কেননা এতে প্রাপ্তি অনেক । অন্তিম এই এক জন্ম তোমরা পবিত্র থাকবে তাহলে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী পাবে । এতবার প্রাপ্তির জন্য তোমরা কি এক জন্ম পবিত্র থাকতে পারবে না ? ওরা বলে, বাবা আমরা অবশ্যই থাকবো । শিখরাও পবিত্রতার কঙ্কন ধারণ করে । এখানে হাতে কোনো সূতো ইত্যাদি পড়ার কোনো দরকার নেই । এ তো হলো বুদ্ধিতে ধারণের বিষয় । বাবা বলেন, আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । বাচ্চারা অনেককেই এই কথা শোনায়, কিন্তু বড় (অর্থবান) মানুষদের বুদ্ধিতে বসেই না । বাবা বলেন, প্রথমে ওদের খুব ভালোভাবে বোঝাও -- এই সবই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । শিববাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । বাবা এখন বলছেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এমন তো কেউই বলতে পারে না । প্রথমে তো তাদের বুদ্ধিতে বসাতে হবে যে, ভারত নির্বিকারী ছিলো, এখন সেই ভারত হলো বিকারী দুনিয়া, আবার কিভাবে নির্বিকারী হবে ? ভগবান উবাচঃ মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । ব্যস, এতটুকু বললেই, অহো সৌভাগ্য ! কিন্তু এতটুকুও বলতে পারবে না । সব ভুলে যাবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে - উদঘাটন তো বাবাই করে দিয়েছেন । বাকি তোমরা নিমিত্ত রূপে করছো । সার্ভিস স্টেশনের উদঘাটনের জন্য এখন ফাউন্ডেশন করে দেওয়া হয়েছে । এ তো গীতারই কথা, গীতাতেই আছে - হে বাচ্চারা, তোমরা যদি কামকে জয় করো, তাহলে ২১ জন্মের জন্য জগৎজিত হতে পারবে । নিজেও যদি না হতে পারো, তো অন্যদের বোঝাও । এমনও অনেক আছে যারা অন্যদের তুলে ধরে নিজেরাই পড়ে যায় । এই কাম হলো মহাশত্রু, একদম গর্তে ফেলে দেয় । যে বাচ্চারা কামকে জয় করতে পারে, তারাই জগৎজিত হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) এই অন্তিম জন্মে সর্ব প্রাপ্তিকে সামনে রেখে পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে । মায়ার বিঘ্নের কাছে হেরে যাবে না ।

২) এইম অবজেক্টকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । ব্রহ্মা বাবা যেমন পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হয়েছিলেন এমনই তাঁকে অনুসরণ করে সিংহাসনের উপযুক্ত হতে হবে । আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে পরিশ্রম করতে হবে ।

বরদান :-- শুভ চিন্তনের দ্বারা নেগেটিভকে পজেটিভে পরিবর্তন করে শুভ চিন্তক ভব

সদা সমর্থ থাকার জন্য দুটি শব্দ স্মরণে রেখো -- শুভ চিন্তন আর শুভ চিন্তক । শুভ চিন্তনের দ্বারা নেগেটিভকে পজেটিভে পরিবর্তন করতে পারো । শুভ চিন্তন আর শুভ চিন্তক - এই দুইয়ের নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে । যদি শুভ চিন্তন না থাকে, তাহলে শুভ চিন্তাকও হতে পারবে না । বর্তমান সময় এই দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দাও, কেননা এমন অনেক সমস্যা আছে, এমন মানুষও আছে যারা বাণীর দ্বারা বোঝে না। তাই শুভ চিন্তক হয়ে ভাইব্রেশন দাও, তাহলে তারা পরিবর্তন হয়ে যাবে ।

স্লোগান :-- জ্ঞান রত্ন, গুণ আর শক্তি নিয়ে খেলো, কাদা বা মাটি নিয়ে নয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সচেতন অবস্থায় থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, শূন্য (উদ্দেশ্যহীন) অবস্থায় চলে যাওয়া বা নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া -- এ কোনো যোগ নয়"

প্রশ্ন :- তোমাদের চোখ বন্ধ করে (যোগে) বসতে কেন বারণ করা হয় ?

উত্তর :- যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে বসো, তাহলে দোকানের সমস্ত জিনিসই চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে। মায়া-রূপী চোর বুদ্ধিতে কিছুই ধারণ করতে দেবে না। চোখ বন্ধ করে যোগ করতে বসলে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, বুঝতেই পারবে না। তাই চোখ খুলে বসতে হবে। কাজ-কর্ম করতে-করতেই বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এরমধ্যে হঠযোগের কোনো ব্যাপার নেই।

ওম শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) পিতা বাচ্চাদের বলেন, এও তো বাচ্চা, তাই না। দেহধারী সকলেই (বাবার) বাচ্চা। তাই আত্মাদের পিতা আত্মাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আত্মাই মুখ্য। এ তো ভালভাবে বোঝা। এখানে যখন সম্মুখে বসো তখন এমন নয় যে শরীরের থেকে পৃথক হয়ে (ন্যায়ারা) হারিয়ে যেতে হয়। শরীর থেকে পৃথক হয়ে হারিয়ে (অদৃশ্য) যাওয়া, এ কোনো স্মরণের যাত্রায় থাকার স্থিতি নয়। এখানে সচেতন (সজাগ) হয়ে বসতে হবে। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা এমন বলেন না যে, এখানে বসে অচেতন (বেহুঁশ) হয়ে যাও। এমন অনেকেই রয়েছে যারা বসে-বসে অচেতন হয়ে যায়। তোমাদের সচেতন হয়ে বসতে হবে আর পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতা ব্যতীত ধারণা করতে সমর্থ হবে না, কারো কল্যাণ করতে পারবে না, কাউকে বলতেও পারবে না। (যারা) স্বয়ং পবিত্র থাকে না আর অন্যদের বলে। তারা তো পন্ডিত। অতি চালাক (মিয়া-মিষ্টু) হওয়া উচিত নয়, তখন আবার হৃদয়ের দংশন হবে। এমন মনে কোরো না যে, শূন্যাবস্থায় চলে যাই, তাই চোখ বন্ধ হয়ে যায়। এ কোনো স্মরণের স্থিতি বা অবস্থা নয়, এখানে সচেতন অবস্থায় থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিদ্রাচ্ছন্নতা কোনো স্মরণ নয়। বাচ্চাদের অনেক পয়েন্টস বোঝান হয়। শান্ত্রে দেখানো হয়েছে --- সপ্তম স্বর্গে (সপ্ত-তলে) চলে যায়, আর এই দুনিয়ার বোধ থাকে না। তোমরা তো দুনিয়াকে জানো, তাই না। এ হলো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, বাবাকে কেউ জানে না। যদি বাবাকে জানতো তাহলে সৃষ্টি-চক্রকেও জেনে যেতো। বাবাই বলেন যে, এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, মানুষ কিভাবে পুনর্জন্ম নেয়। সত্যযুগে আয়ু দীর্ঘ হয়ে গেলেও কেউ কুংসিত (যেমন বৃদ্ধাবস্থায় বলিরেখা পড়ে) হবে না। বাকি সন্ন্যাসীদের হলো হঠযোগ। চোখ বন্ধ করে, গুহায় বসে-বসে কু-রূপ ধারণ করে....। বাবা তোমাদেরই বলেন যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও সচেতন থাকতে হবে। শূন্যতায় চলে যাওয়া, এ কোনো অবস্থা নয়। কাজ-কর্মাদিও করতে হবে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পরিবারকে পালনও করতে হবে। শূন্যতায় যাওয়া উচিত নয়। কাজ-কর্ম করতে-করতে বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই যখন কাজ করবে, তখন চোখ খুলে করবে, তাই না। কাজ-কর্মাদি সবকিছুই করতে থাকে। বুদ্ধিযোগ যেন বাবার সঙ্গে জুড়ে থাকে। এতে গাফিলতি করা উচিত নয়। দোকানে বসে যদি চোখ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কেউ এসে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবে আর জানতেও পারবে না। এ কোনো (সঠিক) অবস্থা নয়। আমরা দেহ থেকে পৃথক (ন্যায়ারা) হয়ে যাই, এসব হঠযোগীদের কথা। অলৌকিক শক্তির অধিকারীরাই (রিদ্ধি-সিদ্ধি) এমন করতে পারে। বাবা বসে ভালো ভাবে বোঝান, এতে চোখ বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

বাবা বলেন, বসে-বসে মিত্র, আত্মীয়-স্বজনকে যে স্মরণ কর, সেসব ভুলে যাও। এক পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত পাপমোচন হবে না। ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে সৃষ্টি লোকে (বতনে) হারিয়ে যায়। এতে কি হয় ? যতসময় ওখানে থাকে তাতে বিকর্ম বিনাশ তো হয় না। শিববাবাকেও স্মরণ করতে পারে না। না বাবার বাণী(মুরলী) শুনতে পারে। তাই ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু এও ড্রামায় নির্ধারিত তাই যায়। পরে এসে মুরলী শোনে। তাই বাবা বলেন, যাও আর তৎক্ষণাৎ চলে এসো, বসে থেকো না। সৃষ্টি লোকে গিয়ে খেলাধুলা করা বাবা বন্ধ করে দিয়েছেন। এও একধরনের উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করা, তাই না। ভক্তিমার্গে উদ্দেশ্যহীন বিচরণ, রোদন - বিলাপ অনেক হয়, কারণ মার্গ তো অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই না। মীরা ধ্যানে বৈকুণ্ঠে চলে যেতো। তা কি যোগ বা পড়াশোনা(জ্ঞান) ছিল ? না, তা ছিল না। সে কি সন্নতি পেয়েছিল ? স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হয়েছিল ? তার জন্ম-জন্মান্তরের পাপমোচন হয়েছিল কি ? একদমই নয়। জন্ম-জন্মান্তরের পাপমোচন তো একমাত্র বাবার স্মরণের মাধ্যমেই হতে পারে। বাকি সাষ্কাংকারাদি করে কোনো লাভ নেই। এ হলো শুধু ভক্তি। না রয়েছে স্মরণ, আর না রয়েছে জ্ঞান। ভক্তিমার্গে এসব শেখানোর মতন কেউ থাকে না, তাই সন্নতিও হয় না। যদিও অনেক সাষ্কাংকার হয়, শুরুতে বাচ্চারা নিজেরাই চলে যেতো। মাঝা-বাবাও কি যেতেন, না যেতেন না। শুরুতে ব্রহ্মা বাবার শুধু স্থাপনা আর বিনাশের সাষ্কাংকার হয়েছিল। পরে তো আর কিছু হয় নি। আমি কাউকে পাঠাই না। হ্যাঁ, বসে বলে দিই, বাবা এদের রশি টানো। সেও যদি ড্রামায় থাকে তবেই রশি টানবে, আর তা নাহলে নয়। সাষ্কাংকার তো অনেক হয়। যেমন প্রারম্ভে অনেক সাষ্কাংকার হতো, অন্তিমেও অনেক সাষ্কাংকার করবে। "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" (শিকারের মৃত্যু শিকারীর জয় = মিরুয়া মউত মলুকা শিকার)। এত অগণিত মানুষ, এরা সকলেই শরীর ত্যাগ করবে। সশরীরে তো আর কেউ সত্যযুগে বা শান্তিধামে যাবে না। কত অগণিত-সংখ্যক মানুষ, সকলেরই বিনাশ হয়ে যাবে। এখন শুধু ব্রহ্মার দ্বারা এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। কন্যারা, তোমরা গ্রামে-গ্রামে গিয়ে কত সার্ভিস কর। এটাই বল যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। সন্ন্যাসীরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবা ব্যতীত রাজযোগ আর কে শেখাবে ? বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তারপর রাজস্ব পেয়ে যাবে। (ওখানে) তোমরা অসীম সুখে থাকো। ওখানে তো আর স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। ওখানে সামান্যতম দুঃখও থাকে না। আয়ুও দীর্ঘ, শরীরও রোগমুক্ত হয়। এখানে কত দুঃখ। এমনও তো নয় যে, বাবা দুঃখের জন্যই এই খেলা রচনা করেছেন। এই সুখ-দুঃখের, জয়-পরাজয়ের খেলা তো আদি-অনাদি। এসমস্ত কথা সন্ন্যাসীরা জানেই না তাহলে বোঝাবে কেমন করে। তারা তো ভক্তিমার্গের শাস্ত্রাদি পড়ে। তোমাদের বলা হয় -- নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। সন্ন্যাসীরা আবার আত্মা মনে করে ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ব্রহ্মকে পরমাত্মা মনে করে, তারা হল ব্রহ্মজ্ঞানী। বাস্তবে ব্রহ্ম হলো নিবাসস্থল। যেখানে তোমরা আত্মারা থাকো, তারা বলে যে, ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাবে। তাদের জ্ঞানই সম্পূর্ণ উল্টো। বাচ্চারা, এখানে অসীম জগতের পিতা তোমাদের পড়ায়। তারা বলে, ভগবান ৪০ হাজার বছর পর আসবে, একেই বলে অজ্ঞানতার অন্ধকার। বাবা বলেন, আমিই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশকারী। আমি স্থাপনা করছি, আবার বিনাশও সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তাড়াতাড়ি কর। পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবে। এ হলো পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়া। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কি আছে, না নেই। ঐনাদের রাজ্য নতুন দুনিয়ায় ছিল, এখন নেই। ঐনারাও পুনর্জন্ম নিয়েছেন। শাস্ত্রতে তো কি-কি সব লিখে রেখেছে। কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে অর্জুনের

অস্বাচলিত রথে বসে রয়েছে। এমন তো নয় যে, অর্জুনের ভিতরে কৃষ্ণ বসে রয়েছে। কৃষ্ণ তো দেহধারী, তাই না, আর না লড়াই ইত্যাদির কোন কথা আছে। ওরা তো পান্ডব আর কৌরবদের সৈন্যদের বিভাজিত করে দিয়েছে। এখানে তো ওইসমস্ত কোন কথা নেই। ভক্তিমার্গে তো অসংখ্য শাস্ত্রাদি রয়েছে। সত্যযুগে এসব থাকে না। ওখানে তো জ্ঞানের প্রালম্ব(প্রাপ্তি) অর্থাৎ রাজধানী রয়েছে। ওখানে সুখই-সুখ রয়েছে। বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন, তাই নতুন দুনিয়া অবশ্যই সুখময় হবে, তাই না। বাবা কখনও পুরানো বাড়ী বানায় কি! বাবা তো নতুন বাড়ী বানান, সেই দুনিয়াকেই সতোপ্রধান দুনিয়া বলা হয়। এখন তো সবই তমোপ্রধান, অপবিত্র, রাবণের পর-রাজ্যে বসে রয়েছে।

রাম বলা হয় শিববাবাকে, রাম-রাম বলে রামের নামে দান দিতে থাকে। এখন কোথায় রাম আর কোথায় শিববাবা। বাচ্চারা, এখন শিববাবা তোমাদের বলেন, মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ কর। যেখান থেকে এসেছ সেখানেই আবার ফিরে যেতে হবে, যতদিন না বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হবে ততদিন পর্যন্ত ফিরে যেতে পারবে না। তোমাদের মধ্যেও বিরলই কেউ-কেউ আছে যারা সঠিক রীতিতে বাবাকে স্মরণ করে। এ মুখে বলার মতন কথা নয়। ভক্তিতে মুখে রাম-রাম বলে। কেউ যদি তা না বলে তাহলে মনে করে এ নাস্তিক। কত চিংকার(আওয়াজ) করে গান-বাজনা করে। বৃষ্ণ(ঝাড়) যত বড় হয়, ভক্তির সামগ্রীও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বীজ কত ক্ষুদ্র। তোমাদের তো কোনো সামগ্রী নেই, কোনো আওয়াজ নেই। শুধু বলেন -- নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর। মুখ দ্বারা বলতেও হবে না। লৌকিক পিতাকেও সন্তান বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করে। বসে 'বাবা-বাবা' বলে কি, না বলে না। তোমরা এখন জানো যে, আত্মাদের পিতা কে। আত্মারা সকলেই ভাই-ভাই। আত্মার আর কোন নাম নেই। কিন্তু শরীরের নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। আত্মা হলো আত্মাই। আর উনি হলেন পরম আত্মা। ঔনার নাম হলো শিব। ঔনার নিজের শরীর নেই। বাবা বলেন, আমারও যদি শরীর থাকত তাহলে পুনর্জন্মেও আসতে হতো। তাহলে তোমাদের সন্নতি কে করত ? ভক্তিমার্গে আমাকে স্মরণ করে। সেখানে অনেক চিত্র রয়েছে। এখন তোমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হও, তাই না। জন্ম তো নরকেই হয়েছে, মৃত্যু হবে স্বর্গে যাওয়ার জন্য। এখানে তোমরা এসেছোই স্বর্গে যাওয়ার জন্য। যেমন কেউ ব্রিজ ইত্যাদি যখন তৈরী করে, তখন প্রথমে শিলান্যাস (ফাউন্ডেশন সেরিমনি) করে, তারপরে ব্রিজ তৈরী হয়ে থাকে। স্বর্গ স্থাপনের শিলান্যাস বাবা করে দিয়েছেন, এখন তৈরী হচ্ছে। বাড়ী তৈরী করতে সময় লাগে কি ? গভর্নমেন্ট যদি বানায় তবে এক মাসের মধ্যেই বাড়ী দাঁড় করিয়ে দেয়। বিদেশে বাড়ী রেডিমেড অবস্থায় পাওয়া যায়। স্বর্গে তোমাদের বুদ্ধি হবে সুগভীর, সুসূক্ষ্ম আর সতোপ্রধান। সায়েন্টিস্টদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। তারা শীঘ্রই সব বানাতে থাকবে, ওখানে প্রাচীরও রক্ত জড়িত হবে। আজকাল অতি শীঘ্র নকল জুয়েলারী তৈরী করে ফেলে এবং তা আসলের থেকেও অধিক উজ্জ্বল হয়। আজকাল মেশিনের দ্বারা অতি শীঘ্র বানিয়ে ফেলে। ওখানে বাড়ী তৈরী করতে দেরী হয় না, পরিষ্কার ইত্যাদি করতেই সময় লাগে। এমন নয় যে, সোনার দ্বারকা সমুদ্রতল থেকে উঠে আসবে। তাই বাবা বলেন, খাও-দাও, আর শুধু বাবাকে স্মরণ কর তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এইযে গঙ্গাঙ্গানাদি করে এসেছ কিন্তু কেউই তো মুক্তি-জীবনমুক্তি লাভ করে নি। এখানে বাবা পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলেন। বাবা বলেন, আমিই পতিত-পাবন। তোমরা ডেকেছ, হে পতিত-পাবন বাবা এসো, এসে আমাদের পবিত্র কর। ড্রামা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন সব অ্যাক্টরসদের স্টেজে থাকা উচিত। রচয়িতারও(স্রিয়োটর) থাকা উচিত। সকলেই দাঁড়িয়ে পড়ে, তাই না। এও ঠিক

তেমনই। সব আত্মারাই এসে যাবে তারপরে ফিরে যেতে হবে (সকলকে)। এখনও তোমরা তৈরী হওনি। কর্মাজীত অবস্থাই হয়নি তাহলে বিনাশ কি করে হবে। বাবা তো আসেনই তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াতে, ওখানে কাল হয়ই না। তোমরা কালের উপরে বিজয়লাভ কর। বিজয় প্রাপ্ত কে করায় ? কালেরও কাল অর্থাৎ মহাকাল। তিনি কতজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যান! তোমরা খুশি-খুশিতে যাও। বাবা এখন এসেছেন তোমাদের দুঃখ দূর করতে তাই তাঁর মহিমা কীর্তন করে - গডফাদার দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) কর। শান্তিদাম, সুখধামে নিয়ে চলো। কিন্তু এ তো মনুষ্যেরা জানে না যে, এখন বাবা স্বর্গ রচনা করছেন। তোমরা স্বর্গে যাবে, সেখানে (সৃষ্টি-রূপী) বৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র হবে যা পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এখন আর সব ধর্ম রয়েছে, সেই এক ধর্মই নেই। নাম, রূপ, রাজ্য ইত্যাদি সবকিছু বদলে যায়। প্রথমে দ্বিমুকুটধারী, পরে এক মুকুটধারী হয়। সোমনাথ মন্দির তৈরী করা হয়েছিল, কত ধন-ঐশ্বর্য ছিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির একটিই ছিল যা লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা বলেন, তোমরা পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হয়ে যাও। প্রতি পদে-পদে তোমরা বাবাকে স্মরণ কর তবেই পদমণ্ডল একত্রিত হবে। এত উপার্জন একমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে তবেই হবে। তাহলে এমন পিতাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও কেন ? যত বাবাকে স্মরণ করবে, সার্ভিস করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। ভাল-ভাল বাচ্চারা (মহারথী) চলতে-চলতে পড়ে যায় অর্থাৎ অধঃপতন হয়। মুখে কালিমা লেপন করে ফেললে উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় রকমের লটারী তোমরা হারিয়ে ফেলো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) গৃহস্থ ব্যবহারে পরিবারকে লালন পালন করেও বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। গাফিলতি করা উচিত নয়। পবিত্রতার ধারণার দ্বারা নিজের এবং সকলের কল্যাণ করতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রা এবং পঠন-পাঠনের দ্বারাই উপার্জন হয়, ধ্যানে (ট্রান্সে) মগ্ন হয়ে ঘোরাফেরা করা, এতে কোনো লাভ হয় না। যতটা সম্ভব সচেতন থাকো, বাবাকে স্মরণ করে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বরদান:- বাবার কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করে প্রতিটি পরিস্থিতির সমাধানকারী সাক্ষীদ্রষ্টা ভব

ব্যাখ্যা:- বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, অতির পরেই অন্ত হয়। তাই প্রত্যেক ব্যাপারেই আলোড়ন অতিমাত্রায় হবে, পরিবারেও তর্ক-বিতর্ক হবে, মনেও অনেক সমস্যা আসবে, ধনও কম-বেশী হবে। কিন্তু যে বাবার সঙ্গী হয়, সত্য হয়, তার হয়ে জবাব দেন বাবা। এমন সময়ে যদি মন বাবার দিকে থাকে, তাহলে নির্ণয়-শক্তির দ্বারা সব বাঁধা পেরিয়ে যাবে। সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে যাও, তবেই বাবার শক্তির দ্বারা প্রতিটি পরিস্থিতিকে সহজেই সমাধান করে ফেলবে।

স্লোগান:- এখন সকল কিনারা ছেড়ে ঘরে ফেরার তৈয়ারী করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কাজকর্ম করতে করতেও কেবল বাবার স্মরণেই থাকো, চলতে-ফিরতে বাবাকে এবং পরমধাম ঘরকে স্মরণ করো, এটাই হলো তোমাদের বাহাদুরি"

প্রশ্ন :- কখন এবং কিভাবে বাবাকে সন্মান এবং অসন্মান করা হয় ?

উত্তর :- যখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে খুব ভালো করে স্মরণ করো, তখন বাবাকে সন্মান করা হয়। কিন্তু যদি এইরকম বলো যে স্মরণ করার সময় নেই, তাহলে সেটা বাবাকে অসন্মান করা হয়। বাস্তবে এতে বাবার অসন্মান হয় না, এতে তো নিজেকেই অসন্মান করা হয়। তাই কেবল বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই বিখ্যাত হয়ো না, স্মরণের যাত্রাতেও বিখ্যাত হও। স্মরণের যাত্রার চার্ট রাখো। এই স্মরণের দ্বারা-ই আত্মা সতোপ্রধান হবে।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা বলছেন - ৮৪ চক্রের যে জ্ঞান বোঝানো হয়, সেটা তো একটা নলেজ। এই নলেজ আমরা বাচ্চারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পড়েছি এবং ধারণ করেছি। এটা খুবই সহজ জ্ঞান। এটা তো কোনো নূতন কথা নয়।

সত্যযুগ থেকে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত তোমরা কতবার পুনর্জন্ম নিয়েছ, সেটা বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। এই জ্ঞানটা খুব সহজেই বুদ্ধিতে রয়েছে। এটা এক ধরনের পড়াশুনা যেখানে রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তকে বুঝতে হয়। এটা তো কেবল বাবা ছাড়া অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবা বলেন, এই জ্ঞানের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা, যাকে যোগ বলা হয়। যোগ শব্দটা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এটা আসলে স্মরণের যাত্রা। মানুষ যেমন কোথাও যাত্রা করতে যাওয়ার সময়ে বলে যে অমুক যাত্রায় যাচ্ছি। শ্রীনাথ কিংবা অমরনাথ যাওয়ার সময়ে ওইসব বিষয় স্মরণে আসে। এখন তোমরা জানো যে আত্মিক পিতা অনেক বড় যাত্রা করা শেখাচ্ছেন। বলছেন - "আমাকে স্মরণ করো"। ওইসব যাত্রাতে গেলে তো আবার ফিরেও আসে। কিন্তু এই যাত্রাতে তো মুক্তিধামে গিয়ে নিবাস করতে হবে। হয়তো আবার এসে ভূমিকা পালন করতে হবে, কিন্তু এই পুরাতন দুনিয়ায় তো আর আসতে হবে না। এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য আছে। এটা হলো ছিঃ ছিঃ রাবণ রাজ্য। সূতরাং মুখ্য বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা। কোনো কোনো বাচ্চা তো এটাও বোঝে না যে কিভাবে স্মরণ করতে হবে। কেউ স্মরণ করছে কি করছে না সেটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। বাবা বলছেন - নিজেকে আত্মা অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ নিজ-পিতাকে স্মরণ করো। এখানে কোনো দর্শন করার ব্যাপার নেই। কেউ কতক্ষণ স্মরণের যাত্রাতে থাকে সেটা জানতে পারা যায় না। সেটা তো কেবল সে নিজেই জানে। অনেকজনকেই এই স্মরণ করার যুক্তি বোঝানো হয়েছে। কল্যাণকারী বাবা বুঝিয়েছেন - নিজেকে আত্মা অনুভব করে শিববাবাকে স্মরণ করো। নিজের সার্ভিসও করো। যেমন কোনো বাচ্চা হয়তো পাহাড়ে পাহারা দেওয়ার ডিউটি করছে। সে তো খুব সহজেই স্মরণ করতে পারবে। কেবল বাবা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই স্মরণে আসা উচিত নয়। বাবা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে এই স্মরণের যাত্রাতে থেকেই আসা-যাওয়া করো। যেমন পাদ্রীরা কত শান্তভাবে হাঁটা চলা করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও খুব ভালোবাসার সাথে বাবাকে এবং ঘরকে স্মরণ করতে হবে। এটা খুব উঁচু লক্ষ্য। ভক্তরাও এইরকম পুরুষার্থ করে। কিন্তু ওরা এটা জানে না যে এখন আমাদেরকে ফিরতে হবে। ওরা মনে করে, যখন কলিযুগের সমাপ্তি হবে, তখন ফেরৎ যাব। ওদেরকে তো এই পদ্ধতিটা শেখানোর মতো কেউ নেই। তোমাদের মতো

বাচ্চাদেরকে এটা শেখানো হয়। পাহারা দেওয়ার সময়ে একান্তে বসে যতটা স্মরণ করবে ততই মঙ্গল। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ নাশ হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথার ওপরে রয়েছে। যে আগে সতোপ্রধান হবে, সে-ই আগে রাম-রাজত্ব আসবে। সুতরাং তাকেই সবথেকে বেশি স্মরণের যাত্রাতে থাকতে হবে। প্রতি কল্পেই এইরকম হয়। সুতরাং এদের কাছে স্মরণের যাত্রায় থাকার খুব ভালো সুযোগ রয়েছে। এখানে তো কোনো লড়াই ঝগড়ার ব্যাপার নেই। আসা-যাওয়া করতে করতে, কিংবা কোথাও বসে থেকে দুটো কাজই একসাথে করতে পারো - পাহারাও দাও, আর বাবাকেও স্মরণ করো। কাজকর্ম করতে করতে বাবাকে স্মরণ করো। পাহারাদারদের সবথেকে বেশি সুবিধা। যদি স্মরণ করার অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে দিনে কিংবা রাতে যারা পাহারা দেয়, তাদের সবথেকে বেশি সুবিধা। বাবা তো এটা খুব ভালো সার্ভিস দিয়েছেন। পাহারা আর স্মরণের যাত্রা। এতে বাবার স্মরণে থাকার সুযোগ পাওয়া যায়। স্মরণের যাত্রাতে থাকার জন্য এইরকম বিভিন্ন যুক্তি শেখানো হয়। এখানে তোমরা যতটা স্মরণ করতে পারবে, বাহ্যিক দুনিয়ার কাজকর্মে থেকে অতটা করতে পারবে না। তাই মধুবনে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসে। একান্তে পাহাড়ের ওপর বসে স্মরণের যাত্রা করতে থাকো। একা আছ না কি সঙ্গে আরো দুই-তিন জন গেছে তাতে কিছু যায় আসে না। এখানে খুব ভালো সুযোগ রয়েছে। বাবাকে স্মরণ করাই হল মুখ্য বিষয়। ভারতের প্রাচীন যোগ খুবই সুপ্রসিদ্ধ। এখন তোমরা বুঝেছ যে এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা পাপ নাশ হয়। আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাব। তাই খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে। কাজকর্ম করতে করতেও বাবাকে স্মরণ করে দেখাও - এটাই বাহাদুরি। তোমরা তো প্রবৃত্তি মার্গের পথিক। সুতরাং কর্ম তো করতেই হবে। ঘর-গৃহস্থ থেকেও, কাজকর্ম করতে করতেও বাবাকে স্মরণ করলে অনেক উপার্জন হয়। এখনো হয়তো কোনও বাচ্চার বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। বাবা চার্ট রাখতে বলেন। কেউ কেউ একটু আধটু লেখে। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। বাচ্চারা বাবার কাছে যেতে চায়। এখানে অনেক উপার্জন হয়। একান্তে থাকা খুবই উপকারী। বাবা সম্মুখে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন যে আমাকে স্মরণ করলেই পাপ নাশ হবে। মাথার ওপরে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ রয়েছে। বিকারের জন্য কত ঝগড়া হয়, বিদ্রোহ আসে। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমাকে পবিত্র থাকতে দেওয়া হয় না। বাবা তখন বাচ্চাদেরকে বলেন - তুমি স্মরণের দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথা থেকে নামাও। ঘরে বসেই শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যেকোনো জায়গাতে বসেই স্মরণ করা সম্ভব। যেখানেই থাকো না কেন, এইরকম অভ্যাস করতে হবে। কেউ এলে তাকে প্রভু বার্তা দাও। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এটাকেই যোগবল বলা হয়। বল মানে শক্তি। বাবাকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। কিন্তু বাবার কাছ থেকে সেই শক্তি পাওয়া যাবে কিভাবে? বাবা স্বয়ং উপদেশ দিচ্ছেন - আমাকে স্মরণ করো। তোমরা নীচে নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়ে গেছ বলে সেই শক্তিও একেবারে শেষ হয়ে গেছে। এক কনাও অবশিষ্ট নেই। তোমাদের মধ্যেই কেউ কেউ আছে যারা ভালোভাবে বোঝে এবং বাবাকে স্মরণ করে।

সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমার সারাদিনের চার্ট কেমন থাকে? বাবা তো সব বাচ্চাকেই বলছেন যে মুখ্য বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা। স্মরণের দ্বারা-ই তোমাদের পাপ নাশ হবে। যদি কেউ সাবধান করার নাও থাকে, তাহলেও তো স্মরণ করতে পারবে, তাই না? যদি বিদেশে একা থাকতে হয়, তাহলেও তো স্মরণ করতে পারবে। ধরো কেউ বিয়ে করেছে কিন্তু তার স্ত্রী অন্য কোথাও থাকে, তাকেও পত্রতে লেখো যে তুমি কেবল একটা কথা মনে রেখো - কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নাশ হয়ে যাবে। বিনাশ অতি নিকটে। বাবা তো খুব ভালো যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছেন। এরপরে কেউ করল কি করল না, সেটা তো তার মর্জি। বাচ্চারাও বুঝতে পারে

যে বাবা খুব ভালো উপদেশ দেন। আমাদের কাজ হলো সকল মিত্র-আত্মীয়কে প্রভুবর্তী দেওয়া। বন্ধু-বান্ধব, যে কেউ হোক, সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। তোমাদের কাছে ছবিও আছে, ব্যাচও আছে। এটাও খুব ভালো জিনিস। এই ব্যাচের দ্বারা যেকোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্মী-নারায়ণ বানানো সম্ভব। ত্রিমূর্তির ছবি নিয়ে খুব ভালো করে বোঝাতে হবে - এদের ওপরে শিববাবা রয়েছেন। দুনিয়ার মানুষও ত্রিমূর্তির ছবি বানায়। কিন্তু ওপরে শিববাবাকে দেখায় না। শিববাবাকে না জানার কারণে ভারতের তরী ডুবে গেছে। এখন শিববাবার দ্বারা-ই ভারতের তরী তীরে পৌঁছাবে। মানুষ আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসে আমাদের মতো পাপীদেরকে পবিত্র বানাও। আবার তাঁকেই সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। কত বিপ্রী ভুল করে ফেলেছে। বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন - তোমাদেরকেও এইরকম বক্তৃতা দিতে হবে। বাবা এইরকম মিউজিয়াম খোলার, সেবা করার নির্দেশও দেন। এতে অনেকে আসবে। বড় বড় শহরে সার্কাস বসে। ওদের কাছে কত জিনিস থাকে। দূরের গ্রাম থেকেও মানুষ আসে দেখার জন্য। তাই তোমাদেরকেও বাবা ঐরকম খুব সুন্দর মিউজিয়াম বানানোর নির্দেশ দিচ্ছেন যেটা দেখে লোকে খুশি হয়ে যাবে এবং অন্যদেরকেও শোনাবে। এটাও বোঝানো হয় যে এখন যাকিছু সেবা হয়, সবই হুবুহু আগের কল্পের মতো। কিন্তু সত্যপ্রধান হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা উচিত। বাচ্চারা এই বিষয়টাতেই গাফিলতি করে। মায়াও এই স্মরণের যাত্রাতেই বিঘ্ন সৃষ্টি করে। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমার কি সত্যিই অতটা শখ রয়েছে, সত্যিই কি আমি অতটা পরিশ্রম করি? জ্ঞানের বিষয় তো খুবই সাধারণ। কিন্তু বাবা ব্যতীত অন্য কেউ এই ৮৪ জন্মের চক্রের কাহিনী বোঝাতে পারবে না। তবে মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা। অস্তিত্বে যেন কেবল বাবা ব্যতীত অন্য কেউ স্মরণে না আসে। বাবা তো বিস্তারিত ভাবে নির্দেশ দিতেই থাকেন। মুখ্য বিষয় হলো স্মরণ করা। তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকেই বোঝাতে পারো। যেকোনো ব্যক্তিকেই তোমরা ব্যাচ নিয়ে বোঝাতে পারো। অন্য কারোর কাছেই এইরকম অর্থপূর্ণ মেডেল নেই। মিলিটারিতে যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে মেডেল দেওয়া হয়। রায় সাহেবের কাছে এইরকম মেডেল রয়েছে। সবাই দেখে যে সে ভাইসরয়ের কাছ থেকে মেডেল পেয়েছে। আগে তো ভাইসরয় ছিল। এখন এদের কোনো ক্ষমতা নেই। আজকাল অনেক ঝগড়া লেগেই থাকে। মানুষের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে। ওদের জন্য তো শহরে অনেক জায়গা প্রয়োজন। বাবা এখন স্বর্গ স্থাপন করছেন। এতসব মানুষের বিনাশ হয়ে যাবে। খুবই অল্প সংখ্যক থাকবে। অনেক জায়গা পাওয়া যাবে। ওখানে তো সবকিছুই নুতন হবে। ওই নুতন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। প্রত্যেক মানুষই উঁচু পজিশন পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। কেউ পুরুষার্থ না করলে মনে করা হয় যে সে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সে নিজেও বুঝতে পারে যে আমি হয়তো ফেল করে যাব। তখন সে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে চাকরি করা শুরু করে। আজকাল তো চাকরির ক্ষেত্রেও অনেক নিয়ম বার করেছে। মানুষ খুবই দুঃখী হয়ে গেছে। বাবা এখন তোমাদেরকে এমন রাস্তা বলছেন যাতে ২১ জন্মের জন্য দুঃখের নামটাই থাকবে না। বাবা বলছেন, যতটা সম্ভব কেবল স্মরণের যাত্রাতেই থাকো। রাতের সময়টা খুবই ভালো। শুয়ে শুয়েও স্মরণ করতে পারো। তবে এইরকম ভাবে স্মরণ করলে অনেকের ঘুম চলে আসে। কিন্তু যদি বয়স্ক হয় কিংবা অনেকক্ষণ বসে থাকলে অসুবিধা হয়, তবে সে নিশ্চয়ই শুয়ে পড়বে। শুয়ে শুয়েই বাবাকে স্মরণ করবে। খুব আন্তরিক খুশি হবে। কারণ এতে অনেক উপার্জন হয়। হয়তো এখনো সময় আছে, কিন্তু মৃত্যুর তো কোনো ঠিক নেই। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে মূল বিষয় হল স্মরণের যাত্রা। বাইরে শহরে থাকলে তো সমস্যা হয়। এখানে আসলে খুব ভালো সুযোগ পাওয়া যায়, কোনো কিছুর চিন্তা করতে হয় না। তাই এখানে নিজের চার্টকে অনেকটা বাড়িয়ে নাও। এর দ্বারা তোমাদের চরিত্র শুধরে যাবে। কিন্তু মায়া খুবই শক্তিশালী। যারা ঘরে থাকে তারা অতটা

গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু যারা বাইরে থাকে তারা বেশি গুরুত্ব দেয়। তবে গোপদের (সেইসব ভাই যারা প্রভুপ্রেমে লীন থাকে) রেজাল্ট এখনো পর্যন্ত ভালো রয়েছে।

অনেক কন্যা পত্রতে লেখে - বিয়ের জন্য বাড়িতে খুব সমস্যা করছে, কি করব ? কিন্তু যে খুব মজবুত এবং বিচক্ষণ সন্তান হবে, সে কখনোই এইরকম লিখবে না। যদি কেউ এইরকম লেখে, তাহলে বাবাও বুঝতে পারেন যে এই সন্তান আসলে একটা ভেড়া। নিজের জীবনকে বাঁচানো তো নিজের হাতেই রয়েছে। এই দুনিয়ায় অনেক প্রকারের দুঃখ রয়েছে। বাবা খুবই সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন।

তোমরা বাচ্চারা তো অতিশয় ভাগ্যবান। এখানে এসে সাহেবের (সর্বময় কর্তা) সন্তান হয়েছ। বাবা কত শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও তোমরাই বাবাকে গালাগালি করো। সেটাও আবার কাঁচা গালাগালি। তোমরা এতটাই তমোপ্রধান হয়ে গেছ যে বলার নয়। এর থেকে বেশি আর কত সহ্য করব। লোকেরা বলে থাকে, বেশি জ্বালাতন করলে একেবারে মেরে দেব। বাবা এখন বসে এ সকল বিষয় বোঝাচ্ছেন। শান্ত্রি তো কেবল কাহিনী লিখে দিয়েছে। বাবা তো খুব সহজ ভাবে যুক্তি দিয়ে বলেন। কাজকর্ম করতে করতেই বাবাকে স্মরণ করো। এতে অনেক লাভ আছে। ভোরবেলা এসে স্মরণ করতে বসো। খুব মজা পাবে। কিন্তু অতটা শখ নেই। কোন্ স্টুডেন্ট ফেল করবে সেটা তো টিচার স্টুডেন্টের চাল-চলন দেখেই বুঝে যায়। বাবাও বুঝতে পেরে যান যে এই সন্তান ফেল করে যাবে। সেটাও আবার প্রত্যেক কল্পের জন্য। হয়তো খুব ভালো বক্তৃতা দেয়, খুব সুন্দর প্রদর্শনী বোঝায়, কিন্তু স্মরণ করে না। এতেই তো ফেল হয়ে যায়। এতে তো অসম্মান করা হয়। নিজেকেই অসম্মান করে। শিববারার তো অসম্মান হয় না। কেউই এইরকম বলতে পারো না যে আমি তো স্মরণ করার সময়ই পাই না। বাবা এটা কখনোই মানবেন না। স্মান করার সময়ও তো স্মরণ করতে পারো। খাওয়ার সময়ে বাবাকে স্মরণ করলে অনেক লাভ হয়। কোনো কোনো বাচ্চা কেবল বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই বিখ্যাত, কিন্তু যোগ করে না। এইরকম অহংকারের জন্যেও অনেকের পতন হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

১) সর্বশক্তিমান বাবার কাছ থেকে শক্তি নেওয়ার জন্য স্মরণের চার্টকে দীর্ঘ করতে হবে। স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন উপায় বের করতে হবে। একান্তে বসে বিশেষ ভাবে উপার্জন করতে হবে।

২) সতোপ্রধান হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থাকতে হবে। গাফিলতি করা কিংবা অহংকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। সার্ভিসের শখ থাকতে হবে এবং তার সাথে স্মরণের যাত্রাতেও থাকতে হবে।

বরদান :- বুদ্ধিকে আমিত্বের চক্রবুহ থেকে বের করে সকল বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে অলিপ্ত এবং ট্রাস্টি ভব

যদি বুদ্ধিতে কোনো প্রকারের বিভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে কোনো না কোনো আমিত্ব ভাব রয়েছে। যেখানেই আমিত্বের ছোঁয়া আছে, সেখানেই বুদ্ধি চক্রবুহে ফেঁসে যাবে। যদি একজন গৃহী রূপে চিন্তা-ভাবনা করা হয়, তবে ভুল হয়ে যায়। তাই একেবারে অলিপ্ত এবং ট্রাস্টি হয়ে যাও।

আমার নাম খারাপ হবে, আমার নিন্দা হবে - এইরকম আমিহের বিষয় নিয়ে চিন্তা করাটাই হল বিভ্রান্ত হওয়া। এরপর যতই সমাধান করতে চাইবে, ততই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তাই ট্রাস্টি হয়ে এইসকল বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাও। ভগবানের সন্তান কখনো বিভ্রান্ত হতে পারে না।

স্লোগান :- তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ (বড়) পিতার সন্তান, তাই না কখনো মনকে ছোট (হতাশ) করবে, না কখনো ছোট-ছোট বিষয়ে ঘাবড়াবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে চৈতন্য লাইট হাউস, তোমাদের বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে, পরমধাম গৃহের রাস্তা বলতে হবে"

প্রশ্ন-: তোমরা যত উল্লতির শিখরে যেতে থাকবে, তখন অনেক আত্মারা কোন্ ডায়রেকশন, কোন্ বিধিতে প্রাপ্ত করবে ?

উত্তর-: তোমরা যত উল্লতির শিখরে এগিয়ে যেতে থাকবে, অনেকের এই ডায়রেকশন প্রাপ্ত হবে যে, তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মা কুমার-কুমারীদের কাছে গেলে তারা বৈকুণ্ঠের প্রিন্স হওয়ার জ্ঞান প্রদান করবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন, সবাইকে তো আর জিজ্ঞাসা করতে পারে না। বাবা কন্যা নলিনীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, এখানে কি করা হচ্ছে ? কার স্মরণে বসেছো ? বাবার। শুধুই বাবার স্মরণে বসেছো না আর কিছু স্মরণে আসছে? বাবার স্মরণে তো বিকর্ম বিনাশ হবে, আর কি স্মরণ করছো ? এটা তো বুদ্ধির কাজ। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিজ- নিকেতনে অর্থাৎ পরমধামে যেতে হবে, তাই পরমধাম গৃহকেও স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা, আর কি করতে হবে? পরমধাম গৃহে গিয়ে কি বসে যেতে হবে ! বিষ্ণুর যে স্বদর্শন চক্র দেখায়। এর অর্থও বাবা এখন বুঝিয়েছেন। স্ব অর্থাৎ আত্মার দর্শন হয়, ৮৪ জন্মের চক্রের। তাই সেই চক্রও আবর্তন করার দরকার হয়। তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করে পরমধাম গৃহে যাব। আবার সেখান থেকে আসবে সত্যযুগে পার্ট প্লে করতে। আবার ৮৪র চক্র আবর্তিত হবে। বিষ্ণুর কোনো চক্র হয় না। সে তো সত্যযুগের দেবতা। বিষ্ণুপুরী বলা বা লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরী বলা, স্বর্গ বলা। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। কেউ যদি রাধা-কৃষ্ণের বলে, তো এটা ভুল করে। রাধা-কৃষ্ণের রাজ্য তো হয় না। কারণ তারা দুজনে ভিন্ন-ভিন্ন রাজ্যের প্রিন্স-প্রিন্সেস ছিলো, রাজ্যের মালিক তো আবার স্বয়ংবরের পরে হবে। দেখো, এই যে বিষ্ণুর চক্র দেওয়া হয়েছে, সেই চক্র হলো তোমাদের। তাই এখানে যখন বসো, তো শুধুমাত্র শান্তিতে বসবে না, স্বর্গীয় উত্তরাধিকারকেও স্মরণ করতে হবে, এই চক্র হলো সেইজন্য। বাবা বলেন তোমরা লাইট হাউসও, বলে-চলে বেড়ানো লাইট হাউস। এক চোখে হলো শান্তিধাম, এক চোখে হলো সুখধাম। এই দুটিকে স্মরণ করতে হয়। স্মরণের দ্বারা পাপ খন্ডন হয়। পরমধাম গৃহকে স্মরণ করলে সেখানে চলে যাবে, আবার চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। এই সমগ্র চক্রের নলেজ তোমাদেরই আছে। ৮৪ জন্মের চক্র চলেছে। এখন এই অন্তিম জন্ম হলো মৃত্যুলোকে। নূতন দুনিয়াকে বলা হয় অমরলোক। অমর অর্থাৎ তোমরা সর্বদা জীবন্ত থাকো। তোমাদের কখনো মৃত্যু নেই। এখানে তো বসে বসে হঠাৎ করে মৃত্যু হয়ে যায়। রোগ হয়, ওখানে মরণের ভয় নেই। কারণ ওটা হলো অমরলোক। তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও, তবুও জ্ঞান থাকে আমরা গর্ভমহলে গিয়ে প্রবেশ করবো। এখন গর্ভজেলে যাই। সেখানে তো গর্ভমহল হয়। সেখানে তো পাপ করে না যে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পাপ তো এখানে করে, যে কারণে শাস্তি ভোগ করে বাইরে বের হয় তো আবার পাপকর্ম শুরু করে দেয়। এটা হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। এখানে তো দুঃখই হয়। সেখানে দুঃখের নাম থাকে না। তাই এক চোখে শান্তিধাম, দ্বিতীয় চোখে সুখধাম রাখো। যদিও তোমরা জন্ম- জন্মান্তর জপ-তপ ইত্যাদি করে এসেছো কিন্তু সেটা তো আর জ্ঞান হলো না। সেটা হলো ভক্তি। ওর মধ্যে কোনো যুক্তিও পাওয়া যায় না যে তোমরা ওরকম ভাবে সত্যপ্রদান হতে

পারো। কেউই জানে না। ব্যাস্, শুনেছে কৃষ্ণ--দেহ সহ ভগবানুবাচ....এটা হলো গীতার শব্দ, যা পড়ে শোনানো হয়। এইরকম বলে না যে, তোমরা এইরকম হও। শুধু পড়ে, ভগবান ঐরকম বলে গিয়েছিলেন, যখন পতিতকে পবিত্র করতে এসেছিলেন। গীতাতে শুধুমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার বদলে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন কৃষ্ণ তো হলো রথী। ওনার কি আর রথ চাই ? তিনি তো স্বয়ং দেহধারী। কৃষ্ণের নাম কে রেখেছিল? যেরকম ছোটবেলা সবারই কোনো নাম থাকে। বাবাকে তো কেবলই শিব বলা হয়। তোমরা আত্মারা জনম মরণে আসো আর শরীরের নাম পরিবর্তিত হতে থাকে। শিববাবা তো জন্ম মরণে আসেন না। উনি সার্বিক ভাবেই হলেন শিব। বিন্দু যখন দেওয়া হয় তখন বলা হয় শিব। বিন্দু আত্মা তো হলো একদম সূক্ষ্ম। যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয় তবুও কারোর বোধগম্য হয় না। দেবীকে দেখে খুশী হয়ে যায়। আচ্ছা, তারপর কি, প্রাপ্তি তো কিছু নেই, অর্থ নেই। শুধুমাত্র নৌধা ভক্তি করে, দর্শন করে, তো ওতেই খুশী হয়ে যায়। এছাড়া মুক্তি-জীবনমুক্তির তো ব্যাপারই নেই। সে সব হলো ভক্তি মার্গ (ভক্তির পথ)। এখানে এটা হলো জ্ঞান মার্গ (জ্ঞানের পথ)। এখানে বলতে গেলে সাক্ষাৎকার হয় ব্রহ্মার, তারপর শ্রীকৃষ্ণের হবে। বলবে, এই ব্রহ্মার কাছে যাও, তবে তোমরা কৃষ্ণ পুরী বা বৈকুণ্ঠে যাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও সাক্ষাৎকার হতে পারে। এমন নয় যে, সাক্ষাৎকার হলো মানে সঙ্গতি হয়ে গেল। এক্ষেত্রে শুধু ইশারা পাওয়া যায়, এখানে যাও। উল্লতির দিকে এগিয়ে গেলে অনেকের সাক্ষাৎকার হবে, ডায়রেকশন পাওয়া যাবে। তোমাদের ত্রিমূর্তিও সংবাদপত্রে পড়ে, ব্রহ্মাকুমারীদের নামও পড়ে। তাই ব্রহ্মারই সাক্ষাৎকার হয় যে এনার কাছে এলে তোমাদের এই বৈকুণ্ঠের প্রিন্স হওয়ার জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। যেমন অর্জুনের বিষ্ণুর আর বিনাশের সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

বাবা তোমাদের বলেন কি করে কমল ফুল সম হবে। কিন্তু তোমরা তো স্থায়ী থাকো না সেইজন্য অলংকার বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে। নয়তো দেবতাদের শঙ্খ ইত্যাদির দরকার কি আছে। মুখের দ্বারা শোনানোকে শঙ্খ ধ্বনি বলা হয়। কমলের রহস্যও বাবা বোঝান। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এই সময় কমল ফুলের সমান হতে হবে। গদা হলো পাঁচ বিকার রূপী মায়াকে জয় করার। বাবা উপায় বলে দেন মামেকম্ অর্থাৎ এক আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। শ্রীমতে চলে পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো। একমাত্র বাবা ব্যাতীত পতিত-পাবন দ্বিতীয় আর কেউ নেই। বাবা বলেন আমাকে ডাকেই এই জন্য যে আমাদের সবাইকে এই শরীর থেকে মুক্ত করে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো। তাই বাবা-ই এসে সকল আত্মাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করেন, কারণ অপবিত্র আত্মারা তো পরমধাম গৃহ বা স্বর্গে যেতে পারবে না। বাবা বলেন পবিত্র হতে চাও তো আমাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডিত হতে থাকবে। এটা আমি গ্যারান্টি করছি। ডাকে- হে পতিত পাবন এসো। আমাদের পবিত্র করে তুলে নূতন দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তো যাবে কি ভাবে ? কতো সোজা কথা বলেন। বাবার সহজ নলেজ আর সহজ কথা। বলেন কাজ-কর্ম করতে-করতে আমাকে স্মরণ করো। যদি চাকরী ইত্যাদি করো, খাওয়ার তৈরী করো তাও স্মরণে থেকে, তখন ভোজনও শুদ্ধ হবে, সেই জন্য কথায়ও আছে যে ব্রহ্মা ভোজনের জন্য দেবতাদেরও বাসনা জাগে। এই কন্যারাও ভোগ নিয়ে যায় (বতনে)। ওখানে তো আনন্দসভা হয়। ব্রাহ্মণদের আর দেবতাদের মেলা বসে। তাঁরা ভোজন স্বীকার করতে আসেন। ব্রাহ্মণরা যখন ভোজন করে তখনও মন্ত্র জপে। ব্রহ্মা ভোজনের অনেক মহিমা আছে। সন্ন্যাসী তো ব্রহ্মাকেই স্মরণ করে। ওদের ধর্মই হলো আলাদা। তারা হলো এই জগতের সন্ন্যাসী। বলে যে আমরা ঘর-বাড়ী পরিজন ইত্যাদি সবকিছু ছেড়েছি। এখন আবার ভিতরে ঢুকে পড়তে হয়। তোমাদের সন্ন্যাস হলো অসীম জগতের।

তোমরা এই পুরানো দুনিয়াকেই ভুলে যাও। তোমাদের আবার যেতে হবে নূতন দুনিয়াতে। ঘর-গৃহস্থালীতে থেকেও বুদ্ধিতে এটা থাকে যে এখন আমাদের সুখধাম যেতে হবে শান্তি ধাম থেকে ঘুরে। শান্তিধামকেও স্মরণ করতে হয়। বাবাকে, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করে। এটা আমাদের অনেক জন্মের শেষের জন্ম। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়। সূর্যবংশীয় থেকে চন্দ্রবংশীয় আবার বৈশ্য, শূদ্র বংশীয় হও। সব লোকেরা বলে আত্মাই পরমাত্মা, আত্মার কোনো দাগ লাগে না কারণ আত্মাই হলো পরমাত্মা। বাবা বলেন- এটাও হলো ওদের উল্টো অর্থ। বাবা বসে আমিই সে এর অর্থ বোঝান। আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। সর্বপ্রথমে আমরা স্বর্গবাসী দেবতা ছিলাম তারপর চন্দ্রবংশী ঋত্রিয় হয়েছি, ২৫০০ বছর সম্পূর্ণ হয়েছে, আবার বৈশ্য শূদ্র বংশীয় বিকারী হয়েছি। এখন আমরা ব্রাহ্মণ টিকিধারী হচ্ছি। এখানে বসে আছি, যেন ৮৪জন্মের ডিগবাজির খেলা খেলছি। এই ডিগবাজিরও জ্ঞান আছে। আগে তীর্থে গেলে তখনও ডিগবাজি (দল্ডীকাটা) করে চিহ্ন দিতে দিতে যেত। এখন তো তোমাদের সত্যিকারের তীর্থ হল শান্তিধাম আর সুখধাম। তোমরা হলে রুহানী পান্ডা। সবাইকে রায় দাও - বাবাকে স্মরণ করলে তবে শান্তিধামে চলে যাবে। সাধু সন্ত ইত্যাদি সবাই শান্তিধামে যাওয়ার জন্যই পরিশ্রম করেছে। কিন্তু কেউ যেতে পারে না। গেলে আবার সব দলবেঁধে একসাথে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন সত্যযুগে তো খুব কম হয় আবার বুদ্ধি পেতে থাকে। দেবতার নয়, তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। কিন্তু এই সময় তোমাদের মায়ার সাথে যুদ্ধ চলছে। এই লড়াইতেও যাকে জোরদার মনে করে তো আবার তার কাছে গিয়ে শরণ নেয়। এখন তোমরা কার শরণ নাও ? স্ত্রী-পুরুষ দুজনে বলে আমরা তোমার শরণে পড়ি। আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়, সব আত্মাদের পিতা তো একজনই। ঐ একের বাচ্চা হও। সাধু সন্ত তো এক হলো না। অনেক ভগবান হয়ে যায়। যে গৃহ থেকে মুখ ফেরায় সে ভগবান, এরপর বড়-বড় বিত্তশালী, কোটিপতি গিয়ে তার শিষ্য হয় আর ফূর্তি করে ঘৃণ্য খাদ্য-পানীয়ের। তমোপ্রধান মানুষ যে। হিন্দুদের আবার নিজের ধর্মেরই ঠিকানা নেই।

বাবা বোঝান তোমরা বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হও, কিন্তু পতিত হয়ে গেছে, সেইজন্য নিজেকে দেবতা বলতে পার না। সেই ধর্মই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ এখন কতো বিকারী ক্রিমিনাল আই সম্পন্ন। এক মিনিষ্টার বাবার কাছে এসেছিল, বলে - আমার তো ক্রিমিনাল আই হয়ে যায়। এখন বাবা বোঝান - বাচ্চারা, সিভিল আই হও। যতক্ষণ ক্রিমিনাল আই থাকে ততক্ষণ তোমরা হলে পতিত। নিজেদের ভাই-ভাই মনে করো ঐ ক্রিমিনাল দৃষ্টি উড়ে যাবে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। এক বাবার থেকে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আত্মার আসন হলো এই ভ্রুকুটি। একে বলা হয় অকাল তখত অর্থাৎ অমর সিংহাসন। মৃত্যুঞ্জয় আত্মা এই সিংহাসনে বিরাজমান। এটা তো হলো মাটির পুতুল। সমস্ত পার্ট আত্মাতেই ভরা থাকে। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি পাঁচ হাজার বছর পরে আসি, তোমাদের উত্তরাধিকার দিতে। তোমরা জানো আমি আসি হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেসের (স্বাস্থ্য, সম্পদ, খুশীর) উত্তরাধিকার নিয়ে। সত্যযুগে অপরিমিত ধন পাওয়া যায়। তোমরা একুশ প্রজন্ম দেবতা হও। বৃদ্ধাবস্থা ব্যতীত কখনো কারোর মৃত্যু হয় না। এখানে তো বসে বসে হঠাৎ করে মৃত্যু হয়। গর্ভের ভিতরেও মারা যায়। সেখানে তো দুঃখের নামও নেই। ওকে বলা হয় সুখধাম, রাম রাজ্য। এটা হলো দুঃখধাম রাবণ রাজ্য। সত্যযুগে রাবণ হয়ই না।

তাই এই ৮৪ জন্মের চক্রও তোমাদের বুদ্ধির স্মরণে থাকে। অনেক খুশী থাকে। তোমরা জানো আমরা নূতন বিশ্বের অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক হতে চলেছি। গীতাতেও ভগবানুবাচ আছে না- হে

বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা মনে করে মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। তোমাদের সত্যিকারের খুদা দোস্ত তিনিই। আল্লাহ্ আলাউদ্দিনের নাটক, হাতমতাই এর নাটক- সব এই সময়ের। এখন মানুষ কতো মাথা ঠোঁকে- বাচ্চা কম জন্ম নিক। অসীম জগতের পিতা কতো কম করে দেয়। সমগ্র বিশ্বে, সত্যযুগে নয় লক্ষ জন-সংখ্যা থাকে। তবে এতো কোটি কোটি মানুষ হয়ই না। সব মুক্তিধাম, শান্তিধামে চলে যাবে। এটা তো বিস্ময়ের ব্যাপার। এক দেবী- দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন করে বাকি সব বিনাশ করে দেয়। এই ৮৪ জন্মের চক্র ভালো ভাবে বুদ্ধিতে বসাতে হবে। এটা হলো স্বদর্শন চক্র। এছাড়া চক্র দ্বারা কারোর গলা ইত্যাদি কাটতে হয় না। আবার শাস্ত্রে কৃষ্ণকে নিয়ে হিংসক কথা বলে দিয়েছে। সবাইকে স্বদর্শন চক্র দ্বারা মেরেছে। এটাও গ্লানি হলো যে। কতো হিংসক করে দিয়েছে। তোমরা ডবল অহিংসক হচ্ছে। কাম কাটারি করা এটাও হিংসা হলো। দেবতাদের তো পবিত্র বলা হয়। যোগবলের দ্বারা যখন বিশ্বের মালিক হতে পারে তো যোগবলের দ্বারা বাচ্চা জন্ম কেন হতে পারে না? সাক্ষাৎকার হয় এখন বাচ্চা হবে। বাবা তো মনে করেন এখন এই পুরানো শরীর ছাড়ব আর গোল্ডেন স্প্রিন ইন মাউথ (মুখে সোনার চামচ)। তোমরাও মনে করো আমরা অমরলোকে জন্ম নেব তো গোল্ডেন স্প্রিন ইন মাউথ হবে। গরীব প্রজাও যে দরকার। দুঃখের কোনো কিছু সেখানে হয়ই না। প্রজার কাছে কি আর এতো ধন দৌলত ইত্যাদি থাকে ! তবে হ্যাঁ, সুখ থাকবে, লম্বা আয়ু হবে। রাজা, রানী, বিত্তশালী প্রজা সব যে দরকার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে খুশীতে থাকার জন্য চুরাশি জন্মের চক্রেও স্মরণ করতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। ভগবানকে নিজের সত্যিকারের মিত্র করতে হবে।

২) ডবল অহিংসক হওয়ার জন্য ক্রিমিনাল আই (বিকারী দৃষ্টিকে) পরিবর্তন করে সিভিল আই (শিষ্টাচারী-দৃষ্টি) করতে হবে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- টেনশনের (দুশ্চিন্তা) কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুঃখী আত্মাদের সাহস যুগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মাস্টার করুণাময় ভব

বর্তমান সময়ে অনেক আত্মাদের ভিতরে ভিতরে টেনশন থাকার জন্য দুঃখী আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, সুচিন্তনের দ্বারা এগিয়ে যাওয়ার সাহস নেই। তোমরা তাকে সাহস প্রদান করো। যেমন কারোর পা না থাকলে কাঠের পা তৈরী করে দিলে চলতে পারে। সেইরকম তোমরা তাদেরকে সাহসের পা দাও। কারণ বাপদাদা দেখছেন অজ্ঞানী বাচ্চাদের ভিতরে কি অবস্থা, বাইরের শো তো খুব সুন্দর টিপটপ আছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা খুবই দুঃখী। তাই মাস্টার করুণাময় হও।

স্লোগান :- নির্মাণ (নিরহংকারী) হও, কোমলতা নয়, নির্মাণ বা নিরহংকারিতাই হলো মহানতা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা সম্পূর্ণ কল্পে অলরাউন্ড পার্ট প্লে করেছে, এখন পার্ট শেষ হয়েছে, ঘরে (পরমধাম) ফিরতে হবে

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা নিজের ভাগ্যের মহিমা বর্ণনা কোন্ শব্দের দ্বারা করো ?

উত্তর :- আমরা হলাম ব্রাহ্মণ শিখা। আমাদের নিরাকার ভগবান বসে পড়ান। দুনিয়ায় মানুষ, মানুষকে পড়ায় কিন্তু আমাদের স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন, সুতরাং আমরা কতখানি ভাগ্যবান ।

প্রশ্ন :- এই ড্রামায় সবচেয়ে বড় পজিশন কার ?

উত্তর :- নিরাকার পিতার, তিনি হলেন তোমাদের অর্থাৎ সব আত্মাদের পিতা। সব আত্মারা ড্রামার সূত্রে বাঁধা। সবচেয়ে বড় পজিশন হল বাবার ।

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী (রহানী) বাচ্চাদের আত্মাদের পিতা (রহানী পিতা) জিজ্ঞাসা করেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের ঘর শান্তিধাম স্মরণে আছে ? ভুলে যাওনি তো ? এখন ৮৪-র চক্র পূর্ণ হয়েছে, কিভাবে পুরো হয়েছে সে কথাও তোমরা বুঝেছ। সত্যযুগ থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত এমন করে আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না। মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় বাচ্চাদের বাবা জিজ্ঞাসা করেন, এবারে ঘরে ফিরবে তো তাইনা ? ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে গিয়ে সুখধামে আসতে হবে। এটা তো সুখধাম নয়। এ হল পুরানো দুনিয়া, দুঃখধাম। ওই হল শান্তিধাম, সুখধাম। এখন এই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যেতে হবে মুক্তিধাম। মুক্তিধাম বা শান্তিধাম যেন সামনে হাজির রয়েছে। ওই হল আত্মাদের নিবাস। তারপরে তোমরা নতুন বিশ্বে আসবে, যেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি হবে। এই কথা তো বুঝেছ তাইনা - এই গানও কর। বাবাকেও আহ্বান করা হয় - হে পতিত-পাবন, এই পতিত দুনিয়া থেকে আমাদের নিয়ে চলো, এইখানে অনেক দুঃখ আছে। আমাদের সুখের স্থানে নিয়ে চলো। স্মরণে আসে। স্বর্গের কথা সবাই স্মরণ করে। শরীর ত্যাগ করলেই বলা হয়, স্বর্গে গমন করেছে। লেফ্ট ফর হেভেনলি অবোড। কে লেফ্ট করল ? আত্মা। শরীর তো যায় না। আত্মা-ই যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা-ই শান্তিধাম, সুখধামকে জানো, অন্য কেউ জানে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে নলেজ আছে - শান্তিধাম কি এবং সুখধাম কি । তোমরা সুখধামে ছিলে, এখন আবার দুঃখধামে এসেছ। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, বছর পার হয়েছে। এখন ৫ হাজার বছরে শেষ হতে কেবল কিছুদিনই বাকি আছে। বাবা বাচ্চাদের স্মরণ করাতেই থাকেন। খুব সহজ কথা, এতে কনফিউস হওয়ার দরকার নেই। আত্মা ৮৪ জন্ম নেয় কিভাবে, এই কথাও কেউ জানে না। লক্ষ বছরের কথা তো কারো পক্ষে মনে রাখা কঠিন। এইটি হল-ই পাঁচ হাজার বছরের কথা। ব্যবসায়ীরা স্বস্তিকের চিহ্ন ঐকে রাখে হিসেবের খাতায়, তাকে গনেশ বলা হয়। গণেশের ছবিতে হাতের শুঁড় দেখানো হয় । মানুষ টাকা খরচ করে চিত্র ইত্যাদি বানায়, একেই বলা হয় সময় নষ্ট। তোমাদের কত শক্তি ছিল। সেসব দিন দিন কমেছে। যেমন গাড়িতে পেট্রোল কমতে থাকে। এখন তো তোমরা দুর্বল হয়েছ। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত কেমন ছিল, অপার সুখ ছিল। অফুরন্ত ধন ভান্ডার ছিল। এই রাজ্য তাঁরা পেয়েছিলেন কিভাবে ? রাজযোগের শিক্ষা নিয়েছিলেন। এতে যুদ্ধ ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। একেই বলা হয় জ্ঞানের অস্ত্র-শস্ত্র। আর কোনও স্থূল কথা নেই। এ হল জ্ঞানের অস্ত্র শস্ত্র । এ হল

জ্ঞান - বিজ্ঞান, স্মরণ ও জ্ঞানের কত শক্তিশালী অস্ত্র শস্ত্র । সম্পূর্ণ বিশ্বে তোমরা রাজত্ব কর। দেবতাদের বলা হয় অহিংসক।

বাচ্চারা, এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার শিক্ষা প্রাপ্ত করছ। তোমরা জানো আমরা প্রতি ৫ হাজার বছরের পরে অসীমের পিতার কাছে এই অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এই হল আত্মার কথা। এতে স্থূল যুদ্ধের কোনও কথা নেই। আত্মা পতিত হয়েছে তাই সে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবার আহ্বান করে। এখন বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তো ঘরে ফিরতে হবে। এই হল জীব আত্মাদের দুনিয়া। ওই হল আত্মাদের দুনিয়া। পরমধামকে জীব আত্মাদের দুনিয়া বলা হবে না। এই কথাটি ক্ষণে ক্ষণে স্মরণে থাকা উচিত - আমরা হলাম দূর দেশের নিবাসী। আমরা আত্মা, আমাদের নিবাস হল ব্রহ্মান্দ। এই কথা যেন বুদ্ধিতে থাকে, এই আকাশ তত্ত্বের ওপারে, যেখানে সূর্য-চাঁদও থাকে না। আমরা ওখানকার বাসী এখানে পাট প্লে করতে এসেছি। ৮৪-র পাট প্লে করি। সবাই তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। আস্তে আস্তে উপর থেকে নীচে নেমে আসে। আমরা হলাম অলরাউন্ডার। সর্ব কর্ম সম্পন্নকারী কে অলরাউন্ডার বলা হয়। তোমরাও হলে অলরাউন্ডার। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের পাট আছে। এখন হল এই চক্রের সমাপ্তি, তবুও আত্মারা উপর থেকে নীচে আসতেই থাকে। অনেক বাচ্চা আছে যারা উপর থেকে নীচে আসতে থাকে ফলে বৃদ্ধি হতেই থাকে।

বাবা তোমাদের 'আমরাই সেই' (শো হম) এর অর্থ বুঝিয়েছেন। তারা তো বলে দেয় আমরা আত্মা আমরাই পরমাত্মা। তারা তো ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের সময়কাল ইত্যাদি কথা জানে না। তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন এই শরীরে তোমরা হলে এখন ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন, পড়াচ্ছেন, সেই কথা তো স্মরণে থাকা উচিত তাই না। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান। সব আত্মারাই এই ড্রামার সূত্রে বাঁধা। এখন তোমরা জানো আমরা শুরুতে দেবতা ছিলাম, তারপরে আমরাই ক্ষত্রিয় ধর্মে আসি অর্থাৎ সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশী হই, এত গুলি জন্ম হয়েছে - সেসব জানা উচিত। এই জ্ঞান প্রথমে তোমাদের একেবারেই ছিল না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন, এ হল বর্ণের উত্তরণ অবনমন খেলা (বাজোলী, ডিগবাজি))। এখন আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। বিরোট রূপ দেখানো হয় না ! তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে - কিভাবে আমরা নীচে নেমে ব্রাহ্মণ কুলে এসেছি তারপরে দৈবী কুলে যাই। এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে শিখা। শিখা সবচেয়ে উঁচুতে থাকে। তোমাদের মতন উঁচু কুলের কে হবে । ভগবান বাবা এসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা কতখানি ভাগ্যশালী। নিজের ভাগ্যের কিছু মহিমা বর্ণনা তো করো। বাইরে তো সব মানুষ, মানুষদের পড়ায়। ইনি তো হলেন নিরাকার পিতা। ইনি কল্প-কল্প একবার-ই এসে নলেজ দেন। পড়াশোনা তো প্রত্যেকেই করে। ব্যারিস্টারের নলেজ পড়ে ব্যারিস্টার হয়। তারা সবাই মানুষ, মানুষদের পড়ায়। এখন এই হল ভগবানুবাচ। মানুষ কে তো কখনও ভগবান বলা হয় না। তিনি তো হলেন নিরাকার। এখানে এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়ান। এই পড়াশোনা না সূক্ষ্মবতনে হয়, না মূলবতনে হয় । পড়াশোনা হয় শুধুমাত্র এইখানে। এতে কনফিউস হওয়ার কোনও কথা নেই। স্কুলে কখনও কোনো স্টুডেন্ট বলে কি আমরা কনফিউস। আমাদের নিশ্চয়তা নেই। বরং পড়াশোনা করে নিজের স্টেটাস দেখে নেয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের আদি-তে বিশ্বের মালিক হয়েছেন কিভাবে ? নিশ্চয়ই বাবার দ্বারা। বাবা তো সত্য বলবেন। ভগবান কি কখনও ভুল বলবেন । খুব কঠিন পরীক্ষা। এই সময় হল প্রজার উপরে

প্রজাদের রাজত্ব। রাজা-রানী নেই। সত্যযুগে ছিল, এখন কলিযুগের শেষে নেই। একেই বলা হয় পঞ্চায়েতি রাজ। গীতায় লিখে দেওয়া হয়েছে - কৌরব ও পাণ্ডব। আত্মিক বা রুহানী পান্ডা তো হলে তোমরা। সবাইকে রুহানী নিবাসের ঠিকানা বলে দাও। ঐ নিবাস হল তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রুহানী নিবাস। রুহ বা আত্মা জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করে। এইসব কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। ঋষি মুনি ইত্যাদি কেউ রচয়িতার পরিচয় জানে না, রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথাও জানে না। লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। কিন্তু সেসবের কোনও পুরো হিসেব নেই। অর্ধেকও হতে পারে না, পুরো অর্ধেক সুখধাম তারপরে পুরো অর্ধেক দুঃখধাম। এই হল পতিত দুনিয়া অপবিত্র এবং ঐ দুনিয়াটি হল পবিত্র।

বাবা হলেন কত উঁচু থেকে উঁচু , কিন্তু খুব সাধারণ থাকেন। কোনও বড় লোক বা অফিসার ইত্যাদিদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের কত সম্মান করা হয়ে থাকে । পতিত দুনিয়ায় পতিত মানুষ পতিতদের দর্শন করে। পবিত্র হল গুপ্ত । বাইরে কিছুই দেখা যায় না। বাবাকে বলা হয় নলেজফুল, ক্লিসফুল। সব কথায় সম্পূর্ণ (ফুল) তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। প্রত্যেকটি মানুষের পজিশনের মহিমা হল আলাদা। মন্ত্রীকে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। ইনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান। সবচেয়ে উঁচু পজিশন হল নিরাকার বাবার, আমরা যাঁর সন্তান। সেখানে আমরা সবাই বাবার সঙ্গে পরমধামে বাস করি। ওই হল নিবাস বা ঘর। এখানে সবার নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। কেউ এক জন্মের পার্ট প্লে করেও ফিরে যায়। বাবা বোঝান এই হল মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি বৃক্ষ। একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। আত্মা তো সবাই এক রকম। তবে একে অপরের সঙ্গে শরীরের মিল নেই। নাটকেও দেখানো হয়, যে এক রকমের দুটি চেহারা হলে কতখানি কনফিউশন হয়, দু'জনের মধ্যে আমার স্বামী কে ? আর এ তো হল অসীমের (বেহদের) খেলা। একে অপরের সঙ্গে কোনও মিল নেই। প্রত্যেকের ফিচার্স আলাদা। আয়ু যদিও একরকমের হয় কিন্তু ফিচার্স একরকম হয় না। প্রত্যেক জন্মে ফিচার্স বদলে যায়। কত বিশাল এই অসীমের (বেহদের) নাটক। অতএব ড্রামার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত তাইনা। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। প্রত্যেকের ড্রামাতে যা পার্ট আছে , সেই পার্ট প্লে করবে। ড্রামায় কোনো পার্ট পরিবর্তন বা রিপ্লেসমেন্ট হয় না। বেহদের ড্রামা কিনা। জন্ম গ্রহণ করতেই থাকে। সবার ফিচার্স আলাদা । কত রকমের ভ্যারাইটি ফিচার্স। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য করতে হয়। কোনও বই ইত্যাদি নেই। গীতার ভগবান হাতে গীতা নিয়ে আসেন নাকি ? তিনি তো হলেন জ্ঞানের সাগর, বই নিয়ে খোড়াই আসবেন। বই পত্র ইত্যাদি ভক্তি মার্গে তৈরি হয়। সুতরাং এই সব ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। এক সেকেন্ড মিলবে না অন্য সেকেন্ডের সঙ্গে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তো সব বোঝানো হয়েছে। চক্র পূর্ণ হয়ে আবার নতুন করে শুরু হবে। এখন তোমরা পড়ছ। বাবাকেও তোমরা জেনেছ। রচনার কথাও জেনেছ। মূল বতন থেকে এখানে আসো পার্ট প্লে করতে। কত বিশাল এই স্টেজ, এর কোনও মাপ হতে পারে না । কেউ পৌঁছাতে পারে না। সাগর ও আকাশের কোনও শেষ নেই, তাই অনন্ত বলা হয়েছে। আগে এত চেষ্টা ছিল না , এখন চেষ্টা করে। সাইন্স তো এখন কার, তারপরে আবার কবে শুরু হবে ? যখন তাদের পার্ট হবে। অতএব এত সব কথা কি শান্দে আছে। যিনি শোনাচ্ছেন তাঁর নাম না দিয়ে যিনি শুনছেন, তার নাম লিখে দিয়েছে। এই আত্মাটি কালো, ওই আত্মাটি ফর্সা বা সুন্দর । অসুন্দর (কালো) আত্মাটি এনার দ্বারা শুনে সুন্দর হয়েছে। নলেজ দ্বারা কত উঁচু পদের প্রাপ্তি হয়।

এই হল গীতা পাঠশালা। ভগবান রাজযোগ শেখান অমরপুরীর জন্য, তাই একে অমরকথাও বলা হয়। নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগে শুনিয়ে ছিলেন। যারা কল্প পূর্বে পড়েছে তারাই আবার এসে পড়বে এবং নব্বুর অনুসারে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। তোমরা এখানে কতবার এসেছ ? অসংখ্য বার। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে এই নাটক টি কবে শুরু হয়েছে ? তোমরা বলবে এই নাটক তো অনাদি ভাবে চলে আসছে। গণনা করার কথাই নেই, জিজ্ঞাসা করার সঙ্কল্পও আসে না।

শান্ত্রে সবই হল ভক্তি মার্গের কাহিনী, যা পাঠ করা হয়। এখানে তো অনেক ভাষা আছে, সত্যযুগে বহু ভাষা ইত্যাদি হয় না। এক ধর্ম, এক ভাষা, এক রাজ্যের তোমরা স্থাপনা করছ। তারা তো শান্তি স্থাপনের পরামর্শদাতা দেব পুরস্কার দেয়। শিববাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার পরামর্শ দেন। তাঁকে তোমরা কি প্রাইজ দেবে ? তিনি তো তোমাদেরকেই প্রাইজ দেন, কিছু নেন না। এইসব কথা বুঝতে হবে। গতকালের কথা যেন, যখন তাঁদের রাজত্ব ছিল। এখন তো থাকার জায়গা নেই। সেখানে তো দুই তিন তলা তৈরি করার প্রয়োজন নেই। কাঠ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। সেখানে তো ঘর বাড়ি সোনা রুপা দিয়ে তৈরি হয়। সায়েন্সের শক্তিতে চট করে বাড়ি তৈরি হয়। এখানে তো সাইন্স যেমন সুখের তেমনই দুঃখের। এর দ্বারা পুরো দুনিয়া ধ্বংস হবে, একেই বলে ফল অফ পম্পিয়া (পম্পিয়া নগরীর পতন) । মায়ার কতই না জাঁকজমক (পম্প) । ধনীদের জন্য এই দুনিয়াটাই হল স্বর্গ, তাই তারা তোমাদের কথা শোনে না। আগে তোমরাও জানতে না। এখানে বাবা এসে ডাইরেক্ট তোমাদের পড়াচ্ছেন। বাইরে তো যদিও বাচ্চারাই পড়ায়। মিত্র আত্মীয় স্বজন সবার কথাই স্মরণে আসে। এখানে তো বাবা বসে বোঝান। দিন দিন তোমরা স্মরণের যাত্রায় পাকা হতে থাকবে। তখন তোমাদের আর কিছুই স্মরণে আসবে না। শুধু ঘর (পরম ধাম) এবং রাজধানীর (সুখ ধাম) কথাই স্মরণে আসবে। তখন এই চাকরি ইত্যাদির কথা মনে থাকবে না। এমন ভাবে মরবে যেন বসে বসে হার্ট ফেল হবে। দুঃখের কথাই নেই। হাসপাতাল ইত্যাদি তো কিছুই থাকবে না। বাবাকে জেনে গেলেই স্বর্গের অধিকারী হয়ে যায়। তোমাদের তো অধিকার আছে, সবার নেই। কারণ স্বর্গে তো সবাই আসবে না, তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আত্মাদের রূহানী পান্ডা রূপে সবাইকে রূহানী নিবাসের ঠিকানা বলে দিতে হবে। জ্ঞান এবং যোগের অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করতে হবে। ডবল অহিংসক হতে হবে।

২) ৮৪ জন্মের অলরাউন্ডার ভূমিকা পালনকারী আত্মাদের বর্তমানেও অলরাউন্ডার হতে হবে। সব রকমের কাজ করতে হবে। অসীমের (বেহদের) ভ্যারাইটি ড্রামায় প্রত্যেক অভিনেতার পাট দেখে খুশী থাকতে হবে।

বরদান :- সূক্ষ্ম বিচার শক্তির (পরখ করার শক্তি) দ্বারা বাবাকে চিনতে পারা বিশেষ আত্মা ভব

ব্যাখ্যা : বাপদাদা প্রত্যেকটি বাচ্চার বিশেষত্ব দেখেন, সে সম্পূর্ণ হোক বা না হোক, সে পুরুষার্থী কিন্তু এমন এক জনও বাচ্চা নেই যার কোনো বিশেষত্ব নেই। সবচেয়ে প্রথম বিশেষত্ব হল কোটির মধ্যে একজনের লিস্টে নাম আছে। বাবাকে চিনে জেনে আমার বাবা বলা এবং অধিকারী হওয়া এও তো বুদ্ধির বিশেষত্ব, পরখ করার শক্তি আছে। এই শ্রেষ্ঠ শক্তি টি বিশেষ আত্মায় পরিণত করেছে।

স্লোগান - শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা অংকন করার কলম হল শ্রেষ্ঠ কর্ম, তাই যতখানি প্রয়োজন ভাগ্য নির্মাণ করো ।

শুভচিন্তক হওয়ার আধার স্ব-চিন্তন এবং শুভ চিন্তন

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের বিশেষ বাচ্চাদের দেখছেন। কোন্ বিশেষ বাচ্চারা সদা স্ব-চিন্তন, শুভ চিন্তনে থাকার কারণে সকলের শুভ চিন্তক হয়ে ওঠে? যারা সদা শুভ চিন্তনে থাকে তারা নিজে থেকেই শুভ চিন্তক হয়ে যায়। অন্যদের জন্য শুভ চিন্তক হওয়ার আধার শুভ অর্থাৎ শুদ্ধ এবং সাকারাত্মক চিন্তন। প্রথম পদক্ষেপ হলো স্ব-চিন্তন। স্ব-চিন্তন অর্থাৎ 'আমি কে' এই ধাঁধার বিষয়ে বাপদাদা যা তোমাদের বলেছিলেন, সদা তার স্মৃতিস্বরূপ হওয়া। যেমন বাবা আর দাদা যেমন, যেমনকম, সেইভাবে তাঁদেরকে জানতে পারাই যথার্থ জানা এবং তাঁদের উভয়কে জানাই হলো প্রকৃতভাবে জানা। ঠিক একইভাবে, স্ব-কে 'আমি যেমন, যেমনকম' সেটা জানা অর্থাৎ 'আমার যে আদি অনাদি শ্রেষ্ঠ স্বরূপ', সেই রূপে নিজেকে নিজের জানা এবং সেই স্ব-চিন্তনে থাকাকেই বলা হয়ে থাকে স্বচিন্তন। 'আমি দুর্বল, আমি পুরুষার্থী, কিন্তু সফলতা স্বরূপ নই, আমি মায়াজিৎ নই' - এই সমস্ত ভাবনা স্বচিন্তন নয়, কারণ সঙ্গমযুগী পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ শক্তিশালী আত্মা। সেই দুর্বলতা, পুরুষার্থে ঘাটতি অথবা আগ্রহশূন্য পুরুষার্থ দেহ-অভিমান থেকে রচিত হয়। স্ব অর্থাৎ আত্মা-অভিমानी, যখন তোমরা এই স্থিতিতে থাক, সেই দুর্বলতার বিষয়গুলো উখিত হতে পারে না। অতএব, দেহ-অভিমানের রচনার চিন্তন করাও স্বচিন্তন নয়। স্বচিন্তন অর্থাৎ 'যেমন বাবা তেমন আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা'। এইরকম যারা স্বচিন্তন করে তারা শুভ চিন্তন করতে পারে। শুভ চিন্তন অর্থাৎ জ্ঞানরত্নের মনন করা। এর অর্থ রচয়িতা এবং রচনার গভীর প্রীতিকর রহস্যের মধ্যে আপন মনে প্রমোদ-বিহার করা। এক, শুধু রিপিট করা, আর দুই, জ্ঞান সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান ভান্ডারের মালিক হওয়ার নেশায় থেকে সদা জ্ঞান-রত্নরাজির সাথে খেলতে থাকা। জ্ঞানের একেকটা অমূল্য বোল অনুভূত হওয়া অর্থাৎ নিজে অমূল্য রত্নে সদা মহীয়ান হয়ে ওঠা। যারা এমন জ্ঞানে রমণ করে, শুধুমাত্র তারাই শুভ চিন্তন করে। যাদের এইরকম শুদ্ধ এবং সাকারাত্মক চিন্তন থাকে, তারা নিজে থেকেই ব্যর্থ চিন্তন, পরচিন্তন থেকে বিরত থাকে। যে আত্মা-সকল স্বচিন্তন, শুভ চিন্তন বজায় রাখে তারা প্রতি সেকেন্ড নিজের শুভ চিন্তনে এতই বিজি থাকে যে অন্য কোনো চিন্তন করার জন্য একটা সেকেন্ড বা শ্বাস নেওয়ার ফুরসৎ থাকে না। এই কারণে এমন আত্মারা সহজেই পরচিন্তন এবং ব্যর্থ চিন্তন থেকে সেফ থাকে। না তাদের বুদ্ধিতে সেই জায়গা থাকে আর না থাকে সময়। তাদের সময় শুভ চিন্তনে যুক্ত হয়ে আছে, বুদ্ধি সদা জ্ঞানরত্নে অর্থাৎ শুভ সঙ্কল্পে সম্পন্ন অর্থাৎ পরিপূর্ণ। অন্য কোনও সঙ্কল্প আসার মার্জিনই নেই, একেই বলা হয় শুভ চিন্তনকারী, জ্ঞানের প্রতিটা বোলের রহস্যের গভীরে গমন করে, শুধুই এর ধূনের আনন্দে থাকে না। সূর শোনা অর্থাৎ বোলের মর্মার্থ উদঘাটন করা। স্থূল বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনতে যেমন খুব ভালো লাগে, তাই না? ঠিক একইভাবে জ্ঞান মুরলির ধূন খুবই ভালো লাগে, কিন্তু ধূনের সাথে সাথে যারা গুহ্য রহস্য বোঝে, তারা জ্ঞান ভান্ডারের রত্নের মালিক হয়ে মর্মার্থ মনন করতে মগ্ন থাকে। যারা জ্ঞানে মগ্ন, তাদের সামনে কোনরকম বিঘ্ন আসতে পারে না। একইভাবে, শুভ চিন্তনকারী নিজে থেকেই সকলের জন্য শুভ চিন্তক হয়ে যায়। প্রথমে স্বচিন্তন, তারপরে শুদ্ধ এবং সাকারাত্মক চিন্তন, এমন আত্মারা শুভ চিন্তক হয়ে যায়, কারণ যে নিজে দিনরাত শুভ চিন্তনে থাকে, সে অন্যের প্রতি কখনও না অশুভ ভাবে, আর না অশুভ দেখে! তাদের নিজের সংস্কার বা স্বভাব শুদ্ধ হওয়ার কারণে স্বভাবতঃই তাদের বৃত্তি, দৃষ্টি সবকিছুতে শুভ দেখার আর ভাবনার অভ্যাস নিজে থেকেই গড়ে ওঠে, সেইজন্য সকলের প্রতি তাদের সবসময় শুভ

ভাবনা থাকে । এতদসত্ত্বেও, অন্য আত্মাদের মধ্যে দুর্বল সংস্কার দেখলেও সেই আত্মার প্রতি 'এ তো এইরকমই' এমন কোনো অশুভ বা ব্যর্থ ভাবনা তাদের থাকে না । বরং এইরকম দুর্বল আত্মাদের প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখা দিয়ে শক্তিশালী বানিয়ে তাদের উঁচুতে উড়তে সমর্থ বানায় । তারা সদা সেই আত্মার প্রতি শুভ কামনা, শুভ ভাবনা দ্বারা সহযোগী হয় । অন্যের জন্য শুভ চিন্তক হওয়া অর্থাৎ তারা নিরাশকে আশাবাদী করে তোলে । তাদের শুদ্ধ এবং সাকারাত্মক ভাবনার ভান্ডার দিয়ে সেই দুর্বল আত্মাদের পরিপূর্ণ করে তাদের সামনে এগিয়ে যেতে সমর্থ বানায় । তারা এইরকম ভাবে না - 'এর তো জ্ঞানই নেই, এ জ্ঞানের উপযুক্ত নয়, এ তো জ্ঞানমার্গে চলতেই পারবে না ।' শুভ চিন্তক বাপদাদার থেকে নেওয়া শক্তি দ্বারা সহায়তার পা প্রদান করে খঞ্জকেও হাঁটানোর নিমিত্ত হয়ে যাবে । শুভচিন্তক আত্মা নিজের শুভচিন্তক স্থিতি দ্বারা ভগ্নোৎসাহ আত্মাদের দিলখুশ টোলি (মিঠাই) দিয়ে তাদের সুস্থ করে তুলবে । তোমরা দিলখুশ মিঠাই খাও, তাই না ? তাহলে তো তোমরা জান অন্যকে কিভাবে খাওয়াতে হবে, তাই নয় কি ? শুভচিন্তক আত্মা কারও দুর্বলতা জেনেও সেই আত্মার দুর্বলতা ভুলিয়ে নিজের বিশেষত্বের শক্তির দক্ষতা দিয়ে তাদেরও সমর্থ বানাবে । তারা কাউকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে না । ব্রষ্ট আত্মাকে সদাসর্বদা উঁচুতে ওড়ানোর দৃষ্টি থাকবে তাদের । তারা শুধু নিজে শুভ চিন্তনে থাকার বা শক্তিশালী আত্মা হওয়ার ফার্স্ট স্টেজে থাকবে না । সেটাও অন্যের জন্য শুভ চিন্তক হওয়া নয় । অন্যের জন্য শুভ ভাবনা থাকা অর্থাৎ নিজের ভান্ডারকে মম্বা দ্বারা, বচন দ্বারা নিজের আধ্যাত্ম সম্বন্ধ সম্পর্ক দ্বারা অন্য আত্মাদের প্রতি সেবাতে প্রয়োগ করা । শুভ চিন্তক আত্মারা নম্বর ওয়ান সেবাদারী, প্রকৃত সেবাদারী, এমন শুভ চিন্তক হয়েছ তোমরা ? তোমাদের বৃত্তি যেন শুদ্ধ হয়, তোমাদের দৃষ্টি যেন সদা নিষ্কলুষ হয় ; তখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সৃষ্টিও বিশুদ্ধাকারে দেখা দেবে । এমনিতেও লোকে সাধারণভাবে বলেই থাকে, শুভ কথা বলো । ব্রাহ্মণের আত্মাদের তো জন্মই শুভজনক । শুভক্ষেণে অর্থাৎ কল্যাণকর সময়ে তোমরা জন্ম নিয়েছ । ব্রাহ্মণের জন্ম-মুহূর্ত অর্থাৎ সময় শুভ, তাই না ! ভাগ্যের দশাও শুভ । তোমাদের সম্বন্ধও শুভ । সঙ্কল্প, কর্মও শুভ, সেইজন্য ব্রাহ্মণ আত্মাদের শুধু সাকার রূপেই নয়, স্বপ্নেও অশুভ কোনকিছুর লেশমাত্র নেই - এইরকম শুভচিন্তক আত্মা তোমরা, তাই না ! স্মৃতিদিবসের জন্য তোমরা বিশেষভাবে এসেছ, স্মৃতিদিবস অর্থাৎ সমর্থ দিবস । সুতরাং বিশেষ সমর্থ আত্মা তোমরা, তাই না ! বাপদাদাও বলেন, সমর্থ দিবস পালন করতে তোমরা সদা সমর্থ আত্মারা সুস্বাগত । সমর্থ বাপদাদা সমর্থ বাচ্চাদের সদা স্বাগত জানান, বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা !

যারা সদা স্বচিন্তনের নেশায় থাকে, শুভ চিন্তনের ভাণ্ডারে সম্পন্ন থাকে, যারা শুভ চিন্তক হয়ে প্রথমে নিজেরা উড়ে সব আত্মাদের উড়তে সমর্থ বানায়, সদা বাবা সমান দাতা বরদাতা হয়ে সবাইকে শক্তিশালী বানায়, এইরকম সমর্থ সমান বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং নমস্কার ।

পাটির সাথে তথা মাতাদের গ্রুপের সাথে

১) মাতারা, সদা নিজেদের ভাগ্য দেখে প্রসন্ন থাক, তাই না ? চরণদাসী থেকে মস্তক-মুকুট হয়েছ তোমরা, সদা এই খুশি থাকে তোমাদের ? কখনও খুশির ভান্ডার চুরি হয়ে যায় না তো ? মায়া চুরি করতে দক্ষ । যদি তোমরা কার্যনিপুণ হও এবং সদা সজাগ থাক তবে মায়া কিছু করতে পারে না, বরং বাস্তবে সে দাসী হয়ে যাবে, শত্রু থেকে সেবাদারী হয়ে যাবে । তাহলে তোমরা কি এমন মায়াজিৎ ? বাবা স্মরণে আছেন অর্থাৎ তোমরা সদা বাবার সঙ্গে থাক । আধ্যাত্মিক রঙে রঙিন

হয়েছ। যদি বাবার সঙ্গ না থাকে তবে অধ্যাত্ম রঙও নেই, সুতরাং, সবাই বাবার সঙ্গ-রঙে রঞ্জিত হওয়া নষ্টমোহ তোমরা? নাকি অল্প অল্প মোহ আছে? হয়তো, তোমাদের বাচ্চাদের প্রতি মোহ নেই, কিন্তু নাতি-পুতিদের প্রতি আছে! বাচ্চাদের জন্য সেবা শেষ হয়েছে, আর এখন অন্যদের সেবা শুরু! এটা কম হয় না। একের পর এক লাইন তৈরি হতে থাকে। সুতরাং তোমরা কি এই বন্ধন থেকে মুক্ত? মাতাদের কতো শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হয়েছে! যাদের হাত রিক্ত হয়ে গিয়েছিল, তারা এখন সর্ব খাজানায় ধনী। তোমরা সবকিছু খুইয়ে ফেলেছিলে, এখন আবার বাবা দ্বারা সর্ব ভান্ডার প্রাপ্ত করে নিয়েছ, সুতরাং মাতারা কি থেকে কি হয়েছে! যারা চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেছে, তারাই বিশ্বের মালিক হয়ে গেছে! এই নেশা তো তোমাদের থাকে, তাই না? - বাবা আমাদের তাঁর নিজের বানিয়েছেন, আর সেটা কতো সৌভাগ্য! বাবা এসে যখন তোমাদেরকে তাঁর নিজের বানান, সেখানে তো আর কোথাও কখনো এমন ভাগ্য হতে পারে না। সুতরাং নিজেদের ভাগ্য দেখে সদা উৎফুল্ল থাক তোমরা, তাই না? মায়া যেন কখনো এই খাজানা চুরি না করে।

২) সবাই তোমরা পুণ্য আত্মা হয়েছে? সবচেয়ে বড় পুণ্য অন্যকে শক্তি দেওয়া। সুতরাং সদা সর্ব আত্মার প্রতি পুণ্য আত্মা হও অর্থাৎ তোমাদের প্রাপ্ত ঐশ্বর্য ভান্ডারের মহাদানী হও। তোমরা যতই তা' দান করবে, ততই লক্ষ-কোটি গুণে বেড়ে যাবে। সুতরাং এই দেওয়াই নেওয়া হয়ে যায়। এইরকম উৎসাহ থাকে তোমাদের? এই উৎসাহ-উদ্দীপনার প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ, সেবাতে সদা এগিয়ে চলা। সেবার জন্য তুমি যতই তোমার তন, মন, ধন প্রয়োগ করতে থাক, ততই বর্তমানেও মহাদানী পুণ্য আত্মা হও, আর সদাকালের জন্য ভবিষ্যতেরও জমা হতে থাকে। ড্রামাতে এও তোমাদের ভাগ্য যে নিজেদের সবকিছু জমা করার চাপ লাভ কর। সুতরাং এইরকম গোল্ডেন চাপ প্রাপ্তকারী তোমরা, তাই না? তোমরা যদি কোনকিছু সম্বন্ধে ভেবে তারপরে কর, তবে সিলভার চাপ, আর দিলদরিয়া হয়ে করলে গোল্ডেন চাপ। সুতরাং তোমরা সবাই নান্সার ওয়ান চ্যাম্পেলর হও।

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সাথে- বাপদাদা প্রতিদিন স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ন দেন। বাচ্চাদের সাথে বাবার এত স্নেহ, বাচ্চারা শুধু সঙ্কল্প করেছে, এমনকি মুখ পর্যন্ত আসেনি, বাবা তাঁর রিটার্ন আগে থেকেই করে দিয়েছেন। সঙ্গময়ুগে সারা কল্পের স্মরণ-স্নেহ দিয়ে দেন। এত স্মরণ-স্নেহ দেন যে জন্মের পর জন্ম স্মরণ-স্নেহে ঝুলি ভরে থাকে। বাপদাদা স্নেহী আত্মাদের সদা সহযোগ দিয়ে অগ্রচালিত করতে থাকেন। বাবা যে স্নেহ দিয়েছেন, সেই স্নেহের স্বরূপ হয়ে যেকোন কাউকে স্নেহী বানালে, তবে সে বাবার হয়ে যাবে। স্নেহই সবাইকে আকর্ষণ করে। সব বাচ্চার স্নেহ বাবার কাছে অনবরত পৌঁছাতে থাকে।

মরিশাস থেকে আগত পার্টির সাথে- সকলেই তোমরা লাকি নক্ষত্র, তাই না? কতো ভাগ্যপ্রাপ্ত করেছ তোমরা! এর থেকে বড় ভাগ্য আর কারও হতে পারে না, কারণ ভাগ্যবিধাতা বাবাই তোমাদের হয়ে গেছেন। তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়ে গেছ। যখন ভাগ্যবিধাতা আপন হয়ে গেছেন তখন এর থেকে বড় ভাগ্য আর কি হবে! তাহলে, তোমরা এইরকম শ্রেষ্ঠ, ভাগ্যবান ঝলমলে নক্ষত্র। আর অন্যদেরও ভাগ্যবান বানাও তোমরা, কারণ তোমরা যখন কিছু ভালো জিনিস খুঁজে পেয়েছ, সেটা অন্যদের দেওয়া ছাড়া তোমরা থাকতে পার না। যেমন স্মরণ ব্যতীত তোমরা থাকতে পার না, ঠিক সেইরকমই সেবা ছাড়াও তোমরা থাকতে পার না। প্রত্যেক বাচ্চা অনেকের আলো প্রজ্জ্বলন করে দীপমালা রচনা করবে। দীপমালা রাজতিলকের নিদর্শন। সুতরাং যারা দীপমালা তৈরি করে তারা

রাজতিলক লাভ করে । সেবা করা অর্থাৎ রাজ্য তিলকধারী হওয়া । সেবার জন্য যাদের উৎসাহ - উদ্দীপনা থাকে, তারাও অন্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখা দিতে পারে ।

প্রশ্ন:- কোন্ মুখ্য ধারণার আধারে সহজে সিদ্ধিপ্রাপ্ত করতে পার ?

উত্তর:- নিজেকে নম্রচিত্ত, নির্মাণ (নিরহংকারী) এবং সব পরিস্থিতি থেকে গুণ ধারণ করলে, তোমরা সহজে সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে পারবে । যারা নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, তারা একরোখা হয়, সেইজন্য তারা কখনও প্রসিদ্ধ হতে পারে না । যারা জেদী তারা কখনো সিদ্ধি লাভ করতে পারে না । প্রসিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তারা দূরে হয়ে যায় ।

প্রশ্ন:- বিশ্বের অথবা ঈশ্বরীয় পরিবারের প্রশংসার দাবীদার তোমরা কবে হবে ?

উত্তর:- যখন নিজের প্রতি বা অন্যদের প্রতি সব প্রশ্নের অবসান হবে । নিজেকে যেমন অন্যের থেকে ছোট মনে করো না, নিজেকে অথরিটি হিসেবে প্রতীত হয়, ঠিক একইভাবে, উপলব্ধি হতে এবং উপলব্ধি করতে, এই উভয়তেই দাবীদার হলে তবেই বিশ্বের এবং ঈশ্বরীয় পরিবারের প্রশংসার দাবীদার হবে । কোনকিছুর যাচক হ'য়ো না, বরং দাতা হও । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদান:- শ্রীমৎ অনুসারে সেবায় সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব অনুভব করে সফলতার প্রতিমূর্তি ভব যেকোন সেবা করো, যদি কোনও জিজ্ঞাসু আসে বা নাই আসে, নিজের প্রতি সন্তুষ্টি বজায় রাখ । নিশ্চয় রাখ, যদি আমি সন্তুষ্ট থাকি তবে মেসেজ অবশ্যই কাজ করবে । অতএব, এতে উদাস হ'য়োনা । যদি স্টুডেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়, তবে কোনও ব্যাপার না, অন্ততপক্ষে, তোমার হিসেব-নিকেশের খাতায় তো জমা হয়ে যাবে আর তারা বার্তা (সন্দেশ) পাবে । যদি তুমি নিজে সন্তুষ্ট হও, খরচ সফল হ'লো । তুমি শ্রীমৎ অনুসারে কার্য করেছ, সুতরাং শ্রীমতের অঙ্গানুসারী হওয়াও সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়া ।

স্লোগান:- দুর্বল আত্মাদের শক্তি দিলে তাদের আশিস লাভ করবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখানে পঠন-পাঠন করতে এসেছ, তোমাদের চোখ বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, পড়াশোনা চোখ খুলেই করতে হয়"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, ভক্তিমার্গে এমন কোন্ অভ্যাস ভক্তদের মধ্যে থাকে, যা এখন তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয় ?

উত্তর :- ভক্তিতে যেকোনো দেবতার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু না কিছু চাইতে থাকে। তাদের মধ্যে ভিক্ষা করার অভ্যাসই হয়ে যায়। লক্ষ্মীর সামনে দাঁড়িয়ে ধন ভিক্ষা করবে, কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই অভ্যাস নেই, আমরা তো বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকারের অধিকারী। তোমরা সত্যিকারের বিচিত্র(নিরাকার) পিতাকে দেখতে থাকো, সেটাই তোমাদের সত্যিকারের উপার্জন।

ওম্ শান্তি। আমাদের পিতা বসে আমাদের বোঝান -- এ হলো পাঠশালা, এখানে কোনো চিত্র অর্থাৎ দেহধারীকে দেখবে না। এখানে কাউকে দেখলেও বুদ্ধি যেন ওইদিকেই থাকে, যার কোনো চিত্র নেই। স্কুলে বাচ্চাদের অ্যাটেনশন সর্বদা টিচারের দিকেই থাকে। কারণ তিনি পড়ান, তাই তার কথা অবশ্যই শুনতে হবে, আর তারপর রেসপন্সও করতে হবে। যখন টিচার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে তখন স্টুডেন্ট ঈশারা করবে, তাই না -- আমি উত্তর বলছি। এখানে এ হল বিচিত্র স্কুল, কারণ এখানকার পঠন-পাঠনও বিচিত্র(অদ্ভুত)। যিনি পড়ান তাঁর কোনো চিত্র নেই। তাই চোখ খুলেই পড়তে বসা উচিত, তাই না। স্কুলে টিচারের সামনে কি কেউ চোখ বন্ধ করে বসে ? ভক্তিমার্গে চোখ বন্ধ করে মালা-জপ ইত্যাদি করে... সন্ন্যাসীরাও চোখ বন্ধ করে বসে। তারা নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতও করে না যাতে মন সেইদিকে(কুপথে) চলে না যায়। কিন্তু আজকাল দুনিয়াও তমোপ্রধান। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরই বোঝান -- এখানে তোমরা যদিও শরীরকে দেখ কিন্তু বুদ্ধি সেই বিচিত্রের স্মরণেই থাকে। এমন কোনো সাধু-সন্ত নেই যারা শরীরকে দেখলেও স্মরণ সেই বিচিত্র-কেই করে। তোমরা জানো যে, এই রথে(ব্রহ্মা) এসে সেই (বিচিত্র) বাবা আমাদের পড়ান। তিনি বলেন, আমাদের সবকিছু করে, শরীর কিছু করে না। আমরা শোনে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা লৌকিক জ্ঞান আমরাই শোনে এবং শোনায়। লৌকিক টিচারও আমরাই হয়। শরীরের দ্বারা লৌকিক পড়া পড়ে, সেও আমরাই পড়ে। আমরাই ভাল বা খারাপ সংস্কার ধারণ করে। শরীর তো ভস্ম হয়ে যায়। একথা কোন মানুষ জানে না। তাদের তো দেহ-অভিমান থাকে - আমি অমুক, আমি প্রাইম মিনিষ্টার। কখনো এভাবে বলবে না যে, আমি আমরা, এই প্রাইম মিনিষ্টারের শরীর ধারণ করেছি। এও শুধু তোমরাই বুঝতে পেরেছ। সবকিছু আমরাই করে। আমরা অবিনাশী, এখানে শরীর ধারণ করেছ স্ব-ভূমিকা পালন করার জন্য। তাই আমরা যদি না থাকে তাহলে শরীর কিছুই করতে পারবে না। আমরা যখন শরীর পরিত্যাগ করে, তখন শরীর একটি লাশ হয়ে যায়। আমাদের এই চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। এ তো সূক্ষ্ম, তাই না। তাই বাবা বলেন, বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ কর। তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে, আমাদের শিববাবা পড়ান ঐনার(ব্রহ্মা) মাধ্যমে। এও অতি সূক্ষ্ম বুঝবার মতন বিষয়। কেউ সঠিকভাবে বোঝে, কেউ আবার এতটুকুও বোঝে না, এখানে বোঝার মতো অনেক কিছুই আছে। অল্ক অর্থাৎ ভগবান, বাবা। শুধু ভগবান বা ঈশ্বর বললে সেই বাবার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। এইসময় সকলেই প্রস্তরবুদ্ধিসম্পন্ন, কারণ রচয়িতা বাবা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না।

এই দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপীট(পুনরাবৃত্ত) হতে থাকে। এখন সঙ্গমযুগ, একথা কেউ জানে না। তোমরাই জানো, পূর্বে আমরাও জানতাম না। এখন বাবা এখানে তোমাদের জ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত(শৃঙ্গার) করেন, পুনরায় এখান থেকে বাইরে যখন যায় তখন মায়া-রূপী ধূলায় লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান-শৃঙ্গার নষ্ট করে দেয়। বাবা তো শৃঙ্গার করেন, কিন্তু নিজের পুরুষার্থও তো করা উচিত । অনেক বাচ্চারা মুখে এমন (কথা) বলে, যেন জংলী, মনে হয় যেন শৃঙ্গার করা হয়ইনি, সব ভুলে যায়। লাস্ট নম্বরে অর্থাৎ পিছনে যে স্টুডেন্ট বসে থাকে, পড়াশোনায় তার বেশী মন থাকে না। হ্যাঁ, কারখানা ইত্যাদিতে কাজ করে ধনবান তো হয়ে যায়। কিন্তু তারা কিছুই অধ্যয়ন করেনি। আর এ তো অতি উচ্চ পড়া। পঠন-পাঠন ব্যতীত ভবিষ্য-পদ লাভ করতে পারে না। এখানে তোমাদের কারখানা ইত্যাদিতে বসে কোনো কার্য করতে হবে না, যার দ্বারা ধনবান হবে। এই সবকিছুই তো বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সঙ্গে যাবে শুধু অবিনাশী উপার্জন। তোমরা জানো যে, মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন সে শূণ্য হস্তে চলে যায়। সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যায় না। কিন্তু তোমরা হাত ভরে নিয়ে যাবে, একেই বলা হয় সত্যিকারের উপার্জন। তোমাদের এই সত্যিকারের উপার্জন হয় ২১ জন্মের জন্য। অসীম জগতের পিতাই তোমাদের সত্যিকারের উপার্জন করান।

বাচ্চারা, এই(ব্রহ্মা) চিত্রকে দেখ, কিন্তু স্মরণ কর বিচিত্র বাবাকে। কারণ তোমরাও আত্মা, তাই আত্মা তার নিজ পিতাকেই দেখে। ঔঁনার কাছেই পড়ে। আত্মা আর পরমাত্মাকে তোমরা দেখ না, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা জেনে যাও। আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম অবিনাশী। এই শরীর বিনাশী। বাচ্চারা, এই বাবা যদিও সম্মুখে তোমাদের দেখে কিন্তু বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমি আত্মাদের বোঝাই। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে যা শেখান তা সর্বৈব সত্য, এরমধ্যে এক রতিও মিথ্যা নেই। তোমরা সত্যখন্ডের মালিক হয়ে যাও। এ হলো মিথ্যাখন্ড। মিথ্যাখন্ড হলো কলিযুগ, সত্যখন্ড হলো সত্যযুগ -- রাত-দিনের পার্থক্য। সত্যযুগে দুঃখের কোন কথাই নেই। নামই হলো সুখধাম। ওই সুখধামের মালিক তো অসীম জগতের পিতাই বানাবেন । ঔঁনার কোনো চিত্র (শরীর) নেই, আর সকলেরই চিত্র রয়েছে। তাতে কি ঔঁনার আত্মার নামের কোনো পরিবর্তন হয়েছে ? ঔঁনারই নাম হলো শিব। আর সব আত্মাকে আত্মাই বলা হয়। বাকি নাম শরীরের হয়। শিবলিঙ্গ নিরাকারেরই প্রতীক। জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর..... এ হলো শিবের মহিমা। তিনি হলেন পিতা। তাহলে পিতার কাছ থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। এক রচনা উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে পারে না আরেক রচনার কাছ থেকে। রচয়িতা তাঁর নিজের সন্তানদের উত্তরাধিকারের অর্পণ করবেন । নিজের সন্তান থাকতে কি ভাই-এর সন্তানকে উত্তরাধিকার দেবে! এখানেও অসীম জগতের পিতা তাঁর অসীম জগতের সন্তানদের উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ দেন, এ হলো পড়াশোনা, তাই না। যেমন (যলৌকিক পড়াশোনার দ্বারা মানুষ ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। যিনি পড়ান তার সঙ্গে আর পড়াশোনার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। এখানে তো যিনি পড়ান তিনি বিচিত্র। তোমরা আত্মারাও বিচিত্র। বাবা বলেন, আমি আত্মাদের পড়াই। তোমরাও জানো, বাবা আমাদের পড়ান। বাবা একবার-ই এসে পড়ান। আত্মাই তো পড়ে, তাই না। দুঃখ-সুখ আত্মাই ভোগ করে, কিন্তু শরীরের দ্বারা। আত্মা বেরিয়ে গেলে তখন শরীরকে যতই মারো, যেন মনে হয় মাটিকে মারছে। তাই বাবা বারংবার বোঝান, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। বাবা একথা জানেন যে, নম্বরের ক্রমানুসারেই সকলে ধারণ করে। কেউ তো এমন যেন একদম বুদ্ধ, কিছুই বোঝে না। জ্ঞান তো অতি সহজ। অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পঙ্গুও এ(জ্ঞান) বুঝতে পারে কারণ এ তো আত্মাকে বোঝান হয়, তাই না। আত্মা বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু হয় না। শরীর এমন হয়। বাবা বসে কত ভালভাবে

বোঝান, কিন্তু ভক্তিমার্গের চোখ বন্ধ করে বসার অভ্যাস রয়েই গেছে, তাই এখানেও চোখ বন্ধ করে বসে। যেন নেশাচ্ছন্ন। বাবা বলেন, চোখ বন্ধ কোরো না। সম্মুখে চিত্র দেখলেও বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ কর, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কত সহজ, যদিও বলে বাবা আমরা স্মরণ করতে পারি না। আরে, লৌকিক পিতা যার কাছ থেকে পার্থিব জগতের (হদের) উত্তরাধিকার পাও, তাকে তো মৃত্যু পর্যন্ত স্মরণ করো, আর ইনি তো সকল আত্মাদের অসীম জগতের পিতা, ওঁনাকে স্মরণ করতে পারো না। যাঁকে আহ্বানও কর -- ও গড ফাদার ! গাইড মি(পথ দেখাও)। বাস্তবে একথা বলাও ভুল। বাবা তো একজনের গাইড নন। তিনি তো অসীম জগতের গাইড। একজনকে কি লিবারেট(মুক্ত) করবেন ? না, তা করবেন না। বাবা বলেন, আমি এসে সকলের সঙ্গতি করি। আমি আসিই সকলকে শান্তিধামে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। এখন চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তো অসীম জগতের পিতা, তাই না। ওরা তো পার্থিব জগতে এসে আমি-আমি করতে থাকে। হে পরমাত্মা, আমাকে সুখ দাও, দুঃখ দূর কর। আমরা পাপী, নীচ, তুমি দয়া কর। বাবা বলেন, আমি অসীম জগতের পুরানো সৃষ্টিকে নতুন বানাতে এসেছি। নতুন সৃষ্টিতে দেবতারা থাকে, আমি ৫ হাজার বছর পরে আসি। যখন তোমরা সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যাও। এ হলো আসুরী সম্প্রদায়। সদ্ধুরু হলেন একজনই, যিনি সত্য বলেন। তিনি বাবাও, টিচারও, সদ্ধুরুও। বাবা বলেন -- এই মাতা-রাই স্বর্গের দ্বার খুলবে। লেখাও আছে -- গেট ওয়ে টু হেভেন (স্বর্গের দ্বার)। কিন্তু একথা মানুষ বুঝতে পারে কি ? না, পারে না। তারা নরকে পড়ে রয়েছে, তাই না, তবেই তো ডাকে। এখন বাবা তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ বলে দিচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি আসিই পতিতদের পবিত্র বানাতে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর, তবেই তোমাদের পাপমোচন হবে। সকলকে একই কথা শোনাও যে - বাবা বলেন, মায়াজীত, জগৎজীত হও। আমি তোমাদের সকলকে জগতের মালিক হওয়ার রাস্তা বলে দিই, পুনরায় দীপাবলীতে (দীপমালা) লক্ষ্মীর পূজা করে, তাঁর থেকে ধন ভিক্ষা করে। এমন বলে না যে, স্বাস্থ্য ভাল কর, আয়ু দীর্ঘ কর। তোমরা তো বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারের নাও। আয়ু কত দীর্ঘ হয়ে যায়। এখন হেল্থ (স্বাস্থ্য), ওয়েল্থ(সম্পদ), হ্যাপীনেস(সুখ) সবই দিয়ে দেন। ওরা তো লক্ষ্মীর থেকে শুধু ধন ভিক্ষা করে, তা পাওয়া যায় কি, না পাওয়া যায় না। এ এক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেবতাদের সম্মুখে যাবে ভিক্ষা করতে। এখানে তো তোমাদের বাবার থেকে কিছুই চাইতে হয় না। বাবা তোমাদের বলেন, মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করলে মালিক হয়ে যাবে আর সৃষ্টি-চক্রকে জানলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে, এতে মুখে কিছু বলার দরকার হয় না। বাবার থেকে যখন স্বর্গের আশীর্বাদ পাওয়া যায়, তখন তোমরা এঁদের পূজা এখন করবে কি ! তোমরা জানো, আমরাই স্বয়ং এমন হবো, তাহলে এই ৫ তন্ত্রের পূজা কেন করব। এখন তোমরা মন্দির ইত্যাদিতে আর যাবে না। বাবা বলেন, এইসব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। জ্ঞানে তো একটাই কথা -- "মামেকম্ স্মরণ করো" । ব্যস্, স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপমোচন হবে, তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরাই সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে, পুনরায় এমন হতে হবে। এও বোঝে না। প্রস্তরবুদ্ধিসম্পন্ন-দের জন্য বাবাকে কত মাথা চাপড়াতে হয়। এ তো নিশ্চই হওয়া উচিত, একথা কোনো সাধু-সন্ত ইত্যাদিরা বলতে পারে না, একমাত্র বাবা ছাড়া। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) কি ঈশ্বর, না তা নন। ইনি তো অনেক জন্মের অন্তিম লগ্নে এসে উপনীত হয়েছেন। আমি ওঁনার মধ্যেই প্রবেশ করি, যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। গ্রাম্য-বালক ছিল পুনরায় শ্যাম থেকে সুন্দর হন। ইনি(ব্রহ্মা) তো সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য-বালকই ছিলেন। যখন একটু সাধারণ হয়ে গেছেন, তখনই বাবা প্রবেশ করেন। কারণ এত বড় ভাটী তৈরী করতে হয়েছিল। এদের খাওয়াবে কে ? তাই অবশ্যই কোনো সাধারণও তো চাই, তাই না। এসব

বোঝার মতো বিষয়। স্বয়ং বাবা বলেন, আমি এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম লগ্নে প্রবেশ করি, যিনি কিনা সর্বাপেক্ষা অধিক পতিত হয়ে গেছেন, পুনরায় পবিত্রও তিনি হবেন। ৮৪ জন্ম ইনি নিয়েছেন, তত্বতম (তোমরাও তাই) । একজন তো নয়, অনেক রয়েছে, তাই না। সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় যারা হবে, তারাই আসবে পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। বাকিরা থাকতে পারবে না। দেৱী করে যারা আসবে, তারা জ্ঞানও কম শুনবে। পুনরায় দেৱীতেই আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা তাঁর আম্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যেভাবে জ্ঞান শৃঙ্গার করেন, তা স্থায়ী-রূপে বজায় রাখার পুরুষার্থ করতে হবে। মায়া-রূপী ধূলায় জ্ঞান শৃঙ্গার যেন নষ্ট না হয়ে যায়। ভালভাবে পড়ে অবিনাশী উপার্জন করতে হবে।

২) এই চিত্র অর্থাৎ দেহধারীকে সম্মুখে দেখেও বুদ্ধির দ্বারা বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। চোখ বন্ধ করে বসার অভ্যাস করা উচিত নয়। অসীম জগতের পিতার কাছে কিছুই চাওয়া উচিত নয়।

বরদান :- সাক্ষী হয়ে কর্মেন্দ্রিয় গুলির দ্বারা কর্ম সম্পন্নকারী কর্তা মনোভাব থেকে মুক্ত, অশরীরী ভব

ব্যাখা :- যখনই চাও শরীরে প্রবেশ কর আর যখনই চাও অশরীরী হয়ে যাও। কোনো কর্ম করতে হলে তখন কর্মেন্দ্রিয় গুলির আধার নাও কিন্তু আমি আম্মা এগুলির আধার নিয়েছি, একথা ভুলো না, অর্থাৎ (কর্ম) করি নয়, কর্ম করাই। যেমন অন্যদের দিয়ে কর্ম করাও অর্থাৎ ওইসময় নিজেকে পৃথক মনে কর, তেমনই সাক্ষী হয়ে কর্মেন্দ্রিয় গুলির দ্বারা কর্ম করাও। তাহলেই (আমি) কর্তা এই অভিমান থেকে মুক্ত, অশরীরী হয়ে যাবে। কর্ম করার মাঝে-মাঝে এক-দুই মিনিটের জন্য অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো, তবেই অন্তিম সময়ে এর থেকে অনেক সহায়তা পাওয়া যাবে।

স্লোগান :- বিশ্বের রাজা হতে চাইলে বিশ্বের প্রতি সকাশ প্রদানকারী হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিনাশী শরীরকে ভালো না বেসে অবিনাশী বাবাকে ভালোবাসো, তাহলে ক্রন্দন থেকে মুক্তি পাবে"

প্রশ্ন :-- অন্যায় বা অসংগত প্রেম কি আর তার পরিণাম কি হয় ?

উত্তর :-- বিনাশী শরীরের প্রতি মোহ রাখা হলো অন্যায় প্রেম । যে বিনাশী শরীরের প্রতি মোহ রাখে, তাকে কাঁদতে হয় । দেহ - ভাবের কারণে এই কান্না আসে । সত্যযুগে সকলেই আত্ম - অভিমানী, তাই সেখানে কান্না থাকে না । যারা ক্রন্দন করে, তারা হারিয়ে ফেলে । অবিনাশী বাবার অবিনাশী বাচ্চারা এখন এই শিক্ষা পাচ্ছে যে, দেহী - অভিমানী হও, তাহলে এই ক্রন্দন থেকে মুক্তি পাবে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তো এই কথা জানে যে, আত্মা অবিনাশী এবং বাবাও অবিনাশী, তাই কাকে ভালোবাসা উচিত ? অবিনাশী আত্মাকে । অবিনাশীকেই ভালোবাসতে হবে, বিনাশী শরীরকে কখনোই ভালোবাসা উচিত নয় । সম্পূর্ণ দুনিয়াই বিনাশী, প্রতিটা জিনিসই বিনাশী, এই শরীরও বিনাশী, আত্মা হলো অবিনাশী । আত্মার প্রেমই অবিনাশী হয় । আত্মার কখনোই মৃত্যু হয় না, একেই বলা হয় ন্যায় বা সঠিক । বাবা বলেন যে, তোমরা অন্যায় হয়ে গেছো । বাস্তবে অবিনাশীর, অবিনাশীর সঙ্গেই প্রেম হওয়া উচিত । তোমাদের প্রেম বিনাশী শরীরের প্রতি হয়ে গেছে, তাই তোমাদের কাঁদতে হয় । তোমাদের অবিনাশীর সঙ্গে প্রেম নেই । বিনাশী শরীরের প্রতি প্রেম থাকলে কাঁদতে হয় । এখন তোমরা নিজেদের অবিনাশী আত্মা মনে করো, তাই কান্নার কোনো কথা নেই। কেননা তোমরা আত্ম - অভিমানী । বাচ্চারা, তাই বাবা এখন তোমাদের আত্ম - অভিমানী বানাচ্ছেন । দেহ - অভিমানী হওয়ার কারণে তোমাদের কাঁদতে হয় । বিনাশী শরীরের জন্য তোমরা কাঁদতে থাকো । তোমরা বুঝতে পারো যে, আত্মার মৃত্যু নেই । বাবা বলেন যে, নিজেদের আত্মা মনে করো । তোমরা অবিনাশী বাবার সন্তান, অবিনাশী আত্মা, তোমাদের কান্নার কোনো প্রয়োজন নেই । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে অভিনয় করে । এ তো এক খেলা । তোমরা শরীরের প্রতি আকর্ষণ কেন রাখো ? দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো । নিজেকে অবিনাশী আত্মা মনে করো । আত্মার কখনোই মৃত্যু হয় না । কথাতেও আছে - যে কাঁদে, সে সব হারিয়ে ফেলে । আত্ম - অভিমানী হলেই উপযুক্ত হয়ে যাবে । তাই বাবা এসে দেহ - অভিমানী থেকে আত্ম - অভিমানী করেন । তিনি বলেন, তোমরা কিভাবে সব ভুলে গেছো । জন্ম - জন্মান্তর ধরে তোমাদের কাঁদতে হয়েছে । এখন আবার নতুন করে তোমরা আত্ম - অভিমানী হওয়ার শিক্ষা পাও । এরপর তোমরা কখনোই আর কাঁদবে না । এ হলো ক্রন্দনের দুনিয়া, ওই দুনিয়া হলো হাসির । এ হলো দুঃখের দুনিয়া আর ওই দুনিয়া হলো সুখের । বাবা খুব সুন্দর রীতিতে শিক্ষা দেন । অবিনাশী বাবার থেকে তাঁর অবিনাশী সন্তানরা শিক্ষা পায় । ওরা দেহ - অভিমানী, তাই দেহ দেখেই শিক্ষা দেয় । তাই দেহের স্মরণ আসার কারণে ওরা কাঁদতে থাকে । দেখতেই পায় মৃত্যুতে শরীর শেষ হয়ে গেলো, তাহলে সেই শরীর স্মরণ করে কি লাভ ? ছাইকে কি স্মরণ করা হয় ? অবিনাশী জিনিস আত্মা গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে ।

বাবা তো জানেন -- যে ভালো কর্ম করে, সে ভালো শরীরই প্রাপ্ত করে । কেউ কেউ খারাপ রুগ্ন শরীর পায়, সেও কর্ম অনুসারে । এমন নয় যে, ভালো কর্ম করলেই উপরে চলে যাবে । তা নয়, উপরে তো কেউই যেতে পারে না । ভালো কর্ম করলে ভালো বলা হবে । তখন ভালো জন্ম মিলবে, তারপরও তো নিচে নামতেই হবে । তোমরা জানো যে, আমরা কিভাবে উত্তরণে যাই । যদিও ভালো কর্ম করলে কেউ কেউ মহাত্মা হন, তবুও কলা তো কম হতেই থাকবে । বাবা বলেন, তবুও যদি ঈশ্বরের স্মরণে কিছু ভালো কাজও করে, আমি তাদেরও ঋণকালের সুখ প্রদান করি । এরপরও তো সিঁড়িতে নীচে নামতেই হবে । নাম যদি কারোর ভালোও হয়, তবুও এখানে তো মানুষ ভালো বা খারাপ কর্মকেও ঠিকভাবে জানে না । ঋদ্ধি - সিদ্ধি যারা করে তাদের কতো সম্মান দেয় । তাদের পিছনে মানুষ হয়রান হয়েও যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ তো অজ্ঞানতা । মনে করো কেউ পরোক্ষভাবে দান - পুণ্য করে, ধর্মশালা, হাসপাতাল ইত্যাদি বানায়, তো পরবর্তী জন্মে তারা অবশ্যই এর প্রতিদান পায় । বাবাকে স্মরণ করে, যদি গালিও দেয়, তবুও মুখে ভগবানের নাম বলতে থাকে । বাকি অজ্ঞানতা থাকার কারণে কিছুই জানে না । ভগবানকে স্মরণ করে রুদ্র পূজা করে, রুদ্রকে ভগবান মনে করে । রুদ্র যজ্ঞের রচনা করে । তারা শিব বা রুদ্রের পূজা করে । বাবা বলেন, আমার পূজা করে, কিন্তু না বোঝার কারণে কি - কি বানায়, কি - কি করতে থাকে । যত মানুষ, ততই তাদের গুরু । বৃক্ষে নতুন - নতুন পাতা, ডালপালা ইত্যাদি বের হয়, তখন কতো শোভা দেয় । সতোগুণী হওয়ার কারণে তাদের মহিমা হয় । বাবা বলেন যে, এই দুনিয়াই হলো বিনাশী জিনিসকে ভালোবাসার দুনিয়া । কারোর খুব প্রেম উৎপন্ন হয়, তো মোহতে যেন পাগল হয়ে যায় । বড় বড় শেঠেরা মোহের বশে পাগল হয়ে যায় । মাতা-দের জ্ঞান না থাকার কারণে বিনাশী শরীরের বিধবা হয়ে কতো কান্নাকাটি করে, সেই শরীরকে স্মরণ করতে থাকে । এখন তোমরা নিজেদের আত্মা জ্ঞান করে, অন্যদেরও আত্মা জ্ঞান করো, তাই সামান্যতম দুঃখও হয় না । অধ্যয়নকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয় । অধ্যয়নে এইম অবজেক্টও থাকে কিন্তু তা হলো এক জন্মের জন্য । সরকার থেকেও পারিশ্রমিক মেলে । পড়া সম্পূর্ণ করে কাজ - কারবার করে, তখন অর্থ প্রাপ্ত করে । এখানে তো সব নতুন কথা । তোমরা কিভাবে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি পূর্ণ করো । আত্মা মনে করে যে, বাবা আমাদের অবিনাশী জ্ঞান সম্পদ দান করেন । ভগবান যখন পড়ান, তখন অবশ্যই ভগবান - ভগবতীই বানাবেন। কিন্তু বাস্তবে এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে ভগবান - ভগবতী মনে করা ভুল । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো - অহো, যখন আমরা দেহ - অভিমানী হয়ে যাই, তখন আমাদের বুদ্ধি কতো নেমে যায় । যেন পশুতুল্য বুদ্ধি হয়ে যায় । পশুদের সেবা তো খুব ভালোভাবে হয় । মানুষের তো সেখানে কিছুই হয় না । রেসের ঘোড়া ইত্যাদির কতো যত্ন করা হয় । এখানকার মানুষদের দেখো, কি অবস্থা । কুকুরকেও কিভাবে ভালোবেসে যত্ন করে । তারা তাদের আদরও করে, আবার একসাথে নিয়ে ঘুমায় । দেখো, দুনিয়ার কি অবস্থা হয়ে গেছে । ওখানে সত্যযুগে এইসব কাজ হয় না ।

বাবা তাই বলেন - বাচ্চারা, মায়া রাবণ তোমাদের অনৈতিক (আনরাইটিয়াস) বানিয়ে দিয়েছে । এ তো অনৈতিক রাজ্য, তাই না । মানুষ অনৈতিক, তাই সম্পূর্ণ দুনিয়াও অনৈতিক হয়ে যায় । নৈতিক আর অনৈতিক দুনিয়ার মধ্যে দেখো কতো তফাৎ । কলিযুগের অবস্থা দেখো, কেমন ! আমি স্বর্গ স্থাপন করছি, মায়াও তার স্বর্গ দেখায়, ইচ্ছা তো হয় । কতই নকল সম্পদ আছে, তাই মনে করে আমরা এখানে স্বর্গে বসে আছি । স্বর্গে ১০০ তলার বাড়ি ইত্যাদি হয়ই না । কিভাবে এখানে বাড়িঘর সাজায়, ওখানে তো দোতলা কোনো বাড়িই হয় না । মানুষও তো ওখানে খুব অল্প

থাকে । এতো জমি, যে তোমরা কি করবে । এখানে জমির জন্য মানুষ কত লড়াই - ঝগড়া করে । ওখানে সমস্ত জমি তোমাদেরই থাকে । কত রাত - দিনের তফাৎ । ইনি তোমাদের লৌকিক বাবা আর উনি পারলৌকিক বাবা । পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদের কি না দেন । অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করো । বাবা পরিত্রাণ ভাবে বলে দেন - এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না অর্থাৎ আমার থেকে পাওয়া যায় না । তোমরা তমোপ্রধান অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হও । আমিও মুক্তিধামে থাকি । তোমরাও মুক্তিধামে থাকো, তারপর ওখান থেকে তোমরা স্বর্গে যাও । ওখানে স্বর্গে আমি থাকি না । এও এক নাটক । এরপর হুবহু আবার এমন রিপটি হবে, এবং আবার এই জ্ঞান ভুলে যাবে । এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে । যতক্ষণ সঙ্গমযুগ না আসবে, ততক্ষণ এই গীতা জ্ঞান কিভাবে হতে পারবে । বাকি যে সব শাস্ত্র ইত্যাদি আছে, সে হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র ।

এখন তোমরা জ্ঞানের কথা শুনছো । আমি হলাম বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর । তোমাদের আমি কিছুই করতে দিই না, পায়ে পড়তেও দিই না । তোমরা কার পায়ে পড়বে ? শিববাবার তো পা নেই ? এ তো ব্রহ্মার পায়ে পড়া হয়ে যাবে । আমি তো তোমাদের গোলাম । তাঁকে বলা হয় নিরাকারী, নিরহংকারী, তাও যখন তিনি এই ভূমিকা পালন করতে আসেন, তখনই নিরহংকারী বলা যাবে । বাবা তোমাদের অগাধ জ্ঞান দেন । এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান । এরপর যে যতটা নিতে পারে । অবিনাশী জ্ঞান রত্ন নিয়ে এরপর তা অন্যকে দান করতে থাকো । এই রত্নের জন্যই বলা হয়, এক একটি রত্ন লাখ টাকার । প্রতি পদে পদ্ব ততো একমাত্র বাবাই দেন । তোমাদের সেবাতে অনেক মনোযোগ দেওয়া উচিত । তোমাদের পদক্ষেপ হলো স্মরণের যাত্রা, এতে তোমরা অমর হয়ে যাও । ওখানে কোনো মৃত্যুভয় থাকে না । তোমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে । তোমরা মোহজিত রাজার কাহিনীও শুনছো । এ তো বাবা বসেই বোঝান । এখন বাবা তোমাদের এমনই বানান, এ এখনকারই কথা ।

রাখী বন্ধনের পর্বও পালন করা হয় । এ কবেকার নিদর্শন ? ভগবান কখন বলেছিলেন যে, পবিত্র হও ? এই দুনিয়ার মানুষ কি জানে যে, নতুন দুনিয়া কবে এবং পুরানো দুনিয়া কবে হয় ? এও কেউ জানে না । কেবল এইটুকুই বলে যে, এ হলো কলিযুগ । সত্যযুগ ছিলো, এখন আর তা নেই । মানুষ পুনর্জন্মকেও মানে । ৮৪ লাখ বলে দেয়, তাহলে তো পুনর্জন্মই হলো । নিরাকার বাবাকে সকলেই স্মরণ করে । তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা, তিনি এসেই আমাদের বোঝান । দেহধারী বাপু তো অনেকই আছে । পশুরাও তাদের বাচ্চাদের বাবা । তাদের জন্য তো এমন বলা হবে না যে, পশুর বাবা । সত্যযুগে কোনো আবর্জনা বা বাজে জিনিস থাকে না । সেখানে মানুষ যেমন, আসবাবও তেমন । ওখানে পাখিরাও খুব সুন্দর হয় । সেখানে সব সুন্দর জিনিস থাকবে । সেখানে ফল কত সুস্বাদু এবং বড় হয় । তারপর এইসব কোথায় চলে যায় ! মিষ্টি, সুস্বাদু থেকে তেতো হয়ে যায় । মানুষ যখন থার্ড ক্লাস হয়ে যায় তখন জিনিসও থার্ড ক্লাস হয়ে যায় । সত্যযুগে সবাই ফার্স্ট ক্লাস, তাই জিনিসও ফার্স্ট ক্লাস হয় । কলিযুগে সবাই থার্ড ক্লাস । সমস্ত জিনিসই সতো, রজঃ এবং তমঃ অবস্থা দিয়ে পার হয় । এখানে তো কোনো আনন্দই নেই । আত্মাও তমোপ্রধান তাই শরীরও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, কোথায় ওরা, কোথায় তোমরা, রাতদিনের তফাৎ । বাবা তোমাদের কত উঁচু বানান । তোমরা যতো স্মরণ করবে ততই স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দুইই পাবে । বাকি আর কি চাই । এই দুটির মধ্যে একটি যদি না থাকে তাহলে সুখ থাকবে না । মনে করো স্বাস্থ্য সুন্দর থাকলো কিন্তু সম্পদ নেই,

তাহলে কিসের কাজ ? কথায় বলে - "অর্থ থাকে তো চারিদিকে ঘুরে বেড়াও ।" বাচ্চারা মনে করে - ভারত সোনার পাখি ছিলো, এখন সেই সোনা কোথায় । সোনা - রূপা - তামা সব চলে গেছে, এখন সব কাগজই কাগজ । কাগজ যদি জলে বয়ে যায় তাহলে অর্থ কোথা থেকে পাবে । সোনা তো অনেক ভারী হয়, সোনা সেখানেই পড়ে থাকে । আগুনও সোনাকে জ্বালাতে পারে না । তো এখানে সবই দুঃখের কথা । ওখানে এইসব কথাই নেই । এখানে এইসময় অপার দুঃখ । বাবা তখনই আসেন যখন অপার দুঃখ থাকে, কাল আবার অপার সুখ হবে । বাবা তো কল্প - কল্প এসে পড়ান, এ কোনো নতুন কথাই নয় । তোমাদের খুশীতে থাকা উচিত । কেবল খুশীই খুশী, এ হলো অন্তিম সময়ের কথা । অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপ - গোপীদের জিঞ্জেস করো । পরের দিকে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝে যাও ।

প্রকৃত শান্তি কাকে বলা হয়, এ একমাত্র বাবাই বলে দেন । তোমরা বাবার থেকে শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করো । তাঁকে সবাই স্মরণ করে । বাবা হলেন শান্তির সাগর । বাবা বোঝান যে, কে আমার কাছে আসতে পারে । অমুক - অমুক ধর্ম, অমুক - অমুক সময়ে আসে । তারা স্বর্গে তো আর আসতে পারে না । এখন অনেক সাধু - সন্ত হয়েছে, তাই তাদের মহিমা হয় । পবিত্র হলে অবশ্যই তাদের মহিমা হওয়া উচিত । এখন তো অনেক নতুন এসেছেন । পুরানোদের তো এতো মহিমা হতে পারে না । ওরা তো সুখ ভোগ করে তমোপ্রধান অবস্থায় চলে গেছে । কতো বিভিন্ন ধরনের গুরু আছে, কিন্তু এই অসীম (কল্প) বৃক্ষকে কেউই জানে না । বাবা বোঝান যে, ভক্তির সমগ্রী এতোটাই, যতটা এই বৃক্ষ ছড়িয়ে আছে । জ্ঞান বীজ কতো ছোটো । ভক্তি অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এই জ্ঞান তো কেবল এই এক জন্মের জন্য । জ্ঞান প্রাপ্ত করে তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য মালিক হয়ে যাও । ভক্তি বন্ধ হয়ে যায় তখন দিন শুরু হয় । এখন তোমরা সদাকালের জন্য প্রফুল্ল হয়ে যাও, একে বলা হয় ঈশ্বরের অবিনাশী লটারী । এরজন্য পুরুষার্থ করতে হয় । ঈশ্বরীয় লটারী আর আসুরী লটারীর মধ্যে কতো তফাৎ হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মারূপী পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) তোমাদের, স্মরণের প্রতি পদে পদ্য আছে, এর দ্বারাই অমর পদ প্রাপ্ত করতে হবে । বাবার থেকে তোমরা যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পাও, তা দান করতে হবে ।

২) আত্ম - অভিমানী হয়ে অপার খুশীর অনুভব করতে হবে । শরীর থেকে মোহ মুক্ত করে সদা উৎফুল্ল থাকতে হবে, মোহজিত হতে হবে ।

বরদান :-- সেবা আর স্ব - পুরুষার্থের ভারসাম্যের দ্বারা ব্রেসিংস (আশীর্বাদ) প্রাপ্তকারী কর্মযোগী ভব

কর্মযোগী অর্থাৎ কর্মের সময় যেন যোগের ভারসাম্য থাকে । সেবা অর্থাৎ কর্ম আর স্ব পুরুষার্থ অর্থাৎ যোগযুক্ত - এই দুইয়ের ভারসাম্য রাখার জন্য একটাই শব্দ স্মরণে রেখো যে, বাবা হলেন

সর্বময় কৰ্তা (করাবনহার) আর আমি আত্মা করণহার । এই একটি শব্দ সহজেই ভারসাম্য তৈরী করবে আর সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে । যখন করণহারের পরিবর্তে নিজেকে সর্বময় কৰ্তা মনে করো, তখন আশীর্বাদ থাকে না, আর মায়াও তার নিজের সুযোগ নিয়ে নেয় ।

স্লোগান :-- স্নেহের দৃষ্টির দ্বারা (দৃষ্টি দ্বারা ভরপুর করা) সেবা করতে হলে বাপদাদাকে নিজের নজরে লীন করে নাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই আত্মাতে লাইট আসবে, জ্ঞানবান আত্মা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে"

প্রশ্ন :- মায়া কোন্ বাচ্চাদের সামান্যতমও বিরক্ত করতে পারে না ?"

উত্তর:- যারা সুপরিপক্ক যোগী হয়, যারা যোগবলের দ্বারা নিজের সব কর্মেন্দ্রিয়কে শীতল করেছে, যারা যোগে থাকারই পরিশ্রম করে, মায়া তাদের সামান্যতমও বিরক্ত করতে পারে না। যখন তোমরা বলিষ্ঠ যোগী (পরিপক্ক) হয়ে যাবে তখন সুযোগ্য হবে। সুযোগ্য হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে পিওরিটির (পবিত্রতা) দরকার।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। অজ্ঞানতার বশে তোমাদের আত্মা ডাল বা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। হীরেতে যে ঔজ্জ্বল্য থাকে, পাথরের তা থাকে না। সেইজন্য বলা হয় পাথরের মতো ডাল বা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আবার আগ্রত হলে বলা হয় এ হলো যেন পরশমণি। এখন অজ্ঞানতার কারণে আত্মার জ্যোতি নিষ্প্রভ (ডিম) হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ কালো হয় না, নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে কালো হয়ে গেছে। সবার আত্মা একরকম হয়। শরীরের গড়ন অনেক প্রকারের হয়। আত্মা তো একই হয়। এখন তোমরা বোঝো আমি হলাম আত্মা, বাবার বাচ্চা। এই সমগ্র জ্ঞান ছিলো, সেটা আবার ধীরে- ধীরে চলে গেছে। যেতে যেতে শেষে কিছু না থাকলে বলা হবে অজ্ঞান। তোমরাও অজ্ঞানী ছিলে। এখন জ্ঞানের সাগরের থেকে জ্ঞানী হচ্ছে, আত্মা তো হলো খুব সূক্ষ্ম। এই চোখের দ্বারা দেখাও যায় না। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চাদের নলেজফুল করে তুলছেন, তবেই তোমরা জাগরিত হও। সেখানে ঘরে- ঘরে আলো আছে। এখন ঘরে-ঘরে হলো অন্ধকার অর্থাৎ আত্মা ডিম (নিষ্প্রভ) হয়ে গেছে। এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে লাইট এসে যাবে আবার তোমরা জ্ঞানবান হয়ে যাবে। বাবা কারোর গ্লানি করেন না। তিনি তো ড্রামার রহস্য বোঝান। বাচ্চাদের বলেছেন এরা সব মতিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কে বলে? বাবা। বাচ্চারা, শ্রীমতের আধারে তোমাদের কতো সুন্দর বুদ্ধি হয়েছিল। এখন তোমরা ফিল করছো। তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। জ্ঞানকে পড়াশোনা বলা হয়। বাবার এই ঈশ্বরীয় পাঠের দ্বারা আমাদের জ্যোতি জাগরিত হয়ে উঠেছে, একেই সত্যিকারের দীপাবলী বলা যায়। ছোটবেলায় মাটির প্রদীপে তেল ঢেলে দীপ প্রজ্জ্বলিত করতাম। প্রথা অনুসারে সেটাই চলে আসছে। এতে কোনো দীপাবলী হয় না। এই আত্মা যা ভিতরে আছে তা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বাবা এসে এর জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করেন। বাচ্চাদের কাছে এসে নলেজ দেন, পঠন-পাঠন করান। স্কুলে যেমন টিচার পড়ায়। সেটা হলো স্থূল জাগতিক নলেজ, এটা হলো অসীম জগতের নলেজ। কোনো সাধু-সন্তও কি পড়ায়! রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য আর অন্তের নলেজ কখন শোনো? কখনো কি কেউ এসে পড়িয়েছে? শুধুমাত্র এক বাবা পড়ান, তাই ওঁনার কাছে পড়াশুনা করা উচিত। বাবা অনায়াসেই আসেন। আমি আসছি বলে কি আর ঢ্যাঁড়া পেটান! অনায়াসেই এসে প্রবেশ করেন। তিনি আওয়াজই তো করতে পারেন না যতক্ষণ না তাঁর অরগ্যান্স প্রাপ্তি হয়। আত্মাও অরগ্যান্স ব্যতীত আওয়াজ করতে পারে না, যখন শরীরে আসে তখন আওয়াজ করে। তোমরা লোককে বোঝালে কেউ মানবে না। বাচ্চাদের যখন এই নলেজ দেওয়া হয় তখন বুঝতে পারে। এই নলেজ এক বাবা ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। বিনাশের সাক্ষাৎকারও কি চায় আর! এটাও বাবা এসেই করান। ড্রামা অনুসারে পুরানো দুনিয়া এখন বিনষ্ট

হবে। নূতন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। যাদের বাবার থেকে নলেজ নেওয়ার আছে তারা আসতে থাকে। কতো জনকে জ্ঞান দিয়ে থাকবে? অগণিত, একেকটা গ্রাম থেকে কত শত আসছে। আত্মা আর পরমাত্মার মেলা এই একবারই ঘটে। সঙ্গমযুগেই আসে। বাবা এসে নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। যাদের জ্যোতি জাগরিত করেন, তারা গিয়ে আবার অন্যদের জ্যোতি জাগরণ করে। তোমাদের সবাইকে এখন গৃহে ফিরে যেতে হবে। এর জন্য বুদ্ধি দ্বারা কাজ করতে হবে। ভক্তি মার্গে তো হলো অন্ধকার। জ্ঞান দেওয়ার জন্য তো এক বাবাকেই চাই। তিনি আসেনই সঙ্গমে। পুরানো দুনিয়ায় জ্ঞান মেলে না। মানুষের মনের মধ্যে আছে এখনো চল্লিশ হাজার বছর পড়ে আছে। সম্পূর্ণ ভাবে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আছে। মনে করে চল্লিশ হাজার বছর পরে ভগবান আসবেন। অবশ্যই এসে জ্ঞান প্রদান করে সঙ্গতি করবেন। ঘোর অজ্ঞানতা বলবে না কী ! একে অজ্ঞান অন্ধকার বলা হয়। অজ্ঞানীদের জ্ঞান চাই। ভক্তিকে জ্ঞান বলা যায় না। আত্মাতে জ্ঞান নেই, ডাল বুদ্ধি হওয়ার জন্য মনে করে ভক্তিই হলো জ্ঞান। একদিকে মনে করে জ্ঞান সূর্য আসার ফলে আলোকিত হবে, কিন্তু কিছু বোঝে না। কীর্তন করে - জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত হলো...কিসের জন্য বলে জ্ঞান সূর্য? কখন আসে, এটা কেউ জানে না। পন্ডিতরা বলবে, কলিযুগ সম্পূর্ণ হলে তখন আলোকিত হবে।

এসব কথা বাবা এসে বোঝান। বাচ্চারা নম্বর অনুযায়ী বোঝে। টিচার বাচ্চাদের পড়ায়, এক ভাবে তো বাচ্চারা পড়ে না। পড়াতে একরকম মার্কস তো কখনো হয় না। তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা এসেছেন। এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশও সামনে উপস্থিত। এখনই বাবার থেকে জ্ঞান নিতে হবে আর যোগও শিখতে হবে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেন, এই সঙ্গমেই এসে এই শরীরকে লোন নিই অর্থাৎ প্রকৃতির আধার নিই। আর গীতাতেও এই শব্দ আছে, আর কোনো শাস্ত্রের নাম করেন না বাবা। এক গীতাই আছে। এটা হলোই রাজযোগের পড়াশুনা। নাম রেখে দিয়েছে গীতা। এতে প্রথমদিকে লেখা আছে ভগবানুবাচ। এখন ভগবান কাকে বলা যায় ? ভগবান তো হলেন নিরাকার, ওঁনার নিজের তো শরীরই নেই। সেটা হলো নিরাকারী দুনিয়া, যেখানে আত্মারা থাকে। সূক্ষ্মবতনকে দুনিয়া বলা যায় না। এটা হলো স্থূল সাকার দুনিয়া, ওটা হলো আত্মাদের দুনিয়া। সমস্ত খেলা এখানে চলতে থাকে। নিরাকারী দুনিয়াতে আত্মারা কতো ছোটো-ছোটো। আবার পাট করতে আসে। বাচ্চারা, এই খেয়াল তোমাদের বুদ্ধিতেই বসানো হয়। একেই জ্ঞান বলা হয়। বেদ-শাস্ত্রকে বলা হয় ভক্তি, জ্ঞান নয়। তোমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে এতো যোগাযোগ হয়নি, বাবার (ব্রহ্মা) তো অনেক সঙ্গ করা আছে। অনেক গুরু করেছিলেন। সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি সন্ন্যাস নিয়েছেন কেন ? বাড়ী-ঘর কেন ত্যাগ করেছেন ? বলে বিকারের জন্য বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়, সেই জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়েছি। আচ্ছা, জঙ্গলে গিয়ে যে থাকো, সেখানে ঘর-বাড়ীর কথা মনে পড়ে ? বলে হ্যাঁ। বাবা তো দেখেছিলেন এক সন্ন্যাসী আবার বাড়ীতে ফিরেও গিয়েছিল। এটাও শাস্ত্রে আছে। মানুষ বাণপ্রস্থ অবস্থায় তখন যায় যখন বয়স বেড়ে যায়, ছোটো বয়সে তো বাণপ্রস্থ নিতে পারে না। কুষ্ঠ মেলাতে অনেক ছোট ছোট উলঙ্গ লোক আসে। ওষুধ খাওয়ায়, যাতে কর্মেন্দ্রীয় ঠান্ডা হয়ে যায়। তোমাদের তো হল, যোগবলের দ্বারা কর্মেন্দ্রীয়কে বশে রাখা। যোগবলের দ্বারা ক্রমশঃ বশ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়েই যায়। কেউ বলে বাবা মায়া খুবই বিরক্ত করে। ওখানে তো এরকম ব্যাপার হয় না। কর্মেন্দ্রীয় বশ তখনই হবে যখন তোমরা যোগে পাক্ষা বা দৃঢ় হবে। কর্মেন্দ্রীয় শান্ত হয়ে যাবে। এতে অনেক পরিশ্রম আছে। সেখানে এরকম ঘৃণ্য কাজ হয় না। বাবা এসেছেন এরকম ভাবে স্বর্গ ধামে নিয়ে যেতে। তোমাদের সুযোগ্য করে তুলছেন। মায়া তোমাদের না- লামেক বা অযোগ্য করে তোলে অর্থাৎ স্বর্গ বা জীবনমুক্তি ধামে চলার যোগ্য

। বাবা বসে সুযোগ্য করেন। এর জন্য পিওরিটি হলো ফাস্ট। গানও করে- বাবা, আমরা পতিত হয়ে পড়েছি, এসে আমাদেরকে পবান করো। পাবন মানে পবিত্র, গায়নও আছে অমৃত ছেড়ে বিষ কিসের জন্য থাকে। তার নাম বিষও, যে আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দেয়। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত। বাবা কতো বার এসেছেন, তোমাদের কাছে এসে কতো বার মিলিত হয়েছেন। তোমাদের কনিষ্ঠ থেকে উত্তমপুরুষ করছেন। আত্মা পবিত্র হলে আয়ুও বড় হয়ে যায়। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস (স্বাস্থ্য, সম্পদ, খুশী) সব প্রাপ্ত হয়ে যায়। এটাও তোমরা বোর্ডের উপর লিখতে পারো। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস ফর ২১ জেনারেশন (প্রজন্ম) ইন ওয়ান সেকেন্ড। বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় একুশ জন্মের জন্য। কোনো বাচ্চা বোর্ড লাগাতেও ভয় পায়। বোর্ড তো সবার ঘরে থাকেই। তোমরা যে হলে সার্জেনের বাচ্চা। তোমাদের হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস (স্বাস্থ্য, সম্পদ, হ্যাপিনেস) সব কিছুর প্রাপ্তি হয়। তবে তোমরা অন্যদেরও দাও। দিতে পারবে তো বোর্ডের উপর লিখে দাও না কেন ! তাহলে মানুষ এসে বুঝবে ভারতে আজ থেকে পাঁচ হাজার পূর্বে হেল্থ-ওয়েল্থ ছিলো, পবিত্রতাও ছিলো। অসীম জগতের পিতার উত্তরাধিকার এক সেকেন্ডে। তোমাদের কাছে অনেকে আসবে। তোমরা বসে বোঝাও এই ভারতই ছিল সোনার চড়ুই পাখী, এদের রাজ্য ছিলো। এসব আবার কোথায় গেল ? এরাই প্রথমে ৮৪ জন্ম নেবে। ইনি হলেন নম্বর ওয়ান, ইনিই আবার লাস্টে আসবেন। বাবা বলেন, এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আবার শুরু হবে। অসীম জগতের পিতা এসেই এই পদ প্রাপ্ত করান। শুধু বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মকে জেনে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তার জন্য পড়াশুনার তো দরকার আছে। তোমাদের বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। নূতন কেউ তো বুঝতে পারবে না। তোমরা জানো যে স্ব আত্মাকে বলা হয়। আমি আত্মা যে পবিত্র ছিলাম, শুরুর থেকে ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত করেছি। সেও বাবা বোঝান, তোমরা প্রথম দিকে শিবের ভক্তি শুরু করেছিলে। তোমরা তো অব্যাভিচারী ভক্ত ছিলে। বাবা ব্যাভীত কিছু বোঝাতে পারবে না। বাবা বলেন, মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা সর্বপ্রথম এই জন্ম নিয়েছিলে। কেউ বিতশালী হলে বলবে, আগের জন্মে সে ওরকম কর্ম করেছিলো। কেউ রোগী হলে বলবে পুরানো কর্মের হিসাবপত্র আছে। আচ্ছা, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কি কর্ম করেছিল ? এটা বাবা বসে বোঝান। এনার ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হলে আবার ফাস্ট নম্বরে আসতে হবে। ভগবান সঙ্গমযুগে এসেই রাজযোগ শেখান। এখন তোমরা মনে করছো যে বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আবারও তোমরা ভুলে যাবে। কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গুহ্য গতিও বাবা বুঝিয়েছেন, রাবণ রাজ্যে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সেখানে (সত্যযুগে) কর্ম অকর্ম হয়। সেখানে রাবণ রাজ্যই নেই। বিকার হয় না। সেখানে হলোই যোগবল। যখন যোগবলের দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হবো তো অবশ্যই পবিত্র দুনিয়াও চাই। পুরানো দুনিয়াকে অপবিত্র, নূতন দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। ওটা হলো ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, এটা হলো ভিসিয়াস ওয়ার্ল্ড বা দুঃশ্রিত দুনিয়া। বাবা এসেই বেস্যালয়কে শিবালয়ে পরিণত করেন। সত্যযুগ হলো শিবালয়। শিববাবা এসে তোমাদের সত্যযুগের জন্য সুযোগ্য করে তুলেছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো - তোমাদের জানা আছে এনারা এই পদ কি ভাবে প্রাপ্ত করেছেন ? বিশ্বের মালিক কি ভাবে হয়েছেন ? বাবা বলেন তোমরা জানো না, আমি জানি। তোমরা বাবার বাচ্চারাই বলতে পারো যে, আমরা আপনাদের বলতে পারি- এনারা এই পদ কি ভাবে প্রাপ্ত করেছেন। এরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়ে তারপর পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আসলে বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন আর রাজস্ব দিয়েছেন। এর আগে নম্বর ওয়ান পতিত ছিলো, আবার নম্বর ওয়ান পবিত্র হয়েছে। সম্পূর্ণ রাজধানী বা রাজস্ব ছিল। তোমাদের চিত্রতে সব ক্লীয়ার আছে- এদের রাজযোগ কে শিখিয়েছেন। উচ্চতমের চেয়েও

উচ্চ হলেনই পরমাত্মা। দেবতার তো শেখাতে পারেন না, ভগবানই শেখান, যাকে নলেজফুল বলা হয়ে থাকে। বাবা, টিচার, সঙ্করুও বলা যায়।

এই সব কথা তারাই বুঝতে পারে যারা শুরু থেকে শিবের ভক্তি করেছে। মন্দির বানিয়েছে যে, তাকে জিজ্ঞাসা করো- আপনি এই মন্দির তৈরী করেছেন, এরা এই পদ কীভাবে প্রাপ্ত করেছে? কবে এদের রাজ্য ছিলো? সেটা আবার কোথায় গেল? এখন এটা কোথায় আছে? তোমরা ৮৪ জন্মের কাহিনী বলো, তো খুব খুশী হবে। তোমাদের পকেটে একটা চিত্র রেখে দেবো। তোমরা যে কাউকেই বোঝাতে পারো। শুরু থেকে যারা শিবের ভক্তি করেছিল, তারা শুনবে, খুশী হতে থাকবে। তোমরা বুঝে যাবে ইনি আমাদের কুলের। প্রতিদিন বাবা খুব সহজ যুক্তি সমূহ বলে দেন। তোমাদের এখন বোধগম্য হয়েছে যে পরমপিতা পরমাত্মাই সকলের সঙ্গতি দাতা। ২১ জন্মের জন্য সত্যযুগী বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যায়। ২১জন্মের উত্তরাধিকার এই পঠন-পাঠনের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। টপিকও (বিষয়) অনেক আছে, বেশ্যালয় আর শিবালয় কাকে বলা হয় - এই টপিকের উপর তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার জীবন কাহিনী বলতে পার। লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্মের কাহিনী-এটাও একটা টপিক। বিশ্বে শান্তি কীভাবে ছিলো, আবার কীভাবে অশান্তি শুরু হলো, এখন আবার কীভাবে শান্তি স্থাপন হতে চলেছে- এটাও টপিক। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এখন উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য স্মরণের শক্তির দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। কর্মেন্দ্রীয়ার দ্বারা কোনো বিকর্মই করতে নেই।

২) জ্ঞানবান হয়ে আত্মাদের জাগরিত করার সেবা করতে হবে। আত্মারূপী জ্যোতিতে জ্ঞান-যোগের ঘূত ঢালতে হবে। শ্রীমতের আধারে বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করতে হবে।

বরদান :- মালিক ভাবের স্মৃতি দ্বারা "মন্মনাভব"র স্থিতি

তৈরী করতে সক্ষম মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

সর্বদা এই স্মৃতি ইমার্জ রূপে যেন থাকে যে, আমি হলাম আত্মা "করাবনহার", মালিক, বিশেষ আত্মা, মাস্টার সর্বশক্তিমান- এই মালিক ভাবের স্মৃতিতে মন-বুদ্ধি আর সংস্কার নিজের কন্ট্রোলে থাকবে। আমি হলাম আলাদা এবং মালিক। এই স্মৃতির দ্বারা "মন্মনাভব" র স্থিতি সহজ হয়ে যাবে। এই পৃথকীকরণের অভ্যাস কর্মজীত করে দেবে।

শ্লোগান -: গ্লানি বা ডিস্টারবেন্সকে সহন করা আর অন্তর্লীন করা অর্থাৎ নিজের রাজধানী নিশ্চিত করা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের প্রকৃত সত্য স্বাধীনতা প্রদান করতে, মৃত্যুর সাজা ভোগ থেকে মুক্ত করতে, রাবণের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে

প্রশ্ন :- বাবা এবং বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বোঝানোর মধ্যে কি তফাৎ আছে ?

উত্তর :- বাবা যখন বোঝান, তখন 'মিষ্টি বাচ্চারা' বলে সম্বোধন করেন, ফলে বাবার কথাটি বুদ্ধিতে বসে। তোমরা বাচ্চারা নিজেদের আত্মা রূপী ভাইদের বোঝাও, তাই 'মিষ্টি বাচ্চারা' বলতে পারো না। বাবা হলেন বরিত্ত তাই তাঁর কথার প্রভাব পড়ে। তিনি বাচ্চাদের রিয়েলাইজ করান - বাচ্চারা, তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না, তোমরা পতিত হয়ে গেছ ! এখন পবিত্র হও ।

ওম্ শান্তি । অসীমের আধ্যাত্মিক (রুহানী) পিতা বসে অসীমের আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এবং তা অসীম জগতের পিতা এবং অসীম জগতের বাচ্চারা-ই জানে। অন্য কেউ অসীম জগতের পিতাকে জানে না, নিজেদের অসীম আধ্যাত্মিক পিতার সন্তান রূপেও স্বীকার করে না। ব্রহ্মা মুখবংশী আত্মারা-ই কেবল জানে ও মানে। অন্য কেউ তো এই কথা মানতেও পারবে না। ব্রহ্মাও অবশ্যই চাই, যাঁকে আদি দেব বলা হয়, যাঁর মধ্যে শিব বাবার প্রবেশ ঘটে। বাবা এসে কি করেন ? বলেন পবিত্র হতে হবে। বাবার শ্রীমং হল নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাচ্চাদের আত্মার পরিচয়ও দিয়েছেন। আত্মা ব্রহ্মকুটি দ্বয়ের মাঝখানে বাস করে। বাবা বুঝিয়েছেন, আত্মা হল অবিনাশী, তার বসার আসন হল এই বিনাশী দেহটি। এই কথা তোমরা জানো যে, আমরা সবাই হলাম আত্মা, আমরা আত্মারা পরস্পরের ভাই-ভাই, এক পিতার সন্তান। ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী এই রূপ বলাটা ভুল। তোমরা ভালো ভাবে বোঝাও, প্রত্যেক আত্মার মধ্যে ৫ টি বিকারের প্রবেশ রয়েছে অতএব অনেকে বোঝে এরা সঠিক বলছে। আমরা হলাম ভাই-ভাই তো বাবার কাছে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু এই খান থেকে বাইরে গেলে মায়ার ঝড়ে হারিয়ে যায়। খুব সামান্য সংখ্যক মানুষ থেকে যায়। সব জায়গায় এই হাল -ই হয়। কেউ একটু ভালো করে বুঝলে আরও বেশি বুঝবার চেষ্টা করে। এখন তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। যদি কেউ বেশি মনোযোগ না দেয় তাহলে বলা হবে তারা পুরানো ভক্ত নয় । এইসব কথা যার বুঝবার বোধ শক্তি থাকবে সে-ই বুঝবে। কেউ যদি না বোঝে তাহলে বোঝাতেও পারবে না। তোমাদের কাছেও নম্বর অনুযায়ী আছে, কোনো বড় লোককে বোঝাতে এমন শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের পাঠানো হয়। যদি কিছু বুঝতে পারে। এই কথা তো জানো বড় লোকেরা সহজে বুঝবে না। হ্যাঁ, যদিও মতামত (অপিনিয়ন) দেয় - এনার বোঝানোর পদ্ধতি খুব ভালো। বাবার পরিচয় পুরো দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের নিজের কাছে সময় কোথায়। তোমরা বল অসীমের পিতাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে।

এখন তোমরা বুঝেছ বাবা ডাইরেক্ট আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। ডাইরেক্ট শুনলে জ্ঞান-বাণ লক্ষ্য ভেদ করে। তারা বি.কে.দের দ্বারা জ্ঞান শোনে। এখানে পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ডাইরেক্ট বোঝাচ্ছেন - হে বাচ্চারা, তোমরা বাবার কথা অমান্য কর। তোমরা সবাই কাউকে এমন করে বলতে পারবে না, তাইনা। সেখানে তো বাবা নেই। এখানে বাবা বসে আছেন, বাবা কথা বলছেন। বাচ্চারা, তোমরা বাবার কথাও মানবে না ! অজ্ঞানকালেও সময়েও পিতার বোঝানো কথায় এবং ভাইয়ের বোঝানো কথায় তফাৎ থাকে। ভাইয়ের কথায় এতখানি প্রভাব পড়বে না যত

বাবার কথায় প্রভাব পড়বে। বাবা যদিও বড়, গুরুজন, তাই ভয় থাকবে। তোমাদেরও বাবা বোঝান - নিজের পিতাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না ! তোমরা ক্ষণে ক্ষণে আমায় ভুলে যাও। বাবা ডাইরেক্ট বলেন তাই সহজে প্রভাব পড়ে। আরে, বাবার কথা অমান্য কর ! অসীম জগতের বাবা বলেন, এই জন্ম নির্বিকারী হও তাহলে ২১ জন্ম নির্বিকারী হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এই কথা অমান্য কর কেন ! বাবা বললে বুদ্ধিতে জ্ঞান বাণ সঠিকভাবে লাগে। তফাৎ তো থাকে, তাইনা। এমনও নয় যে সর্বদা নতুনদের সঙ্গে বাবা দেখা করবেন। তারা উল্টো পাঁটা প্রশ্ন করে। তাদের বুদ্ধিতে বসে না, কারণ এই কথা গুলি হল একেবারে নতুন কথা। গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। তা তো হতে পারে না। এখন ড্রামা অনুযায়ী জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বাচ্চারা ছুটে ছুটে আসো বাবার কাছে, ডাইরেক্ট মুরলি শুনতে। সেখানে তো ভাইদের কাছে শুনতে, এখন বাবার কাছে শুনছ। বাবার কথায় প্রভাব পড়ে। বাচ্চা সম্বোধন করে বাবা কথা বলেন। বাচ্চারা, তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না ! বাবাকে স্মরণ করো না ! বাবার সঙ্গে তোমাদের ভালোবাসা নেই কি ! কতটুকু স্মরণ কর ? বাবা এক ঘন্টা। আরে, নিরন্তর স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথায় আছে। বাবা সম্মুখে বোঝান - তোমরা বাবার কতখানি গ্লানি বা নিন্দা করেছ। তোমাদের উপরে তো কেস চলা উচিত। খবরের কাগজে কারো নামে নিন্দা লিখলে তার উপরে কেস করা হয়। এখন বাবা স্মরণ করচ্ছেন - তোমরা কি কি করতে। বাবা বোঝান ড্রামা অনুযায়ী রাবণের সঙ্গে পেয়ে এই রূপ অবস্থা হয়েছে। এখন ভক্তি মার্গ পূর্ণ হয়েছে, অতীত হয়েছে, মাঝখানে থামাবার জন্য কেউ তো থাকে না। দিন দিন নীচে নামতে নামতে তমোপ্রধান, বোধ-বুদ্ধিহীন হয়ে যায়। যাঁর পূজা করে তাঁর অবস্থান পাথরে কাঁকড়ে বলে দেয়। একেই বলে অসীমের বোধ জ্ঞান হীন। অসীম জগতের বাচ্চাদের অসীমের জ্ঞান নেই। একদিকে শিব বাবার পূজা করে, অন্যদিকে সেই পিতাকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে এতখানি বোধহীন অবস্থা ছিল যে বাবার গ্লানি বা নিন্দা করেছি। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, তাই এখন পুরুষার্থ করছ বেগার টু প্রিন্স হওয়ার। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স, তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় তাঁর ১৬ হাজার ১০৮ রানী ছিল, সন্তান ছিল ! এখন তোমাদের তো লজ্জা বোধ হবেই। কেউ পাপ করলে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে কান ধরে বলে - হে ভগবান, খুব বড় ভুল হয়েছে, দয়া করো, ক্ষমা করো। তোমরা কত বড় ভুল করেছ। বাবা বোঝান - ড্রামাতে এমনই আছে। যখন এমন অবস্থা হবে, তখনই তো আমি আসব।

এখন বাবা বলেন - তোমাদের সব ধর্মের মানুষের কল্যাণ করতে হবে। বাবা, যিনি সকলের সদগতি করেন, তাঁর জন্যে সকল ধর্মের লোক বলে দেয় তিনি হলেন সর্বব্যাপী। এই কথাটি কোথা থেকে শিখেছে। ভগবানুবাচ, আমি সর্বব্যাপী নই। তোমাদের জন্যে অন্যদেরও এমন অবস্থা হয়েছে। আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন কিন্তু বোঝে না। আমরা যখন প্রথমে পরমধাম থেকে আসি তখন পতিত ছিলাম নাকি ? দেহ অভিমানী হওয়ার দরুন পতিত হয়েছি। যে ধর্মের মানুষই আসুক, তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে পরম পিতা পরমাত্মার পরিচয় তোমরা জানো কি ? তিনি কে ? কোথায় বাস করেন ? তখন বলবে উপরে, বা বলবে সর্বব্যাপী। বাবা বলেন, তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই নষ্টের খাতায় এসে পড়েছে। নিমিত্ত হল তোমরা। সবাইকে বোঝাতে হয়। যদিও ড্রামা অনুযায়ী হয়, কিন্তু তোমরা পতিত তো হয়েছে, তাইনা। সবাই হল পাপ আত্মা। এখন পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য আহ্বান করে। সব ধর্মের মানুষকেই মুক্তিধাম ঘরে ফিরতে হবে। সেখানে হল পবিত্র। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে, যা বাবা এসেই বোঝান। এই জ্ঞান হল সব ধর্মের জন্য। বাবার কাছে

খবর এসেছিল, কোনও আচার্য বলেছিলেন আপনাদের সবাইকে আত্মার রূপে পরমাত্মা ভেবে প্রণাম করি। এবারে এতজন আত্মারা পরমাত্মা নাকি ? কিছুই বোধ নেই। যারা বেশি ভক্তরেনি, তারা টিকতে পারে না। সেন্টারেও বিভিন্ন আত্মারা ভিন্ন ভিন্ন সময় পর্যন্ত টিকে থাকে। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে ভক্তি কম করেছে, তাই টিকতে পারে না। তবুও যাবে কোথায়। দ্বিতীয় কোনো হাট তো নেই। এমন কি যুক্তি রচনা করলে মানুষ তাড়াতাড়ি বুঝবে। এখন তো সবাইকে সংবাদ দিতে হবে। এই কথাটি বলতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা-ই পুরোপুরি স্মরণ করতে না পারলে তোমাদের জ্ঞান বাণ লক্ষ্য ভেদ (মানুষের বুদ্ধি রূপী লক্ষ্য) করবে কিভাবে ? তাই বাবা বলেন, চার্ট রাখো। মুখ্য কথা হল পবিত্র হওয়ার। যত পবিত্র হবে, ততই নলেজ ধারণ হবে। খুশীও থাকবে। বাচ্চাদের তো অনেক খুশী হওয়া উচিত - আমরা সবার উদ্ধার করি। বাবা-ই এসে সদগতি প্রদান করেন। বাবার তো সুখ ও দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। এই কথাও এখনই বোঝানো হয়, সত্যযুগে নয়। সেখানে তো জ্ঞানের কথা-ই নেই। এখানে তোমরা অসীমের পিতাকে পেয়েছ তাই তোমাদের স্বর্গ প্রাপ্তির চেয়েও বেশি খুশী হওয়া উচিত।

বাবা বলেন, বিদেশে গিয়েও তোমাদের এই কথা বোঝাতে হবে। সব ধর্মের মানুষদের প্রতি তোমাদের দয়া হয়। সবাই বলে - হে ভগবান দয়া করো, রিস করো, দুঃখ থেকে মুক্ত করো। কিন্তু কিছুই বোঝে না। বাবা অনেক রকমের যুক্তি বলে দেন। সবাইকে এই কথা বলতে হবে যে তোমরা রাবণের কারাগারে বন্দী আছো। বলা হয় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হোক, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলা হয়, সে কথা কেউ জানে না। রাবণের কারাগারে তো সবাই ফেঁসে আছে। এখন প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করতে বাবা এসেছেন। তবুও রাবণের জেলে পরাধীন অবস্থায় থেকে পাপ কর্ম করতেই থাকে। প্রকৃত স্বাধীনতা কি ? এই কথা মানুষদের বলতে হবে। তোমরা খবরের কাগজেও লিখতে পারো - এখানে রাবণের রাজ্যে স্বাধীনতা আছে কী ? খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখা উচিত। বেশি কথা লিখলে কেউ বুঝবে না। বলা, কোথায় তোমাদের স্বাধীনতা, তোমরা তো রাবণের কারাগারে বন্দী আছো। বিদেশে তোমাদের নাম ডাক হলে এখানেও সবাই চট করে বুঝবে। একে অপরকে আক্রমণ করে। তাহলে এটাই কি স্বাধীনতা ? স্বাধীনতা তো তোমাদের বাবা দিচ্ছেন। রাবণের জেল থেকে মুক্ত করছেন। তোমরা জানো স্বর্গে আমরা শ্রেষ্ঠ ভাবে স্বাধীন, শ্রেষ্ঠ বিত্তবান রূপে থাকি। কারো দৃষ্টি পড়ে না। পরের দিকে যখন দুর্বল হই তখন সবার দৃষ্টি যায় তোমাদের ধনের দিকে। মহাম্মদ গজনী এসে মন্দির লুট করলে তোমাদের স্বাধীনতার ইতি ঘটে। রাবণের রাজ্যে পরাধীন অবস্থায় বাস কর। এখন তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। এখন প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্ত করছ। তারা তো স্বাধীনতার অর্থ বোঝে না। অতএব এই কথাও যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। যারা কল্প পূর্বে স্বাধীনতা প্রাপ্ত করেছিল, তারা-ই কথাটি মানবে। তোমরা বোঝাও তবু তর্ক বিতর্ক করে, এমন যেন বুদ্ধিহীন। সময় নষ্ট করলে কথা বলার ইচ্ছে হয় না।

বাবা এসে স্বাধীনতা প্রদান করেন। রাবণের পরাধীনতায় অনেক দুঃখ আছে। অপরিসীম দুঃখ আছে। বাবার রাজ্যে আমরা কতখানি স্বাধীন থাকি। স্বাধীনতা তাকে বলে - যখন আমরা পবিত্র দেবতায় পরিণত হই, রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত হই। প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল বাবা এসে প্রদান করেন। এখন তো পরের রাজ্যে সবাই দুঃখে আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় হল এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। তারা তো বলে ইংরেজি সরকার চলে গিয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখন তোমরা জানো যতক্ষণ পবিত্র না হয়েছি ততক্ষণ স্বাধীন বলা যাবে না। তারপরে কর্মের সাজা ভোগ করতে হবে। পদ মর্যাদাও ভ্রষ্ট

হয়ে যাবে। বাবা আসেন আত্মাদের ঘরে অর্থাৎ পরম ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সেখানে সবাই থাকে স্বাধীন। তোমরা সব ধর্মের মানুষদের বোঝাতে পারো - তোমরা হলে আত্মা, মুক্তিধাম থেকে এসেছ পাঠ প্লে করতে। সুখধাম থেকে দুঃখ ধামে তমোপ্রধান দুনিয়ায় এসে গেছ। বাবা বলেন তোমরা হলে আমার সন্তান, রাবণের নয়। আমি তোমাদের রাজস্ব ভাগ্য দিয়ে গেছিলাম। তোমরা নিজের রাজ্যে কতখানি স্বাধীন ছিলে। এখন আবার সেখানে যাওয়ার জন্যে পবিত্র হতে হবে। তোমরা অনেক বিত্তবান হও। সেখানে তো অর্থের চিন্তা থাকে না। যতই গরিব হোক কিন্তু ধনের চিন্তা থাকে না। সুখে থাকে। চিন্তা হয় এখানে। যদিও রাজধানীতে নম্বর অনুযায়ী পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। সূর্যবংশী রাজাদের মতন সবাই কি আর হবে। যতখানি পরিশ্রম ততখানি পদ মর্যাদা। তোমরা সব ধর্মের মানুষদের সার্ভিস কর। বিদেশিদেরও বোঝাতে হবে - তোমরা সবাই আত্মা রূপে ভাই ভাই হলে কিনা। সবাই শান্তিধামে বাস করে। এখন আছো রাবণের রাজ্যে। এখন ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যাওয়ার পথ তোমাদের বলে দিচ্ছি, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমায় স্মরণ করো। বলাও হয় ভগবান সবার উদ্ধার করেন। কিন্তু কিভাবে করেন তা জানে না। বাচ্চারা কখনও কনফিউজড হয়ে পড়লে বলবে, বাবা, আমাদের লিবারেট করে ঘরে নিয়ে চলো। যেন তোমরা ঝড়ের কবলে পড়ে জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলে। পথের সন্ধান পাচ্ছিলে না। তখন লিবারেটর এসে পথ বলে দিলেন। অসীম জগতের পিতাকেও বলা হয় - বাবা আমাদের উদ্ধার করুন। আপনি আগে চলুন, আমরাও আপনার পিছনে চলব। বাবা ব্যতীত কেউ পথ বলে দেয় না। কত শাস্ত্র পাঠ করেছে, তীর্থে গিয়ে কত ধাক্কা খেয়েছে কিন্তু ভগবানকে না জানার দরুন তাঁকে কোথায় খুঁজে পাবে। সর্বব্যাপী বলাতে আরও খুঁজে পাবে কিভাবে। কতখানি অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই এসে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বাইরে নিয়ে আসেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এক বাবাকে পেয়েছ, তাই আর কোনো কথায় চিন্তা করবে না। তাঁর মত অনুসারে চলে, অসীমের বুদ্ধিমান রূপে আনন্দ সহকারে সকলের উদ্ধার করার নিমিত্ত হতে হবে।

২) যমরাজপুরীর সাজা ভোগ থেকে রক্ষা পেতে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম, যা ধারণ করে বিত্তবান হতে হবে।

বরদান :- সেবায় নিয়োজিত থেকে কর্মাতীত স্থিতির অনুভবকারী তপস্কার প্রতিমূর্তি ভব

ব্যাখা: সময় কম, সেবাও অনেক আছে। সেবায় মায়ার আগমনের চান্স থাকে। সেবায় স্বভাব, সম্বন্ধের বিস্তার হয়, স্বার্থ ভাবও লুকানো থাকে, তাতে একটুও ব্যালাপ্স কম হলে মায়া নতুন রূপ ধারণ করে আসবে। তাই সেবা ও স্ব স্থিতির ব্যালাপ্স রাখার অভ্যাস করো। মালিক রূপে কর্মেন্দ্রিয় রূপী কর্মচারীদের দ্বারা সেবা করাও, মনে মনে শুধু একমাত্র বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় - এই স্মৃতি ইমার্য রাখো, তবেই বলা হবে কর্মাতীত স্থিতির অনুভাবী, তপস্কার প্রতিমূর্তি।

স্লোগান : - কারণ রূপী নিজেটিভ-কে সমাধান রূপী পজিটিভে পরিণত করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের খুশি হওয়া উচিত যে দুঃখহরণকারী, বাবা আমাদের সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন, আমরা স্বর্গের পরী হতে যাচ্ছি"

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের কোন্ স্থিতি দেখে বাবা দুঃখগ্রস্ত হন না- কেন ?

উত্তর:- কোনো কোনো বাচ্চা ফার্স্টক্লাস সুগন্ধ যুক্ত ফুল, কারো মধ্যে আবার বিন্দুমাত্র সুগন্ধ নেই, কারও অবস্থা খুব ভালো থাকে (আত্মিক স্থিতি), কেউ বা মায়ার তুফানে পরাজিত হয়, এইসব দেখেও বাবা চিন্তাগ্রস্ত হন না। কেননা বাবা জানেন সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে । তবুও বাবা শিক্ষা প্রদান করে বলেন -- বাচ্চারা, যতটা সম্ভব স্মরণে থাক, মায়ার তুফানে ভীত হয়ো না।

ওম্ শান্তি । অতীব মিষ্টি অসীম জগতের পিতা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বসে বোঝান । এটা তো বুঝেছ তাইনা - অতি মিষ্টি থেকে মিষ্টি বাবা, ওঁনার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । এখানে তো বেশ্যালয়ে বসে আছ। কত মিষ্টি বাবা, অন্তরে সেই অপার খুশি থাকা উচিত । বাবা আমাদের অর্ধকল্পের জন্য সুখধামে নিয়ে যান, দুঃখ হরণ করেন । একদিকে তিনি যেমন পিতা, অন্যদিকে শিক্ষকও । আমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলেন, যা আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না । এই চক্র কিভাবে, ৮৪ জন্ম কিভাবে অতিক্রান্ত হয় -- এই সমস্ত কিছুই তিনি খুব সহজভাবে বুঝিয়ে বলেছেন । তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন । এখানে তো থাকা যাবে না । সমস্ত আত্মাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন । সময় খুব অল্প । বলাও হয় - অনেক সময় চলে গেছে, অল্প কিছু অবশিষ্ট আছে সময় খুব কম, সেইজন্য বারংবার আমাকে স্মরণ কর, তবেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপের যে বোঝা সঞ্চিত হয়ে আছে, তা সমাপ্ত হবে । যদিও মায়ার যুদ্ধ চলবে । তোমরা আমাকে স্মরণ করতে বসবে, আর মায়া স্মরণ থেকে সরিয়ে দেবে, এও বাবা বলে দিচ্ছেন। সেইজন্য কখনও সে সব নিয়ে ভাববে না। যতই সংকল্প, বিকল্প, তুফান আসুক না কেন, সারারাত সংকল্পের জন্য ঘুম না হলেও ভীত হবে না । বাহাদুর (সাহসী) হতে হবে । বাবা বলেন, এসব অবশ্যই আসবে, স্বপ্নও দেখবে, কিন্তু এইসব বিষয়ে ভীত হবে না । যুদ্ধের ময়দান এটা, তাইনা । সবই বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা যুদ্ধ করছ মায়াকে জয় করার জন্য, এর মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করার ব্যাপার নেই । আত্মা যখন শরীরে থাকে তখন শ্বাস-প্রশ্বাস চলে । এর জন্য শ্বাস -প্রশ্বাস বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত নয় । হঠযোগ ইত্যাদিতে কত পরিশ্রম করতে হয়, বাবার অনুভব আছে (ব্রহ্মা বাবা)। অল্প-স্বপ্ন হঠযোগ শিখেছিলেন। কিন্তু সময়ও তো দরকার, তাইনা । যেমন আজকাল তোমরা বাচ্চাদের জন্য বলা হয় জ্ঞান তো অনেক আছে কিন্তু সময় কোথায়। এতো কারখানা আছে, এটা ওটা আছে.....। বাবা তোমাদের বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, একমাত্র বাবাকে আর চক্রে স্মরণ কর, তাহলেই হবে । এটা কি খুব কঠিন?

সত্যযুগে - ত্রেতাতে সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল। তারপর ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে । ওরা তখন নিজেদের ধর্মকে ভুলে যায়, নিজেদের দেবী-দেবতা বলতে পারে না। কেননা অপবিত্র হয়ে পড়ে । দেবতারা তো পবিত্র ছিল । ডামার প্ল্যান অনুসারে ওরা তারপর নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় । বাস্তবে হিন্দু বলে কোনও ধর্ম নেই । হিন্দুস্তান নাম তো পরে এসেছে । প্রকৃত নাম হলো ভারত । বলাও হয়ে থাকে ভারত মাতাদের জয়, হিন্দুস্তান মাতাদের জয়

তো বলা হয় না । ভারতেই এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল । ভারতেরই মহিমা করা হয় । সুতরাং বাবা বাচ্চাদের বসে শেখান, বাবাকে কিভাবে স্মরণ করতে হয়। বাবা তো এসেছেনই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । কাদের নিয়ে যেতে এসেছেন ? আত্মাদের । তোমরা যত বাবাকে স্মরণ কর ততই পবিত্র হয়ে ওঠো । পবিত্র হলে সাজাও পেতে হবে না । যদি সাজা থাকে, তবে পদও কম হয়ে যাবে । সেইজন্য যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । অনেক বাচ্চা আছে যারা স্মরণ করতে ব্যর্থ হয়, বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেয়, এমনও আছে যুদ্ধ করে না (মায়ার সাথে) । বোঝে যে রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে । অনেকেই অসফল হবে । গরীব প্রজাও তো চাই, তাইনা । যদিও ওখানে কোনও দুঃখ নেই, কিন্তু গরীব আর বিত্তবান প্রতিটি স্তরেই থাকবে । এ হলো কলিযুগ, এখানে গরীব হোক বা বড়লোকই হোক, উভয়েই দুঃখ ভোগ করে থাকে । ওখানে গরীব - বড়লোক উভয়েই সুখে থাকে । ধনী বা দরিদ্র হওয়ার অনুভব থাকলেও দুঃখ লেশমাত্র থাকে না । অবশিষ্ট নম্বরানুসারে হবে তাই না! কোনও রোগ থাকবে না, আয়ু বৃদ্ধি হবে । এই দুঃখের ধামকে ভুলে যায় । সত্যযুগে তোমাদের দুঃখের কথা স্মরণেও আসবে না । দুঃখধাম আর সুখধামের কথা বাবা-ই এসে স্মরণ করিয়ে দেন । মানুষ বলে স্বর্গ ছিল, কিন্তু কবে ছিল, কেমন ছিল ? কিছুই জানে না । লক্ষ বছর বলার কারণে কারো স্মরণেই আসে না । বাবা বলেন, কাল তোমাদের সুখ ছিল, কাল আবার সুখ হবে । সুতরাং বাবা এখানে বসে তাঁর ফুলদের দেখেন । এই আত্মা সুন্দর ফুল, এ এইভাবে পুরুষার্থ করে । এই আত্মা স্পর্শবুদ্ধি সম্পন্ন নয়, পাথর বুদ্ধি । বাবার কোনও বিষয়ে চিন্তা থাকে না, তবে হ্যাঁ, তিনি ভাবেন যে, বাচ্চারা শীঘ্রই পঠন-পাঠন করে বিত্তশালী হয়ে উঠুক, অন্যদেরও পড়াশোনা করাতে হবে । ঈশ্বরীয় সন্তান তো হয়েছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠুক, কতদূর নিজেরা পড়াশোনা করে অন্যদেরও করাচ্ছে, কতখানি সুগন্ধি ফুল হয়ে উঠেছে-- এসবই বাবা বসে প্রত্যক্ষ করছেন। কেননা এ হলো চৈতন্য ফুলদের বাগান। সুগন্ধি ফুলদের দেখলেই কত খুশির অনুভব হয়। বাচ্চারা নিজেরাও বুঝেছে, বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন । বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে পাপ কাটতে থাকবে । নয়তো সাজা খেয়ে তারপর পদ প্রাপ্ত হবে । একে বলা হয় শাস্তি ভোগের পর ভোজন লাভ। বাবাকে এমনভাবে স্মরণ করো যাতে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যায় । তার সাথে চক্রকেও জানতে হবে । সৃষ্টি চক্র ঘুরতেই থাকে, এ কখনোই বন্ধ হয় না । উঁকুনের মতো চলতে থাকে, উঁকুন সবচেয়ে ধীরে চলে । এই অনন্ত ড্রামাও অতি ধীরে ধীরে চলে । ঘড়ির কাঁটার মতোই টিক্ টিক্ করে চলে। ৫ হাজার বছরে প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট কত সময়ের জন্য হয়, তাও বাচ্চারা বের করে পাঠিয়েছে । লক্ষ বছরের বিষয় হলে কেউ-ই এর হিসেব বের করতে পারত না । এখানে বাবা আর বাচ্চারা বসে আছে । বাবা প্রত্যেককে বসে বসে দেখছেন -- এই বাচ্চারা কতটা বাবাকে স্মরণ করে, কতটা জ্ঞান ধারণ করেছে, অন্যদেরও কতটা কতটা বোঝাতে পারছে । খুব সহজ বিষয়, শুধু বাবার পরিচয় দিতে হবে । ব্যাজ তো বাচ্চাদের কাছে আছেই। সবাইকে বল, ইনি হলেন শিববাবা । যখন মানুষ কাশী যায়, তখনও শিববাবাকে স্মরণ করে । 'বাবা বাবা' বলে মাথা ঠুকতে থাকে । তোমরা হলে শালিগ্রাম । আত্মা ছোট তারার মত, তার মধ্যে কত পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে । আত্মা ছোট, বড় হয় না, বিনাশও হয় না । আত্মা অবিনাশী, তার মধ্যে ড্রামার পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে । হীরা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পাথর (রত্ন)। এর মতো শক্ত পাথর অন্য কিছু হয় না । জহরির সেটা জানে । আত্মার বিচার কর, কত ক্ষুদ্র অথচ তার মধ্যে অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে । আত্মা কখনোই অবিনাশী ড্রামা থেকে বেড়িয়ে পড়ে না । দ্বিতীয় কোনও আত্মা হয় না । এই দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যাকে আমরা একাধারে বাবা, টিচার এবং সঙ্গী বলতে পারি। ইনিই একমাত্র অসীম জগতের পিতা,

এবং শিক্ষক যিনি সবাইকে শিক্ষা প্রদান করে বলেন, মনমনাভব । তোমাদেরও বলে থাকেন যদি অন্য কোনো ধর্মের কাউকে পাও তাকেও জিজ্ঞাসা কর আল্লাহকে স্মরণ কর তো ! আল্লাহ সবারাই ভাই-ভাই । এখন বাবা শিক্ষা প্রদান করে বলছেন মামেকম্ স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবা হলেন পতিত-পাবন । এ কথা কে বলে? আল্লা বলে । যদিও মানুষ গীত গায় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না ।

বাবা বলেন -- তোমরা সবাই সীতা। আমি রাম । সমস্ত ভক্তদের সঙ্গতি দাতা আমি । সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করি । অবশিষ্ট আল্লাহ মুক্তিধামে চলে যায় । সত্যযুগে দ্বিতীয় কোনও ধর্ম হয় না, শুধুমাত্র আমরাই থাকি কেননা আমরাই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করে থাকি । এখানে দেখা কত অসংখ্য মন্দির । এত বড় দুনিয়াতে কত অসংখ্য জিনিস রয়েছে । ওখানে এসব কিছুই থাকবে না । শুধুমাত্র ভারত থাকবে । এই রেল ইত্যাদি যানবাহনও থাকবে না । এই সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে । ওখানে রেলের প্রয়োজনই নেই । ছোট শহর হবে । রেল তো প্রয়োজন দূর-দূরান্তের গ্রামে যাওয়ার জন্য । বাবা বাচ্চাদের রিফ্রেশ করছেন, ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টস বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। এখানে বসে আছে, বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । যেমন পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান পরিপূর্ণ, যা তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে থাকেন । উচ্চ থেকে উচ্চতর শান্তিধামের নিবাসী শান্তির সাগর বাবা । আমরা আল্লাহ সবারাই ঐ সুইট হোমের নিবাসী । শান্তির জন্য মানুষ কত মাথা ঠোকে । সাধুরাও বলে মনে কিভাবে শান্তি পাওয়া যায়। কতরকম যুক্তি রচনা করে থাকে । বলাও হয়ে থাকে -- আল্লা তো মন বুদ্ধি সহ থাকে, তার স্বধর্মই হলো শান্ত । মুখ তো নেই, কর্মেন্দ্রিয়ও নেই সুতরাং শান্তই হবে । আমরা আল্লাহদের নিবাস স্থান হলো সুইট হোম, যেখানে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে । ওখান থেকে প্রথমে আমরা আসি সুখধামে । এখন এই দুঃখ ধাম থেকে ট্রান্সফার হতে চলেছি সুখধামে । বাবা পবিত্র করে তুলছেন । কত বড় এই দুনিয়া । এত জঙ্গল ইত্যাদি কিছুই ওখানে থাকবে না, এতো পাহাড়ও থাকবে না । আমাদের রাজধানী থাকবে । যেমন স্বর্গের ছোট মডেল তৈরি করে তেমনই ছোট স্বর্গ হবে । শুধু অবাক হয়ে দেখ, কি হতে চলেছে । কত বড় সৃষ্টি, এখানে সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে চলেছে । তারপর এই সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, এসব কোথায় যাবে । সমুদ্র আর ধরিত্রীর বুকে চলে যাবে । এদের চিহ্নমাত্রও থাকবে না। সমুদ্রে যা চলে যায় তা সমুদ্র গর্ভে গিয়ে শেষ হয়ে যায় । সাগর গ্রাস করে নেয় । তব্ব তব্বতে, মাটি মাটিতে মিশে যায় । তারপর এই দুনিয়া সতোপ্রধান হয়ে ওঠে, ঐ সময়কে বলা হয় নতুন সতোপ্রধান প্রকৃতি । ওখানে তোমাদের ন্যাচারাল (প্রাকৃতিক) সৌন্দর্য হবে । লিপস্টিক ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না । সুতরাং তোমরা বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত । তোমরা স্বর্গের পরী হয়ে ওঠো ।

জ্ঞান গ্লান না করলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে না । অন্য কোনো উপায় নেই । বাবা তো চির সুন্দর, তোমরা আল্লাহ কালো হয়ে গেছ । প্রেমিক অতীব সুন্দর, মুসাফির যিনি এসে তোমাদের সুন্দর করে তোলেন । বাবা বলেন আমি এর মধ্যে (ব্রহ্মা বাবা) প্রবেশ করেছি, আমি কখনোই শ্যাম (অসুন্দর)হই না । তোমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে ওঠো । চির সুন্দর তো একজন, মুসাফির বাবা । এই বাবাও শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে ওঠেন (ব্রহ্মা বাবা)। বাবা তোমাদের সবাইকে সুন্দর করে সঙ্গ করে নিয়ে যান । তোমরা বাচ্চাদেরও সুন্দর হয়ে অন্যদেরও সুন্দর করে তুলতে হবে । বাবা তো শ্যাম-সুন্দর হন না। গীতায় ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের

নাম লেখা হয়েছে, একেই বলে মস্ত ভুল । সম্পূর্ণ বিশ্বকে সুন্দর করে তোলেন যে শিববাবা উনি সর্বপ্রথম তাকেই পরিবর্তন করেন যিনি স্বর্গের প্রথম সুন্দর, তারই নাম গীতায় লিখিত হয়েছে । এই বিষয়ে কেউ-ই কিছু জানে না । ভারত আবার সুন্দর হবে । ওরা তো ভাবে ৪০ হাজার বছর পরে আবার স্বর্গ হবে আর তোমরা বলতে পারছ সম্পূর্ণ কল্প ৫ হাজার বছরের । সুতরাং বাবা এসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন । উনি বলেন, আমি অর্ধকল্পের জন্য প্রেমিক হয়ে আসি । তোমরা আমাকে আহ্বান করে বলেছ -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমরা আত্মাদের, প্রেমিকাদের পবিত্র করে তোল । সুতরাং ওঁনার শ্রীমতে চলা উচিত । মেহনত (পুরুষার্থ) করা উচিত । বাবা এমন বলেন না যে, তোমরা কাজকর্ম করো না । কখনওই বলেন না । সবকিছুই করতে হবে । গৃহস্থ পরিবারে থেকে, সন্তান এবং পরিবারের সবার প্রতি দায়িত্ব পালন করে নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। কেননা আমি পতিত-পাবন । সন্তানের দায়িত্ব পালন কর কিন্তু আরও সন্তানের জন্ম দিও না । নয়তো সে সবই স্মরণে আসবে । পরিবারের সবাই থাকতেও তাদের ভুলে যেতে হবে। যা কিছু তোমরা দেখছ সবই শেষ হয়ে যাবে । শরীরও শেষ হয়ে যাবে । বাবার স্মরণে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে আবার নতুন শরীর প্রাপ্ত করবে । এ হলো বেহদের (অনন্ত) সন্ন্যাস । বাবা নতুন ঘর নির্মাণ করছেন, সুতরাং এই পুরানো ঘর থেকে মন সরে যায় । স্বর্গে কি নেই, অপার সুখ সেখানে । স্বর্গ তো এখানেই হবে । দিলওয়ারা মন্দির হল সেই স্মারক চিহ্ন । যার নীচে বসে তোমরা তপস্যা করছ, স্বর্গ কোথায় দেখাবে ? ওরা ছাদের (সিলিং) উপর স্বর্গ দেখিয়েছে । নীচে তোমরা বসে রাজযোগ তপস্যা করছ, উপরে তোমরা রাজত্ব করছ। কত সুন্দর ঐ মন্দির। উপরে অচলঘর, সেখানে সোনার মূর্তি এবং সর্বোচ্চ স্থানে গুরু শিখরকে দেখানো হয়েছে । গুরু সর্বোচ্চ শিখরে বসে আছেন। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন সদ্ধুরু। মাঝখানে ওরা স্বর্গকে দেখিয়েছে। সুতরাং এই দিলওয়ারা মন্দির সম্পূর্ণ স্মৃতি বহন করে চলেছে, তোমরা রাজযোগ শিখছ তারপর স্বর্গ ওখানে নির্মাণ হবে । ওখানে দেবতারা ছিল, তাইনা । তাদের জন্যই এখন পবিত্র দুনিয়া নির্মাণ হচ্ছে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সূমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এই চোখ দ্বারা সব কিছু দেখেও সব ভুলে যাওয়া অভ্যাস করতে হবে । পুরানো গৃহ থেকে, দুনিয়া থেকে মনকে সরিয়ে নিতে হবে । নতুন গৃহকে স্মরণ করতে হবে ।

২) জ্ঞান গ্লান করে সুন্দর পরী হয়ে উঠতে হবে । যেমন বাবা সুন্দর গৌরকান্তি পথিক (মুসাফির) তেমনই তাঁর স্মরণে আত্মাকে শ্যাম থেকে সুন্দর হতে হবে । মায়ার যুদ্ধে ভীত হওয়া উচিত নয়, বিজয়ী হয়ে দেখাতে হবে ।

বরদান:-- অনন্তের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা পুরানো সংস্কারের জাল থেকে সেফ থাকতে সমর্থ মাস্টার নলেজফুল ভব

পুরানো সংস্কারের কারণে সম্বন্ধ-সম্পর্কে সেবার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । সংস্কারই ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। কোনও রকম আকর্ষণ কারও প্রতি থাকলে সেখানে বৈরাগ্য আসতে পারে না । সংস্কারের বিন্দুমাত্র অংশও যদি অন্তরে নিহিত থাকে তবে তা সময়ানুসারে বংশের রূপ ধারণ করে, পরবশ করে ফেলে। সেইজন্য নলেজফুল হও । বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা পুরানো সংস্কার, সম্বন্ধ, পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারলেই সেফ থাকতে পারবে ।

স্লোগান :- মায়ার প্রতি নির্ভর্য হও আর নিজেদের সম্বন্ধের প্রতি নির্মাণ হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে যোগযুক্ত থাকার সাথে সাথে জ্ঞানের পঠন-পাঠনের প্রতিও সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। স্মরণের যোগে যেমন পবিত্র হওয়া যায়, জ্ঞানের পাঠেও তেমনি সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারো"

প্রশ্ন :- স্কলারশিপ নিতে চাইলে কি প্রকারের পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে ?

উত্তর :- স্কলারশিপ নিতে চাইলে জাগতিক সবকিছুর আকর্ষণে মন থেকে এমন ভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে যে, ধন-সম্পদ, ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসার ইত্যাদি কিছুই যেন স্মরণে না আসে। মনেতে কেবলমাত্র শিববাবাই স্মরণে আসবে, এছাড়া জাগতিক যা কিছু সবকিছুকেই সম্পূর্ণভাবে স্বাহা করতে হবে - তবেই উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে। বুদ্ধিতে এই আসক্তির-ঘোর থাকা আবশ্যিক যে, আমি কত উচ্চ-স্তরের পরীক্ষায় পাশ হতে চলেছি। আমার এই জ্ঞানের পাঠ কত উন্নত স্তরের আর তা পড়াচ্ছেন দুঃখহতা-সুখকর্তা বাবা, যিনি 'মোস্ট-বিলাভড' (অতি প্রিয়র থেকেও প্রিয়তম) বাবা তিনি স্বয়ং।

ওঁ শান্তি! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের বোঝাচ্ছেন, স্বয়ং বাবা যেখানে বি.কে.-দেরকে এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন, সেখানে তোমাদের কত গর্ববোধ করা উচিত। আসলে পাঠ কিন্তু পড়ে আত্মা। যা আত্মার মধ্যেই সংস্কারে পরিণত হয়, আর দেহ তো ভস্মে পরিণত হয়। সে উদ্দেশ্যেই পরমাত্মা বাবা আত্মারূপী সন্তানদের এই পাঠ পড়াতে আসেন। আত্মারা তা উপলব্ধিও করে যে, আত্মারাই এই পাঠ পড়ে এবং যোগও শেখে। তাই তো বাবা বলতে থাকেন- "যদি স্মরণে যোগযুক্ত হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে তোমাদের পাপ ভস্ম হতে থাকবে।" পতিত-পাবন তো এই এক এবং একমাত্র বাবা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে 'পতিত-পাবন' বলা যাবে না মোটেই। তবে কি লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা যাবে ? --অবশ্যই নয়। পতিত-পাবন যে কেবলমাত্র একজনই। এই একজনই সমগ্র দুনিয়াকেই পবিত্র-পাবন করে গড়ে তোলেন। যিনি বি.কে.-দের অতি আপন বাবা। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, তোমাদের বাবা হলেন 'মোস্ট-বিলাভড' (প্রিয়তমের থেকেও অতি প্রিয়)। ভক্তি-মার্গে থাকাকালীন যাকে তোমরা এতদিন স্মরণ করে এসেছো এই বলে যে- "ওগো বাবা এবার তুমি আসো, এসে আমাদের দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করে সুখ প্রদান করো।" সৃষ্টি-জগৎ কিন্তু সেই একই থাকে। চিত্রনাট্যের নিয়ম অনুসারে সবাইকেই এই চক্রে আসতে হয়। বাবা এই ৮৪-জন্মের চক্রেও বিস্তারে বুঝিয়ে দেন বাচ্চাদেরকে। আত্মাই নিজের সংস্কারকে সাথে করে নিয়ে যায়। আত্মারা তা জানে বর্তমানের এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে অথবা নরক থেকে স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ মনোযোগ সহকারে তাকে পড়তেই হবে। তাই তো বাবা স্বয়ং আসেন ওনার প্রিয় বি.কে.-বাচ্চাদেরকে আবারও সমগ্র বিশ্বের মালিক করে গড়ে তুলতে। সত্যি, এ যে অনেক বড় পরীক্ষায় পাশ করতে হয় বি.কে.-দেরকে। যেহেতু উচ্চতমেরও উচ্চের এই বাবা স্বয়ং এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ান বি.কে.-দেরকে। আর তাই তো সামনে বসে বাবা যখন পড়াতে থাকেন, তখন যেন কেমন একটা নেশার ঘোর অনুভব হয় তোমাদের। ক্রমে ক্রমে বাবা সেই নেশার ঘোর আরও বাড়িয়ে তোলেন। অমরলোকের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এত দূর-দেশ থেকে এখানে আসেন বাবা। যেহেতু এই দুনিয়ায় এমন একজনও নেই যে এই কাজ করতে পারে। বর্তমানে তোমরা যেমন দেবতাদের সামনে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাও, তোমরাও তেমন উপযুক্ত হয়ে দেবতা

হলে সবাই তোমাদের সম্মুখে মাথা নোয়াবে। তোমাদেরকে ঠিক তেমন করেই সমগ্র বিশ্বের মালিক করে গড়ে তুলতেই বাবা এখন আবার এসেছেন। অতএব তোমাদের কতই না নেশার ঝোঁক থাকা উচিত। তবে এমনটা হলে চলবে না যে, এখানে থাকাকালীন নেশার ঝোঁক রইলো আর বাইরে বেরোলেই তা কমে গেলো। বাচ্চারা বলছে - "বাবা, আমরা যে আপনাকে ভুলে যাই, তাই তো আপনাকে এই পতিত দুনিয়ায় এসে, পতিত শরীরে অবস্থান করে আমাদেরকে পড়িয়ে বিশ্বের মালিক করে গড়ে তুলতে হয়।" বাবা জানাচ্ছেন- "বাচ্চারা, তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারো-এ যে তোমাদের অনেক বড় লটারি প্রাপ্তির মতন। যদিও এখন তোমরা গুপ্তই থাকো। অতএব এমন উচ্চস্তরের এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ কত মনোযোগ সহকারে কত সুন্দর রীতিতে পঠন-পাঠন করা উচিত। কেবলমাত্র স্মরণের যোগেই তা সম্পূর্ণ হয় না, পঠন-পাঠনও সমভাবে করা আবশ্যিক। আর এই কারণেই তোমাদের মন-বুদ্ধিতে এই ধারণা যেন সর্বদাই চলতে থাকে, কি করে এই ৮৪-জন্মের চক্র ঘোরাতে হয়।

বাচ্চারা, তোমরা নিশ্চয় অনুভব করতে থাকো যে, বাবা তোমাদের মধ্যে খুব প্রবলভাবে জ্ঞানের নেশা জাগাতে থাকেন। তাই তো তোমাদের মতন এত উন্নত ব্যক্তিত্বের আর কেউ হতেই পারে না। এরই ফল স্বরূপ তোমরা সাধারণ মনুষ্য থেকে দেবতা হতে পারো। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের মালিক তোমরা বি.কে.-রা ছাড়া আর কেউই কি এমনটা হতে পারে ? খ্রিস্টানরা কত চেষ্টা করে সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে, কিন্তু অবিনাশী ড্রামার নিয়ম অনুসারে তোমরা বি.কে.-রা ছাড়া আর কেউই বিশ্বের মালিকানা পেতে পারে না। অন্যদেরকে এমন উন্নত স্তরের করে গড়ে তোলারও তো তেমন কোনও বাবার প্রয়োজন, কিন্তু তেমন ক্ষমতা সম্পন্ন আর তো কেউ নেই। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিও তেমনই উন্নত হওয়া দরকার। এই জ্ঞান অমৃতের মাত্রা (ডোজ) ধীরে ধীরে বাড়াতে হয়। কোনও এক পর্যায়ে থেমে থাকলে চলবে না অথবা এমনটা ভাবলে চলবে না যে, আমি তো বাবাকে এতই স্মরণ করি। যদিও এই স্মরণের দ্বারা পবিত্র হতে পারবে, কিন্তু পদ প্রাপ্তির কথাও তো ভাবতে হবে। ঠেলায় পড়ে পবিত্র তো সব বি.কে.-কে হতেই হবে। কিন্তু বাবা স্বয়ং যেখন এসেছেন এখানে বি.কে.-দেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক করে গড়ে তুলতে! যদিও সব আত্মারা অবশ্যই পৌঁছবে শান্তিধামে। সেখানে গিয়ে কি আর সবাই কেবল বসেই থাকবে ? তা হলে সে তো আর কোনও কাজেরই হলো না, আসল কাজের হলো সে, যে আবারও আসবে নতুন দুনিয়ার স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করতে। মূল কথাই হলো, তোমরা এখানে এসেছো স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করার লক্ষ্যে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ায় জন্য। যদিও সেই বাদশাহী পূর্বেও তোমরা পেয়েছিলে, কিন্তু মায়া তোমাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে। অতএব তোমাদের এখন আবার এমন হতে হবে যে, মায়া আর রাবণকে হারিয়ে জয় তোমাদের পেতেই হবে। সেই উদ্দেশ্যেই তো বাবা বি.কে.-দেরকে আগামী বিশ্বের মালিক করে গড়ে তুলছেন। অতএব এখন তোমাদের রাবণকে হারিয়ে জয় পেতেই হবে, যেহেতু রাবণ-রাজ্যে থাকতে থাকতে তোমরা যে বিকারী হয়ে গেছো। উদাহরণ স্বরূপ মনুষ্য-কূলকে বাঁদরের সাথে তুলনা করা হয়। যেহেতু সবচাইতে বিকারী স্বভাব বাঁদরের। কিন্তু দেবতারা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী। যদিওসেই দেবতারাই ৮৪-জন্ম নিতে নিতে পতিতে পরিণত হয়।

বাবা এবার বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তাদের কাছে যা ধন-সম্পদ, বাচ্চা-কাচ্চা, শরীর ইত্যাদি যা কিছুই আছে, সে সবকিছু থেকেই আকর্ষণ সরিয়ে ফেলতে হবে। এমনটা হওয়া মোটেই চলবে না যে, ব্যবসায়ীরা যেমন অর্থ উপার্জনের জন্য কেবল অর্থের পিছনেই ছুটে মরে। অথচ যার অল্প অর্থ

আছে, সে কিন্তু তেমনটা করে না। সবকিছুই তো রাবণের এই কয়েদখানাতেই পড়ে থাকবে। কোটি-কোটির মধ্যে কেউ কেউ এমন হবে যারা এই সবকিছুর আকর্ষণ মুক্ত হয়ে বাঁদর থেকে দেবতায় পরিণত হবে। আর যারা বিতশালী লাখপতি তারা তাদের ধন-সম্পত্তি আগলে রাখতে রাখতেই প্রাণ হারাবে। সারাঙ্কণই তারা কেবল ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত, বাচ্চা-কাচ্চা, ইত্যাদি ইত্যাদি স্মরণ করতে থাকে। আমৃত্যু এইসব স্মরণ করতে করতেই তাদের প্রাণ যায়। তাই বাবা জানাচ্ছেন, অন্তিমদশায় নিজেকে কিম্বা অন্য কিছুই যেন মনেতে না আসে। কেবলমাত্র পরমাত্মাকে স্মরণে রাখলেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভুল হয়ে যায়। বিতশালীদের ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুই তো এই মাটিতেই মিশে যাবে, যেহেতু তা অসং উপায়ে বা অসং উদ্দেশ্যে উপার্জিত। ফলে তা কোনও সং-কার্যে কাজে লাগে না। বাবা জানাচ্ছেন - উনি তো 'গরীব নওয়াজ' দীনের বন্ধু, তাই উনি কেবল গরীবদেরকেই সম্পত্তিবান বানান আর বিতশালীদের গরীব বানিয়ে ছাড়েন। এই প্রক্রিয়াতেই দুনিয়ারও বদল হয়। সত্যি, বিতবানদের কতই না অর্থের নেশা - কেউ বলে, আমার এত ধন-দৌলত-সম্পত্তি আছে, কারও এরোপ্লেন থাকার অহংকার, কারও দামী মোটরগাড়ীর আবার কারও বা বিশাল মহলের! বাবাকে স্মরণ করার জন্য এরা যতই মাথা ঠুকুক না কেন, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে স্মরণের যোগ মোটেই টেকে না। নিয়মেও তাই বলে অর্থাৎ কোটি কোটির মধ্যে এক-দুজনই কেবল তা পারবে। বাকী অন্যেরা তাদের ধন-সম্পদকেই স্মরণ করবে। যদিও বারবার বাবা বলতে থাকেন, দেহ সহিত দেহের সম্বন্ধের বা জাগতিক যা কিছু দৃশ্যত, এমন সবকিছুই ভুলে যাও। কারণ এইসবের মধ্যে আটকে পড়লে আর উচ্চ পদে আসীন হতে পারবে না। তাই তো বাবা এভাবে তোমাদেরকে পুরুষার্থ করিয়ে চলেছেন। এখানে তোমরা এসেছো নর থেকে নারায়ণ হতে, অতএব এর জন্য সম্পূর্ণভাবে যোগের পুরুষার্থ করে যেতে হবে। না কোনও পার্থিব বস্তু, না ধন-দৌলত, না বাচ্চা-কাচ্চা, ইত্যাদি কোনও কিছুই যেন স্মরণে না থাকে, কেবলমাত্র এক ও একমাত্র শিববাবা ছাড়া। তবেই তুমি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের স্ফলারশিপের মতন এত উন্নত পুরস্কার পাবে। লোকেরা তো বিশ্বশান্তির জন্য কত প্রকারের উপদেশ শুনিতে পাই পয়সার মেডেল পেয়ে তাতেই কত খুশী হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা কেমন পুরস্কার পাও ? তোমাদের পুরস্কার হলো সমগ্র বিশ্বের মালিকানা। তবে তা পেতে গেলে এমনটা হলে চলবে না যে, মাত্র ৫-৬ ঘন্টা স্মরণে রইলে আর তাতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হয়ে যাবে। না তত সহজ অবশ্যই নয়, এর জন্য খুব কঠিন পুরুষার্থ করতে হয়। খেয়াল রাখবে কেবলমাত্র এক ও একমাত্র শিববাবাই যেন স্মরণে থাকে, অন্য কিছুই যেন আর স্মরণে না আসে। যেহেতু এখন তোমরা মহান, নামী-দামী দেবতা হতে চলেছো।

এবার বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, একদা তেমরাই সেই পূজ্য স্বরূপ দেবতা ছিলে, মায়া তোমাদেরকে পতিত পূজারি বানিয়েছে। লোকেরা অনেকেই প্রশ্ন করে, ব্রহ্মাকে কি তোমরা দেবতা বলে মান্য করো - নাকি ভগবান হিসাবে মান্য করো ? তখন তাদেরকে উত্তর দেবে, বি কে-রা এমন কথা তো কখনোই বলে যে ব্রহ্মা ভগবান। সর্বপ্রথম এখানে এসে তোমরা বিস্তারে জানো-বোঝো। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে তো খুব ভালো-ভালো চিত্রাদি আছে, এর মধ্যে প্রথম হলো ত্রিমূর্তি, গোলা (সৃষ্টি-চক্র), কল্প-বৃক্ষ এগুলি এক নম্বরের। এগুলিই শুরুর চিত্র, বোঝাবার জন্য যা খুবই কাজের। পারলে বিলেত থেকে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও আনিতে নাও, যেহেতু সেখানকার লোকেরা তা ভালভাবে বুঝে উঠতে পারে না। তবে মুখ্য চিত্রগুলি হলো- ত্রিমূর্তি, গোলা আর ঝাড়। এগুলিতে বোঝানো হয়েছে কারা কারা কখন কখন আসে এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে। কখন অবলুপ্তি ঘটে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। এরপর কখন আবার শুরু হয় এক ধর্ম স্থাপনার কার্য, যখন অন্য সব ধর্মের নাশ হয়।

কল্প-বৃক্ষের সবচেয়ে উপরে শীর্ষে থাকেন শিববাবা এরপর ব্রহ্মা যিনি আবার বিষ্ণুও। আবার বিষ্ণু থেকেই ব্রহ্মা। এগুলিরই ব্যাখ্যা চিত্রায়িত হয়েছে ঐ চিত্রে। এছাড়া সূক্ষ্ম-বতন তো কেবল সাক্ষাৎকারের জন্য। বাবা স্বয়ং এসবের রচয়িতা। প্রথমে রচনা করেন সূক্ষ্ম-বতন তারপরে স্থূল-বতন। অতএব ব্রহ্মা মোটেই দেবতা নয়, দেবতা হলেন বিষ্ণু। তোমাদের যে সাক্ষাৎকার হয়, তা কেবল তোমাদেরকে বোঝাবার জন্য। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানেই বসে আছেন তোমাদের সামনেই। আর ব্রহ্মার সাথে যারা অর্থাৎ তোমরা সেই ব্রাহ্মণেরা যারা আগামীতে দেবতা হতে চলেছে। দেবতার সব সময়েই সুসজ্জিত থাকে। তাদেরকেই অ্যাঙ্গেল বা পরী বলা হয়। সেই ফুরিস্তা হবার পরেই তারপর তারা দেবতার পদ পায়। তাদের জন্ম হয় গর্ভ-মহলে। এইভাবেই পরিবর্তন হতে থাকে দুনিয়ার। তোমাদের এই বিশেষ জ্ঞানের যতই অগ্রগতি হতে থাকবে, সবকিছু ততই তোমরা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। এই ভাবেই ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। খুবই অল্প সময় আর অবশিষ্ট আছে। তোমরা এখানে এসেছো সাধারণ নর থেকে দেবতা নারায়ণ হতে। অকৃতকার্য হলে তখন তো অতি সাধারণ প্রজা হতে হবে। সাধু-সন্ন্যাসীরাও যার সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না। তারা তো প্রকৃত রামের (শিববাবার) প্রকৃত অবস্থাকেই ভুলে গেছে। তাই তো কীর্তন করে- "রাম রাজা, রাম প্রজা, রাম-ই সাহকার ★টীকা ~...। বাস্তবে যদি এমনটাই হয়, তবে সেই রাম রাজ্যে এমন অধর্ম হয় কি প্রকারে। -এমনই হয় ভক্তি-মার্গে। তাই তো তারা নিজেরাই বলে- এই মায়ার রাজ্যে কেবলই মিথ্যা, যেমন পঞ্চতন্ত্রের এই শরীরও মিথ্যা, মিথ্যা এই দুনিয়ার সবকিছুই.....! আসলে মায়ী, বলা হয় ৫-বিকারকে, তা কিন্তু ধন নয়। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। লোকেরা তো তেমন স্পষ্ট ভাবে জানেই না, মায়ী আসলে কি। বাবা এগুলিই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন ওঁনার মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে।

এবার বাবা বাচ্চাদের বলছেন- "আমি পরমপিতা পরম-আত্মা, বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি আমার থেকেও উন্নত স্তরের করে গড়ে তুলে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানাই। তোমরাও সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ছো। সত্যি, কত উন্নত স্তরের পঠন-পাঠন এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ। যে পাঠের দ্বারা কত সহজেই সাধারণ মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়া যায়। মনুষ্যকুল কলিযুগে - আর দেবতাকুল সত্যযুগে। এই দুয়ের মাঝে অর্থাৎ বর্তমানে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে তোমাদের অবস্থান, যে সময়কালে তোমরা এখন মনুষ্যকুল থেকে দেবতাকুলে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছো।" কত সহজ-সরল উপায়ে বাচ্চাদের তা বুঝিয়ে দেন বাবা। তবে তার জন্য বাচ্চাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে এবং অন্যদেরকেও এই জ্ঞান শুনিয়ে প্রজা বানাতে হবে। প্রতি কল্পেই তো কত অনেক প্রজা তৈরি করো, যারা সত্যযুগের বাসিন্দা হয়। এখন যদিও সত্যযুগ নয় যা অতীতে ছিল, কিন্তু সত্যযুগ তো আসবেই। তখন লক্ষ্মী-নারায়ণ সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়। তারই চিত্র রয়েছে তোমাদের সামনে। এরপর বাবা জানাচ্ছেন, এই জ্ঞানের পাঠ যা তোমাদের এখন দেওয়া হচ্ছে, পরে তা প্রায় লোপ হয়ে যায়, এরপর যখন দ্বাপরযুগ অর্থাৎ ভক্তি-মার্গ শুরু হয়, তখনই হয় রাবণ রাজ্যের উপস্থিতি। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে তার রহস্য তোমরা বিলেত-বিদেশেও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারো। অবশ্য লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের সাথে অন্য ধর্মের কোনও যোগসূত্র নেই। এর জন্যই বাবা বলেন- ত্রিমূর্তি আর কল্প-বৃক্ষের ঝাড়ই মুখ্য চিত্র। বোঝাবার জন্য খুবই সুন্দর এই দুটি চিত্র। এই কল্প-বৃক্ষের ঝাড় আর সৃষ্টি-চক্রের গোলাতেই বুঝে যাবে কোন কোন ধর্মের প্রবেশকাল কখন, খ্রিস্টান ধর্ম কখন আসে দুনিয়ায়। সৃষ্টি চক্রের অর্ধেকটায় সেইসব ধর্মগুলি আর প্রথম অর্ধেকটায় তোমরা অর্থাৎ সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশীরা। মোট ৫-হাজার বছরের এই অবিনাশী ড্রামা। যা রচিত হয়েছে

জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্যে। জ্ঞান অর্থাৎ দিন আর ভক্তি হলো রাত। এরপর আসে অসীম জগতের বৈরাগ্য। তোমরা তো জেনেছো, এই পুরানো দুনিয়া এবার বিনাশ হতে চলেছে। অতএব একে ভুলে থাকাই মঙ্গল। প্রকৃত পতিত-পাবন কে ? - তাও বুঝিয়ে প্রমান করতে হবে তোমাদেরই। লোকেরা তো দিনরাত গাইতেই থাকে- "পতিত পাবন সীতা রাম।" গান্ধীজী গীতা পাঠ করতেন, তাই উনিও গাইতেন - হে পতিত পাবন সীতাদের রাম।" তোমরা আত্মারা সবাই প্রকৃত অর্থে সীতা অর্থাৎ বধূর মতন প্রেমিকা। আর পরমাত্মা বাবা হলেন স্বামী। তারপরে লোকেরা বলে- "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।" কিন্তু এই রাজা রাম তো ত্রেতা যুগের এক রাজা। সবকিছুকে তালগোল পাকিয়ে একটা কুণ্ডলী বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতেই সবাই তালি বাজিয়ে এক সুরে তা গাইতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরাও পূর্বে তাই করতে, যখন তোমরা ভক্তি-মার্গে ছিলে। ব্রহ্মাবাবাও এক বছর কেবলমাত্র খাদি-র কাপড়চোপড় পড়েছিলেন। যেহেতু উনিও তখন গান্ধীজীর অনুগামী হয়েছিলেন। সবকিছুইতেই ব্রহ্মাবাবার অনুভব আছে। তাই তো উনি যেমন প্রথমে আবার তেমনই শেষে অবস্থান করেন। এবার আবার প্রথম স্থানে আসবেন। লোকেরা তোমাদের কাছে জানতে চায় যে, চতুর্দিকে ব্রহ্মার এত ছবি কেন ? তাদেরকে বোঝাতে হবে, ব্রহ্মার অবস্থান যে কল্পবৃক্ষের উপরিভাগে। এতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, সেই উনিই আবার এই পতিত দুনিয়ার একেবারে শেষভাগের নীচেও অবস্থান করছেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে একেবারে উপরিভাগে। দুই বিড়ালের লড়াই-ঝগড়ার মাঝে আসল মাখনটা যে কৃষ্ণই খেয়ে নেয়। মাতাদের অনেক সাক্ষাৎকার হয়, তাই মাতাদের ধারণা কৃষ্ণের মুখে মাখনের গোলা অথবা পূর্ণ-চন্দ্র। বাস্তবে তা হলো বিশ্বের বাদসাহী- যা তারা মুখের ভিতরে দেখে থাকে। তেমনি দুই-বিড়াল যখন লড়াই-ঝগড়াতে ব্যস্ত থাকে, মাঝখান থেকে আসল মাখনটা তোমরা দেবতারাই পেয়ে যাও। এই মাখন অর্থাৎ বিশ্বের বাদশাহীকপী মাখন। আজকাল কত উন্নত প্রযুক্তির ব্যোম ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। এমন ব্যোমও তৈরি হতে চলেছে, যা বিস্ফোরণ হলেই অগুণিত লোক মারা পড়বে। তবে তখন এমনটা হবে না যে, তারা চিৎকার করারও সুযোগ পাবে। যেমন হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যে ব্যোম বিস্ফোরণ হয়েছিল, তাতে ঘায়েল হয়ে এখনও অনেক বেঁচে আছে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন - "মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, অর্ধ কল্প তোমরা কতই না সুখে থাকো। কোনও প্রকারের লড়াই-ঝগড়া ইত্যাদির নামগন্ধও পর্যন্ত থাকে না সেখানে। এসবের শুরু হয়েছে অনেক পরে। ওখানে এসব কিছুই থাকে না তেমনি আগামীতেও থাকবে না। সৃষ্টি-চক্রের আবর্তন এভাবে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। খুব সহজ-সরল ভাবে সুন্দর রীতিতে বাবা তা বুঝিয়ে দেন। বাচ্চাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধারণা যাদের সুন্দর হয়, তারা ঈশ্বরীয় সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করে। বর্তমানের এই দুনিয়া হলো ছিঃ ছিঃ-এর দুনিয়া। একে বিষয় অর্থাৎ বিষ-ময় বৈতরণী নদী বলা হয়। তাই তো বাবা সামনে বসে বাচ্চাদেরকে তা বোঝাচ্ছেন - তোমরা নিজেদেরকে অতটা উন্নত ভাবো না, যতটা উন্নত বাবা তোমাদেরকে ভাবেন। অতএব বাচ্চারা- তোমাদেরও তেমনই নেশার ঘোর থাকা উচিত, যেহেতু তোমরা যে অনেক উচ্চ-কূলের সন্তান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) তোমার বুদ্ধিকে আরও উন্নত করার জন্য রোজ জ্ঞান অমৃতের ডোজ নিতে হবে। স্মরণের যোগের সাথে সাথে পঠন-পাঠনের প্রতিও সম্পূর্ণভাবে যত্নবান হওয়া আবশ্যিক, যেহেতু এই জ্ঞান পাঠের দ্বারাই উচ্চপদ প্রাপ্তি হয়।

২) তোমরা বি.কে.-রা উষ্ণ থেকেও অতি উষ্ণ কুলের, যেখানে স্বয়ং ভগবান তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন - এই নেশার ঘোরেই সর্বদা থাকা উচিত। জ্ঞান ধারণ করে ঈশ্বরীয় সেবাকার্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত।

বরদান :- সেবার সাথে সাথে অসীম জগতের (বেহদের) বৈরাগ্য বৃত্তি সাধনার উত্থান ঘটিয়ে সফলতার প্রতিমূর্তি হও

ব্যখ্যা : সেবার দ্বারাই খুশী আর শক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই সেবাতে যদি বৈরাগ্য বৃত্তি না থাকে, তাই নিজের ভিতরের বৈরাগ্য বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা। যেমন ভাবে সেবার প্ল্যানকে প্র্যাকটিক্যালি উত্থান ঘটাতে পারলে তবেই সফলতা আসে। এমন ভাবেই বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির উত্থান ঘটান। যতই সাধনের প্রয়োগ করো না কেন, কিন্তু বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির সাধনা তাতে মিশতে পারে না। সাধন আর সাধনার ব্যালেন্স হলে তবেই সফলতার মূর্তি-স্বরূপ হতে পারবে।

স্লোগান :- অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারাই পরমাত্ম প্রেমের লক্ষণ ।

★টীকা :- "রাম রাজা, রাম প্রজা, রাম সাহকার। /বসতে নগরী সজীব হয় দাতা, ধর্মের হয় উপকার" ।।

রামের রাজ্যে প্রজারাও বিত্তশালী। সবারই মধ্যে দাতার সংস্কার থাকার কারণে সদাই ধর্মের উপকার হয়। এই সন্দর্ভে বাবা তা স্পষ্ট করছেন যে, ভক্তি-মার্গে একদিকে যেমন রামরাজ্যের মহিমা অপরদিকে আবার সেই রামের সীতাকেই হরণ করা হয়। যে রামরাজ্য সুখ, শান্তি সম্পন্ন রাজ্য, সেখানে আবার দেবতা রাম ও রাক্ষস রাবণের লড়াইকে দেখানো হয়েছে - বাস্তবে যা অসম্ভব। প্রকৃত অর্থে দিলারাম বাবা এক ও একমাত্র শিববাবা, যিনি প্রকৃত রাম। তিনিই এখন আবার সেই রামরাজ্য স্থাপনার কার্য করছেন। ওঁম্ শান্তি!

ভাগ্যবান যুগে ভগবান দ্বারা উত্তরাধিকার এবং বরদানের প্রাপ্তি

আজ সৃষ্টি বৃক্ষের বীজরূপ বাবা বৃক্ষের ফাউন্ডেশন, তাঁর বাচ্চাদের দেখছেন, যে ফাউন্ডেশন দ্বারা সমগ্র বৃক্ষের বিস্তার হয়। বিস্তার করে এমন সারস্বরূপ বিশেষ আত্মাদের তিনি দেখছেন অর্থাৎ বৃক্ষের আধারমূর্তি আত্মাদের দেখছেন। ডাইরেক্ট বীজরূপ দ্বারা প্রাপ্ত সর্বশক্তি ধারণকারী বিশেষ আত্মাদের দেখছেন। সমগ্র বিশ্বের সকল আত্মাদের মধ্যে থেকে শুধু অল্প কিছু আত্মাদেরই এই বিশেষ পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। কত স্বল্পসংখ্যক আত্মা, যারা বীজের সাথে সম্বন্ধ দ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির পার্ট লাভ করেছে !

আজ বাপদাদা এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদের ভাগ্য দেখছেন। বাচ্চাদের শুধুমাত্র এই দুই শব্দ যেন স্মরণে থাকে, 'ভগবান আর ভাগ্য'। প্রত্যেকে তাদের নিজ কর্ম অনুযায়ী ভাগ্য প্রাপ্ত করে। দ্বাপর থেকে এখন পর্যন্ত তোমরা সব আত্মাকেও কর্মের হিসেব নিকেশ অনুযায়ীই আসতে হয়, কিন্তু বর্তমানের ভাগ্যবান যুগে ভগবান তোমাদের ভাগ্য দেন। "শ্রেষ্ঠ কর্মরূপী কলম" দিয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানার জন্য তিনি তোমরা সব বাচ্চাকে বিধি দিয়ে দেন, যে কলম দ্বারা শ্রেষ্ঠ, স্পষ্ট, জন্ম-জন্মান্তরের ভাগ্যরেখা তোমরা যেমন চাও টানতে পার। আর অন্য কোনো সময় এই বরদান নেই। এই সময়েই এই বরদান, যেমন চাই যত চাই ততই লাভ করতে পার। কেন ? ভগবান ভাগ্যের ভান্ডার তোমরা সব বাচ্চাকে দিলদরিয়া হয়ে দিচ্ছেন, তোমাদের পরিশ্রম ব্যতিরেকেই তা দিচ্ছেন। এটা উন্মুক্ত ভান্ডার, তালা চাবি নেই। আর তা এতই পরিপূর্ণ, অফুরান যে, তোমরা যে যত চাও ততই নিতে পার। অসীম জগতের উচ্ছলিত ভান্ডার। বাপদাদা সব বাচ্চাকে প্রতিদিন স্মরণ করিয়ে দেন, যতটা চাও ততটা নিতে পার।

তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী নয়, বরং দরাজ হৃদয়ে নাও, কিন্তু উন্মুক্ত ভান্ডার থেকে, ভরপুর ভান্ডার থেকে। যদি কেউ সামর্থ অনুযায়ী নেয়, তবে বাবা কি বলবেন ? বাবাও সাক্ষীভাবে থেকে দেখতে দেখতে মৃদু হাসেন, কত আলাভোলা বাচ্চা অল্পতেই খুশি হয়ে যায় ! কেন ? ৬৩ জন্ম তোমাদের মধ্যে ভক্তের সংস্কার, সামান্যেই খুশি হওয়ার কারণে এখনও সম্পন্ন প্রাপ্তির বদলে অল্পকেই অনেক প্রাপ্তি মনে করে তা'তেই খুশি হয়ে যাও।

তোমরা ভুলে যাও যে এই সময় অবিনাশী বাবার থেকে সর্বপ্রাপ্তির সময়। বাপদাদা তবুও স্মরণ করিয়ে দেন, সমর্থ হও। এখনও 'টু লেট' হয়নি। তোমরা দেবীতে এসেছ, কিন্তু 'টু লেট'-এর সময় এখন নয়, সেইজন্য এখনও বাবার উভয় রূপ থেকে নেওয়ার সময় এটা। বাবা রূপ থেকে উত্তরাধিকার, সদগুরু রূপ থেকে বরদান লাভ করার সময়। সুতরাং, বরদান এবং উত্তরাধিকারের রূপে তোমাদের সহজ শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি করে নাও। তারপরে তোমাদের যেন আর ভাবতে না হয়, ভাগ্যবিধাতা ভাগ্য বিতরণ করেছেন অথচ আমি এতটুকু নিয়েছি। সর্বশক্তিমান বাবার বাচ্চারা 'যথাশক্তি অনুযায়ী' হতে পারে না। তোমাদের কাছে এখন বরদান আছে যে তোমাদের যা চাই তোমরা বাবার ভান্ডার থেকে অধিকার রূপে নিতে পার। যদি তোমরা দুর্বলও হও তবুও বাবার সহায়তায় তোমরা নিজেদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ বানাতে পার, কারণ বাচ্চা সাহস করলে, বাবা সহায় হন। তোমাদের জন্য খুব কম সময় আছে, বাবার সহযোগ এবং ভাগ্যের খোলা ভান্ডার নেওয়ার।

এখন তোমাদের প্রতি তাঁর স্নেহের কারণে বাবারূপে, প্রতিটা মুহূর্তে, সবরকম পরিস্থিতিতে তিনি তোমাদের সাথী, কিন্তু কিছু সময় পরে সাথী হওয়ার পরিবর্তে তাঁর সাক্ষী হয়ে সবকিছু দেখার পাট শুরু হবে। তোমরা সর্বশক্তি সম্পন্ন হও বা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী হও, তিনি এই উভয় স্থিতিই সাক্ষী হয়ে দেখবেন। অতএব, এই শ্রেষ্ঠ সময়ে বাপদাদার থেকে উত্তরাধিকারের ভাগ্যপ্রাপ্তি, বরদান, সহযোগ এবং সঙ্গ যা প্রাপ্তি হচ্ছে, তা প্রাপ্ত করে নাও। প্রাপ্তির ব্যাপারে তোমরা অসতর্ক হ'য়োনা - এখনও এত বছর পড়ে আছে, সৃষ্টি পরিবর্তনের সময়কে প্রাপ্তির সময়ের সাথে গুলিয়ে ফেল না। এমন অসতর্কতা মূলক সঙ্কল্পে শুধু ভাবতে থেকে যেও না। তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বপ্রাপ্তির এবং বহুকালের প্রাপ্তির এই বোল সদা স্মরণে রাখ, 'এখন নয় তো কখনও নয়', সেইজন্য তোমাদের শুধু দু'টো শব্দ স্মরণে রাখতে বলা হয়, 'ভগবান এবং ভাগ্য'। তবেই তোমরা সদা পদমাপদম ভাগ্যবান থাকবে। বাপদাদাও নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করেন, এইরকম পুরানো অভ্যাসে বাচ্চারা কেন বাধ্য হয়! বাবা শক্তির বানান, কিন্তু বাচ্চারা তবুও বাধ্য হয়ে যায়। তিনি তোমাদের সাহসের পা-ও দেন, পাখাও দেন এবং সাথে সাথে তাঁর সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যান, তবুও তোমরা উপর-নিচে, উপর-নিচে কেন হও? সুখানুভবের যুগেও দিশাহারা হতে থাকবে! একেই বলে, পুরানো অভ্যাসে বাধ্য হওয়া। তোমরা শক্তির (মজবুত) নাকি বাধ্য (মজবুর)? বাবা তোমাদের ডবল লাইট বানান, স্বয়ং সব বোঝা ওঠানোর জন্য সাথ দেন, তবুও বোঝা ওঠানোর অভ্যাসের কারণে তোমরা সেই বোঝা উঠিয়ে নাও। তারপরে কোন্ গীত গাও, জান তোমরা? 'কি, কেন, কিভাবে' এই 'কি কে'-র গীত গাও। অন্য গীতও তোমরা গেয়ে থাক, 'গে গে'র গীত অর্থাৎ পরে 'করব', 'ভাবব', 'দেখব' এই 'ব'-'ব'র গীত গাও। এ তো ভক্তির গীত। যাদের অধিকার আছে তাদের গীত, 'আমি পেয়ে গেছি!' সুতরাং কোন্ গীত গাও তোমরা? চেক কর, সারাদিন ধরে তোমরা কোন্ গীত গেয়েছ! বাপদাদার তোমরা সব বাচ্চার প্রতি ভালোবাসা আছে, সেইজন্য এই স্নেহের কারণে তিনি ভাবেন, প্রত্যেক বাচ্চা সদা সম্পন্ন হোক, সমর্থ হোক, সদা পদমাপদম ভাগ্যবান হোক। বুঝেছ তোমরা! আচ্ছা!

সময়ানুসার, যাদের উত্তরাধিকার এবং বরদানের সদা অধিকার থাকে, সদা ভাগ্যের খোলা ভান্ডার থেকে তাদের সম্পূর্ণ ভাগ্য বানায়, যথাশক্তিকে সর্বশক্তি সম্পন্ন হওয়াতে পরিবর্তন করে, শ্রেষ্ঠ কর্মের কলম দ্বারা সম্পন্ন ভাগ্যের রেখা টানে, সময়ের মহত্বকে জানে, এমন সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সব আত্মাকে সম্পন্ন বানাতে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

পাটিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

১) নিজের অলৌকিক জন্ম, অলৌকিক জীবন, অলৌকিক বাবা, অলৌকিক উত্তরাধিকার সদা মনে থাকে তোমাদের? বাবা যেমন অলৌকিক, উত্তরাধিকারও অলৌকিক। লৌকিক বাবা সীমিত পরিসরের উত্তরাধিকার দেন, অলৌকিক বাবা দেন অসীম জগতের। সুতরাং, সদা অলৌকিক বাবা আর উত্তরাধিকারের স্মৃতি যেন থাকে। কখনো কখনো তোমাদের লৌকিক জীবনের স্মৃতিতে চলে যাও না তো! তোমরা জীবন্ত, তাই না? যেমন, কারও স্থূল শরীরের মৃত্যু হলে কখনও বিগত জন্ম স্মরণ করতে পারে না, ঠিক একইভাবে, যাদের জীবন অলৌকিক এবং জন্ম অলৌকিক তারাও তাদের লৌকিক জীবন স্মরণ করতে পারে না। এখন তো যুগই বদলে গেছে। দুনিয়া কলিযুগী, তোমরা সঙ্গমযুগী, সব বদলে গেছে। সুতরাং বর্ডার ক্রস কর না তো? সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ,

তোমরা অলৌকিক জীবনপ্রাপ্ত, সদা সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা । এখন তোমরা কি করবে ? সবচেয়ে বড় বিজনেসম্যান হও, এমন বিজনেসম্যান যে এক কদমে পদম অর্থাৎ লক্ষ-কোটি উপার্জন জমা করে । তোমরা সদাসর্বদা অসীম জগতের বাবার, সুতরাং অসীম জগতের সেবায় অসীম জগতের উৎসাহ-উদ্দীপনায় সামনে এগিয়ে চলো ।

২) সদা ডবল লাইট স্থিতির অনুভব কর তোমরা ? ডবল লাইট স্থিতির নিদর্শন হলো সদা উড়তি কলা । যারা উড়তি কলার, তারা কখনও মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয় না । যারা উড়তি কলায় তারা সদা বিজয়ী । উড়তি কলায় স্থিত সকলেই সদা নিশ্চয়বুদ্ধি নিশ্চিন্ত । উড়তি কলায় হওয়ার অর্থ কি ? উড়তি কলা অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উঁচু স্থিতি । উড়তে হলে তো উঁচুতেই যেতে হয়, তাই না ! নিজেদের উচ্চতম স্থিতিতে স্থিত আত্মা মনে ক'রে অগ্রচালিত হতে থাকে । উড়তি কলায় হওয়া অর্থাৎ বুদ্ধিরূপী পা ধরণীর উপরে থাকে না । ধরণীর উপরে অর্থাৎ দেহ-ভাবের উর্ধ্বে । যারা দেহ-ভাবের ধরণীর উর্ধ্বে থাকে, তারা সদা ফরিস্তা, যাদের ভূতলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই । তোমরা দেহভাবও জেনেছ, দেহী-অভিমানী স্থিতিও জেনেছ । যখন এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ জেনেছ, তখন দেহ-অভিমাণে তোমরা আসতে পার না । যা ভালো লাগে সেটাই তো করা হয়, তাই না ! সুতরাং সদা এই স্মৃতিতে থাক, 'আমিই ফরিস্তা' । ফরিস্তার স্মৃতি থাকতে তোমরা সদা উড়তে থাকবে । তোমরা উড়তি কলায় চলে গেলে, নিচের ভূতল তোমাদের আকর্ষণ করতে পারে না, ঠিক যেমন, তোমরা যখন স্পেসে যাও ভূপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ থাকে না, একইভাবে, তোমরা ফরিস্তা হয়ে গেলে দেহরূপী ধরণী তোমাদের আকর্ষণ করতে পারে না ।

৩) সদা সহযোগী, কর্মযোগী, স্বতঃ যোগী, নিরন্তর যোগী হওয়ার স্থিতি অনুভব কর তোমরা ? যখন কোনকিছু সহজ হয় তা' নিরন্তর হয় । যদি সহজ না হয়, নিরন্তর হয় না । সুতরাং তোমরা নিরন্তর যোগী নাকি অন্তর থেকে যায় ! যোগী অর্থাৎ যে সদা স্মরণে মগ্ন থাকে । যখন তোমাদের সর্ব সম্বন্ধ বাবার সঙ্গে, তখন তো যেখানে সর্ব সম্বন্ধ সেখানে নিজে থেকেই স্মরণ হবে এবং সর্ব সম্বন্ধ আছে যখন তো একেরই স্মরণ হবে । যেহেতু, শুধুমাত্র এক, তো সদা স্মরণ থাকবেই, তাই না ? সুতরাং সর্ব সম্বন্ধে সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় । সর্ব সম্বন্ধে এক বাবা - এটাই নিরন্তর যোগী হওয়ার সহজ বিধি । যখন অন্য কোনো সম্বন্ধই নেই তো স্মরণ কোন দিকে যাবে ! সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ, বাবার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ থাকাকালীনই তোমরা সহজ যোগী আত্মা । সদা বাবা সমান প্রতি পদে স্নেহ আর শক্তির ব্যালেন্স রাখলে সফলতা নিজে থেকেই তোমাদের সামনে আসে । সফলতা তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । বিজি থাকতে তোমাদের কাজ তো করতেই হবে, কিন্তু এক হলো পরিশ্রমের কাজ, আরেক হলো খেলার মতো । যখন বাবার থেকে তোমরা শক্তির বরদান লাভ করেছ, তখন তো যেখানে শক্তি, সেখানে সবকিছুই সহজ । শুধু পরিবার আর বাবার ব্যালেন্স হতে দাও, তখন নিজে থেকেই ব্লেসিংস প্রাপ্ত হয়ে যায় । যেখানে ব্লেসিংস সেখানে উড়তি কলা । এমনকি না চাইতেই সহজ সফলতা ।

৪) সদা বাবা আর উত্তরাধিকারের স্মৃতি থাকে তোমাদের ? কে তোমাদের বাবা এবং কি উত্তরাধিকার তোমরা লাভ কর, সেই স্মৃতি নিজে থেকেই তোমাদের সমর্থ করে তোলে । তোমরা এমন এক অবিনাশী উত্তরাধিকার লাভ করেছ যা এক জন্মে অনেক জন্মের প্রালব্ধ বানাতে পারে, এইরকম উত্তরাধিকার তোমরা আগে কখনও লাভ করেছ ? এখনই পেয়েছ তোমরা, কিন্তু পুরো কল্পে

নয়। সুতরাং সদা বাবার এবং তোমাদের উত্তরাধিকারের স্মৃতির সাথে এগিয়ে চলো। উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে সদা খুশি থাকবে এবং বাবাকে স্মরণ করলে সে শক্তিশালী থাকবে। শক্তিশালী আত্মা সদা মায়াজিৎ থাকে, আর যেখানে খুশি আছে সেখানে জীবন আছে। যদি খুশি না থাকে তবে জীবন কি! সেইরকম পরিস্থিতিতে জীবন থেকেও তা জীবন না থাকার সামিল। বেঁচে থেকেও মৃত্যুর সমান। তোমাদের উত্তরাধিকার যত বেশি স্মরণে থাকবে ততই তোমরা খুশি থাকবে। সদা খুশি থাকে তোমাদের? এইরকম উত্তরাধিকার কোটির মধ্যে স্বল্প সংখ্যকেরই লাভ হয় আর তোমরা তা পেয়েছ। এই স্মৃতি কখনো ভুল না। যত বেশি স্মরণ, ততই প্রাপ্তি। সদা স্মরণ আর সদা প্রাপ্তির খুশি।

কুমারদের সাথে - কুমার জীবন শক্তিশালী জীবন। সুতরাং ব্রহ্মাকুমার অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী। শারীরিক শক্তিশালী নয়, বরং আধ্যাত্মিক শক্তিশালী। কুমার জীবনে তোমরা যা চাও করতে পার। সুতরাং তোমরা সব কুমার নিজেদের এই কুমার জীবনে নিজেদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বানিয়েছ, তোমরা কি বানিয়েছ? আধ্যাত্মিক বানিয়েছ। ঈশ্বরীয় জীবনের সাথে তোমরা ব্রহ্মাকুমার হয়েছ তো কতো শ্রেষ্ঠ জীবন হয়ে গেছে! এমন শ্রেষ্ঠ জীবন হয়ে গেছে যে সদাকালের জন্য দুঃখ থেকে, প্রবঞ্চনা থেকে, দিশাহীন হয়ে ঘুরে বেড়ানো থেকে দূরে সরে গেছে। অন্যথায়, শারীরিক শক্তির কুমাররা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। লড়াই, ঝগড়া, দুঃখ দেওয়া, প্রতারণা করা এই সবই করে, তাই না! সুতরাং তোমরা কতো ব্যাপারে রক্ষা পেয়েছ! যেমন তোমরা নিজেরা রক্ষা পেয়েছ, ঠিক তেমনই অন্যদেরও রক্ষা করার উদ্যম থাকে। তোমরা সদা তোমাদের হমজিমকে অর্থাৎ তোমাদের সমবয়সী কুমারদের রক্ষা কর। যে শক্তি তোমরা লাভ করেছে, তা তোমরা অন্যদেরও দাও। তোমরা তো অফুরান শক্তি লাভ করেছে, তাই না? সুতরাং, সবাইকে শক্তিশালী বানাও। নিজেদের নিমিত্ত মনে করে সেবা কর। আমি সেবাধারী, না। বাবা করান, আমি শুধুই নিমিত্ত মাত্র। তোমাদের আমিত্বভাব থাকে না। যাদের আমিত্বভাব নেই তারাই যথার্থ সেবাধারী।

যুগলদের সাথে - তোমরা কি সদা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা? স্ব-এর রাজ্য অর্থাৎ সদা অধিকারী। অধিকারী কখনও অধীন হতে পারে না। যেমন, যখন রাত, তখন দিন হয় না, আর যখন দিন তখন রাত হয় না। একইভাবে, অধিকারী আত্মারা কোনও কর্মেন্দ্রিয়ের, ব্যক্তির, বৈভবের অধীন হতে পারে না, এমন অধিকারী হয়েছ তোমরা? যখন মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে গেছে, তো তোমরা কি হয়েছ? অধিকারী। সুতরাং, তোমরা সদা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, এই সমর্থ স্মৃতি দ্বারা সদা সহজে বিজয়ী হতে থাকবে। স্বপ্নেও পরাজয়ের সঙ্কল্প মাত্র হতে দিও না। একেই বলা হয়ে থাকে, সদা বিজয়ী হওয়া। মায়া পলায়ন করেছে নাকি তোমরা তাকে তাড়াচ্ছ? তোমরা এমনভাবে বিতাড়িত করেছ যাতে আর ফিরে না আসে? যখন বিশেষ কারও ফিরে আসা তোমরা চাও না, তখন তোমরা বহুদূরে তাকে ছেড়ে দিয়ে আস। তবে কি এতদূরে বিতাড়িত করেছ? আচ্ছা -

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে এক বাবাকে তোমার বিশ্বসংসার বানিয়ে স্বতঃ এবং সহজ যোগী হও। ব্রাহ্মণ জীবনে সকল বাচ্চার প্রতিজ্ঞা, "এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়।" যখন তোমার সংসারই বাবা, দ্বিতীয় কেউই নেই, তখন তো স্বতঃ আর সহজ যোগী স্থিতি সদাই থাকবে। যদি দ্বিতীয় কেউ থাকে তবে তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে। বুদ্ধি অন্য কোথাও যেতে দিও না, সেখানেই থাকতে দাও। যদি এক বাবাই তোমার সবকিছু হয়, তবে বুদ্ধি কোথাও যেতে পারে না। এইভাবেই তোমরা সহজে

সহজযোগী এবং সহজ স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে যাও । তোমাদের চেহারায়ে আধ্যাত্মিকতার চমক একভাবে একরস থাকে ।

স্লোগানঃ- বাবা সমান অব্যক্ত এবং বিদেহী হওয়াই অব্যক্ত পালনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের নিজস্ব সংস্কার হল পবিত্রতার, তোমরা রাবণের সঙ্গে থেকে পতিত হয়েছ, এখন আবার পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে

প্রশ্ন:- অশান্তির কারণ ও নিবারণ কি ?

উত্তর :- অশান্তির কারণ হল অপবিত্রতা। এখন ভগবান বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া তৈরি করব, নিজেদের দৃষ্টি সিভিল রাখব, ক্রিমিনাল হব না, তাহলে অশান্তি দূর হতে পারে। তোমরা হলে শান্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে নিমিত্ত বাচ্চা। তোমরা কখনও অশান্তি সৃষ্টি করতে পারো না। তোমাদের শান্ত থাকতে হবে, মায়ার দাস (গোলাম) হবে না।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, গীতার ভগবান গীতা শুনিতে ছিলেন। একবার শুনিতে তারপরে তো চলে যাবেন। এখন তোমরা বাচ্চারা গীতার ভগবানের কাছে সেই গীতা জ্ঞান শুনছ এবং রাজযোগও শিখছ। তারা তো লিখিত গীতা পড়ে মুখস্থ করে নেয় তারপরে মানুষদের শোনায়ে। তারা শরীর ত্যাগ করে পরের জন্মে শিশু রূপে জন্ম নিয়ে তো আর শোনাতে পারে না। এখন বাবা তোমাদের গীতা শোনাতে থাকেন, যতক্ষণ না তোমরা রাজস্ব প্রাপ্ত করছ। লৌকিক টিচাররাও পাঠ পড়াতেই থাকে। যতক্ষণ না পাঠ সম্পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শেখাতে থাকে। পাঠন পাঠন সম্পূর্ণ হলে জীবিকা উপার্জনের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। টিচারের কাছে পড়ে, উপার্জন করে, বৃদ্ধ হয়ে, শরীর ত্যাগ করে, আবার নতুন শরীরে প্রবেশ করে। তারা গীতা শোনায়ে, তাতে কি প্রাপ্তি হয়? এই কথা তো কেউ জানে না। গীতা শুনিতে পর জন্মে আবার শিশু রূপে জন্ম নিলে কিছুই শোনাতে পারে না। যখন বড় হয়, বয়স বাড়ে, গীতা পাঠী হয় তাহলে আবার শোনাতে। এখানে বাবা তো একবার শান্তিধাম থেকে এসে পড়ান তারপরে ফিরে চলে যান। বাবা বলেন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে আমি নিজের ঘরে পরমধাম ফিরে যাই। যাদের পড়াই তারা আবার এসে নিজের প্রালব্ধ ভোগ করে। নিজের ধন উপার্জন করে নতুন অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে ধারণ করে চলে যায়। কোথায়? নতুন দুনিয়ায়। এই পড়াশোনা হল নতুন দুনিয়ার জন্য। মানুষ তো এই কথা জানে না, পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে আবার নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে। তোমরা জানো, আমরা রাজযোগ শিখছি নতুন দুনিয়ার জন্য। তখন এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর থাকবে না। আত্মা তো হল অবিনাশী। আত্মারা পবিত্র হয়ে তারপরে পবিত্র দুনিয়ায় আসে। নতুন দুনিয়া ছিল, যেখানে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাকে স্বর্গ বলা হয়। সেই নতুন দুনিয়া একমাত্র ভগবান-ই রচনা করেন। তিনি এক ধর্মের স্থাপনা করেন। কোনও দেবতার দ্বারা করান না। দেবতা তো এখানে নেই। তাহলে নিশ্চয়ই কোনো মানুষের দ্বারা-ই এই জ্ঞান প্রদান করবেন যাতে আবার দেবতা রচনা হবে। তারপর সেই দেবতারা পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে। এই রহস্য তোমরা বাচ্চারাই জানো - ভগবান হলেন নিরাকার যিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন। এখন তো হল রাবণ রাজ্য। তোমরা জিজ্ঞাসা করো কলিযুগী পতিত নাকি সত্যযুগী পবিত্র হয়েছে ? কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন - আমি ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদের বুঝিয়ে ছিলাম। বাচ্চারা, আমি আসি-ই তোমাদের অর্ধকল্প সুখী করতে। তারপরে রাবণ এসে তোমাদের দুঃখী বানায়। এই হল সুখ-দুঃখের খেলা। কল্পের আয়ু হল ৫ হাজার বছর, অতএব অর্ধেক করতে হয় তাইনা। রাবণ রাজ্যে সবাই দেহ-অভিমানী বিকার গ্রস্ত হয়ে যায়। এইসব কথাও তোমরা এখন বুঝেছ, আগে বুঝতে

না। কল্প-কল্প যারা বুঝেছে তারাই বুঝে নেয়। যারা দেবতা হবে না, তারা আসবেই না। তোমরা দেবতা ধর্মের চারা রোপণ করছ। যখন তা অসুরী তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন তাকে দৈবী বৃক্ষ বলা যাবে না। বৃক্ষ যখন নতুন ছিল তখন সতোপ্রধান ছিল। আমরা সেই কল্পবৃক্ষের পাতা - দেবী-দেবতা ছিলাম, তারপরে রজো, তমো-তে এসে পুরানো পতিত শূদ্র হয়েছি। পুরানো দুনিয়ায় পুরানো মানুষরাই থাকবে। পুরানোকে আবার নতুন করতে হয়। এখন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়েছে। বাবাও বলেন - যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় - তখন জিজ্ঞাসা করা হবে কোন্ ধর্মের গ্লানি হয় ? অবশ্যই বলা হবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, যা আমি স্থাপন করেছিলাম। সেই ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সেই ধর্মের পরিবর্তে অধর্ম হয়েছে। সুতরাং যখন ধর্ম থেকে অধর্মের বৃদ্ধি হয়ে যায়, তখন বাবা আসেন। এমন বলা হবে না ধর্মের বৃদ্ধি, ধর্ম তো প্রায় লুপ্ত হয়েছে। অধর্মের বৃদ্ধি হয়েছে। বৃদ্ধি তো সব ধর্মের হয়। একজন ক্রাইস্ট দ্বারা খ্রিস্টান ধর্মের কতখানি বৃদ্ধি হয়। যদিও দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়েছে। পতিত হওয়ার দরুন নিজেরাই নিজের গ্লানি করেছে। ধর্ম থেকে অধর্ম একটিই হয়। অন্য সবই ঠিক চলছে। সবাই নিজের নিজের ধর্মে স্থির আছে। যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম পবিত্র (ভাইসলেস) ছিল, সেই ধর্ম-ই অপবিত্র হয়ে পড়েছে। আমি পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করি যা পতিত, শূদ্র হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ধর্মের গ্লানি হয়ে যায়। অপবিত্র হয়ে নিজেরই গ্লানি করায়। বিকার গ্রস্ত হয়ে পতিতে পরিণত হয়, ফলে নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। স্বর্গ বদলে নরকে পরিণত হল। সুতরাং কেউ আর বাঃ-বাঃ অর্থাৎ পবিত্র নেই। তোমরা কতখানি ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ পতিত হয়েছে। বাবা বলেন তোমাদের বাঃ-বাঃ ফুলে পরিণত করি, রাবণ তোমাদের কাঁটায় পরিণত করে। পবিত্র থেকে পতিত হয়েছে। নিজের ধর্মের অবস্থা দেখতে হবে। আহ্বান করে যে এসে আমাদের অবস্থা দেখো, আমরা কতখানি পতিত হয়েছি। আবার আমাদের পবিত্র করো। পতিত থেকে পবিত্র করতে বাবা আসেন অতএব পবিত্র হওয়া উচিত। অন্যদেরও পবিত্র করা উচিত।

তোমরা বাচ্চারা নিজেকে দেখতে থাকো যে আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন হয়েছি ? আমাদের আচার ব্যবহার কি দেবতাদের মতন হয়েছে ? দেবতাদের রাজ্যে তো বিশ্বে শান্তি ছিল। এখন আবার তোমাদের শেখাতে এসেছি - বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপন হবে। তাই তোমাদেরও শান্তিতে থাকতে হবে। শান্ত হওয়ার যুক্তি বলেছি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা শান্ত হয়ে, শান্তিদাম চল যাবে। অনেক বাচ্চারা নিজেরা শান্ত থেকে অন্যদেরও শান্তিতে থাকা শিখিয়ে দেয়। কেউ অশান্তি সৃষ্টি করে। নিজেরা অশান্ত থেকে অন্যদেরও অশান্ত করে দেয়। শান্তির অর্থ বোঝে না। এখানে আসে শান্তি শিখতে এবং এখান থেকে ফিরে গিয়ে অশান্ত হয়ে যায়। অশান্তি হয় অপবিত্রতা থেকে। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা করে - বাবা, আমি আপনার। আপনার কাছে বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে। আমরা পবিত্র থেকে বিশ্বের মালিক হব নিশ্চয়ই। যেই ঘরে ফিরে যায়, মায়া ঝড় তুলে দেয়। এ যেন যুদ্ধ, তাইনা। তখন মায়ার দাস হয়ে পতিত হতে চায়। অবলা নারীদের উপরে অত্যাচার তারাও করে যারা প্রতিজ্ঞা করে আমরা পবিত্র থাকব। কিন্তু মায়ার আক্রমণ হলে প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়। ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নেব, আমরা নিজের দৃষ্টি সিঁতিল রাখব, কু দৃষ্টি রাখব না, বিকার গ্রস্ত হব না, ক্রিমিনাল দৃষ্টি ত্যাগ করব। তা সত্ত্বেও মায়া রাবণের কাছে হার স্বীকার করে। তখন যে নির্বিকারী হতে চায় তাকে বিরক্ত করে। তাই বলা হয় অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। পুরুষ হয় বলশালী, স্ত্রী হয় দুর্বল। যুদ্ধ ইত্যাদিতে পুরুষরা যায়, কারণ তারা বলশালী। স্ত্রী হয় কোমল। তাদের কর্তব্য হল আলাদা, তারা ঘর সংসার সামলায়, সন্তান জন্ম দিয়ে

তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই কথাও বাবা-ই বোঝান, সেখানে একটি সন্তান হয় তাও আবার বিকারের কথা নেই। এখানে তো সন্ন্যাসীরাও কখনও বলে যে একটি সন্তান তো অবশ্যই হওয়া উচিত - ক্রিমিনাল দৃষ্টি যুক্ত ঠগ এমন শিক্ষাই দিয়ে থাকে। এখন বাবা বলেন এই সময়ের বাচ্চারা কি কাজে লাগবে, যখন বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সবই তো শেষ হয়ে যাবে। আমি এসেছি পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করতে। সেসব হল সন্ন্যাসীদের কথা, তারা তো বিনাশের কথা জানে না। তোমাদের অসীম জগতের পিতা বোঝাচ্ছেন এখন বিনাশ হবে। তোমাদের সন্তান উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। তোমরা ভাবো আমাদের বংশের উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু পতিত দুনিয়ার কোনও চিহ্ন থাকবে না। তোমরা বোঝো আমরা পবিত্র দুনিয়ার ছিলাম, মানুষও স্বরণ করে, কারণ পবিত্র দুনিয়া পার হয়েছে, যাকেই স্বর্গ বলা হয়। কিন্তু এখন তোমোপ্রধান হওয়ার জন্য বুঝতে পারে না। তাদের দৃষ্টি হয়েছে ক্রিমিনাল। একেই বলা হয় ধর্মের গ্লানি। আদি সনাতন ধর্মে এমন কথা হয় না। আহ্বান করে পতিত-পাবন এসো, আমরা পতিত দুঃখী হয়েছি। বাবা বোঝান, আমি তোমাদের পবিত্র বানাই, কিন্তু মায়া রাবণের প্রভাবে তোমরা পতিত হয়েছ। এখন আবার পবিত্র হও। পবিত্র হও কিন্তু মায়ার যুদ্ধ চলতে থাকে। বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করছিলে কিন্তু যদি আবার মুখ কালো কর অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত হও তাহলে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাবে কিভাবে। বাবা আসেন সুন্দর বানানোর জন্য। দেবতারা যাঁরা সুন্দর ছিলেন, তাঁরাই শ্যাম হয়েছেন। দেবতাদেরই শ্যাম বর্ণের শরীর দেখানো হয়, ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদিকে কখনও কালো দেখেছ ? দেবী-দেবতাদের চিত্র কালো বানানো হয়। যিনি সকলের সদগতি দাতা পরমপিতা পরমাত্মা সর্ব জনের পিতা, যাঁকে বলা হয় - পরমপিতা পরমাত্মা এসে লিবারেট করো। তিনি কালো হতে পারেন না, তিনি তো হলেন সদা সুন্দর, এভার পিওর। কৃষ্ণ তো অন্য দেহ ধারণ করেন তবুও তিনি পবিত্র, তাইনা। মহান আত্মা দেবতাদেরই বলা হয়। কৃষ্ণ তো হলেন দেবতা। এখন কলিযুগ, কলিযুগে মহান আত্মা কোথা থেকে আসবে। শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন। তাঁর দিব্য গুণ ছিল। এখন তো দেবতা ইত্যাদি কেউ নেই। সাধু সন্ন্যাসী পবিত্র হয় কিন্তু পুনর্জন্ম হয় বিকার দ্বারা। তারপর সন্ন্যাস ধারণ করতে হয়। দেবতারা সর্বদা পবিত্র থাকেন। এখানে রাবণের রাজ্য। রাবণের দশটি মাথা দেখানো হয় - ৫-টি স্ত্রীর, ৫-টি পুরুষের। তোমরা এই কথাও বুঝেছ ৫ বিকার প্রত্যেকের মধ্যে আছে, দেবতাদের মধ্যে আছে এমন বলা হবে না। ওটা হল সুখধাম। সেখানেও যদি রাবণ থাকত তাহলে দুঃখধাম হয়ে যেত। মানুষ ভাবে দেবতাদেরও সন্তান জন্ম হয়, তাঁরাও হলেন বিকারী। তারা এই কথা জানে না যে দেবতাদের জন্যে গাওয়া হয় - সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাই তো তাঁদের পূজা করা হয়। সন্ন্যাসীদেরও মিশন হয়। শুধুমাত্র পুরুষদের সন্ন্যাস ধারণ করিয়ে মিশন বাড়ানো হয়। বাবা যদিও প্রবৃত্তি মার্গের নতুন মিশন তৈরি করেন। জোড়ে পবিত্র করেন। তারপরে তোমরা গিয়ে দেবতা হবে। তোমরা এখানে সন্ন্যাসী হতে আসনি। তোমরা এসেছ বিশ্বের মালিক হতে। তারা তো আবার গৃহস্থে জন্ম নেয়। তারপরে সংসার থেকে বেরিয়ে যায়। তোমাদের সংস্কার হল-ই পবিত্রতার। এখন অপবিত্র হয়েছ আবার পবিত্র হতে হবে। বাবা পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম তৈরি করেন। পবিত্র দুনিয়াকে সত্যযুগ, পতিত দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। এখানে অসংখ্য পাপাত্মা আছে। সত্যযুগে এমন কথা হয় না। বাবা বলেন যখন যখন ভারতে ধর্মের গ্লানি হয় অর্থাৎ দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা পতিত হয়ে নিজেদের গ্লানি করায়। বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র করি তারপরে তোমরা পতিত হও, অকাজের হয়ে যাও। যখন এমন পতিত হও তখন আবার পবিত্র করার জন্যে আমাকে আসতে হয়। এই ড্রামার চক্র টি ঘুরতেই থাকে। স্বর্গে যাওয়ার জন্যে দিব্য গুণ থাকা উচিত। ক্রোধ থাকা উচিত নয়। ক্রোধ আছে অর্থাৎ তাকে অসুর বলা হবে। খুবই শান্ত চিত্ত অবস্থা হওয়া উচিত। ক্রোধ

থাকলে বলা হবে এর ভিতরে ক্রোধ রূপী ভূত আছে। যার মধ্যে কোনোরকম ভূত আছে সে দেবতা হতে পারবে না। নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে না। দেবতারা হলেন নির্বিকারী, যথা রাজা-রানী তথা প্রজা সবাই নির্বিকারী। ভগবান বাবা এসে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানান। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।
আম্মাদের পিতা গুঁনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছ, তাই নিজেকে মায়ার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে।
কখনও মায়ার দাস হবে না। এই প্রতিজ্ঞা ভুলবে না, কারণ এখন পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে।

২) দেবতা হওয়ার জন্য আন্তরিক অবস্থা খুবই শান্ত বানাতে হবে। কোনো রকম ভূত প্রবিষ্ট হতে
দেবে না। দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে।

বরদান :- চেহারা দ্বারা সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অনুভব করিয়ে সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন ভব

ব্যাখা: সঙ্গম যুগে তোমরা ব্রাহ্মণ আম্মারা বরদান পেয়েছ - "সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব "। এমন
বরদান প্রাপ্ত আম্মাদের পরিশ্রম করতে হয় না। তাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্য বলে দেয় যে, এরা কিছু
পেয়েছে, এরা হল প্রাপ্তি স্বরূপ আম্মা। কোনো কোনো বাচ্চার চেহারা দেখে লোকেরা বলে, এদের লক্ষ্য
অনেক উচ্চ, এরা অনেক কঠোর ত্যাগ করেছে। ত্যাগ দেখতে পায় কিন্তু ভাগ্য নয়। যখন সর্ব
প্রাপ্তির নেশায় থেকে নিজের ভাগ্যের দর্শন করাবে তখন সহজেই আকৃষ্ট হয়ে আসবে।

স্লোগান - যেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং একমতের সংগঠন আছে, সেখানে সফলতা নিহিত আছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো অসীমের সীমাহীন স্টেজ, যাতে তোমরা আত্মারা অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ, এতে প্রত্যেকেরই অভিনয় নির্দিষ্ট"

প্রশ্ন :- কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ কি ?

উত্তর :- কর্মাতীত হতে হলে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে । নিজের কিছুই নেই । সবকিছু ভুলে গেলেই কর্মাতীত হতে পারবে । যার ধন - দৌলত, সন্তান ইত্যাদি স্মরণে আসে, সে কর্মাতীত হতে পারবে না। তাই বাবা বলেন, আমি গরীবের ভগবান । গরীব বাচ্চারা শীঘ্রই সমর্পণ হয়ে যায় । সহজেই তারা সবকিছু ভুলে এক বাবার স্মরণে থাকতে পারে ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের (রুহানী) বাবা বসে নিজের আত্মা রুপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । ভক্তদের বুদ্ধিতে এইকথা থাকে না । তোমরা জানো যে, এখন ৮৪-র চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । এ হলো অনেক বড় অসীম মণ্ডপ বা স্টেজ । সীমাহীন স্টেজ । এই পুরানো মণ্ডপ ত্যাগ করে ঘরে যেতে হবে । অপবিত্র আত্মারা তো যেতে পারবে না । তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । এখন এই খেলার অন্তিম মুহূর্ত । অপার দুঃখের অন্তিম সময় । এই সময় এ হলো মায়ার জৌলুস, যাকে মানুষ স্বর্গ বলে মনে করে, কতো মহল, জায়গা জমি, গাড়ি ইত্যাদি আছে, একে বলা হয় মায়ার প্রতিযোগিতা । নরকের সঙ্গে স্বর্গের প্রতিযোগিতা । এখানে অল্পকালের জন্য সুখ । ড্রামা অনুসারে এ হলো মায়ার লালসা । এখানে কতো মানুষ । প্রথমে তো কেবল এক আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মই ছিলো । এখন তো এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ ফুল হয়ে গেছে । এখন এই চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে, এখানে সবই তমোপ্রধান, এই সৃষ্টিও তমোপ্রধান, এরপর আবার তা সতোপ্রধান হতে হবে । সম্পূর্ণ সৃষ্টিই তো নতুন হতে হবে, তাই না । নতুন থেকে পুরানো আবার পুরানো থেকে নতুন, এ তো অগুণ্টি বার চলে আসছে । এ হলো অনাদি খেলা । এই খেলা কবে শুরু হয়েছে, সে কথা বলা যাবে না । অনাদি কাল ধরে এই খেলা চলে আসছে । এ কথাও তোমরাই জানো, আর কেউই জানে না । তোমরাও এই জ্ঞান পাওয়ার পূর্বে কিছুই জানতে না । দেবতারাও এই কথা জানতো না, কেবলমাত্র তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরাই তা জানো, এরপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের সুখধামের মালিক করেছেন, আর কি চাই । বাবার থেকে যা পাওয়ার ছিলো, তা পেয়ে গেছো, আর কিছু পাওয়ার জন্য থাকে না । তাই বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরাই সবথেকে বেশিমাত্রায় পতিত হয়েছো । প্রথম - প্রথম তোমরাই এসেছিলে অভিনয় করতে । তোমাদেরই আবার প্রথমে যেতে হবে । এ তো চক্র, তাই না । প্রথম - প্রথম তোমরাই মালায় গ্রথিত হবে । এ তো রুদ্র মালা । এই সুতোয় সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ গ্রথিত হয়ে আছে । এই সুতো থেকে বের হয়ে পরমধামে চলে যাবে, তারপর আবার এমনভাবেই সুতোয় গ্রথিত হবে । এ হলো অনেক বড় মালা । শিববাবার কতো সন্তান । প্রথমদিকে তোমরা দেবতারা আসো । এ হলো অসীমের মালা, যেখানে সবাই মণির মতো গ্রথিত হয়ে আছে । রুদ্র মালা আর বিষ্ণুর মালার মহিমা আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার কোনো মালা নেই । তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের কোনো মালা নেই কারণ তোমাদের উত্তরণ, অবতরণ হয়, তোমরা হেরেও যাও । মুহূর্তে - মুহূর্তে মায়া তোমাদের ফেলে দেয়, তাই ব্রাহ্মণদের মালা তৈরী হয় না, তোমরা যখন সম্পূর্ণ পাস হয়ে যাও, তখন বিষ্ণুর মালা তৈরী হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মারও তো

বংশকুলজী আছে । যখন তোমরা উত্তীর্ণ হয়ে যাও তখন বলা হবে, ব্রহ্মারও মালা আছে । এই বংশলতিকা তৈরী আছে । এই সময় মালা তৈরী হতে পারে না, কেননা আজ তোমরা পবিত্র হও, কাল আবার মায়া থাপ্পড় মেরে কালো কায়া করে দেয় । তোমরা যা অর্জন করেছো, সব হারিয়ে ফেলো । তখন তোমরা ভেঙ্গে পড়ো । কোথা থেকে পড়ে যায়, তার বিচার করো । বাবা তো তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন । তাঁর শ্রীমতে চললে তোমরা উঁচু পদ প্রাপ্তি করতে পারো । হেরে গেলেই সব শেষ । কাম বিকার হলো মহাশত্রু, এর কাছে হেরে যেও না । বাকি সব বিকার হলো বাস্কা । বড় শত্রুই হলো কাম বিকার । একেই জয় করতে হবে । কামকে জয় করতে পারলেই তোমরা জগৎজিত হতে পারবে । এই পাঁচ বিকার হলো অর্ধেক কল্পের শত্রু, এও সহজে ছাড়ে না । সবাই চিৎকার করে যে, ক্রোধ করতে হয়, কিন্তু কিসের দরকার, ভালোবেসেও কাজ হতে পারে । চোরকেও যদি ভালোবেসে বোঝাও, সেও চট করে সত্য বলে দেবে । বাবা বলেন যে, আমি তো প্রেমের সাগর, তাই যে কোনো অবস্থাই হোক না কেন, বাস্কাদেরও ভালোবেসে কাজ করতে হবে । বাবার কাছে মিলিটারীর লোকজন আসে । বাবা তাদেরও বোঝান, তোমরা যদি স্বর্গে যেতে চাও, তাহলে শিববাবাকে স্মরণ করো । তাদের বলা হয় - তোমরা যদি যুদ্ধের ময়দানে দেহত্যাগ করো, তাহলে স্বর্গে যাবে । বাস্তবে যুদ্ধের ময়দান তো এটাই । ওরা তো লড়াই করতে করতে মারা যায় তারপর ওখানেই আবার জন্মগ্রহণ করে, কারণ সংস্কার তো নিয়ে যায় । স্বর্গে তো যেতে পারে না । তাই বাবা তাদের বোঝাতেন, শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গে যেতে পারো, কেননা এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে । শিববাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে । এই জ্ঞান অল্পও যদি পাও, তাহলে এই অবিনাশী জ্ঞানের কখনোই বিনাশ হয় না । বাস্কারা, তোমরা যে মেলা ইত্যাদি করো, তোমাদের কতো প্রজা তৈরী হয় । তোমরা তো রুহানী সেনা, এতে কমান্ডার, মেজর আদি অল্পই, প্রজা অনেক হয় । যারা খুব ভালোভাবে বোঝায়, তারা কিছু ভালো পদ পায় । তাদের মধ্যেও প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগের হয় । তোমরা শিক্ষা দিতেই থাকো, কেউ কেউ তো তোমাদের মতোও হয়ে যায় । কেউ - কেউ সবার উপরেও যেতে পারে । এমনও দেখা যায় একে অপরের থেকে উপরে চলে যায় । নতুনরা পুরানোদের থেকেও তীক্ষ্ণগতিতে এগিয়ে যায় । বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত যদি হতে পারে, তাহলে উঁচুতে চলে যাবে। সবকিছুই এই যোগের উপর নির্ভর করে । জ্ঞান তো খুবই সহজ, তোমরা তা অনুভব করো । বাবার স্মরণেই যতো বিদ্বান আসে । বাবা বলেন, ভোজনের সময়ও বাবার স্মরণে তা গ্রহণ করবে কিন্তু কেউ কেউ দুই মিনিট কেউ আবার পাঁচ মিনিট স্মরণে থাকে । সম্পূর্ণ সময় স্মরণে থাকা কঠিন মনে হয় । মায়া কোথায় না কোথায় উড়িয়ে সব ভুলিয়ে দেয় । বাবা ছাড়া যখন কারো স্মরণ থাকবে না, তখনই কর্মজীত অবস্থা হবে । কিছু যদি তোমাদের আপন মনে হয় তাহলে তার স্মরণ অবশ্যই আসবে । বাবার মতো হলে কিছুই স্মরণে আসবে না, বাবার কি স্মরণে আসে ? তাঁর সন্তান - সন্ততি নাকি ধন সম্পদ ? কেবল তোমরা বাস্কারাই তাঁর স্মরণে আসো । বাস্কারা, তোমাদের তো অবশ্যই বাবা স্মরণ করবে, কেননা বাবা এসেছেনই কল্যাণ করার জন্য । তিনি সকলকেই স্মরণ করেন কিন্তু ফুলের প্রতিই চলে যায় । ফুল আবার অনেক প্রকারের হয় । কোনো কোনো ফুলের গন্ধ থাকে না । এ তো বাগান, তাই না । বাবাকে বাগানের মালিও বলা হয় । তোমরা তো এ কথা জানোই, মানুষ ক্রোধে এসে কতো লড়াই - ঝগড়া করে । অনেক দেহ - অভিমান থাকে । বাবা বোঝান যে - কখনো কেউ ক্রোধ করলে শান্ত থাকা উচিত । ক্রোধ হলো ভূত । এই ভূতের সামনে শান্তির সঙ্গে উত্তর দিতে হবে ।

সর্বশান্ত শিরোমণি শ্রীমদ্ভগবদগীতা হলো ঈশ্বরীয় মত । ঈশ্বরীয় মত, আসুরী মত, দৈবী মতের বিষয়ে একমাত্র ঈশ্বরই এসে বলেন । তিনি রাজযোগের জ্ঞান প্রদান করেন । এরপর এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে । তোমরা রাজার রাজা হয়ে গেলে এই জ্ঞান আর কি হবে ? তোমরা ২১ জন্ম তো প্রালঙ্ঘন করো । ওখানে এইকথা মনে পড়ে না যে, এই পুরুষার্থের জন্য এই ফল পেয়েছি । তোমরা অনেকবার সত্যযুগে গেছো । এই চক্র ঘুরতে থাকে । সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো জ্ঞানের ফল । এমন নয় যে ওখানে জ্ঞান পাওয়া যায় । বাবা এসে এখানে তোমাদের ভক্তির ফল প্রদান করেন । বাবা বলেছেন যে, তোমরা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছিলে । এখন একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এতেই যতো পরিশ্রম । তোমরা যদি রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে স্মরণ করো, তাহলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । ভগবান তো বাচ্চাদের ভগবান - ভগবতীই বানাবেন, তাই না, কিন্তু দেহধারীদের ভগবান - ভগবতী বলা ভুল । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শিবের কতো সম্বন্ধ আছে । এই ব্রহ্মাই পরবর্তীতে বিষ্ণু হবেন, আর এই ব্রহ্মার মধ্যেই শিবের প্রবেশ । সূক্ষ্ম লোকের বাসিন্দাকে ফরিস্তা বলা হয় । তোমাদেরও ফরিস্তা হতে হবে, সাক্ষাৎকারও হয়, বাকি আর কিছুই নয় । সাইলেন্স, মুক্তি আর এখানে হল টকি -- এই তিন দুনিয়া । এ হলো বিশদে (ডিটেইল)। আর সংক্ষেপে হল - 'মনমনাভব', মামেকম (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো আর সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করো । এখানে বসে থাকলেও শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো । এই পুরানো দুঃখধামকে ভুলে যাও । বেহদের সন্ন্যাস বুদ্ধির দ্বারাই এ সম্ভব হবে । ওদের হলো জাগতিক সন্ন্যাস । এই নিবৃত্তি মার্গের মানুষরা প্রবৃত্তি মার্গের জ্ঞান দিতে পারে না । রাজা - রানী হওয়া হলো প্রবৃত্তি মার্গের । ওখানে সুখই সুখ । সন্ন্যাসীরা তো সুখকে স্বীকারই করে না । কোটির আন্দাজে এখানে সন্ন্যাসী আছে । গৃহস্থীদের কাছ থেকে নিয়ে তারা তাদের দিনাতিপাত করে । এক তো তোমরা দান - পুণ্যে অর্থ নিয়োগ করেছে তারপর পাপ কাজ করে পাপ আত্মা হয়ে গেছো । বাচ্চারা, তোমরা তো এখন অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের আদান - প্রদান করো । ওরা ধর্মশালা ইত্যাদি বানায়, তাই পরবর্তী জন্মে ভালো ফল পায় । ইনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা । ইনি হলেন ডায়রেক্ট আর উনি ইন - ডায়রেক্ট । মানুষ ঈশ্বরকে অর্পণ করে, কিন্তু এঁদের দুজনের তো মুখ নেই । শিব বাবা তো হলেন দাতা, তাঁর কি কখনো ক্ষুধা - তৃষ্ণা হবে ? শ্রীকৃষ্ণ দাতা নন । বাবা তো সবাইকেই দেন, তিনি কখনোই নেন না । এক দেবে তো দশ পাবে, গরীব ২ টাকা দেয় তো পদ্মগুণ পেয়ে যায় (সুদামার উদাহরণ রয়েছে) । ভারত তো সোনার চড়ুই পাখির দেশ ছিলো । বাবা তোমাদের কতো ধনবান করেছেন । সোমনাথ মন্দিরে অপরিমিত ধন ছিলো, তার কতো লুট করে নিয়ে গেছে । ওখানে বড় - বড় হীরে - জহরত ছিলো । এখন তো তা দেখাই যায় না, সব কেটে নিয়ে গেছে । এই হিস্ট্রি আবার রিপিট হবে । ওখানকার সব খনি তোমাদের জন্য ভরপুর হয়ে যাবে । হীরে - জহরত তো ওখানে পাথরের মতো পড়ে থাকে । বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করেন, যাতে তোমরা ধনবান হয়ে যাও । তাই মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের কতো খুশী হওয়া উচিত । তোমরা যত এই পাঠ পড়তে থাকবে, ততই তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । বড় পরীক্ষা যখন পাস করে, তখন বুদ্ধিতে তো এই কথাই থাকে যে - এই পাস করে এই হবো, এই করবো । তোমরা জানো যে, ইনি দেবতা হবেন । এ তো হলো জড় চিত্র । ওখানে আমরা চৈতন্য রূপে থাকবো । এই চিত্রও তোমরা যা বানিয়েছো, তা কোথা থেকে এসেছে ? দিব্য দৃষ্টিতে তোমরা দেখে এসেছো । এই চিত্র তো খুবই আশ্চর্যের । কেউ কেউ মনে করবে, এই চিত্র ব্রহ্মা বানিয়েছেন । যদি ইনি কোথাও থেকে শিখতেন, তাহলে কেবল একটাই শিখতেন কি ? আরো তো অনেক শিখতেন । ইনি বলেন, আমি কিছুই শিখিনি । এ তো বাবা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বানিয়েছেন ।

শ্রীমতের দ্বারাই এই চিত্র তৈরী হয়েছে । এই চিত্র মনুষ্য মতের নয় । এ সবই শেষ হয়ে যাবে । এর কোনো নাম - নিশানা থাকবে না । এ হলো সৃষ্টির অন্তিম সময় । ভক্তির কতো সামগ্রী আছে । এ সবও থাকবে না । নতুন দুনিয়াতে সবকিছুই নতুন থাকবে । তোমরা অনেকবার স্বর্গের মালিক হয়েছো । তারপর মায়া তোমাদের হারিয়ে দিয়েছে । ধনকে নয়, মায়া বিকারকে বলা হয় । বাচ্চারা, তোমরা রাবণের শৃঙ্খলে অর্ধেক কল্প আটকে ছিলে । রাবণ হলো তোমাদের সবথেকে পুরানো শত্রু । অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজত্ব চলে । লাখ বছর হিসেব দিলে তখন অর্ধেক - অর্ধেক হিসেব তো আসে না । এখানে কতো তফাৎ । বাবা তো তোমাদের বলেছেন, সম্পূর্ণ কল্পের আয়ু হলো পাঁচ হাজার বছরের । ৮৪ লাখ যোনি তো নেইই । এ হলো বিশাল বড় মিথ্যা । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী দেবী - দেবতারা কি এতো লক্ষ বছর রাজত্ব করেছিলেন ? এই কোনো কাজের কথাই নয় । সন্ন্যাসীরা মনে করে, এখন যদি আমরা নিজেদের ভুল বলে মেনে নিই, তাহলে সব অনুগামীরা আমাদের ছেড়ে দেবে, ফলে সম্পূর্ণ বিপ্লব এসে যাবে, তাই এখন তারা তোমাদের মতে চলে নিজেদের রাজত্ব ত্যাগ করবে না । পরের দিকে তারা অল্পকিছু বুঝতে পারবে কিন্তু এখন নয় । বিত্তবানেরা এই জ্ঞান ধারণ করবে না । বাবা বলেন, আমি গরীবের ভগবান । বিত্তবানেরা কখনোই সমর্পিত হয়ে কর্মজীত অবস্থা পেতে পারবে না । বাবা হলেন অনেক বড় কোম্পানির দালাল । তিনি গরীবের থেকেই নেবেন । বিত্তবানের থেকে নিলে অনেক দিতেও হবে । বিত্তবানেরা এখানে সংখ্যায় খুব কমই আসে। কেননা এখানে সবকিছুই ভুলতে হয় । কিছুই যদি নিজস্ব না থাকে, তখনই বলা হবে কর্মজীত অবস্থা । বিত্তবানেরা তো ভুলতে পারবে না, যারা পূর্ব কল্পে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছিল, তারাই আবার নেবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) বাবা যেমন প্রেমের সাগর, তেমনই মাস্টার প্রেমের সাগর হয়ে ভালবাসার সাথে কাজ করিয়ে নিতে হবে । ক্রোধ করবে না । কেউ যদি ক্রোধ করে, তোমাদের শান্ত থাকতে হবে ।

২) বুদ্ধির দ্বারা এই পুরানো দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে অসীম জগতের সন্ন্যাসী হতে হবে । শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । অবিনাশী জ্ঞান - রত্নের আদান - প্রদান করতে হবে ।

বরদান :-- 'মনমনাভবে'র সঙ্গে 'মধ্যাজী ভবে'র মন্ত্র স্বরূপে স্থিত থেকে মহান আত্মা ভব

বাচ্চারা, তোমাদের 'মনমনাভবে'র সঙ্গে 'মধ্যাজী ভবে'রও বরদান রয়েছে । নিজের স্বর্গের স্বরূপ যখন স্মৃতিতে থাকবে, তাকে বলা হবে 'মধ্যাজী ভব' । যে নিজের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির নেশায় থাকে, সে-ই 'মধ্যাজী ভবে'র মন্ত্র স্বরূপে স্থির থাকতে পারে । যে 'মধ্যাজী ভব' থাকে, সে তো 'মনমনাভব' হবেই । এমন বাচ্চার প্রতিটি সঙ্কল্প, বাণী আর কর্ম মহান হয়ে যায় । স্মৃতি স্বরূপ হওয়ার অর্থ মহান আত্মা হওয়া ।

স্লোগান :-- খুশী তোমাদের বিশেষ সম্পদ, এই সম্পদ কখনো ত্যাগ করো না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মধ্যে অনেস্ট হলো সে-ই, যে কিনা সমগ্র ইউনিভার্সের (ব্রহ্মাণ্ডের) সেবা করছে, অনেককে নিজের সমান তৈরী করছে, আরাম পছন্দ হবে না তাদের"

প্রশ্নঃ - তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কোন্ কথার কথা বলতে পার না ?

উত্তরঃ - তোমরা অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণরা এ'রকম কখনো বলবে না যে, আমাদের ব্রহ্মার সাথে কোনো কানেকশন নেই, আমরা তো ডায়রেক্ট শিববাবাকে স্মরণ করি। ব্রহ্মাবাবা ব্যতীত ব্রাহ্মণ বলা যায় না, যাদের ব্রহ্মার সাথে কানেকশন নেই অর্থাৎ যারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী নয়, তারা শূদ্র প্রতিপন্ন হবে। শূদ্র কখনো দেবতা হতে পারে না।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন দাদার দ্বারা - বাচ্চারা, মিউজিয়াম অথবা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করাও অথচ উদ্বোধন তো অসীম জগতের পিতা কবেই করে দিয়েছেন। এখন এই শাখা সমূহ অথবা ব্রাঞ্জেস প্রকাশিত হতে থাকে। পার্শালা তো অনেক চাই। এক তো হলো এই পার্শালা যেখানে বাবা থাকেন, এর নাম রাখা হয়েছে *মধুবন*। বাচ্চারা জানে যে মধুবনে সদা-সর্বদা মুরলী বাজতে থাকে। কার ? ভগবানের। এখন ভগবান তো হলেন নিরাকার। মুরলী বাজান সাকার রথ দ্বারা। ওনার নাম রাখা হয়েছে ভাগ্যশালী রথ। এটা তো যে কেউই বুঝতে পারে। এনার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন, বাচ্চারা, এটা তো তোমরাই বুঝতে পারো। আর কেউই তো না রচনাকে জানে না রচয়িতার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। কেবল বড় মানুষ গভর্নর ইত্যাদি থাকলে তাদের দিয়ে উদ্বোধন করায়। এটাও বাবা প্রায়ই লিখতে থাকেন যে যাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হচ্ছে, প্রথমে তাকে পরিচয় দিতে হবে- বাবা কীভাবে নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। ওনার এই ব্রাঞ্জেস খোলা হচ্ছে। কারোর না কারোর দ্বারা খোলানো হয় যাতে তার কল্যাণ হয়ে যায়। কেউবা মনে করে বাবা একেবারে এসে গেছেন। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে- বিশ্বের শান্তির রাজ্যের বা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। তার উদ্বোধন তো হয়ে গেছে, এখন এই ব্রাঞ্জেস খুলছে। যেমন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্জেস খোলা হতে থাকে। বাবাকে এসেই নলেজ দিতে হয়। এই নলেজ পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যেই থাকে। সেইজন্য ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আত্মাদের বাবার মধ্যেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে, যা এসে আত্মাদের দেন। বোঝান- হে বাচ্চারা, হে আত্মারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা নাম তো হলো কমল। মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা বলা হয়ে থাকে। তাই আত্মাকে পরমপিতা পরমাত্মা বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা কেন আসবেন ? অবশ্যই বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। তোমাদের আবার সতোপ্রধান নূতন দুনিয়াতে আসতে হবে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট করা হয়। নূতন অথবা পুরানো দুনিয়া হলো মানুষেরই। বাবা বলেন আমি এসেছি নূতন দুনিয়া রচনা করতে। মানুষ ব্যতীত তো দুনিয়া হয় না। নূতন দুনিয়াতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যার স্থাপনা এখন আবার হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। আবার তোমাদের ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানাতে এসেছি। তোমরা এটা শোনাতে পারো যে, বাবা এ'রকম বোঝান। তোমরা নূতন দুনিয়াতে কিভাবে যেতে পারো। এখন তো তোমাদের আত্মা হলো পতিত বিকারী, তাই এখন নির্বিকারী হতে হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপর আছে। পাপ কবে থেকে শুরু হয় ? বাবা কত বছরের জন্য পুণ্য আত্মা বানান ? তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখন এটাও জানো। ২১ জন্ম তোমরা পুণ্য আত্মা থাকো, আবার পাপ আত্মা হয়ে যাও। যেখানে পাপ হয় সেখানে দুঃখই হবে। পাপ কোনটা ? সেটাও বাবা বলে দেন। এক তো তোমরা ধর্মের গ্লানি করো। তোমরা কতো পতিত হয়ে গেছো। আমাকে ডেকে এসেছো- হে পতিত পাবন এসো, তাই এখন আমি এসেছি। পবিত্র করে তোলেন যে বাবা, তাঁকে তোমরা গালি দাও, গ্লানি করো, সেই জন্য তোমরা পাপ আত্মা হয়ে পড়। বলেও, হে প্রভু জন্ম-জন্মান্তরের পাপী আমরা, এসে পবিত্র করো। তো বাবা বোঝান, যিনি সবচেয়ে বেশী জন্ম নিয়েছে, তাঁরই অনেক জন্মের শেষে আমি প্রবেশ করি। বাবা অনেক জন্ম কাকে বলেন ? বাচ্চারা, ৮৪ জন্মকে। যারা সর্ব প্রথম আসে, তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। প্রথমে তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ আসে। এখানে তোমরা আসই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। কথাও সত্যনারায়ণের শোনায়। কবে রাম-সীতা হওয়ার কথা কেউ শুনিয়েছে ? ওদের গ্লানি করা হয়। বাবা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী করে তোলেন। যাদের কখনো কোনো নিন্দা করা হয় না। বাবা বলেন আমি রাজযোগ শেখাই। বিষ্ণুর এই দুই রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। বাল্যকালে এরা হলো রাধা-কৃষ্ণ। এরা কোনো ভাই-বোন নয়, আলাদা-আলাদা রাজাদের বাচ্চা ছিল। উনি মহারাজকুমার আর তিনি মহারাজকুমারী, যাদের স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ বলা হয়। এই সব কথা কোনো মানুষ জানে না। পূর্ব কল্পে এইসব কথা যাদের বুদ্ধিতে বসেছিল, তাদেরই বসবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি সকলের

মন্দির আছে, বিষ্ণুরও মন্দির আছে, যাকে নর-নারায়ণের মন্দির বলে। আর তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণের আলাদা করে মন্দিরও আছে। ব্রহ্মারও মন্দির আছে। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ আবার বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ- সেটা তো আলাদা হয়ে গেল না! দেবতাদের কি আর ভগবান বলা যায় ! তাই বাবা বোঝান, যাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হবে, তাকে প্রথমে বোঝানোর দরকার, বিশ্বে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনে ভগবান ফাউন্ডেশন করে দিয়েছেন। বিশ্বে শান্তি তো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে ছিল যে। এরা যে সত্যযুগের মালিক ছিল। তাই মানুষকে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী করে তোলার এটা হলো বৃহৎ গডলী ইউনিভার্সিটি বা ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। বিশ্ব বিদ্যালয় তো অনেকে নাম রেখেছে। বাস্তবে সেটা কোনো ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি হল না। ইউনিভার্স তো সমগ্র বিশ্ব হয়ে গেল। সমগ্র বিশ্বে অসীম জগতের পিতা একটিই কলেজ খোলেন। তোমরা জানো যে, বিশ্বে পবিত্র হওয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয় কেবল এই একটিই আছে, যা বাবা স্থাপন করেন। আমরা সমগ্র বিশ্বকে শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাই, সেই জন্য একে বলা হয় ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। ঈশ্বর এসে সমগ্র বিশ্বকে মুক্তি-জীবন মুক্তির উত্তরাধিকার দেন। কোথায় বাবার কথা, কোথায় এই সব বলতে থাকে ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্স অর্থাৎ সমস্ত দুনিয়াকে চেষ্টা করা, এটা তো বাবারই কাজ। আমাদের এই নাম রাখতে দেয় না আর গভর্নমেন্ট নিজেই রাখে। এটা তো তোমাদের বোঝাতে হবে, তাও প্রথমেই এটা বোঝাবে না। প্রথমে বলো, আমাদের নামই হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এনার ব্রহ্মা নামও তখন হয়েছে যখন বাবা (শিব) এসে ওনাকে রখ করেছেন। প্রজাপিতা নাম তো প্রখ্যাত। তিনি এলেন কোথা থেকে ? ওনার বাবার নাম কি ? ব্রহ্মাকে দেবতা দেখানো হয়, তাই না ! দেবতাদের পিতা তো অবশ্যই পরমাত্মাই হবেন। তিনি হলেন রচয়িতা, ব্রহ্মাকে বলা হবে সর্বপ্রথম রচনা। ওনার বাবা হলেন শিববাবা, তিনি বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনার পরিচয় তোমাদের দিয়ে থাকি। তাই বাচ্চাদের বোঝাতে হবে- এটা হলো ঈশ্বরীয় মিউজিয়াম। বাবা বলেন আমাকে ডাকে - হে পতিত পাবন এসো, এসে পতিত থেকে পবিত্র করো। এখন হে বাচ্চারা, হে আত্মারা, তোমরা নিজের পিতাকে স্মরণ করলে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। "মন্মনাভব" এই শব্দটি তো গীতারই। ভগবান হলেন এক, জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন, কৃষ্ণ তো পতিত পাবন হতে পারে না। সে পতিত দুনিয়াতে আসতে পারে না। পতিত দুনিয়াতে একমাত্র পতিত পাবন বাবা আসবেন। এখন আমাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। কতো সহজ কথা। "ভগবানুবাচ" শব্দটি অবশ্যই বলতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, কাম বিকার হলো মহাশত্রু। প্রথমে নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো, এখন হলো বিকারী দুনিয়া। দুঃখ আর দুঃখ। নির্বিকারী হলে তো আবার সুখ আর সুখ হবে। তাই এটা বুঝতে হবে ভগবানুবাচ- কাম হলো মহাশত্রু, এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করলে তোমরা জগৎজীত হবে। এক বাবাকে স্মরণ করো। আমিও ওঁনাকে স্মরণ করি। যেমন কেউ কলেজ খুললে তো তারও দ্বার উদ্বোধন করানো হয়, তাই না! এটাও হলো কলেজ, অনেক সেন্টার আছে। সেন্টারে টিচার নিযুক্ত করা হয়। টিচারকেও অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। বাবা নূতন নূতন সেন্টারে ভালো ভালো ব্রাহ্মণীদেরকে (টিচার) রাখেন এই জন্য যে, তাড়াতাড়ি নিজের সমান তৈরী করে আবার অন্য সেন্টারে চলে যেতে হবে, সার্ভিসের দায়িত্ব নিয়ে। দেখবে কারা কারা সঠিক রীতিতে মুরলী পড়ে শোনাতে পারে, বোঝাতে পারলে তাকে বলবে এখন তুমি এখানে বসে ক্লাস করাও। এ'রকম ট্রায়াল করিয়ে, তাকে বসিয়ে চলে যেতে হবে অন্য জায়গায় সেন্টার গড়ে তুলতে। ব্রাহ্মণীদের কাজ হলো এক সেন্টার জমে উঠলে বা বর্ধিষ্ণু হলে আবার গিয়ে অন্য সেন্টার জমানো। একেক টিচারের ১০-২০ সেন্টার স্থাপন করা চাই। অনেক সার্ভিস করা চাই। দোকান খুলতে থাকো, নিজের সমান করে কাউকে ছাড়তে থাকো। মন থেকে আসা চাই- কাউকে নিজের সমান তৈরী করলে অন্য সেন্টার খুলবে। কিন্তু এমন অনেক বিরলই কেউ হয়। অনেক তাকে বলা হয়, যে সমগ্র ইউনিভার্সের বা ব্রহ্মাণ্ডের সেবা করবে। একটা সেন্টার খুলল, নিজের সমান তৈরী করলো, আবার দ্বিতীয় জায়গায় সেবা করলো। একই জায়গায় আটকে যেতে নেই। আচ্ছা, কাউকে বোঝাতে না পারো তো অন্য কাজ করো। তাতে দেহ-অভিমান আসতে দিতে নেই। আমি তো বড় ঘরের, এই কাজ কি ভাবে করবো...আমার ব্যাথা হবে। সামান্য কাজ করলেই হাড়ে ব্যাথা বোধ হবে, একে দেহ-অভিমান বলা হয়ে থাকে। কিছুই বোঝে না, সবার আরো সার্ভিস করা দরকার। তারা আবার ওটাও লেখে যে বাবা অমুকে আমাকে বুঝিয়েছে, আমার জীবন গড়ে দিয়েছে। সার্ভিসের প্রমাণ পাওয়া চাই। একেক জনের টিচার হয়ে ওঠা চাই। আবার নিজেই লেখে- বাবা, আমার পিছনে অনেক সন্মেলনের লোক আছে, আমি অনেক নিজের সমান তৈরী করেছি, আমি সেন্টার খুলতে থাকবো। এই রকম বাচ্চাদের বলা হবে ফুল। সার্ভিস যদি না করো তো ফুল কিভাবে হবে। ফুলেরও তো বাগিচা থাকে। তাই যে উদ্বোধন করবে তাকেও বোঝানো দরকার। আমরা ব্রহ্মকুমার-কুমারী। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতা হই। বাবা এই ব্রাহ্মণ কুল আর সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী কুলের স্থাপনা করেন। এই সময় তো সকলে শূদ্র বর্ণের। সত্যযুগে দেবতা বর্ণের ছিল, আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণের হয়। বাবা জানেন কতো পয়েন্টস বাচ্চারা ভুলে যায়। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ বর্ণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান...ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো। এই ব্রহ্মা বসে আছে না! ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, কার? ব্রাহ্মণীদের। তাদের আবার শিক্ষা দিয়ে দেবতায় পরিণত করেন। আমরা বাবার কাছে পড়াশুনা করছি। উনি ভগবানুবাচ তো অর্জুনের প্রতি লিখে দিয়েছেন। এখন অর্জুন কে ছিল, কারও জানা নেই। তোমরা জানো যে, আমরা

ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ। যদি কেউ বলে, আমি তো হলাম শিববাবার বাচ্চা, ব্রহ্মার সাথে আমার কানেকশন নেই, তো কী করে আবার দেবতা হবে ? ব্রহ্মার মাধ্যমেই (থ্রুতে) তো হবে। শিববাবা তোমাদের কীভাবে, কিসের দ্বারা বলেছেন আমাকে স্মরণ করো ? ব্রহ্মা দ্বারা বলেছেন যে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো বাচ্চা হও। নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার- কুমারী বলে থাকো। আমরা হলাম ব্রহ্মার বাচ্চা। অবশ্যই তাই ব্রহ্মা স্মরণে আসবে। শিববাবা ব্রহ্মা তনের দ্বারা পড়ান। ব্রহ্মাবাবা আছেন মধ্যখানে। ব্রাহ্মণ না হয়ে দেবতা কীভাবে হতে পারবে ? আমি যে রথে আসি, ওনারও জানা দরকার। ব্রহ্মাকে বাবা না বললে বাচ্চা কি ভাবে প্রতিপন্ন হবে ? নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে না করলে তো তবে শূদ্র হলে। শূদ্র থেকে শীঘ্র ভাবে দেবতা হওয়া মুশকিল। ব্রাহ্মণ হয়ে শিববাবাকে স্মরণ ব্যতীত দেবতা কি করে হতে পারবে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই। তো উদ্বোধন যারা করবে তাদেরও বোঝাতে হবে যে বাবার দ্বারা উদ্বোধন হয়ে গেছে। তোমাদেরও বলা হয় যে শুধুই বাবাকে স্মরণ করলে পাপ খন্ডন হবে। ওই বাবা হলেন পতিত-পাবন, তোমরা আবার পবিত্র হয়ে দেবতা হয়ে যাবে। বাচ্চার অনেক সার্ভিস করতে পারে। বোলা, আমরা প্রভু বার্তা বা বাবার পৈগাম দিয়ে থাকি। এখন করো, না করো তোমাদের মর্জি। আমরা প্রভুর বার্তা দিয়ে যাই। আর কোনো পদ্ধতিতে পবিত্র হওয়া যায়ই না। যখন সময় পাবে, সার্ভিস করো। সময় তো অনেক পাওয়া যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নতুন নতুন সেন্টারকে বর্ধিষ্ণু করানোর জন্য নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে। সেন্টার খুলতে থাকতে হবে। এক জায়গায় বসে যেতে নেই।

২) ফুলের বাগান তৈরী করতে হবে। প্রত্যেককে ফুলে পরিণত হয়ে অন্যদের নিজের সমান ফুলে পরিণত করতে হবে। কোনো সেবাতেই যেন দেহ-অভিমান না আসে।

বরদান:- দিনচর্যার প্রতিটি কর্মে যথার্থ আর যুক্তিযুক্ত ভাবে চলে পূজ্য, পবিত্র আত্মা ভব*
পূজ্য আত্মার লক্ষণ হলো তার প্রতিটি সংকল্প, বাণী, কর্ম আর স্বপ্ন যথার্থ অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হবে। প্রতিটি সংকল্পের অর্থ থাকবে। এরকম নয় যে এমনিই বলে দেওয়া, বেরিয়ে গেল, করে ফেললাম, হয়ে গেল। পবিত্র আত্মা সর্বদা দিনচর্যার প্রতিটি কর্মে যথার্থ, যুক্তিযুক্ত থাকে। তাই পূজাও তার প্রত্যেক কর্মের হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ দিনচর্যার হয়। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মের দর্শন হয়।

শ্লোগান:- সূর্যবংশী হতে চাইলে সর্বদা বিজয়ী আর একরস স্থিতি তৈরী করো ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন বিকর্ম করা বন্ধ করো, কারণ এখন তোমাদের বিকর্মজীত সম্বৎ (অব্দ) শুরু হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ এমন এক কথায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার অবশ্যই বাবাকে অনুসরণ(ফলো) করা উচিত ?

উত্তর :- যেমন স্বয়ং বাবা শিক্ষক হয়ে তোমাদের পড়ান, তেমনই প্রত্যেকেই পিতা-সম শিক্ষক হতে হবে। যা পড়ো তা অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। তোমরা হলে শিক্ষকের সন্তান শিক্ষক, সত্গুরুর সন্তান সত্গুরুও। তোমাদের সত্যখন্ড স্থাপন করতে হবে। তোমরা সত্যের তরীতে বসে রয়েছ তাই তোমাদের তরী হেলতে-দুলতে পারে কিন্তু ডুবতে পারে না।

ওম শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের সঙ্গে আত্মিক বার্তালাপ করেন। (তিনি) আত্মাদের জিজ্ঞাসা করেন। কারণ এ তো নতুন নলেজ, তাই না। মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার এ হলো নতুন জ্ঞান বা পড়া। এই পাঠ তোমাদের কে পড়ান ? বাচ্চারা জানে, আত্মাদের পিতা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান। এ'কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি বাবা আবার তিনি পড়ানও, তাই টিচারও হয়ে গেলেন। এও তোমরাই জানো যে, আমরা নতুন দুনিয়ার জন্যই পড়ি। প্রত্যেকটি কথায় নিশ্চয় হওয়া উচিত। নতুন দুনিয়ার জন্য যিনি পড়ান, তিনি হলেন বাবা। মুখ্য কথাই হলো বাবার। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের এই শিক্ষা দেন। কারোর দ্বারা তো দেবেন, তাই না। গাওয়াও হয়ে থাকে, ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখান। ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন, যে দেবী-দেবতা ধর্ম এখন নেই। এখন এ হলো কলিযুগ। তাহলে এ'কথা প্রমাণিত যে, স্বর্গ স্থাপিত হচ্ছে। স্বর্গে শুধুমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই থাকে, বাকি সব ধর্ম থাকবেই না অর্থাৎ বিনাশ হয়ে যাবে। কারণ সত্যযুগে আর কোনো ধর্ম ছিলই না। বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে, এখন তো অনেক ধর্ম রয়েছে। পুনরায় বাবা আমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা বানান, কারণ এখন এ হলো সঙ্গমযুগ। এ তো অতি সহজ কথা যা বোঝাতে হবে। ত্রিমূর্তিতেও দেখান হয় -- ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। কিসের ? স্থাপনা তো নতুন দুনিয়ারই হবে, পুরানো তো হবে না। বাচ্চাদের এই নিশ্চয়তা রয়েছে যে, নতুন দুনিয়ায় থাকেই দৈবী-গুণসম্পন্ন দেবতারা। তাই এখন আমাদেরও গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। সর্বপ্রথমে কাম-বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে নির্বিকারী হতে হবে। কাল পর্যন্ত দেবী-দেবতাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে যে, আপনারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর আমরা বিকারী। নিজেদের বিকারী মনে করতো কারণ বিকারে যেত। এখন বাবা বলেন, তোমাকেও এমন নির্বিকারী হতে হবে, দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কাম-ক্রোধাদির এই বিকার যদি থাকে তবে একে দৈবী-গুণ বলা যাবে না। বিকারে পতিত হওয়া, ক্রোধ করা -- এসব হলো আসুরী-গুণ। দেবতাদের কি লোভ-লালসা থাকবে ? ওখানে বিকার থাকে না। এটাই হলো রাবণের দুনিয়া। রাবণের জন্ম হয় ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গমে। যেমন, এই পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গম হয়, তাই না ! তেমনই ওটাও সঙ্গম। এখন রাবণ-রাজ্যে অতিমাত্রায় দুঃখ, রোগ রয়েছে, তাই একেই বলা হয় রাবণ-রাজ্য। রাবণ-কে প্রতি বছর জ্বালানো হয়। বাম-মার্গে গমনের ফলেই বিকারী হয়ে যায়। এখন তোমাদের নির্বিকারী হতে

হবে। এখানেই দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। যে যেমন কর্ম করে তেমনই ফল পাবে। বাচ্চাদের দ্বারা এখন কোন বিকর্ম হওয়া উচিত নয়।

এক হলো রাজা বিকর্মাজীৎ, দ্বিতীয় হলো রাজা বিক্রম। এটাই হলো বিক্রম সম্বৎ অর্থাৎ রাবণ-রূপী বিকারীদের যুগ। এ কেউ বোঝে না। কল্পের আয়ুই কারোর জানা নেই। বাস্তবে বিকর্মাজীত হয় দেবতারা। ৫ হাজার বছরে ২৫০০ বর্ষ হয় রাজা বিক্রমের, ২৫০০ বর্ষ রাজা বিকর্মাজীতের। আধা হলো বিক্রমের। যদিও ওইসব লোকেরা বলে কিন্তু কিছুই জানে না। তোমরা বলবে বিকর্মাজীতের আমল এক বর্ষ থেকে শুরু হয়। পুনরায় ২৫০০ বছর পরে বিক্রমের আমল শুরু হয়। এখন বিক্রমযুগ সম্পূর্ণ হবে, পুনরায় তোমরা বিকর্মাজীত মহারাজা-মহারানী হচ্ছে, যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বিকর্মাজীত যুগ শুরু হয়ে যাবে। এসব কথা তোমরাই জানো। তোমাদেরকে বলে যে, ব্রহ্মাকে কেন বসানো হয়েছে ? আরে, তোমরা কেন ঐন্নার ব্যাপারে চিন্তিত ? আমাদের পড়ান যিনি সেই কি ইনি ? না ইনি নন। আমরা তো শিববাবার কাছে পড়ি। ইনিও ঐন্নার কাছেই পড়েন। যিনি পড়ান, তিনি তো জ্ঞানের সাগর, তিনি তো বিচিত্র, ঐন্নার চিত্র অর্থাৎ শরীর থাকে না। ঐন্নাকেই বলা হয় নিরাকার। ওখানে সব নিরাকারী আত্মারা থাকে। পুনরায় এখানে এসে সাকারী হয়। পরমপিতা পরমাত্মাকে সকলেই স্মরণ করে, তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। লৌকিক পিতার উদ্দেশ্যে 'পরম'- শব্দটি বলা হয় না। এ তো বুঝবার মতো বিষয়, তাই না। স্কুলের স্টুডেন্ট পড়ার প্রতি অ্যাটেনশন দেয়। যখন কেউ পদপ্রাপ্ত করে নেয়, ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়ে যায় তখন পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। ব্যারিস্টার হয়েও কি আবার পড়াশোনা করবে, না তা করবে না। না, তখন পড়াশোনা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তোমরাও দেবতা হয়ে গেলে তখন আর তোমাদের এই পড়াশোনার প্রয়োজন পড়ে না। ২৫০০ বছর দেবতাদের রাজত্ব চলে। একথা তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাও জানো আবার তোমাদেরই অন্যান্যদের বোঝাতে হবে। এও মনে রাখা উচিত। যদি না পড়াও তাহলে কি টিচার হলে ? তোমরা সকলেই হলে টিচার্স, টিচারের সন্তান, তাই না ! তাহলে তোমাদেরও টিচারই হতে হবে। কত টিচার্স চাই পড়ানোর জন্য ? যেমন বাবা, টিচার, সত্গুরু, তেমন তোমরাও হলে টিচার। সঙ্করর সন্তান সঙ্কর। ওরা সঙ্কর নয়। ওরা গুরুর সন্তান গুরু। সত্ অর্থাৎ সত্য, সত্যখন্ডও ভারতকেই বলা হতো, এ হলো মিথ্যাখন্ড। সত্যখন্ড বাবা-ই স্থাপন করেন, তিনি হলেন সত্য সঁইবাবা। যখন প্রকৃত(রিয়্যাল) পিতা আসেন তখন মিথ্যাও অনেক বেরিয়ে পড়ে। গায়নও রয়েছে, তাই না -- তরী দুলবে, তুফান আসবে, কিন্তু ডুববে না। বাচ্চাদের বোঝানো হয়, অনেক মায়া-রূপী তুফান আসবে। তাকে ভয় পেয়ো না। সন্ন্যাসীরা তোমাদের এমনভাবে কখনো বলবে না যে, মায়ার তুফান আসবে। ওরা জানেই না, তাহলে তরীকে পার করে কোথায় নিয়ে যাবে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো ভক্তির দ্বারা সঙ্গতি হয় না। নীচেই নামতে থাকে। যদিও বলে ভগবান এসে ভক্তদের ভক্তির ফল দেন। ভক্তি তো অবশ্যই করা উচিত। আচ্ছা, ভগবান এসে ভক্তির কি ফল দেন ? অবশ্যই সঙ্গতি দেবেন। তারা বলেও, কিন্তু কখন আর কিভাবে দেবেন -- তা জানে না। তোমরা কারোর কাছে জিজ্ঞাসা কর তাহলে বলে দেবে যে, এ তো অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। রাবণকে কবে থেকে জ্বালানো শুরু করেছে ? তারা বলবে, পরম্পরা অনুযায়ী। তোমরা বোঝালে তখন বলে, এদের জ্ঞান তো কোনো নতুন জ্ঞান। যারা কল্প-পূর্বে বুঝেছিল, তারা শীঘ্রই বুঝে যায়। ব্রহ্মার কথা তো ছেড়েই দাও। শিববাবার জন্মও তো হয়েছে, তাই না, যাকে শিবরাত্রি বলা হয়। বাবা বোঝান, আমার জন্ম দিব্য আর অলৌকিক। সাধারণ মানুষের

মতো (আমার) জন্ম হয় না। কারণ তারা সকলে মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, শরীরধারী হয়। আমি তো গর্ভে প্রবেশ করি না। এই নলেজও পরমপিতা পরমাত্মা, জ্ঞান-সাগর ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। জ্ঞানসাগর কোনো মানুষকে বলা হয় না। এই উপমা দেওয়া হয় নিরাকারকে। নিরাকার পিতা আত্মাদের পড়ান, বোঝান। বাচ্চারা, তোমরা এই রাবণরাজ্যে নিজ ভূমিকা পালন করতে-করতে দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছ। আত্মাই সবকিছু করে থাকে। এই জ্ঞানই ভুলে গেছে। এ হলো অরগ্যান্স (কর্মেন্ড্রিয়), তাই না ! আমি আত্মা চাইলে এদের দিয়ে কর্ম করাব অথবা করাব না। নিরাকারী দুনিয়ায় তো বিনা শরীরেই বসে থাকে। এখন তোমরা নিজেদের ঘরকে জেনে গেছে। ওইসব মানুষেরা(সন্ন্যাসী) তো আবার ঘরকেই ঈশ্বর-রূপে মেনে নিয়েছে। ওরা তো ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী, তাই না। তারা বলে যে, ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাবে। যদি বলে যে, ব্রহ্মতে বাস করবে, তাহলেই তো ঈশ্বর পৃথক হয়ে যাবে। এরা তো ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলে। এও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবাকেও ভুলে যায়। যে বাবা বিশ্বের মালিক বানায়, তাঁকে তো স্মরণ করা উচিত, তাই না ; কারণ তিনিই স্বর্গ স্থাপন করেন। এখন তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। তোমরা উত্তম পুরুষ হয়ে যাও। কনিষ্ঠ পুরুষ (নীচ আত্মা), উত্তমের সম্মুখে মাথা নত করে। দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে কত মহিমা-কীর্তন করে। এখন তোমরা জানো যে, আমরাই দেবতা হই। এ তো অতি সাধারণ কথা। বিরাট-রূপের বিষয়েও বলা হয়েছে। এ হলো বিরাট চক্র, তাই না ! ওরা তো শুধু গায়ন করে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋগ্বেদ.....। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির চিত্র তো রয়েছে, তাই না। বাবা এসে সকলকে কারেক্ট করছেন। কারণ ভক্তিমার্গে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা যা কিছু করে এসেছ, তা ভুল। তাই তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এখন এ হলোই অসাদু (আনরাইটিয়াস) দুনিয়া। এখানে দুঃখই-দুঃখ রয়েছে। কারণ এ হলো রাবণের রাজ্য, সকলেই বিকারী। রাবণের রাজ্য হলো অধার্মিক, রামের রাজ্য ন্যায়নিষ্ঠ (ধার্মিক)। এটা হলো কলিযুগ, ওটা হলো সত্যযুগ। এ তো বোঝার মতো বিষয়, তাই না। এঁনাকে শাস্ত্র পড়তে কখনো দেখেছ কি ? নিজের সম্পর্কেও নলেজ দিয়েছেন, রচনার কথাও বুঝিয়েছেন। বুদ্ধিতে শাস্ত্র(কথা) তাদেরই থাকে যারা পড়ে আবার অন্যদেরও শোনায়। তাহলে সকলের সুখদাতা একমাত্র শিববাবাই। তিনিই সর্বোচ্চ পিতা, ওঁনাকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। অসীম জগতের পিতা অবশ্যই অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেয়। ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে, এখন নরকবাসী। রাম বলা হয় বাবাকে। সেই রাম নয়, যার সীতা চুরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি কি সদ্গতি দাতা ? না, তা নন, ওই রাম রাজা ছিলেন। মহারাজাও ছিলেন না। মহারাজা আর রাজার রহস্যও বাবা বুঝিয়েছেন -- ইনি হলেন ১৬ কলা-সম্পন্ন, ইনি (রাম) হলেন ১৪ কলা-সম্পন্ন। রাবণ-রাজ্যতেও রাজা-মহারাজা থাকে। ইনি অত্যন্ত ধনশালী, ইনি একটু কম ধনশালী। ওদের কেউ সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় বলবে না। এরমধ্যে আবার ধনী ব্যক্তির মহারাজার খেতাব পায়। আর কম ধনশালীরা রাজার। এখন তো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। প্রভু বা মালিক কেউ-ই নেই। পূর্বে প্রজা, রাজাকে অন্নদাতা মনে করত। এখন তো সেও গেছে, তাছাড়া এখন প্রজাদের অবস্থা দেখ! কত লড়াই-ঝগড়া ইত্যাদি করে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আদি থেকে অন্তের সব জ্ঞানই রয়েছে। রচয়িতা বাবা এখন প্রাক্টিক্যালি রয়েছে, ভক্তিমার্গে যার আবার গল্প তৈরী হবে। এখন তোমরাও প্রাক্টিক্যালি রয়েছে। আধাকল্প তোমরা রাজ্য করবে পরে আবার এর গল্প তৈরী হবে।। চিত্র তো থাকে। কাউকে জিজ্ঞাসা কর যে, এঁনারা কবে রাজত্ব করে গেছেন ? তখন লক্ষ্য বর্ষ পূর্বে বলে দেবে। সন্ন্যাসীর হলে নিবৃতি-মার্গের, তোমরা হলে পবিত্র গৃহস্থ- আশ্রম মার্গের। পুনরায় অপবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে যেতে হবে। স্বর্গের সুখকে কেউ জানে না। নিবৃতি-মার্গীয়রা তো কখনো প্রবৃত্তিমার্গ (জ্ঞান) শেখাতে পারবে না। পূর্বে তো জঙ্গলে বাস করত, তখন তাদের শক্তি ছিল।

জঙ্গলেই তাদের ভোজন পৌঁছানো হত, এখন সেই শক্তিই থাকে না। যেমন তোমাদের মধ্যেও ওখানে রাজত্ব করার শক্তি ছিল, এখন কোথায়(সেই শক্তি)। হও তো সেই একই, তাই না। কিন্তু সেই শক্তি এখন আর নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীদের যে ধর্ম ছিল এখন আর তা নেই। অধর্ম হয়ে গেছে। আমি এসে ধর্মের স্থাপনা, অধর্মের বিনাশ করি। অধর্মিকদের ধর্মের পথে নিয়ে আসি। বাকি যারা বেঁচে যায় তারা বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তথাপি বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, সকলকে বাবার পরিচয় দাও। বাবাকেই দুঃখহরণকারী, আর সুখপ্রদানকারী বলা হয়। যখন অত্যন্ত দুঃখী হয়ে যায় তখনই বাবা এসে সকলকে সুখী করেন। এও অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত খেলা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা তাঁর আম্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য আম্ম-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। সত্য বাবাকে পেয়েছ, তাই কোনও অসত্য, অসাধু কর্ম করবে না।

২) মায়া-রূপী তুফানকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। সর্বদা যেন স্মরণে থাকে যে, সত্যের তরী হেলবে-দুলবে কিন্তু ডুববে না। সঙ্করুর সন্তান তাই সঙ্করু হয়ে সকলের তরী পার করতে হবে।

বরদান :- সময়ানুসারে নিজের ভাগ্যকে স্মরণ করে খুশী এবং প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্নতা অনুভবকারী স্মৃতি-স্বরূপ ভব

ব্যাখ্যা:- ভক্তিতে ভক্তরা এখনও পর্যন্ত তোমাদের স্মৃতি-স্বরূপ আম্মাদের স্মৃতি-চিহ্ন রূপে তোমাদের প্রতিটি কর্মের বিশেষত্বকে স্মরণ করে অলৌকিক অনুভবে ডুবে যায়, তাহলে নিজের প্রাক্টিক্যাল জীবনে সেই অনুভব কতখানি প্রাপ্ত করেছে ! শুধু যেমন সময়, যেমন কর্ম তেমনই স্বরূপের স্মৃতি ইমার্জ-রূপে অনুভব কর, তবেই অতি অনন্য খুশী, অনন্য প্রাপ্তির ভান্ডার হয়ে যাবে আর হৃদয় থেকে এই অসীম সংগীত নির্গত হবে যে, পাওয়ার যা ছিল তা পেয়ে গেছি।

স্লোগান:- প্রথম স্থানে আসতে হলে শুধুমাত্র ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই তোমাদের উপার্জন সঞ্চিত হয়, ক্ষতির পরিবর্তে লাভ হয় এবং তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও"

প্রশ্ন :- সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসংসঙ্গে সর্বনাশ - এই কথাটির প্রকৃত অর্থ কি ?

উত্তর :- তোমরা বাচ্চারা যখন সত্যের সঙ্গ অর্থাৎ বাবার সঙ্গ প্রাপ্ত করো, তখন তোমাদের অবস্থার ক্রমোন্নতি শুরু হয়। রাবণের সঙ্গ হলো অসৎ সঙ্গ, এই সঙ্গের দ্বারা তোমাদের অধঃপতন হয়, অর্থাৎ রাবণ তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। বাবা তোমাদেরকে উদ্ধার করে পারে নিয়ে যান। তিনি মুহূর্তের মধ্যে এমন সঙ্গ প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমাদের গতি-সদগতি হয়ে যায়। এটাই হলো বাবার কামাল। সেইজন্য বাবাকে জাদুকরও বলা হয়।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বসে বসে স্মরণ করছিল। এটাকেই স্মরণের যাত্রা বলা হয়। বাবা বলেন, যোগ শব্দটাকে ব্যবহার কোরো না। বাবাকে স্মরণ করো। তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা, পরমপিতা, পতিত-পাবন। এই পতিত-পাবনকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন - সকল দৈহিক সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে কেবল বাবাকে স্মরণ করো। বলা হয় - মৃত ব্যক্তির কাছে এই জগৎটাও মৃত। দেহ এবং সকল দৈহিক সম্বন্ধ - যা কিছু চোখে দেখা যায়, সেগুলোকে স্মরণ করা উচিত নয়। কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। তোমরা আত্মারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পাপ করে এসেছ। এই দুনিয়াটাই হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সত্যযুগ হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। কিন্তু সকল পাপ নাশ হয়ে কীভাবে পুণ্য সঞ্চিত হবে ? নিশ্চয়ই বাবাকে স্মরণ করলেই জমা হবে। আত্মার মধ্যে তো মন-বুদ্ধি রয়েছে। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা-ই আত্মাদের স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন - তোমাদের যত মিত্র-আত্মীয় রয়েছে, তাদের সবাইকে ভুলে যাও। ওরা সকলেই একে অপরকে দুঃখ দেয়। প্রথম পাপ হলো ওরা কাম কাটারী চালায়। এরপর দুই নম্বরে ওরা কোন্ পাপ করে ? যে পিতা হলেন সকলের সদগতি-দাতা, যিনি সন্তানদেরকে অসীম সুখ প্রদান করেন অর্থাৎ স্বর্গের মালিক বানান, তাঁকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। এটা হলো পাঠশালা। তোমরা এখানে পড়তে এসেছ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো তোমাদের এইম-অবজেক্ট। অন্য কেউই এইরকম বলতে পারবে না। তোমরা জানো যে এখন আমাদেরকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। পুরো ৫ হাজার বছর অতিক্রান্ত। দেবী-দেবতারাই তো বিশ্বের মালিক - তাই না ? কত শ্রেষ্ঠ পদ এটা। নিশ্চয়ই বাবা-ই এইরকম বানাবেন। বাবাকেই পরমাত্মা বলা হয়। তাঁর আসল নাম হলো শিব। কিন্তু তাঁর অনেক নাম রেখে দিয়েছে। যেমন বস্বেতে বাবুলনাথের মন্দির রয়েছে। অর্থাৎ যিনি কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগানে পরিণত করেন। নয়তো তাঁর আসল নাম একটাই - সেটা হলো শিব। এনার মধ্যে প্রবেশ করার পরেও তাঁর নাম শিব-ই থাকে। তোমাদের এই ব্রহ্মাকে স্মরণ করার দরকার নেই। ইনি তো একজন দেহধারী। তোমাদেরকে বিদেহীকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা আত্মারা এখন পতিত হয়ে গেছ। একে পবিত্র বানাতে হবে। মহান আত্মা, পাপ আত্মা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মহান পরমাত্মা কখনো বলা হয় না। কেউ কখনো নিজেকে ঈশ্বর কিংবা পরমাত্মা বলতে পারে না। মহাত্মা কিংবা পবিত্র আত্মা বলা হয়। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস করে। তাই ওরা হলো পবিত্র আত্মা। বাবা বুঝিয়েছেন যে ওরাও সকলে পুনর্জন্ম নেয়। সকল দেহধারীকেই অবশ্যই পুনর্জন্ম নিতে হয়। বিকারের দ্বারা জন্ম নেওয়ার পরে যখন ওরা বয়স্ক হয়ে যায় তখন সন্ন্যাস নিয়ে নেয়।

দেবতারা এইরকম করে না। ওরা সর্বদাই পবিত্র থাকে। বাবা এখন তোমাদেরকে অসুর থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। দিব্যগুণ ধারণ করলে তোমরা দৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। দৈব সম্প্রদায়ের মানুষেরা সত্যযুগে থাকে। আসুরিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা কলিযুগে থাকে। এখন এটা হলো সঙ্গমযুগ। এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছ। তিনি বলছেন, এখন তোমাদেরকে অবশ্যই দৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। তোমরা তো দৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যেই এখানে এসেছ। যারা দৈব সম্প্রদায়ের, তারা অসীম সুখ ভোগ করে। এই দুনিয়াটাকে বলা হয় হিংস্র দুনিয়া। দেবতারা হলো অহিংস।

বাবা বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক সন্তানেরা, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের যত গুরু রয়েছে, ওরা সকলেই দেহধারী। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পরমাত্মা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। পুণ্য আত্মা হয়ে গেলেই তোমরা সুখ ভোগ করবে। ৮৪ জন্ম পরে তোমরা আবার পাপ আত্মা হয়ে যাবে। এখন তোমরা পুণ্য সঞ্চয় করছ। যোগবলের দ্বারা পাপ নাশ করছ। এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে - তাই তো? ওরা তারপরে কোথায় গেল? বাবা এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছ, তোমরাই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ছিলে। বলা হয় - ভগবান এসে ভক্তির ফল দেন। কোনো দেহধারীকে ভগবান বলা হয় না। তিনি হলেন নিরাকার শিব। যেহেতু শিবরাত্রি পালন করা হয়, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই আসেন। কিন্তু তিনি বলছেন, আমি তোমাদের মতো জন্মগ্রহণ করি না। আমাকে একটা শরীর লোন নিতে হয়। আমার নিজের কোনো শরীর নেই। যদি থাকত, তাহলে তো সেই শরীরের একটা নামও থাকত। ব্রহ্মা তো এনার নাম। ইনি সন্ত্যাস করেছেন। তাই এনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। নয়তো ব্রহ্মা এলো কোথা থেকে ? ব্রহ্মা হলেন শিবের সন্তান। শিববাবা তাঁর সন্তান ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে জ্ঞান দেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর হলো এনার সন্তান। নিরাকার পিতার সকল সন্তানরাও নিরাকার। আত্মারা এখানে এসে শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। বাবা বলেন, আমি পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যেই আসি। আমি এই শরীরটাকে লোন নিই। এগুলো হলো শিব ভগবানুবাচ। কৃষ্ণকে তো ভগবান বলা যাবে না। ভগবান তো অদ্বিতীয়। কৃষ্ণের মহিমা সম্পূর্ণ পৃথক। রাধা-কৃষ্ণ হলো প্রথম দেবতা। ওরাই স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যায়। কিন্তু এই কথাটা কেউই জানে না। রাধা-কৃষ্ণের ব্যাপারে কেউই কিছু জানে না। ওরা পরবর্তীকালে কোথায় গেল? রাধা-কৃষ্ণই স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যায়। ওরা দুজন আলাদা মহারাজার সন্তান। ওখানে অপবিত্রতার চিহ্ন মাত্র থাকবে না। কারন ওখানে ৫ বিকার রূপী রাবণ নেই। ওটা হলো রাম রাজ্য। বাবা এখন আত্মাদেরকে বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ নাশ হবে। তোমরাই সত্যপ্রধান ছিলে। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছ। ঋতি হয়ে গেছে, এখন পুনরায় সঞ্চয় করতে হবে। ভগবানকে সওদাগরও বলা হয়। খুব কমজন-ই তাঁর সাথে সওদা করে। তাঁকে আবার জাদুগরও বলা হয়। সমগ্র দুনিয়ার সদগতি করে দিয়ে তিনি কামাল করে দেন। সকলকে মুক্তি এবং জীবন-মুক্তি প্রদান করেন। যেন জাদুর খেলা। কোনো মানুষ কখনো মানুষকে এইসব দিতে পারবে না। তোমরা ৬৩ জন্ম ধরে ভক্তি করে এসেছ। কেউ কি এইরকম ভক্তি করে সদগতি প্রাপ্ত করেছে ? কেউ কি সদগতি দিতে পেরেছে ? হতেই পারে না। একজনও ফেরত যেতে পারে না। অসীম জগতের পিতা এসেই সবাইকে ফেরত নিয়ে যান। কলিযুগে অনেক রাজা রয়েছে। ওখানে তোমরা খুব কমজন রাজস্ব করবে। বাকি আত্মারা মুক্তিতে চলে যাবে। তোমরা ভায়া মুক্তিদাম হয়ে জীবনমুক্তিতে যাও। এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হয়। এখন তোমরা আত্মারা এই চক্র দর্শন করেছ। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান পেয়েছ।

তোমরাই এই জ্ঞানের দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাও। দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলে আর তোমাদের জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন হবে না। ভক্তদেরকে ভগবান অর্ধেক কল্পের জন্য সুখের ফল দেন। তারপর রাবণ রাজ্যে দুঃখ শুরু হয়। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকে। তোমরা যখন সত্যযুগেও থাকো, তখনও প্রত্যেক দিন একটু একটু করে নীচে নামতে থাকো। তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাও এবং তারপর অধঃপতন শুরু হয়। প্রতি সেকেন্ডে একটু একটু করে অবনতি হতেই থাকে। অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছ। ওখানেও তো এইরকম ভাবেই সময় অতিবাহিত হবে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাই। তারপর উকুনের মতো ধীরে ধীরে নীচে নামতে হবে।

বাবা বলছেন, আমি সকলকে সদগতি প্রদান করি। কোনো মানুষ কখনো মানুষের সদগতি করতে পারবে না। কারণ তাদের নিজেদের জন্মই তো বিকারের দ্বারা হয়। তাই ওরা নিজেরাই পতিত। বাস্তবে কৃষ্ণকেই প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা বলা সম্ভব। দুনিয়ায় যাদেরকে মহাত্মা বলা হয়, তারা তো বিকারের দ্বারা জন্ম নেওয়ার পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কিন্তু ওরা হলো দেবতা। দেবতারা সর্বদাই পবিত্র থাকে। ওদের মধ্যে কোনোরূপ বিকার থাকে না। ওই দুনিয়াটাকেই নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। এই দুনিয়াটাকে বলা হয় বিকারী দুনিয়া। নো পিওরিটি। এদের চালচলন খুবই খারাপ। দেবতাদের চালচলন খুব সুন্দর হয়। সকলে ওদেরকে নমস্কার করে। ওদের চরিত্র ভালো বলেই তো অপবিত্র মানুষরা ওইসব পবিত্র দেবতাদের কাছে মাথা ঠোকে। আজকাল তো লড়াই ঝগড়া কত কিছুই না হচ্ছে। চারিদিকে শুধুই ঝামেলা। এখন থাকার মতো জায়গাটুকুও পাওয়া যায় না। সবাই চায় যে জনসংখ্যা কম হোক। কিন্তু এটা তো বাবার কর্তব্য। সত্যযুগে খুব কম সংখ্যক মানুষ থাকবে। এত শরীর সব আগুনে পুড়ে যাবে এবং বাকি সব আত্মারা নিজের সুইট হোমে ফিরে যাবে। ক্রমানুসারে শাস্তি তো পেতেই হবে। যে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে বিজয় মালার দানা হয়ে যায়, সে শাস্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। মালা তো কেবল একজনকে নিয়ে হবে না। যিনি ওদেরকে এইরকম বানিয়েছেন, তিনি হলেন মালার ফুল। তারপরে রয়েছে যুগল দানা - এটা প্রবৃত্তি মার্গের নিদর্শন। তাই যুগল দানার মালা বানানো হয়। সিঙ্গল দানার মালা হয় না। সন্ন্যাসীদের কোনো মালা হয় না। ওরা নিবৃত্তি মার্গের পথিক। ওরা কখনো প্রবৃত্তি মার্গের কাউকে জ্ঞান দিতে পারবে না। ওরা পবিত্র হওয়ার জন্য সীমিত কিছু বিষয়ের থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। ওরা হলো হঠযোগী। এটা হল রাজযোগ। রাজস্ব প্রাপ্ত করানোর জন্য বাবা তোমাদেরকে এই রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর অন্তর আসেন। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা সুখের দুনিয়ায় রাজস্ব করো। তারপরে রাবণ রাজ্যে তোমরা ধীরে ধীরে দুঃখী হয়ে যাও। এটাকেই সুখ-দুঃখের খেলা বলা হয়। তোমরা পাণ্ডবরা বিজয়ী হও। এখন তোমরা হলে পাণ্ডা। ঘরে যাওয়ার যাত্রা করাচ্ছ। ওই যাত্রা তো মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে করেছে। এখন তোমরা ঘরে ফেরার যাত্রা করছ। বাবা এসে সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলছেন। তোমরা জীবনমুক্তিতে যাবে এবং বাকি সবাই মুক্তিতে চলে যাবে। হাহাকারের পরে জয়জয়কার হবে। এখন এটা হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। অনেক বিপদ-আপদ আসবে, চারিদিকে অনেক হাস্যামা হবে। সেইরকম সময়ে তোমরা স্মরণের যাত্রাতে থাকতে পারবে না। তাই বাবা বলছেন, এখন বেশি করে স্মরণের যাত্রাতে থাকো যাতে পাপ নাশ হয়ে যায় এবং সঞ্চয়ও হয়। সত্যপ্রধান তো হয়ে যাও। বাবা বলছেন, আমি প্রত্যেক কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আসি। এটা অতি অল্প সময় ব্যাপী ব্রাহ্মণদের যুগ। টিকি হলো ব্রাহ্মণদের চিহ্ন। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র - এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণদের বংশ খুব ছোট হয়। বাবা এই

ছোট যুগে এসে তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। তোমরা হলে সন্তান, স্টুডেন্ট এবং ফলোয়ার্স। সবই একজনের। এইরকম কোনো মানুষ নেই যিনি একাধারে পিতা, আবার শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষক অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান দেন, আবার সাথে করে নিয়েও যান। কোনো মানুষই এইরকম হতে পারবে না। তোমরাই এখন এইসব কথা বুঝতে পারছ। সত্যযুগেও প্রথমে খুবই ছোট বংশ থাকবে। বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। বাবাকে বলা হয় সকলের সদগতি দাতা। হে পতিত-পাবন পিতা, তুমি এসো - এইরকম ভাবে বাবাকে আহ্বান করা হয়। আবার অপরদিকে বলে দেয় যে কুকুর-বিড়াল, নুড়ি-পাথর সবকিছুতেই পরমাত্মা রয়েছেন। অসীম জগতের পিতার নিন্দা করে। যে পিতা স্বর্গের মালিক বানান, তাঁর নিন্দা করে। এটাকেই রাবণের সঙ্গদোষ বলা হয়। সংসঙ্গে স্বর্গবাস আর অসংসঙ্গে সর্বনাশ। রাবণ রাজ্য শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়। বাবা এসে তোমাদের অবস্থার উন্নতি করেন। বাবা এসে যখন মানুষ থেকে দেবতা বানান, তখন সকলের কল্যাণ হয়ে যায়। এখন প্রায় সকলেই এখানে আছে। যে কয়েকজন এখনো অবশিষ্ট আছে, তারাও চলে আসবে। যতদিনে নিরাকারী দুনিয়া থেকে সকল আত্মা চলে আসবে, ততদিনে তোমরাও পরীক্ষায় ক্রমানুসারে উত্তীর্ণ হতে থাকবে। এটা হল আধ্যাত্মিক কলেজ। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মিক সন্তানদেরকে পড়ানোর জন্য আসেন। রাবণ রাজ্য শুরু হওয়ার পর শরীর ত্যাগ করে অপবিত্র রাজা হয়েছ এবং পবিত্র দেবতাদের কাছে মাথা ঠুকতে শুরু করেছ। আত্মা-ই পতিত অথবা পবিত্র হয়। আত্মা পতিত হয়ে গেলে শরীরটাও পতিত পাওয়া যায়। নিখাদ সোনাতে যদি খাদ মেশানো হয় তবে অলংকারটাও খাদ মিশ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু আত্মার মধ্যে থেকে খাদ কিভাবে বেরোবে? এর জন্য যোগ অগ্নি প্রয়োজন। এর দ্বারা-ই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মার মধ্যে রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি মিশে গেছে। এগুলো হলো খাদ। আত্মা হলো সত্যিকারের সোনা। এখন অশুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এই খাদ বের হবে কিভাবে? এর জন্য যোগ অগ্নি প্রয়োজন। তোমরা এখন জ্ঞানচিন্তাতে বসে আছ। আগে কামচিন্তাতে বসে ছিলে। বাবা এসে জ্ঞান চিতার ওপরে বসান। কেবল জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ বাবা ছাড়া অন্য কেউ জ্ঞান চিতায় বসাতে পারবে না। মানুষ ভক্তিমাগে কত পূজাপাঠ করে কিন্তু কাউকেই জানে না। এখন তোমরা সবাইকে জেনেছ। যখন তোমরা সবাই দেবতা হয়ে যাও তখন আর কোন পূজা-অর্চনার ব্যাপার থাকবে না। যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখনই ভক্তিও শুরু হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

- ১) শাস্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিজয় মালার দানা হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সবাইকে শান্তিধাম অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার যাত্রা করাতে হবে।
- ২) স্মরণের যাত্রাকে বাড়াতে বাড়াতে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারা আত্মাকে সত্যিকারের সোনা অর্থাৎ সত্যপ্রধান বানাতে হবে।

বরদান :- প্রত্যেক কর্মে বাবার সাথে বিভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা স্মৃতি স্বরূপ হয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব

প্রত্যেক দিনের সকল কর্মে কখনো ভগবানের সখা কিংবা সখী রূপকে, কখনো জীবনসঙ্গী রূপকে, কখনো বিশেষ প্রিয় সন্তান রূপকে, যখন হতাশ হয়ে যাও তখন সর্বশক্তিমান স্বরূপের দ্বারা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতিকে জাগরিত করলে আন্তরিক খুশি অনুভব করবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই বাবার সঙ্গে অনুভব হবে। তখন সর্বদাই এই ব্রাহ্মণ জীবনকে অমূল্য এবং শ্রেষ্ঠ বলে অনুভব করবে।

স্লোগান :- ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু এই তিনটি শব্দ স্মরণ করলেও অনেক বিশেষত্ব এসে যাবে"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের প্রতি পদক্ষেপে পদ্ম গুণ আয় জমা হতে থাকে ?

উত্তর :- যারা নিজেদের প্রতিটি পদক্ষেপে সার্ভিসের পথে নিজেকে এগিয়ে যায়, তারা-ই পদ্ম গুণ আয় জমা করে। যদি বাবার সার্ভিসে এগিয়ে যাবে না, তাহলে পদ্ম গুণ প্রাপ্তি কিভাবে করবে। একমাত্র সার্ভিসই প্রতি কদমে লক্ষ কোটি গুণ (পদম) প্রাপ্তি করায়, এর দ্বারা-ই পদ্মপদমপতি হও ।

প্রশ্ন :- কোন্ রহস্যটি জানবার জন্য তোমরা বাচ্চারা সকলের কল্যাণকারী হও ?

উত্তর:- বাবা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এই রহস্য বুঝিয়েছেন যে, সকলেরই এই হল একমাত্র গন্তব্য স্থল, এখানে সবাইকে আসতে ই হবে। এই রহস্যটি হল খুবই গুহ্য। এই রহস্য যে বাচ্চারা জানে, তারাই সকলের কল্যাণকারী হয় ।

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী (রহানী) পিতার আত্মারূপী বাচ্চারা এই কথা তো প্রত্যেকে হয়তো জানে যে, বাবা হলেন আমাদের পিতাও, শিক্ষকও এবং সদগুরুও। বাচ্চারা জানে, জেনেও ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। এখানে যারা বসে আছে, তারা তো জানবে তাইনা ! কিন্তু ভুলে যায়। দুনিয়ার লোকেরা তো একেবারেই জানে না। বাবা বলেন শুধুমাত্র এই তিনটি শব্দও স্মরণে থাকলে অনেক সার্ভিস করতে পারবে। প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে তোমাদের কাছে অনেকেই আসে, ঘরেও মিত্র আত্মীয়স্বজন অনেকে আসে। যেই আসুক তাকেই বোঝানো উচিত যে, যাকে ভগবান বলা হয় তিনি হলেন বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরুও । এই কথাটি স্মরণে থাকলেও ঠিক, অন্য কারো কথা স্মরণে আসবে না। আর কেউ তো এমন কথা বলতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের বাবা হলেন পিতাও, শিক্ষকও, সদগুরুও। কতখানি সহজ। কিন্তু কারো এমন পাথরবুদ্ধি যে এই তিনটি শব্দও বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারে না, ভুলে যায়। বাবা আমাদের মানুষ থেকে দেবতা করেন, কারণ অসীম জগতের (বেহদের) পিতা, তাইনা। অসীমের (বেহদের) পিতা অবশ্যই অসীমের (বেহদের) উত্তরাধিকার দেবেন। অসীমের উত্তরাধিকার আছে দেবতাদের কাছে। শুধু এইটুকু স্মরণ করলে ঘরেও অনেক সার্ভিস করতে পারবে। কিন্তু এই কথাও ভুলে যাওয়ার দরুন কাউকে বলতে পারো না। ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। কারণ সম্পূর্ণ কল্পে ভুলে থেকেছ। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাস্তবে এই জ্ঞান হল খুবই সিম্পল, যদিও স্মরণের যাত্রা দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া, এতেই পরিশ্রম আছে। বাবা হলেন আমাদের পিতাও, শিক্ষাও দেন, উত্তরাধিকারও দেন, পবিত্রও করেন, কারণ তিনি হলেন পতিত-পাবন পিতা, শুধুমাত্র বলেন যে সবাইকে এই কথা-ই বলো যে আমাকে স্মরণ করো। বাবার সার্ভিসে একটুও না এগোলে পদ্মগুণ প্রাপ্তি হবে কিভাবে ! পদ্মপতি তো সার্ভিস দ্বারা-ই হতে পারবে। প্রতি পদে পদ্ম একমাত্র সার্ভিস নিয়ে আসে। সার্ভিসের জন্য বাচ্চারা কোথা থেকে ছুটে আসে। কত রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পদ্ম তো তারা-ই পাবে, তাইনা। এই কথাও বুদ্ধি বলে প্রথমে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করতে হবে। ব্রাহ্মণ না করলে কি পদ প্রাপ্ত করবে ! সার্ভিস তো চাই, তাইনা। বাচ্চাদেরকে সার্ভিসের খবর এইজন্য শোনানো হয় যাতে তাদেরও সেবা করতে ইচ্ছে হয়। সার্ভিস দ্বারাই লক্ষ কোটি গুণ প্রাপ্তি।

শুধু একটি কথা শোনাও যা দুনিয়ায় কেউ জানে না। অসীমের পিতা হলেন প্রকৃত পিতা। কিন্তু তাঁর কথা কারো জানা নেই। গড ফাদার এমনিই বলে দেয়। তিনি হলেন টিচার - এই কথা তো কারো বুদ্ধিতে থাকবে না। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে সর্বদা টিচার স্মরণে থাকে, যারা পূর্ণ রীতি পড়ে না তাদের অশিক্ষিত বলা হয়। বাবা বলেন কোনো সমস্যা নেই। তোমরা কিছু না পড়লেও এই কথা তো বুঝতে পারো যে আমরা হলাম ভাই-ভাই। আমাদের পিতা হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা আসেন-ই এক ধর্মের স্থাপনা করতে, ব্রহ্মা দ্বারা করেন। কিন্তু লোকেরা কিছুই বোঝে না। যদি কখনও ঈশ্বরের আগমন না হত তো তাঁকে আহ্বান করা হয় কেন যে হে লিবারেটর এসো, হে পতিত-পাবন এসো। যখন পতিত-পাবনকে স্মরণ করে তাহলে শাস্ত্র পাঠ কেন করা হয় ? তীর্থ যাত্রা কেন করা হয় ? সেখানে কি তিনি বসে আছেন ? কেউ জানেই না যখন পতিত-পাবন হলেন ঈশ্বর, তখন গঙ্গা স্নান ইত্যাদি দ্বারা কেউ কিভাবে পবিত্র হতে পারে। স্বর্গে কেউ কিভাবে যাবে, জন্ম তো এখানেই হবে। নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়ায় তফাৎ তো আছে, তাইনা। এই যুগকে সত্যযুগ খোড়াই বলা হবে। এখন তো হল কলিযুগ। মানুষের বুদ্ধি তো একেবারে পাথর বুদ্ধি হয়েছে। যেখানে একটুও সুখ দেখে স্বর্গ ভেবে নেয়। এই কথা বাবা-ই বোঝান, বাবা কটু কথা বলেন না। বাবা শিক্ষাও দেন, সবাইকে সদগতিও দেন। ভগবান হলেন পিতা, তাহলে পিতার কাছে অবশ্যই কিছু প্রাপ্ত হওয়া উচিত। বাবা শব্দটি এমন যে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সুগন্ধ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। অন্য মামা, কাকা যতই থাক, কিন্তু তাদের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সুগন্ধ পাওয়া যায় না। অন্তর্মুখী হয়ে বিচার করা উচিত যে, বাবা তো কথাটা ঠিকই বলেন। গুরুর কাছে কোনও সম্পত্তি থাকে না। গুরু তো নিজেই ঘর সংসার ত্যাগ করেন। তোমরা সন্ন্যাস করেছ বিকারের। তারা তো বলে আমরা ঘরসংসার ত্যাগ করি, তোমরা বল আমরা সম্পূর্ণ দুনিয়ার বিকারের সন্ন্যাস করি। নতুন দুনিয়ায় যাওয়া কত সহজ। আমরা সন্ন্যাস করি সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টি, তমোপ্রধান দুনিয়ার। সত্যযুগ হল নতুন দুনিয়া। এই কথাও জানো যে নতুন দুনিয়া নিশ্চয়ই ছিল। সবাই গান গায়। স্বর্গ বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। কিন্তু তারা শুধু বলার জন্যে বলে দেয়, কিছু বোঝে না। অতএব বাবা বলেন শুধু এটাই ভাবো - বাবা, তিনি হলেন আমাদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরুও। তিনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। শব্দ হল দুটি - মন্মথানুভব, এতেই সব এসে যায়, কিন্তু এই শব্দটাও ভুলে যায়। না জানি বুদ্ধিতে কত কথা স্মরণ থাকে। নাহলে রোজ লিখে দাও যে, এত সময় আমরা কোন্ অবস্থায় বসে ছিলাম ? তোমরা বসে আছ পিতা, শিক্ষক, সদগুরুর সামনে, তাই ওঁনার কথাই স্মরণে থাকা উচিত, তাইনা। স্টুডেন্টদের টিচারের কথাই মনে থাকবে, তাইনা কিন্তু এখানে মায়া আছে যে। একদম মাথা হেঁট করে দেয়। সম্পূর্ণ রাজ্য - ভাগ্য নিয়ে নেয়। তোমরা জানতে পার না। এসেছিলাম উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে, কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এমনই বলবে, তাইনা। যদিও স্বর্গে তো যাবে, কিন্তু তা বড় কথা নয়। এখানে এসেছ কিন্তু পড়া করোনি, তবুও স্বর্গে তো যাবেই, তাইনা। এখানে তো বসেই আছে। ভাবে স্বর্গে তো যাব, সে যেরকম পদ প্রাপ্ত হোক। সেটা তো পড়া হল না। একটু শুনলেও তার ফল তো প্রাপ্ত হবেই। পড়াশোনা করলে তো বড় স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়। বাবার কাছে সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করতে হয়। পড়াশোনা স্মরণে থাকলে তো ৮৪-র চক্রও স্মরণে থাকবে। এখানে বসলে সবকিছু স্মরণে আসা উচিত। কিন্তু সে কথাও স্মরণে আসে না। যদি স্মরণে থাকে তাহলে তো কাউকে শোনাবে। চিত্র তো সবার কাছে আছে। শিবের চিত্র দেখিয়ে তোমরা কাউকে শোনাতে কেউ রাগারাগি করবে না। বলা, এসো আমরা তোমাদের বলে দিই যে এই শিব হলেন অসীম জগতের পিতা, তাইনা। তাঁর সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক আছে ? চিত্র তো বেকার নয়। শিবের উদ্দেশ্যে অবশ্যই বলা হবে ইনি হলেন ভগবান, ভগবান তো হলেন

নিরাকার। তাঁকেই পিতা বলা হয়। তিনি শিক্ষাও দেন। তোমাদের আত্মা শিক্ষা লাভ করে। আত্মা-ই সবকিছু করে। টিচারও আত্মা-ই হয়। বাবাও এই রথে এসে পড়ান। সত্যযুগের স্থাপনা করেন। সেখানে কলিযুগের নাম গন্ধ নেই। মানুষ কোথা থেকে আসবে। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের সারা দিন এই চিন্তা চলতে থাকে। সার্ভিস না করলে ধরে নেওয়া হয় বুদ্ধি চলে না। যেন বোকা বুদ্ধি বসে আছে। বাবাকে বুঝতে পারে না। পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। স্মরণ করতে করতে মৃত্যু হলে বাবার সম্পূর্ণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। অসীম জগতের পিতার সম্পত্তি হল স্বর্গ।

বাচ্চাদের কাছে ব্যাজও আছে, ঘরে মিত্র - আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি অনেকে আসে। কারো মৃত্যু হলে অনেকে আসে। তাদের সেবাও তোমরা ভালো ভাবে করতে পারো। শিববাবার চিত্র তো খুব ভালো। যতই বড় সাইজের চিত্র রেখে দাও, তাতে কেউ কিছু বলবে না। তারা কেউই বলতে পারবে না যে ইনি হলেন ব্রহ্মা। তিনি হলেন গুপ্ত। তোমরা গুপ্তও বোঝাতে পারো। শুধু শিবের চিত্র রাখো এবং সব চিত্র তুলে দাও। শিববাবা হলেন পিতা, শিক্ষক, সদগুরু। তিনি আসেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে এবং সঙ্গমেই আসেন। এই জ্ঞান তো বুদ্ধিতে আছে, তাইনা। বলা, শিববাবাকে স্মরণ করো এবং অন্য কাউকে স্মরণ করো না। শিববাবা হলেন পতিত-পাবন, তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তোমরা গুপ্ত সার্ভিস করতে পারো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এই জ্ঞানের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বলবে শিববাবা হলেন নিরাকার, তাহলে তিনি কিভাবে আসেন ? আরে, তোমাদের আত্মাও তো হল নিরাকার, সে কিভাবে আসে ? সেও তো উপর থেকেই আসে, তাইনা ! পার্ট প্লে করতে। এইসবই বাবা এসে বোঝান। বলদের উপর বসে তো আসবেন না। তাহলে বলবেন কিভাবে ? সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে আসেন। বোঝানোর জন্যে যুক্তি চাই। কেউ বলে তোমরা ভক্তি করো না ? বলা, আমরা তো সবকিছু করি। যুক্তি দিয়ে চলতে হয়। কাউকে উপরে তোলার জন্যে চিন্তা করা উচিত - কি যুক্তি রচনা করা যায় ? কাউকে অসন্তুষ্ট করবে না। গৃহস্থ থেকে শুধু পবিত্র থাকতে হবে। তোমরা বলা - বাবা, সার্ভিস পাওয়া যায় না। আরে, সার্ভিস তো অনেক করতে পারো। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে যাও। বলা, এই গঙ্গা জলে স্নান করলে কি হবে ? তোমরা কি পবিত্র হয়ে যাবে ? তোমরা তো ভগবানকে বলা - হে পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করো। তাহলে তিনি পতিত-পাবন ? নাকি এই নদী ? এমন নদী তো অনেক আছে। বাবা পতিত-পাবন তো হলেন একজন-ই। এই নদী তো সর্বদা আছে। বাবাকে তো পবিত্র করতে আসতে হয়। আসেনও পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে, এসে পবিত্র করেন। সেখানে কেউ পতিত থাকে না। নাম-ই হল স্বর্গ, নতুন দুনিয়া। এখন তো হল পুরানো দুনিয়া। এই সঙ্গমযুগের কথা তোমরাই জানো আর কেউ বুঝতে পারে না। বাবা তো অনেক প্রকারের সার্ভিসের যুক্তি বুঝিয়ে দেন। বোকা হয়ে যেও না। বলা হয় অমরনাথও পায়রা থাকে। পায়রা সংবাদ পৌঁছে দেয়। এমন নয়, পরমাত্মার সংবাদ উপর থেকে পায়রা আনবে। এই কথাও শেখানো হয়। পত্র লিখে পাখির পায়ে বেঁধে দিলে নিয়ে যাবে। তাদের সহজ উপায়ে দানা প্রাপ্ত হলে অন্য দিকে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন হয় না। তোমরাও এখানে দানা প্রাপ্ত কর, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে বিশ্বের বাদশাহী, যা এখানেই প্রাপ্ত হয়। তারা ভাবে দানা এখানে পাওয়া যায় তো সেখানেই ভিড় জমায়। তোমরা তো হলে চৈতন্য, তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন রূপী দানা প্রাপ্ত কর। শাস্ত্রেও লেখা আছে পাখিরা সাগর শুকিয়েছে। অনেক কাহিনী লিখে দিয়েছে। মানুষ বলবে সত্য। তারপরে বলে সাগর থেকে দেবতারা উঠে এসেছেন। রত্নের থালা সাজিয়ে নিয়ে আসেন। বলবে সত্য। এবারে সমুদ্র থেকে দেবতারা কিভাবে আসবেন ? সমুদ্রে মানুষ বা দেবতা বাস করে কি ? কিছুই বোঝে না। জন্ম জন্মান্তর মিথ্যা পড়েছে-

শুনেছে তাই বলা হয় মিথ্যা মায়া। প্রকৃত সত্য ও মিথ্যা সংসারের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ আছে ! মিথ্যা বলতে বলতে ইম্পল্শেন্ট (অন্তঃসার শূন্য) হয়ে গেছে। তোমরা কত যুক্তি দিয়ে বোঝাও, তবুও কোটিতে একজনের বুদ্ধিতেই বসে। এ হল খুব সহজ জ্ঞান এবং সহজ যোগ। পিতা, শিক্ষক, সঙ্গুরুকে স্মরণ করলে অনেক বিশেষত্ব বুদ্ধিতে এসে যাবে। নিজের চেকিং করা উচিত। আমরা সবাই বাবাকে স্মরণ করি নাকি অন্য দিকে বুদ্ধি বিচরণ করে ? তোমাদের বুদ্ধিতে এই বোধ আছে এখন। কত মিষ্টি কথা বাবা বোঝান। বাবা যুক্তি বলে দেন। তোমরা বসে কাউকে বোঝালে তখন তোমাদের শত্রু থাকবে না। শিববাবা হলেন তোমাদের পিতা, শিক্ষক, সদগুরু, তাঁকে স্মরণ করো। বোঝাবার যুক্তি রচনা করা উচিত। ব্রহ্মার চিত্র নিয়ে অনেকে পিছনে পড়ে যায়। শিবের চিত্র দেখে কখনও উড়িয়ে দেবে না। আরে, উনি তো হলেন আমাদের পিতা, তাইনা। অতএব পিতাকে স্মরণ করো, এর দ্বারা অনেকের লাভ হতে পারে। তাঁকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। তিনি হলেন সকলের পিতা। একমাত্র পিতার স্মরণ ছাড়া অন্য কারো স্মৃতি থাকা উচিত নয়, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এই হল কারো কল্যাণ করার যুক্তি। বাবাকে স্মরণ না করতে পারলে পবিত্র হবে কিভাবে। ঘরে থেকেও তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। অনেক মিত্র আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হবে। বিভিন্ন রকমের যুক্তি রচনা করো। অনেকের কল্যাণ করতে পারো। গন্তব্য তো একটাই। অন্য দ্বিতীয় কোনো গন্তব্য নেই, তো যাবে কোথায় ? আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।
আমাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) গৃহস্থে থেকে অনেক যুক্তির সাহায্যে চলতে হবে, কাউকে অসন্তুষ্টও করবে না, পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে।

২) এক পিতার কাছে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দানা নিয়ে নিজের বুদ্ধি রূপী ঝুলি ভরপুর রাখতে হবে, বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করবে না, বার্তাবাহক হয়ে সবাইকে বাবার সংবাদ দিতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে ভ্যারাইটি অনুভূতি দ্বারা রমণীয় স্থিতির অনুভবকারী সম্পন্ন আত্মা ভব

ব্যাখা: জীবনে প্রতিটি মনুষ্য আত্মা ভ্যারাইটি পছন্দ করে। অতএব সারা দিন ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধের, ভিন্ন-ভিন্ন স্বরূপের ভ্যারাইটি অনুভব করো, তাহলে খুবই রমণীয় জীবন অনুভব করবে। ব্রাহ্মণ জীবন ভগবানের সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধের অনুভব কারী সম্পন্ন জীবন, তাই একটি সম্বন্ধের অনুভূতিও যেন বাদ না যায়। যদি কোনো ছোট বা হালকা আত্মার সম্বন্ধ মিশ্রিত হয়ে যায় তাহলে সর্ব শব্দ সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেখানে সর্ব আছে সেখানেই সম্পন্নতা আছে, তাই সর্ব সম্বন্ধের স্মৃতি স্বরূপ হও।

স্লোগান - বাবার মতন অব্যক্ত রূপধারী হয়ে প্রকৃতির প্রতিটি দৃশ্যকে দেখো, তাহলে অস্থিরতা অনুভব হবে না ।

২৫-০৮-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৮-০১-৮৫ মধুবন

প্রতিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষতা

আজ সমর্থ (শক্তিশালী দিবসে) দিবসে, সমর্থ (শক্তিশালী) বাবা তাঁর সমর্থ বাচ্চাদের দেখছেন। আজ বিশেষ দিন, যখন ব্রহ্মাবাবা বিশেষ বাচ্চাদের সমর্থ হওয়ার বরদান অর্পণ করেছেন। আজ, বাপদাদা তার শক্তি সেনাকে বিশ্বের স্টেজে নিয়ে এসেছেন, সুতরাং সাকার স্বরূপে শিব শক্তির প্রত্যক্ষরূপে তাদের ভূমিকা (পার্ট) পালন করার দিন। শক্তি সকলের মাধ্যমে শিববাবা প্রত্যক্ষ হয়ে নিজে গুপ্তরূপে তাঁর পার্ট পালন করতে থাকেন। তিনি শক্তিগণকে প্রত্যক্ষ রূপে বিশ্বের সামনে বিজয়ী হিসেবে প্রত্যক্ষ করান। আজ এই দিনে বাচ্চাদের বাপদাদার থেকে 'সমান ভব'র বরদান প্রাপ্ত করার দিন। আজকের দিন, বিশেষ স্নেহী বাচ্চাদের তাঁর নয়নে তাদের স্নেহস্বরূপে সমাহিত হওয়ার দিন। আজকের দিনে, বাপদাদা বিশেষ সমর্থ আর স্নেহী বাচ্চাদের মধুর মিলন দ্বারা অবিনাশী মিলনের বরদান দেন। আজকের দিন, অমৃতবেলা থেকে চতুর্দিকের সকল বাচ্চার হৃদয়ের প্রথম সঙ্কল্প মধুর মিলন উদযাপনের, অন্তরে মিষ্টি-মধুর মহিমার গীত গাওয়ার, বিশেষভাবে স্নেহের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হওয়ার। আজ, অমৃতবেলায় অনেক বাচ্চার স্নেহ-মোতির মালার প্রতিটা মোতির মাঝে বাবা, 'মিষ্টি বাবা'র বোল ঝলকিত হতে দেখেছেন। কতো মালা ছিল? এই পুরানো দুনিয়ায় লোকে নয় রঞ্জের মালার কথা বলে, কিন্তু বাপদাদার কাছে অনেক অলৌকিক, অনন্য, অমূল্য রত্নমালা ছিল। এইরকম মালা তোমরা সত্যযুগেও পরবে না। এইসব মালা শুধু এইসময়ই বাপদাদা বাচ্চাদের দ্বারা ধারণ করেন। আজকের দিন অনেক বন্ধনে আবদ্ধ গোপিকাদের বিচ্ছেদের হৃদয়গ্রাহী গীত এবং স্নেহে সম্পন্ন মিষ্টি গীত শোনার দিন। যারা এমন একনিষ্ঠায় মগ্ন স্নেহী, হারানিধি আত্মাদের বাপদাদা রিটার্ণে এই আনন্দ সংবাদ শোনার, এখন প্রত্যক্ষতার ডঙ্কা (জয়ঢাক) বাজতে চলেছে, সেইজন্য হে সহজ যোগী ও মিলনের বঞ্চিত বাচ্চারা, অতি অল্পসংখ্যক দিন প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। সাকার সুইট হোমে মধুর মিলন হয়েই যাবে। সেই শুভ দিন সমাসন্ন।

আজকের দিন বাচ্চাদের সকলের হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প থাকায় সহজ সফলতার প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করার দিন। তোমরা শুনেছ কি আজকের দিন কতো মহান! এমন মহান দিবসে বাচ্চারা সকলে যেখানেই আছে, তারা দূরে হতে পারে, তবুও তারা হৃদয়ের কাছে। বাপদাদাও প্রত্যেক বাচ্চাকে স্নেহ এবং বাপদাদাকে প্রত্যক্ষ করার সেবার উত্সাহ-উদ্দীপনার রিটার্ণে, স্নেহভরা অভিনন্দন জানান, কারণ বাচ্চাদের মেজরিটিতে তাদের খোলাখুলি ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবার জন্য প্রবল উৎসাহ এবং স্নেহের তরঙ্গ ছিল। প্রতিজ্ঞা এবং প্রত্যক্ষতা উভয় বিষয় বিশেষ ছিল। বাপদাদা যখন এইসব শোনে, তিনি কি করেন? যারা শোনাতে তারা কতো, কিন্তু দিলারাম বাবা একই সময়ে অনেকের হৃদয়ের আওয়াজ শুনতে পারেন। যারা প্রতিজ্ঞা করে, বাপদাদা তাদের অভিনন্দিত করেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা সদা অমৃতবেলায় রিভাইস করতে থাক। একবার প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিও না। 'আমাকে করতেই হবে, আমাকে হতেই হবে।' সদাসর্বদা এই উৎসাহ-উদ্দীপনা তোমাদের সঙ্গে রাখতে হবে। সেইসঙ্গে কর্ম করাকালীন যেমন ট্রাফিক কন্ট্রলের বিধি দ্বারা সাক্ষ্যের সাথে নিরন্তর স্মরণের স্থিতি বজায় রাখ, ঠিক একইভাবে, কর্ম করাকালীন নিজেকে চেক করার সময় স্থির কর। এইভাবে, স্থিরীকৃত সময় প্রতিজ্ঞাকে সফলতা স্বরূপ বানাতে থাকবে।

প্রত্যক্ষতার উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা তাঁর রাইট হ্যান্ড বাম্বাদের সাথে বাপদাদা স্নেহে হ্যান্ডশেক করছেন। সদা দক্ষ বাম্বা তথা বাবা সমান হয়ে প্রবল উৎসাহের সাহসে বাপদাদার থেকে তোমরা পদমণ্ডল সহায়তা লাভের পাত্র হয়েই আছ। সুপাত্র হওয়া অর্থাৎ নেওয়ার যোগ্য পাত্র হওয়া।

তৃতীয় প্রকারের বাম্বারা দিন রাত স্নেহে সমাহিত হয়ে আছে। তারা স্নেহকেই সেবা মনে করে। তারা ময়দানে আসে না, কিন্তু অবশ্যই 'আমার বাবা, আমার বাবা' গীত গায়। তারা বাবাকেও খুব মধুরভাবে তোষামোদ করে, 'আমি যেমনই হই, যেমনই হই, আমি তোমার'। এমনিতেই তারা স্নেহী আত্মা। এইরকম স্নেহী বাম্বাদের বাপদাদা স্নেহের রিটার্নে স্নেহ তো অবশ্যই দেন, কিন্তু এই সাহসও দেন যে তোমাদের রাজ্য অধিকারী হতে হবে। রাজত্ব আসতে হবে, তারপরে যদি শুধু স্নেহী হও তাও ঠিক আছে। রাজ্য অধিকারী যদি হতে চাও, তাহলে স্নেহের সঙ্গে পঠন-পাঠনের শক্তি অর্থাৎ জ্ঞানের শক্তি, সেবার শক্তিও আবশ্যিক, সুতরাং সাহস কর। বাবা তো সদাসর্বদা তোমাদের সহায়। স্নেহের রিটার্নে তোমরা অবশ্যই সহযোগ লাভ করবে। সামান্য সাহস আর অ্যাটেনশন (মনোযোগ) থাকলে তোমরা রাজ্য অধিকারী হতে পার। তোমরা শুনেছ আজকের মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার রেসপন্স? বাবা সূক্ষ্ম বতন থেকে দেশ বিদেশের চতুর্দিকের বাম্বাদের জাঁকজমক দেখেছেন। বিদেশি বাম্বারাও লাস্ট সো ফাস্ট অর্থাৎ তারা লাস্ট এসে ফাস্ট (দ্রুতগতি) এগিয়ে যাচ্ছে - ফাস্ট হওয়ার প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায়। তারা মনে করে, বিদেশে থাকায় তারা যতদূরের ততটাই হৃদয়ের কাছে থাকে। সুতরাং, আজ, তারা খুব ভালো উদ্যম-উৎসাহের সাথে অন্তরঙ্গভাবে খোলামেলা বিশ্রম্ভলাপ অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে নিভূতে কথাবার্তা বলছিল। কোনো কোনো বাম্বা খুব সুইট। বাবাকেও মিষ্টি মিষ্টি কথায় বাবাকে খুশি করতে চেষ্টা করে। এইসব বলে খুব সাদাসিধেভাবে, কিন্তু তারা খুব চতুর। তারা বলে, তুমি প্রমিস করো। এইভাবে তারা তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। বাবা কি বলবেন? খুশি থাকো, সফল হও, অগ্রবর্তী হও। বিষয় তো অনেক দীর্ঘ ও জটিল, এই ব্যাপারে তিনি কত বলেছেন, কত বলবেন! যাই হোক, তোমরা সবাই খুব আনন্দের সাথে ভালো বিষয়েই বলো। আচ্ছা -

যারা সদা স্নেহ আর সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, সদা সুযোগ্য এবং সেইসঙ্গে সর্বপ্রাপ্তির সুপাত্র হয়, সদা নিজের কর্ম দ্বারা বাপদাদার শ্রেষ্ঠ কর্ম প্রত্যক্ষ করায়, নিজের দিব্য জীবন দ্বারা ব্রহ্মাবাবার জীবন কাহিনী স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে, বাপদাদার এমন সদা সাথী বাম্বাদের সমর্থ বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীজী এবং দাদী জনকীজী বাপদাদার সামনে বসে আছেন

আজ, তোমার সখিও (দিদি) বিশেষ স্মরণ-স্নেহ পাঠিয়েছেন। আজ তিনিও বতনে ইমার্জ ছিলেন, সেইজন্য তিনি সকলকে স্মরণ পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর সংগঠন (অ্যাডভান্স পার্টির) শক্তিশালী বানাচ্ছেন। তাদের কার্যও তোমাদের সাথে সাথে প্রত্যক্ষ হতে থাকবে। তারা এখন সম্বন্ধে এবং দেশের কাছাকাছি আছে, সেইজন্য না জেনেও ছোট ছোট গ্রুপ নিজেদের মধ্যে কারণে-অকারণে সম্মিলিত হয়। তাদের পূর্ণ স্মৃতি নেই, কিন্তু বুদ্ধিতে টাচিং আছে যে তাদের একত্রিত হয়ে কোনও কার্য করতে হবে। দুনিয়ার যে অবস্থা সেই অনুযায়ী যা অন্য কেউ করতে পারবে না, তা আমাদের একত্রিত হয়ে করতে হবে। এই টাচিংয়ের সাথে নিজেদের মধ্যে তাঁরা অবশ্যই মিলিত হন। গ্রুপ এখন কিছু ছোটদের আর কিছু বড়দের। সব ধরনের বাম্বারা গেছে, যারা স্কুল সেবাতে প্রথর তারাও

গেছে এবং রাজ্য স্থাপনার জন্য যাদের প্ল্যানিং (পরিকল্পনার) বুদ্ধি ছিল তারাও গেছে। সেইসঙ্গে যারা সাহস এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ায় তারাও গেছে। আজ বাপদাদা সমগ্র গ্রুপের মধ্যে এই তিন ধরনের বাচ্চাদের দেখেছেন আর তিনই আবশ্যিক। তারা কেউ কেউ প্ল্যানিং করে, কেউ কেউ বিষয়সমূহ কর্মে পরিণত করে আর কেউ সাহস বাড়ায়। ভালো গ্রুপ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু উভয় গ্রুপ একসাথে প্রত্যক্ষ হবে। এখন প্রত্যক্ষতার বিশেষত্ব মেঘের অন্তরালে আছে। মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু সরে যায়নি। যতখানি তোমরা মাস্টার জ্ঞানসূর্য হওয়ার শক্তিশালী স্টেজে পৌঁছাবে, তেমন তেমন মেঘও সরে যেতে থাকবে। তারা সেকেন্ডে সরে যাবে, আর তখনই দামামা বেজে উঠবে। এখন ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেই পার্টিও অনেক প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমরা যেমন ইয়ুথ র্যালির প্ল্যান বানাও, তারাও এখন ইয়ুথ। তারাও নিজেদের মধ্যে প্ল্যানিং করছে। ভারতে যেমন অনেক (পলিটিক্যাল) পার্টির যে বিশেষত্ব ছিল, এখন তা' কম হয়ে গেছে এবং এক পার্টি এগিয়ে যাচ্ছে, তাই না! বাহ্যিক একতাও তাৎপর্যপূর্ণ। বাহ্যিক দুর্বল হচ্ছে আর একতা শক্তিশালী হচ্ছে। স্থাপনার রহস্যে এটা সহযোগের পার্ট। তাদের মনে মিল নেই, কিন্তু বাধ্যবাধকতার সমন্বয়, এটাও অর্থপূর্ণ। এখন স্থাপনার গভীর রীতি-রেওয়াজ স্পষ্ট হওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। তারপরে তোমরা জানবে অ্যাডভান্স পার্টি কি করবে আর তোমরা কি করছ। এখন তোমরাও কোশ্চেন করছ যে, তারা কি করছেন আর তারাও কোশ্চেন করছে তোমরা কি করছ। সে যাই হোক, উভয়ই ড্রামা অনুসারে উল্লিখিত।

জগদম্বা তো হনই চন্দ্রমা। সুতরাং, চন্দ্রমা জগৎ অস্থির সাথে শুরু থেকে দিদির বিশেষ পার্ট ছিল। কার্যে তাঁর পার্ট ছিল সহগমনকারীর। তিনি চন্দ্রমা (শীতল) আর তিনি তীব্র। দু'জনের মিলে যেত। এখন, তাঁকে একটু বড় হতে দাও, জগদম্বা তো এখনও শীতলতার সকাশ দিচ্ছেন, কিন্তু প্ল্যানিংয়ে অগ্রগতি আনতে সাথীও তো প্রয়োজন, তাই না! শুরু থেকেই পুষ্পশাল্লা আর দিদির নিজেদের মধ্যে হিসেব আছে। এখানেও উভয়ের কাছের সংযোগ। ভাউ (চন্দ্রকিশোর দাদা) তো ব্যাকবোন। এখানেও পাণ্ডব ব্যাকবোন এবং শক্তি-সকল সামনে। সুতরাং সেটাও একটা গ্রুপ যারা উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আসে। এখন, যারা প্ল্যানিং করবে, তারা একটু ময়দানে যাবে আর তারপরে প্রত্যক্ষতা হবে। আচ্ছা -

বিদেশি ভাইবোনদের সাথে- তোমরা সবাই লাস্টে এসে ফাস্ট যাচ্ছ আর ফাস্ট হওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, তাই না! সেকেন্ড নাম্বারের তো কেউই নেই! যখন লক্ষ্য শক্তিশালী তখন লক্ষ্য অর্থাৎ যোগ্যতা নিজে থেকেই শক্তিশালী হবে। তোমাদের সকলের অগ্রচালিত হওয়ার প্রবল উৎসাহ এবং উদ্যম থাকে। বাপদাদাও সব বাচ্চাকে এটাই বলেন, সদা ডবল লাইট হয়ে উড়তি কলার সাথে নম্বর ওয়ানে আসতেই হবে। বাবা যেমন উঁচুতম তেমনই সব বাচ্চাও উঁচু থেকে উঁচুতম।

যারা সদা উদ্যম-উৎসাহের পাখা দ্বারা ওড়ে, তারাই উড়তি কলার অনুভব করে। এই স্থিতিতে স্থিত থাকার সহজ সাধন - যে সেবাই তোমরা কর, তা' বাবা করণকরাবনহার করচ্ছেন। তোমরা নিমিত্ত মাত্র, যিনি করানোর মালিক তিনিই করচ্ছেন, তিনিই চালাচ্ছেন। এই স্মৃতি সদা বজায় রাখলে তোমরা হালকা হয়ে উড়তে থাকবে। এই স্থিতিই সদা বাড়তে থাক।

বিদায়ের সময়:- এই সমর্থ দিন সদা তোমাদের সমর্থ বানাতে থাকবে। এই সমর্থ দিনে যারা এসেছ, তারা "সমর্থ ভব'র" বিশেষ বরদান সদা নিজেদের সাথে রেখ। যদি এমন কোনও পরিস্থিতি আসে তখন এই দিন আর এই বরদান স্মরণ ক'রো, তবেই এই স্মৃতি সামর্থ্য নিয়ে আসবে। সেকেন্ডে বুদ্ধির

বিমান দ্বারা মধুবনে এসো, আর স্মরণ করো কি ছিল, কেমন ছিল আর কি বরদান লাভ করেছ ! মধুবন নিবাসী হওয়ায় সেকেন্ডে তোমরা সামর্থ্য লাভ কর । মধুবনে কিভাবে আসতে হয় তা তোমরা জান, তাই না ? এতো সহজ, সাকার রূপে তোমরা দেখেছ । পরমধামে যাওয়া হয়তো কঠিন লাগতে পারে, কিন্তু মধুবনে পৌঁছানো তো কঠিন নয় ! সুতরাং, সেকেন্ডে বিনা টিকিটে, নিঃখরচায় মধুবন নিবাসী হয়ে যাও । মধুবন প্রতিনিয়ত তোমাদের সাহস, খুশি দিতে থাকবে । এখানে তোমরা সবাই উৎসাহে পরমানন্দে আছ, কারও কোন দুর্বলতা নেই, তাই না ? এই স্মৃতিই তোমাদের সমর্থ বানাবে ।
আচ্ছা -

বরদান:- পরমাত্ম কার্যে সহযোগী হয়ে সকলের সহযোগ প্রাপ্ত করে সফলতা স্বরূপ ভব যেখানে সবার উদ্যম-উৎসাহ আছে, সেখানে সফলতা নিজে কাছে এসে গলার মালা হয়ে যায় । কোনও বিশাল কার্যে প্রত্যেকের সহযোগের আঙুল প্রয়োজন । সেবার চাপ সবার আছে, কেউ কোনও অজুহাত দিতে পারে না যে তারা সেটা করতে পারে না বা করার সময় নেই । উঠতে-বসতে শুধু ১০ মিনিটেরই সেবা কর । যদি তোমার শরীর সুস্থ না থাকে তবে ঘরে বসে কর । মন্সা দ্বারা, তোমার সুখ বৃষ্টি দ্বারা এবং সুখময় স্থিতি দ্বারা সুখময় জগৎ বানাও । পরমাত্ম কার্যে সহযোগী হলে তবে সকলের সহযোগ তোমরা লাভ করবে ।

স্লোগান:- প্রকৃতিপতির সীটে সেট হয়ে থাকলে বিপরীত পরিস্থিতিতে আপসেট হবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের সমস্ত আশা পূর্ণ হচ্ছে, পেট ভরে যাচ্ছে, বাবা এসেছেন তোমাদের তৃপ্ত আত্মা করতে"

প্রশ্নঃ - তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখন ভক্তি তো করো না, কিন্তু অবশ্যই ভক্ত হও- কীভাবে?

উত্তরঃ - যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ-অভিমান আছে ততক্ষণ হলে ভক্ত। তোমরা জ্ঞানী হওয়ার জন্য পড়াশুনা করছো। যখন পরীক্ষায় পাশ করবে, কর্মাজীত হয়ে যাবে তখন সম্পূর্ণ জ্ঞানী বলা হবে। এরপর পড়াশুনা করার দরকার হবে না।

ওম্ শান্তি। ভক্ত আর ভগবান দুটো জিনিস হলো যে না! বাচ্চারা আর বাবা। ভক্ত তো অনেক অনেক আছে। ভগবান হলেন এক। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের খুব সহজ ব্যাপার বলে মনে হয়, আত্মারা শরীর দ্বারা ভক্তি করে, কেন? ভগবান বাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। তোমরা এই ভক্তরা এখন ড্রামা কি, তা বুঝে গেছো। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞানীতে পরিণত হবে তো এখানে থাকবে না। স্কুলে পড়ার পরে, পরীক্ষায় পাশ করে গেলে অন্য দরজায় চলে যাবে। এখন ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। জ্ঞানীদের তো পড়াশুনা করার দরকার থাকে না। ভক্তদের ভগবান পড়িয়ে থাকেন। তোমরা জানো আমরা এই আত্মারা ভক্তি করতাম। এখন ভক্তি থেকে বেরিয়ে জ্ঞানে কি ভাবে যাবে- এটা বাবা শেখাচ্ছেন। এখন ভক্তি করো না কিন্তু দেহ-অভিমানে তো এসে যাও না! তোমরা এটাও বোঝো, ওই ভক্তরা তো ভগবানকেও জানে না। নিজেরাই বলে আমি জানি না। যে নম্বর ওয়ান ভক্ত, বাবা তাকেও জিজ্ঞাসা করেন তুমি যে ভগবানের ভক্ত ছিলে, তাকে জানতে? বাস্তবে ভগবানও একই হওয়া চাই। এখানে তো অনেক ভগবান হয়ে গেছে। নিজদের ভগবান বলতে থাকে। একে বলা হয় অজ্ঞান। ভক্তিতে আছে ঘোর অন্ধকার। সেটা হলই ভক্তি মার্গ। ভক্তরা গায় জ্ঞান অঞ্জন সন্ধুর দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ। গুরু যারা, তারা জ্ঞান-অঞ্জন দিতে পারে না। গুরু তো অনেক আছে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো যে ভক্তিতে কি কি করত, কাকে স্মরণ করত, কাকে পূজা করত? সেই ভক্তির অন্ধকার তোমাদের এখন ছেড়ে গেছে, কারণ বাবাকে জেনে নিয়েছে। বাবা পরিচয় দিয়েছেন- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা হলে আত্মা। তোমরা এই শরীর দ্বারা তোমরা তোমাদের ভূমিকা পালন করেছ। তোমাদের হলো অসীম জগতের জ্ঞান। অসীম জগতের ভূমিকা পালন করে চলেছ। তোমরা স্থূল জগত থেকে এখন অসীম জগতে চলে গেছ। এই দুনিয়াও কতো এগিয়ে গিয়ে অসীম- অপার হয়ে গেছে। অবশ্যই আবার স্থূল জগতে আসবে। স্থূল জগত থেকে অসীম জগতে, অসীম জগত থেকে এই স্থূল জগতে আসে কীভাবে- বাচ্চারা, তোমাদের এখন বোধগম্য হয়েছে। আত্মা ছোট স্টারের মতো, এ তো বোঝে, তবুও আবার এতো বড় লিঙ্গ তৈরী করে। তারাই বা কি করবে, কারণ ছোট বিন্দুকে তো পূজা করতে পারবে না। বলা হয় ব্রহ্মকুটির মাঝখানে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। এখন সেই নক্ষত্রের ভক্তি কীভাবে করবে? ভগবানকে তো কারোর জানা নেই। আত্মার জানা আছে। আত্মা ব্রহ্মকুটির মাঝে থাকে। ব্যাস। এটা বুদ্ধিতে আসে না যে আত্মাই শরীর ধারণ করে পাট প্লে করে। প্রথম দিকে তোমরাই পূজা করত। বড়-বড় লিঙ্গ তৈরী করো। যত দিন যাচ্ছে রাবণেরও বড় চিত্র তৈরী করে, ছোটো রাবণ তো তৈরী করতে পারে না। মানুষ তো প্রথমে ছোটো হয়, তারপর বড় হয়। রাবণকে কখনো ছোটো দেখানো হয় না, সে তো ছোটো-বড় হয় না। সে তো কোনো স্থূল জিনিস নয়। রাবণ ৫ বিকারকে বলা হয়ে থাকে। ৫ বিকারের বৃদ্ধি হতে থাকে, কারণ তমোপ্রধান হতে থাকে। প্রথমে দেহ-অভিমান এত ছিলো না, বৃদ্ধি পেতেই থেকেছে। এক কে পূজা করে আবার দ্বিতীয়কে পূজা করে। এরকম করে বৃদ্ধি হতে থাকে। আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। দুনিয়াতে আর কোনো মানুষ হবে না যার এটা বুদ্ধিতে থাকবে যে সতোপ্রধান কখন হয়? আবার তমোপ্রধান কখন হয়ে যায়? এই ব্যাপারে মানুষ একদমই অজ্ঞ। নলেজ কিছু ডিফিকাল্ট না। বাবা এসে একদমই সহজ নলেজ শোনান, পড়ান। তবুও সমস্ত পড়ার সারমর্ম হয়ে যায়- আমি আত্মা হলাম বাবার বাচ্চা, বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

এটাও প্রসিদ্ধ আছে- কোটির মধ্যে কেউ, কতো সামান্য বের হয়। কোটির মধ্যে কেউ কেউই যথার্থ ভাবে জানে। কাকে? বাবাকে। বলে, বাবা কখনো ওরকম কি হতে পারে? নিজের বাবাকে তো সকলেই জানে। বাবাকে কেন ভুলে গেছ? এর নামই হলো ভুল- ভুলাইয়ার খেলা। এক হয় স্থূল জগতের পিতা, দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের পিতা। দুজন বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। স্থূল-জগতের পিতার থেকে সামান্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যত দিন যাচ্ছে একদম সামান্য হতে থাকছে। যেন কিছুই নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত অসীম জগতের পিতা না আসেন, তো পেটই যেন ভরে না। পেট একেবারেই খালি হয়ে যায়। বাবা এসে পেট ভরান। প্রত্যেক ব্যাপারে পেট এতো ভরিয়ে দেন যে বাচ্চারা, তোমাদের আর কোনো জিনিসের

দরকারই নেই। সব আশা পূর্ণ করে দেন। তৃপ্ত আত্মা হয়ে যায়। যেমন ব্রাহ্মণদের থাওয়ালা আত্মা তৃপ্ত হয়ে যায়। আর এ হলো অসীম জগতের তৃপ্তি। কতো পার্থক্য দেখো। আত্মার স্থূল জগতের তৃপ্তি আর অসীম জগতের তৃপ্তির মধ্যে পার্থক্য কত দেখো। বাবাকে জানলেই তৃপ্তি হয়ে যায়। কারণ বাবা স্বর্গের মালিক করেন। তোমরা জানো যে আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান, বাবাকে তো সকলে স্মরণ করে যে, তাই না! যদিও কেউ কেউ বলে- এটা তো হলো নেচার, আমরা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাব। বাবা বলেছেন ব্রহ্মতে কেউই লীন হয় না। এটা তো হলো অনাদি ড্রামা যা আবর্তিত হতেই থাকে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই। ৪ টি যুগের চক্র আবর্তিত হতে থাকে। হুবহু রিপিট(পুনরাবৃত্তি) হতে থাকে। বাবা একই, দুনিয়াও একই। ওই লোকেরা কতো মাথা খাটায়। মনে করে মুনো (চাঁদে) দুনিয়া আছে, নক্ষত্রতেও দুনিয়া আছে। কতো অনুসন্ধান করে। মুনো ক্ল্যাট নেওয়ার কথা ভাবে- এটা কীভাবে হতে পারে। কাকে পয়সা দেবে ? একেই বলা হয় সায়েন্সের দম্ভ। এছাড়া তো কিছু নেই। ট্রায়াল করতে থাকে। এটা হল মায়ার আড়ম্বর ! স্বর্গের থেকেও বেশী শো' করে দেখায়। স্বর্গকে তো ভুলেই গেছে। স্বর্গে তো অগাধ ধন ছিল। এক মন্দির থেকেই দেখো কতো ধন নিয়ে গেছে। ভারতেই এতো ধন ছিলো, অনেক সম্পদে ভরপুর ছিলো। মহম্মদ গজনী এসে লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে। অর্ধ- কল্প তো তোমরা সমর্থ থাকো, চুরি ইত্যাদির কোন নাম থাকে না। রাবণ রাজ্যই থাকে না। রাবণ রাজ্য শুরু হলো আর চুরি-চামাড়া, ঝগড়া ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল। রাবণের নাম নেয়। এছাড়া রাবণ কেউ নয়। বিকারের প্রবেশ হলো। রাবণের জন্য মানুষ কি- কি করে। কতো মান্যতা। তোমরাই দশহরা পালন করতে, দেখতে যেতে রাবণকে কীভাবে জ্বালানো হয়। তারপর সোনা লুণ্ঠ করতে যায়। কি জিনিস হলো, ওয়ান্ডার (বিস্ময়) জাগে। কি হয়ে পড়েছিল। কত পূজা ইত্যাদি করতে। বড় বা বিশেষ কোনো দিন হলে কি কি করতে। ভক্তি মার্গ যেন পুতুল খেলা। সেও কতো সময় চলে, তোমরা জানো। শুরুতে এতো করা হত না। তারপর বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন দেখো কি হাল হয়ে গেছে। এতো খরচা করে চিত্র বা মন্দির ইত্যাদি কেন তৈরী করে ? এটা হলো ওয়েস্ট অফ মানী (পয়সার অপচয়)। মন্দির ইত্যাদি তৈরী করতে লাখ লাখ টাকা খরচ করে। বাবা বসে কতো ভালোবাসার সাথে বোঝান। আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অগাধ ধন দিয়েছি, সে সমস্ত কোথায় হারিয়েছে ? রাবণ রাজ্যে তোমরা কি থেকে কি হয়ে গেছে। এরকম নয় যে ঈশ্বরের অভিলাষে রাজী থেকে গেছে। এটা কোনো ঈশ্বরের অভিলাষ নয়, এটা তো মায়ার অভিলাষ। এখন তোমাদের ঈশ্বরের রাজ্য- ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। সেখানে তো দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। ঈশ্বরের অভিলাষ আর অসুরের অভিলাষে কতো পার্থক্য। এটা তোমাদের এখন বোধগম্য হয়। তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। জ্ঞান ইঞ্জেকশন কাদের লাগে, এটা তো বুঝতে পারো। অমুকের জ্ঞানের ইঞ্জেকশন ভালো লাগে, অমুকের কম লেগেছে, এর একদম লাগেইনি। এটা তো বাবা-ই জানেন যে। সার্ভিসের উপর সব নির্ভর করছে। সার্ভিস থেকেই বাবা বলবেন এর ইঞ্জেকশন লাগেই নি, একদম সার্ভিস করতেই জানে না। এরকমও আছে কারোর বেশী ইঞ্জেকশন লেগেছে, কারোর একদম নয়।

বলা হয়ে থাকে- জ্ঞান অঞ্জন সন্ধুর দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ। জ্ঞানের, সুখের সাগর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। আবার তাকে নুড়ি পাথরে- ভাঙা কলসীর টুকরোতে রেখে দেয়। বাচ্চাদের কতো সুনিশ্চিত হওয়া চাই। অসীম জগতের পিতা আমাদের অসীম জগতের সুখ দেন। গায়ও অসীম জগতের পিতা আপনি যখন আসবেন তো আমি আপনারই হবো। আপনার মতেই চলব। ভক্তিতে তো বাবাকে জানেই না, এই পার্ট এখনই চলে। এখনই বাবা পড়ান। তোমরা জানো যে এই পড়াশুনার পার্ট আবার ৫ হাজার বছর পরে ঘটবে। বাবা আবার ৫ হাজার বছর পরে আসবেন। আত্মারা হল সকলে ভাই-ভাই আবার শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। মনুষ্য সৃষ্টিরও বৃদ্ধি হতে থাকে। আত্মাদেরও তো স্টক আছে যে (পরমধামে)। যত মানুষের স্টক সম্পূর্ণ হবে ততোই সেখানে আত্মাদের স্টক হবে। অ্যাক্টস একটাও কম বা বেশী হবে না। এ সব হল অসীম জগতের অ্যাক্টস। এদের অনাদি পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এটা বিস্ময়কর। বাচ্চারা, তোমরা এখন কতো বুঝদার হয়েছেো। এই পঠন-পাঠন কতো উচ্চ পর্যায়ে। তোমাদের পড়ানোর জন্য হলেন স্বয়ং জ্ঞানের সাগর বাবা, এছাড়া সব হলো ভক্তির সাগর। যেরকম ভক্তির মান্যতা আছে, সেরকম জ্ঞানেরও মান্যতা আছে। ভক্তিতে কতো মানুষ দান-পুণ্য করে ঈশ্বরের নামে, কারণ বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি কতো বড়-বড় তৈরী হয়।

এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ভক্তি আর জ্ঞানের পার্থক্য জ্ঞাত হয়েছে। কতো বিশাল বুদ্ধি দরকার। কখনো কোনো কিছুতে তোমাদের চোখ যাবে না। তোমরা বলবে - আমরা কি এই কিং-কুইন ইত্যাদিকে দেখব ! ওদের দেখার কি আছে। তোমাদের মনে এ সব নিয়ে কোনো প্রত্যাশা থাকে না। এই সব তো নিঃশেষ হওয়ার। যার কাছে যা আছে সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পেট তো সেই দুটো রুটি চায়, কিন্তু এর জন্য কতো পাপ করে। এই সময় দুনিয়াতে আছে পাপ আর পাপ। পেট অনেক পাপ করায়। একে অপরের উপর মিথ্যে কলঙ্ক লাগায়। পয়সাও প্রচুর উপার্জন করে। কতো পয়সা গোপন করে রাখে। গবর্ণমেন্ট কি করতে পারে। কিন্তু কেউ যতই গোপন করুক, গোপন থাকে না। এখন তো ন্যাচারাল ক্যালামেটিজও

(প্রাকৃতিক বিপর্যয়) আসে। যদিও অল্প সময় আর আছে। বাবা বলেন, শরীর নির্বাহের জন্য যা কিছু করো তার জন্য বাবা নিষেধ করেন না। বাচ্চাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব মুখী থাকা চাই। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ থাকে। বাবা তো সমগ্র বিশ্বের মালিক তোমাদের করে দেন। ধরিত্রী, আকাশ সব নিজের হয়ে যাবে। কোনো সীমা থাকে না। বাচ্চারা জানে আমরা মালিক ছিলাম। ভারত অবিনাশী ভূমি বলা হয়েছে, তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রচুর খুশী হওয়া উচিত। এই স্থূল জাগতিক পড়াশুনাতেও খুশী আছে যে না। এটা তো অসীম জগতের পড়াশুনা। অসীম জগতের পিতা পড়ান। এরকম পিতাকে স্মরণ করা উচিত। বাচ্চারা তো বুঝতে পারবে- ওই জড়বাদী ধাক্কা ইত্যাদি কি, কিছুই না। আমরা বাবার থেকে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি? কতো রাত-দিনের পার্থক্য। আমরা তো জড় বস্তু নিয়ে কারবার ইত্যাদি করেও সত্যযুগে গিয়ে মুকুটধারী হবো। বাবা এসেছেন পড়াতে, তো বাচ্চাদের খুশী হওয়া উচিত। সে-সব কাজ-কর্মও করতে থাকো। এটা তো বুঝতে পারো, এটা হলো পুরানো দুনিয়া, এর বিনাশের জন্য সব প্রস্তুতি চলছে। এমন-এমন কাজ করে যে ভয় লাগে-কোথাও না বড় লড়াই লেগে যায়। এই সব ড্রামা অনুযায়ী হওয়ারই। এরকম নয় যে ঈশ্বর করান। ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত। আজ নয়তো কাল বিনাশ অবশ্যই হবেই। এখন তোমরা পড়াশুনা করছো। তোমাদের জন্য অবশ্যই নূতন দুনিয়া চাই। এই সব কথা মনে করে খুশী হওয়া উচিত। বাবা এই রথও নিয়ে নিয়েছেন, এনার(ব্রহ্মা বাবার) তো কিছুই নেই। সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। অসীম জগতের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে তো এসব কি করবে। বাবার গানও তৈরী হয়েছে- অক্ষের আল্লাহ প্রাপ্তি হয়েছে তো গদাই কি করবে। কম বেশী দিয়ে একদম নিঃশেষ করে দিয়েছেন। শরীরও (শিব) বাবাকে দিয়ে দিয়েছেন। আহো! আমি তো বিশ্বের মালিক হতে চলেছি, অনেকবার মালিক হয়েছি। কতো সহজ। যদি তোমরা নিজের ঘরেও থাকো, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এমনই তুষ্ট আর বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে যে কোনো কিছুতেই যেন দৃষ্টি-পাত না হয়। মনে যেন কোনো প্রত্যাশাই না থাকে, কারণ এই সব কিছুর বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী।

২) শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম করেও খুশীর পারদ সর্বদা উর্ধ্ব থাকবে। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকবে। বুদ্ধি এই স্থূল জগৎ থেকে বের করে সর্বদা অসীম জগতে থাকবে।

বরদান:- বাবা আর সেবাতে মগ্ন থেকে নির্বিল্ল, নিরন্তর সেবাধারী ভব*
যেখানে সেবার উৎসাহ আছে সেখানে অনেক কথার সহজ সমাধান হয়ে যায়। এক বাবা আর সেবাতে মগ্ন থাকলে নির্বিল্ল, নিরন্তর সেবাধারী, সহজ মায়াজিৎ হয়ে যাবে। সময় প্রতি সময় সেবার রূপরেখা পরিবর্তিত হচ্ছে আর পরিবর্তিত হবে। এখন তোমাদেরকে বেশী বলতে হবে না কিন্তু তারা নিজেরা বলবে যে, এটা হলো শ্রেষ্ঠ কার্য, সেইজন্য আমাকেও সহযোগী করো। এটা সময়ের সাথে নৈকট্যের চিহ্ন। তাই খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সেবা করে এগিয়ে চলো।

স্লোগান:- সম্পন্নতার স্থিতিতে স্থিত হও, প্রকৃতির বিপর্যয়ের সময় মেঘের মতো নিজেকে অনুভব হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ফিরে যেতে পারবে না, তাই বাবাকে স্মরণ করে আত্মার ব্যাটারীকে চার্জ করো আর স্বাভাবিকভাবেই (ন্যাচারাল) পবিত্র হয়ে যাও"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ঘরে যাওয়ার পূর্বে কোন্ কথা শেখান?

উত্তর:- বৎস, ঘরে ফেরার পূর্বে জীবন্মুত বা মরজীবা অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে, তাই বাবা প্রথম থেকেই তোমাদের দেহ-অভিমানের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস করান অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করা শেখান। উর্ধ্বে গমন অর্থাৎ মৃত্যুবরণ। যাওয়া আর আসার জ্ঞান তোমরা এখনই পাও। তোমরা জানো যে, আমরা অর্থাৎ আত্মারা উপর থেকে আসি, আর এই শরীর দ্বারা নিজ ভূমিকা পালন করি। বাস্তবে আমরা ওখানকার (পরমধাম) বাসিন্দা, এখন ওখানেই ফিরে যেতে হবে।

ওম্ শান্তি। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে কোনো কষ্ট নেই, এতে দমে যাওয়া উচিত নয়। একেই বলা হয় সহজ-স্মরণ। সর্বপ্রথমে নিজেকে আত্মাই মনে করতে হবে। আত্মাই শরীর ধারণ করে (নিজ) ভূমিকা পালন করে। সব সংস্কারও আত্মাতেই থাকে। আত্মা স্বতন্ত্র। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর। এই নলেজ এইসময়েই তোমরা পাও, পরে আর পাবে না। তোমাদের এই শান্তিতে বসার কথা দুনিয়া জানে না, একে বলা হয় ন্যাচারাল শান্তি। আমরা অর্থাৎ আত্মারা উপর থেকে এসেছি, এই শরীর দ্বারা (নিজ) ভূমিকা পালন করতে। বাস্তবে আমরা আত্মারা ওখানকার নিবাসী। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রয়েছে। এছাড়া এর মধ্যে কোনো হঠযোগের ব্যাপার নেই, খুবই সহজ। এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে কিন্তু পবিত্র না হলে যেতে পারবে না। পবিত্র হওয়ার জন্য পরমাত্মা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে-করতেই পাপ খন্ডিত হয়ে যাবে। এতে কষ্টের কোন কথাই নেই। যখন তোমরা হাঁটতে যাও তখনও বাবার স্মরণে থাকো। এখনই তোমরা স্মরণের দ্বারা পবিত্র হতে পারবে। ওখানে ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া। ওখানে ওই পবিত্র দুনিয়ায় এই জ্ঞানের কোন প্রয়োজনই থাকে না কারণ ওখানে কোন বিকর্ম হয় না। এখানে স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। যেমন এখানে চলো, ওখানেও তো তোমাদের আচার-আচরণ তেমনই ন্যাচারাল হবে। পুনরায় একটু-একটু করে নীচে নামতে থাকো। এমনও নয় যে, ওখানেও তোমাদের এই অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাস এখনই করতে হবে, ব্যাটারি এখনই চার্জ করে নিতে হবে, পুনরায় ধীরে-ধীরে ব্যাটারী ডিস-চার্জ হয়েই যাবে। ব্যাটারী চার্জ করার জ্ঞান এখন এই একবারই পাওয়া যায়। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতে তোমাদের কতখানি সময় লেগে যায়। শুরু থেকে একটু-একটু করে ব্যাটারী কম হতে থাকে, মূললোকে(পরমধাম) তো আত্মারাই থাকে। শরীর তো থাকে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে অধঃপতন বা ব্যাটারী (চার্জ) কম হওয়ার কোন কথাই নেই। মোটর(গাড়ি) যখন চলবে তখনই তো তার ব্যাটারী কম হতে থাকবে। মোটর যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে কি তার ব্যাটারী চলবে, না চলবে না। মোটর যখন চলবে তখনই ব্যাটারী চালু হবে। যদিও মোটরে ব্যাটারী চার্জ হতে থাকে কিন্তু তোমাদের ব্যাটারী এখন একবারই এইসময়েই চার্জ হয়। যখন তোমরা এখানে পুনরায় শরীর দ্বারা কর্ম কর তখন একটু-একটু করে ব্যাটারী কম হয়ে যায়। প্রথমে বোঝাতে হবে যে, তিনি হলেন সুপ্রীম ফাদার, যাকে সর্ব আত্মারাই স্মরণ করে। হে ভগবান বলে, তিনি পিতা, আমরা তাঁর সন্তান। বাচ্চারা, এখানে তোমাদের বোঝান হয় যে, ব্যাটারী কিভাবে চার্জ করতে হয়। ঘুরতে-ফিরতেও বাবাকে স্মরণ কর তবেই সতোপ্রধান হয়ে যাবে। কোন কথা না বুঝলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। যদিও খুবই সহজ। ৫ হাজার বছর পর আমাদের ব্যাটারী ডিস-চার্জ হয়ে যায়। বাবা এসে সকলের ব্যাটারী চার্জ করে দেন। বিনাশের সময় সকলেই ঈশ্বরকে স্মরণ করে। মনে কর বন্যা হয়েছে, তখনও যারা ভক্ত হবে তারা ভগবানকে স্মরণ করবে কিন্তু সেইসময় ভগবানের কথা স্মরণে আসতে পারে না। মিত্র-সম্বন্ধী, ধন-দৌলতই স্মরণে আসে। যদিও 'হে ভগবান'- বলে কিন্তু সেও বলতে হয় তাই বলে। ভগবান হলেন পিতা, আমরা তাঁর সন্তান। এ তো জানেই না। তারা সর্বব্যাপীর উল্টো জ্ঞান পায়। বাবা এসে সঠিক জ্ঞান দান করেন। ভক্তির ডিপার্টমেন্টই আলাদা। ভক্তিতে ঠোঁড়র খেতে হয়। ব্রহ্মার রাত তথা ব্রাহ্মণদের রাত। ব্রহ্মার দিন তথা ব্রাহ্মণদের দিন। এরকম তো বলা হয় না যে, শূদ্রদের দিন, শূদ্রদের রাত। এই রহস্য বাবা বসে বোঝান। এ হলো অসীম জগতের রাত বা দিন। এখন তোমরা দিনের(প্রকাশ) দিকে যাত্রা করেছে, রাত সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কথা শান্তিতে রয়েছে। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত বলে কিন্তু জানে না। তোমাদের বুদ্ধি এখন অসীম জগতে চলে গেছে। এমন তো দেবতাদেরও বলা যেতে পারে -- বিষ্ণুর দিন, বিষ্ণুর রাত কারণ বিষ্ণু আর ব্রহ্মার সম্পর্কও বোঝান হয়। ত্রিমূর্তির অক্যুপেশন কি -- তা আর তো কেউ-ই বুঝতে পারে না। ভক্তরা

তো ভগবানকে কূর্ম-মৎস্য (অবতার) বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রতে নিয়ে গেছে। রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদিরাও মানুষ। কিন্তু দৈবী-গুণসম্পন্ন। এখন তোমাদের এমন হতে হবে। পরের(দ্বিতীয়) জন্মে দেবতা হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মের যে হিসেব-নিকেশ ছিল তা এখন পূর্ণ হয়েছে। পুনরায় রিপিট হবে। এখনই তোমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত করছ।

বাবা বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা নিশ্চয় কর। ওরা(লৌকিকে) বলেও যে, আমরা অভিনেতা। কিন্তু আমরা আত্মারা উপর থেকে কিভাবে আসি -- এটা জানে না। নিজেকে দেহধারীই মনে করে নেয়। আমরা আত্মারা উপর থেকে আসি, পুনরায় কবে যাব ? উপরে যাওয়া অর্থাৎ মারা যাওয়া, শরীর পরিত্যাগ করা। মৃত্যু কে চায় ? এখানে তো বাবা বলেছেন -- তোমরা এই শরীরকে ভুলতে থাকো। তোমাদের জীবন্মৃত অবস্থা (বাবা-ই) শেখান, যা আর কেউ শেখাতে পারে না। তোমরা এসেছই নিজেদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য। ঘরে কিভাবে যাবে -- সেই জ্ঞান এখনই পাওয়া যায়। মৃত্যুলোকে এ তোমাদের অন্তিম জন্ম। অমরলোক সত্যযুগকে বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রয়েছে -- আমরা অতি শীঘ্র ফিরে যাব। সর্বপ্রথমে তো মুক্তিধামে যেতে হবে। এই শরীর-রূপী বস্ত্র এখানেই ছাড়তে হবে। তবেই আত্মা ঘরে ফিরে যাবে। যেমন, পার্থিব জগতের অভিনেতার নাটক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বস্ত্রাদি ছেড়ে ঘরের পোশাক পরে ঘরে ফিরে যায়। তোমাদের এখন এই বস্ত্র পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। সত্যযুগে তো অল্পসংখ্যক দেবতা থাকে। এখানে তো অগণিত মানুষ। ওখানে তো হবেই এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন নিজেদের হিন্দু বলে। নিজেদের শ্রেষ্ঠ ধর্মকে ভুলে গেছে তবেই তো দুঃখী হয়ে পড়েছে। সত্যযুগে তোমাদের কর্ম, ধর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল, এখন কলিযুগে ধর্ম ভ্রষ্ট। বুদ্ধিতে কি আসে যে, আমরা কিভাবে অধঃপতনে গেছি ? এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার পরিচয় দাও। অসীম জগতের পিতা এসে নতুন দুনিয়া স্বর্গ রচনা করেন। বলেন, 'মনমনাভব'। এ গীতারই শব্দ। সহজ রাজযোগের জ্ঞানের নাম দেওয়া হয়েছে 'গীতা'। এ হলো তোমাদের পাঠশালা। বাচ্চারা এসে পড়া পড়ে, তাই বলা হবে যে, এ হলো আমাদের বাবার পাঠশালা। যেমন কোন বাচ্চার বাবা যদি প্রিন্সিপাল হয়, তখন সে বলবে যে, আমি আমার বাবার কলেজে পড়ি। তার মাও যদি প্রিন্সিপাল হয় তখন বলবে যে, আমার মা-বাবা দুজনেই প্রিন্সিপাল। দুজনেই পড়ায়। আমার মাম্মা-বাবার কলেজ। তোমরা বলবে, আমাদের মাম্মা-বাবার পাঠশালা। দুজনেই পড়ায়। দুজনেই এই আধ্যাত্মিক কলেজ বা ইউনিভার্সিটি খুলেছে। দুজনেই একত্রে পড়ায়। ব্রহ্মা দত্তক নিয়েছে, তাই না। এ হলো অতি রহস্যময় জ্ঞানের কথা। বাবা কোন নতুন কথা বোঝান না। কল্প-পূর্বেও একথা বুঝিয়েছিলেন। হ্যাঁ, নলেজ এত যে, তা দিন-দিন সূক্ষ্ম হতে থাকে। দেখ, আত্মার কথা এখন তোমাদের কিভাবে বোঝান হয়। এত ছোট আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা থাকে। তা কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। আত্মা অবিনাশী তাই তার ভূমিকা (পার্ট) অবিনাশী। আত্মা কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করছে। শরীর আছে তাই তার ভূমিকাও রয়েছে। শরীর থেকে আত্মা পৃথক হয়ে গেলে তখন আর জবাব পাওয়া যায় না। এখন বাবা বলেন -- হে বৎসগন, এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন আসে তখনই ফিরে যেতে হয়, এতে মুখ্যতঃ পবিত্রতা চাই। শান্তিধামে পবিত্র আত্মারাই থাকে। শান্তিধাম আর সুখধাম দুই-ই হলো পবিত্রধাম। ওখানে শরীর নেই। আত্মা পবিত্র, ওখানে ব্যাটারী ডিসচার্জ হয় না। এখানে শরীর ধারণ করলে (আত্মা-রূপী) মোটর চালু হয়। মোটর দাঁড়িয়ে থাকলে পেট্রোল কি কম হয়ে যায়, না হয় না। এখন তোমাদের আত্মাদের জ্যোতি অনেক কম হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ নিভে যায় না। যখন কেউ মারা যায় তখন প্রদীপ জ্বালানো হয়। তারপরে তাকে অতি সন্তর্পণে রাখা হয় যেন নিভে না যায়। আত্ম-জ্যোতি কখনো নিভে যায় না, এ তো অবিনাশী। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। বাবা জানেন যে, এরা অতি মিষ্টি বাচ্চা, এরা সকলেই কামচিটায় বসে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। পুনরায় এদের জাগরিত করে। সম্পূর্ণ তমোপ্রধান মৃতবৎ হয়ে পড়েছে। বাবাকে চেনেই না। মানুষ এখন আর কোনো কর্মের নয়। *মানুষের মাটি (শরীরের ভস্ম) কোনো কার্যে লাগে না। এমন নয় যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভস্ম কোনো কাজে লাগে, কিন্তু গরীবদেরটা নয়। শরীর-রূপী মাটি তো মাটিতেই বিলীন হয়ে যায়, তা সে যেই হোক না কেন। কেউ জ্বালিয়ে দেয়, কেউ কবর-বন্দী করে। পার্সিরা কুয়োর উপর রেখে দেয়, আর পাখিরা এসে মাংস খেয়ে নেয়। তারপর হাড়-গোড় সব নীচে গিয়ে পড়ে। এগুলো তবুও কোন কার্যে লাগে। দুনিয়ায় তো অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে। এখন তোমাদের নিজে থেকেই শরীর ত্যাগ করতে হবে। তোমরা এখানে এসেছই শরীর পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করতে। তোমরা আনন্দের সাথে ঘরে ফিরে যাও কারণ জানো যে, আমরাই জীবনমুক্তিতে যাবো*।

যারা যেমন ভূমিকা পালন করেছিল, শেষ পর্যন্ত সেটাই পালন করবে। বাবা পুরুষার্থ করাতে থাকবে, সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে। এ তো বুদ্ধবার মতো বিষয়, এতে ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য নিজেরাই পুরুষার্থ করে শরীর ত্যাগ করি। বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই অন্তিম সময়ে সন্নতি হয়ে যাবে (অন্ত মতি সো গতি), এতে পরিশ্রম আছে। প্রত্যেক পড়াতেই পরিশ্রম আছে। ভগবানকে এসে পড়াতে হয়। অবশ্যই পড়া সর্বাপেক্ষা উর্ধ্ব (বড়), এতে আবার

দৈবী-গুণও চাই। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো এমন হতে হবে, তাই না। এঁনারা সত্যযুগে ছিলেন। এখন আবার তোমরা সত্যযুগী দেবতা হতে এসেছ। এইম অবজেক্ট কত সহজ। ত্রিমূর্তিতেও এ পরিষ্কার। এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ইত্যাদির চিত্র যদি না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে বোঝাব। ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু, বিষ্ণু তথা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার অষ্টভুজা, শতভুজা দেখান হয় কারণ ব্রহ্মার কত-কত সংখ্যক বাস্টা রয়েছে। তাই ওরা এমন চিত্র তৈরী করে দিয়েছে। তা নাহলে এত ভুজা বিশিষ্ট মানুষ হয় কি ? না হয় না। রাবণের ১০ মাথারও অর্থ রয়েছে, এমন মানুষ কখনো হয় না। একথা বাবা-ই এসে বোঝান, মানুষ তো কিছুই জানে না। এও এক খেলা, এও কেউ-ই জানে না যে, এই খেলা কবে থেকে শুরু হয়েছে। বলে দেয় পরম্পরা (বংশানুক্রমে) থেকে। আরে, সেও কবে থেকে? মিষ্টি মিষ্টি বাস্টাদের বাবা পড়ান, তিনি টিচারও, আবার গুরুও। তাহলে বাস্টাদের কত খুশি হওয়া উচিত।

এই মিউজিয়াম ইত্যাদি কার ডায়রেকশনে খোলে ? এখানে রয়েছেই তো মা, বাবা আর বাস্টা। অসংখ্য বাস্টা রয়েছে। ডায়রেকশন অনুসারে খুলতে থাকে। লোকেরা বলে, তোমরা বল যে ভগবানুবাচ তাহলে রথের দ্বারা আমাদের সাক্ষাৎকার করাও। আরে, তোমরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছ কি ? এত ছোট বিন্দুর সাক্ষাৎকার তোমরা কিভাবে করবে ! (সাক্ষাৎকারের) প্রয়োজনই নেই। এখানে আত্মাকে জানতে হবে। আত্মা ক্রকুটির মধ্যভাগে থাকে, যার আধারেই এতবড় শরীর চলে। এখন তোমাদের কাছে না রয়েছে লাইটের, না রয়েছে রক্তজড়িত মুকুট। দ্বিমুকুট পাওয়ার লক্ষ্যেই তোমরা পুনরায় পুরুষার্থ করছ। প্রতি কল্পে তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত কর। বাবা প্রশ্ন করেন, পূর্বে কবে মিলিত হয়েছ ? তখন বলে -- হ্যাঁ বাবা, প্রতি কল্পেই মিলিত হয়েছি, কেন ? এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য। এরা সকলেই একই কথা বলবে। বাবা বলেন -- আত্মা, ভাল বলেছ, এখন পুরুষার্থ কর। সকলেই তো আর নর থেকে নারায়ণ হবে না, প্রজাও তো চাই। সত্যনারায়ণের কথাও পাঠ হয়। ওরা(লোকেরা) কথা পাঠ করে (শোনায়), কিন্তু বুদ্ধিতে কিছুই থাকে না। বাস্টারা, তোমরা জানো, ওটা হলো শান্তিধাম, নিরাকারী দুনিয়া। তারপর সেখান থেকে যাবে সুখধাম। একমাত্র সেই পিতাই সুখধামে নিয়ে যাবেন। তোমরা যখন কাউকে বোঝাবে, তখন বল এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। অশরীরী পিতাই তো আত্মাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। এখন বাবা এসেছেন, ওঁনাকে কেউ জানে না। বাবা বলেন, আমি যে শরীরে আসি, সেও জানে না। রথও তো তিনি(ব্রহ্মা), তাই না। প্রত্যেকটি রথেই আত্মা প্রবেশ করে। সকলের আত্মাই ক্রকুটির মধ্যস্থলে থাকে। বাবাও এসে ক্রকুটির মধ্যস্থলে বসবে। তিনি অতি সহজভাবে বোঝান। একমাত্র পিতাই হলেন পতিত-পাবন। বাবার সব বাস্টারাই এক সমান। তাদের প্রত্যেকের নিজ-নিজ ভূমিকা রয়েছে, এতে কেউ ইন্টারফেয়ার করতে পারে না। *আত্মা*!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাস্টাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাস্টাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই শরীর-রূপী বস্ত্র থেকে মোহ কাটিয়ে জীবিত অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ (মরজীবা) করতে হবে অর্থাৎ নিজের সমস্ত পুরানো হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ফেলতে হবে।

২) দ্বিমুকুটধারী হওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে আরও পরিশ্রম করতে হবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। যেমন লক্ষ্য, তেমনই শুভ বাণী, পুরুষার্থও তেমনই করতে হবে।

বরদানঃ- সাফল্যকে(সিদ্ধি) স্বীকার করার পরিবর্তে সাফল্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনকারী শক্তিশালী আত্মা ভব*
ব্যাখ্যাঃ- এখন তোমাদের সকলের সফলতার প্রত্যক্ষস্বরূপ দেখা যাবে। কোনো খারাপ বা বৈঠক কার্যও তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা, তোমাদের সহযোগ দ্বারা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। তোমরা সাফল্য সম্পর্কে কোনো কথা বলবে না যে, হ্যাঁ, এটা হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের ডায়রেকশন স্বতঃই সফলতা অর্জন করাতে সক্ষম হবে, তখন অতি শীঘ্রই প্রজা তৈরী হবে, সর্বদিক থেকে তারা বেরিয়ে এসে তোমাদের কাছে আসবে। সাফল্যের এই (প্রত্যক্ষ) ভূমিকা(পার্ট) এখনই পালিত হবে কিন্তু তোমরা এই সাফল্যকে গ্রহণ করবে না, প্রথমে তোমরা তেমন শক্তিশালী হয়ে ওঠো, তবেই (সাফল্যের) প্রত্যক্ষতা হবে।

স্লোগানঃ- অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হয়ে মিলনোৎসব পালন করো, তবেই বরদানের ভান্ডার খুলে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই ব্রহ্মা হলেন সদগুরুর দরবার, এই ভ্রুকুটি তে সদগুরু বিরাজমান আছেন, তিনিই বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সদগতি করেন

প্রশ্ন:- বাবা নিজের বাচ্চাদের কোন্ দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে এসেছেন?

উত্তর:- এই সময় সব বাচ্চারা প্রকৃতি ও মায়ার দাস হয়েছে। বাবা এখন সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করেন। এখন মায়ী ও প্রকৃতি উভয়েই অস্থির করে। কখনও ঝড়, কখনও দুর্ভিক্ষ। এরপরে তোমরা এমন মালিক হয়ে যাও যে সম্পূর্ণ প্রকৃতি তোমাদের দাস হয়ে যায়। মায়ার আক্রমণও হয় না।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি- মিষ্টি আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চারা বুঝতে পারে যে ইনি হলেন সুপ্রিম পিতাও, সুপ্রিম টিচারও। তিনি বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে দেন অতএব সুপ্রিম গুরুও হলেন তিনি। তাই এ হল সদগুরুর দরবার। দরবার অর্থাৎ মিলন প্রাপ্ত, না, গুরুর দরবার। সেটা হল শুধু গুরুর দরবার, সঙ্গুরুর নেই। শ্রী শ্রী ১০৮ বলা হবে, সঙ্গুরু লেখা থাকবে না। তারা কেবল গুরু বলে। ইনি হলেন সঙ্গুরু। প্রথমে পিতা তারপরে টিচার পরে সঙ্গুরু। সঙ্গুরু -ই সদগতি প্রদান করেন। সত্যযুগ - ত্রেতায় গুরু থাকে না, কারণ সবাই সদগতিতে আছে। এক সদগুরুকে পেয়ে গেলে বাকি সব গুরুদের নাম সমাপ্ত হয়ে যায়। সুপ্রিম হলেন সব গুরুদের গুরু। যেমন স্বামীর স্বামী বলা হয়, তাইনা। সর্বোচ্চ হওয়ার কারণে এমন বলা হয়। তোমরা সুপ্রিম পিতার কাছে বসে আছো - কেন? অসীমের উত্তরাধিকার নিতে। এ হল অসীমের উত্তরাধিকার। তিনি হলেন পিতাও, শিক্ষকও। আর এই উত্তরাধিকার হল নতুন দুনিয়া অমরলোকের জন্য, পবিত্র দুনিয়ার জন্যে। পবিত্র দুনিয়া নতুন দুনিয়াকে, অপবিত্র দুনিয়া পুরানো দুনিয়াকে বলা হয়। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়। কারণ শিববাবার দ্বারা স্থাপনা হয়েছে। অপবিত্র দুনিয়া হল রাবণের স্থাপনা। এখন তোমরা বসে আছো সদগুরুর দরবারে। এই কথা শুধু তোমরা বাচ্চারা-ই জানো। বাবা হলেন শান্তির সাগর। বাবা যখন আসবেন তখন তো শান্তির অধিকার দেবেন, পথ বলে দেবেন। যদিও জঙ্গলে শান্তি কোথা থেকে পাওয়া যাবে! সেইজন্য গলার হারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় (হার গলাতেই রয়েছে, অথচ খুঁজছে বাইরে)। শান্তি তো আত্মার গলার হার। তারপর যখন রাবণের রাজ্যে থাকে তখন অশান্তি হয়। তার নাম হল সুখধাম - শান্তিধাম। সেখানে দুঃখের কোনও কথা নেই। মহিমাও সর্বদা সদগুরুর করা হয়। গুরুর এত মহিমা কখনও শোনা যায় না। জ্ঞানের সাগর, তিনি হলেন একমাত্র পিতা। এমনভাবে কখনও গুরুর মহিমা শুনেছ? সেই গুরু-রা জগতের পতিত-পাবন হতে পারে না। সে তো একমাত্র নিরাকার অসীমের পিতাকে বলা হয়।

তোমরা এখন সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো। এক দিকে হল পতিত পুরানো দুনিয়া, অন্য দিকে হল পবিত্র নতুন দুনিয়া। পতিত দুনিয়ায় গুরু তো অনেক আছে। আগে তোমরা এই সঙ্গম যুগের কথা জানতে না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন - এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এরপরে আবার সত্যযুগ আসবে, চক্র আবর্তিত হয়। এই কথা বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত। আমরা সবাই ভাই-ভাই, অতএব অসীমের পিতার কাছে উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। এই কথা কারো জানা নেই। কত বড় বড় পজিশনের মানুষ আছে কিন্তু কিছুই জানে না। বাবা বলেন আমি তো তোমাদের সবার সদগতি করি। এখন তোমরা সেন্সিবল হয়েছে। প্রথমে তো কিছুই জানতে না। এই দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে তোমরা বলতে - আমরা সেন্সলেস। আমাদের কোনও গুণ নেই, আপনি দয়া করুন। এবারে দেবতাদের চিত্র কিভাবে দয়া করবে? সে কথা জানে না। দয়ালু কে? বলাও হয়, ও গড ফাদার, দয়া করুন। কোনও দুঃখের কথা হলে বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করে। এখন তোমরা এমন বলবে না। বাবা তো হলেন বিচিত্র। তিনি সামনে বসে আছেন, তাই তিনি নমস্কার করেন। তোমরা সবাই হলে চিত্রধারী (চিত্র = শরীর)। আমি বিচিত্র। আমি কখনও চিত্র ধারণ করি না। আমার চিত্রের কোনও নাম বলা। শুধু শিববাবা-ই বলবে। আমি এই দেহ লোনে নিয়েছি। তাও আবার অতি পুরানো দেহ। তাতেই এসে আমি প্রবেশ করি। এই শরীরের মহিমা কোথায় করা হয়। এই তো হল পুরানো শরীর। অ্যাডপ্ট করা হয়েছে তো মহিমা করা হয় কি? না। এই কথা তো বোঝানো হয়েছে - এমন ছিল, এখন আবার আমার দ্বারা সুন্দর হয়ে যাবে। এখন বাবা বলেন আমি যে কথা শোনাই, সেইগুলি জাজ করো, যদি আমি রাইট (ঠিক), তবে রাইটকে স্মরণ করো। তাঁর কথাই শোনো, আনরাইটিয়াস কথা শুনোই না। তাকে ইভিল বা খারাপ বলা হয়। খারাপ বোলা না, খারাপ দেখো না (টেক নো ইভিল, সী নো ইভিল) ... এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ সব ভুলে যাও। এখন তো ফিরে যেতে হবে নিজ গৃহে (পরম ধাম), তারপরে পুনরায় আসতে হবে নিজ সুখধামে। বাকিরা তো যেন মৃতপ্রায়, টেম্পারারি। না এই পুরানো শরীর থাকবে, না এই দুনিয়া থাকবে। আমরা পুরুষার্থ করছি

নতুন দুনিয়ার জন্য। তারপরে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। তোমরা নিজের রাজ্য-ভাগ্য নিষ্ক। জানো কল্প-কল্প বাবা আসেন, রাজ্য-ভাগ্য দিতে। তোমরাও বলা বাবা কল্প পূর্বে দেখা হয়েছিল, স্বর্গের উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম, নর থেকে নারায়ণ হয়েছিলাম। যদিও সবাই একরকম পদ মর্যাদা তো প্রাপ্ত করবে না। নম্বর অনুযায়ী তো হয়। এ হল স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি। স্পিরিচুয়াল ফাদার পড়ান, বাচ্চারাও পড়ায়। লৌকিকে কোনো প্রিন্সিপালের সন্তান হলে সে সার্ভিস করতে থাকে। স্ত্রীও পড়ানোর সেবায় নিয়োজিত হয়। কন্যা সন্তানও ভালো পড়াশোনা করে পড়ানোর কাজ করতে পারে। কিন্তু সে স্বামীর পরিবারে চলে যায়। এখানে তো নিয়ম নেই কন্যাদের চাকরী করার। নতুন দুনিয়ায় পদ প্রাপ্তির জন্য সবকিছু নির্ভর করে এই পড়াশোনায়। এইসব কথা দুনিয়া জানে না। লেখা আছে - ভগবানুবাচ, হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। কোনো মডেল তৈরি করি না। যেমন দেবীদের চিত্র বানায়। তোমরা পড়া করে সেই পদ প্রাপ্ত কর। তারা তো মাটির চিত্র বানায় পূজার জন্য। এখানে তো আত্মারা পড়াশোনা করে। তারপরে তোমরা সংস্কার নিয়ে যাবে, গিয়ে নতুন দুনিয়ায় শরীর ধারণ করবে। দুনিয়া তো শেষ হয় না। শুধু যুগ বদলায় - গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ, কপার এজ, আয়রন এজ। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা। দুনিয়া তো একই চলতে থাকে, নতুন থেকে পুরানো হয়। বাবা তোমাদের রাজার রাজা করেন এই পড়াশোনার দ্বারা। অন্য কারো শক্তি নেই যে এমন পাঠ পড়াতে পারে। কত ভালো ভাবে বোঝান। তারপর পড়া করতে করতে মায়া আপন করে নেয়। তবুও যে যতখানি পড়েছে সেই অনুযায়ী সে স্বর্গে অবশ্যই আসবে। উপার্জন বৃথা যাবে না। অবিনাশী জ্ঞানের বিনাশ হতে পারে না। ভবিষ্যতে আসবে, যাবে কোথায়। একটি মাত্র গন্তব্য স্থল, তাইনা। আসতে থাকবে। শ্মশানে গিয়ে মানুষের বৈরাগ্য অনুভব হয়। এই শরীর তো ত্যাগ করতে হবে, তাহলে পাপ কর্ম কেন করব। পাপ করতে করতে আমরা এভাবেই মরে যাব ! এমন চিন্তন হয়। তাকে বলা হয় শ্মশানের বৈরাগ্য। বুঝতেও পারে গিয়ে অন্য দেহ ধারণ করব। কিন্তু জ্ঞান তো নেই, তাইনা। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদের বোঝানো হয়, এই সময় তোমরা বিশেষ করে মরার তৈয়ারী করছ কারণ তোমরা তো হলে এখানে টেম্পোরারি, পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ায় যাবে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমাকে যত স্মরণ করবে ততই পাপ বিনষ্ট হবে। যতখানি সহজ ততখানি কঠিনও। বাচ্চারা যখন পুরুষার্থ করতে আরম্ভ করে তখন বুঝতে পারে মায়ার বিশাল যুদ্ধ। বাবা বলেন সহজ কিন্তু মায়া আত্মা প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়। গুলবকাবলি-র কাহিনীও আছে না। মায়া বেড়াল প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। এখানে সবাই মায়ার দাস তোমরা আবার মায়াকে দাস বানাও। সম্পূর্ণ প্রকৃতি তোমাদের অধীনস্থ থাকে। কোনও ঝড় নেই, দুর্ভিক্ষ নেই। প্রকৃতিকে গোলাম বানাতে হবে। সেখানে কখনও মায়ার আক্রমণ হবে না। এখন তো কত বিরক্ত করে। গেয়েও থাকে - আমি তোমার গোলাম....তারা আবার বলে তোমরা আমার গোলাম। বাবা বলেন এখন আমি তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে এসেছি। তোমরা মালিক হয়ে যাবে তো সে গোলাম হয়ে যাবে। একটুও আওয়াজ হবে না (সাইলেন্সে চলে গেলে)। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। তোমরা বল - বাবা, মায়া খুব বিরক্ত করে। তা করবে নাই বা কেন। একেই বলা হয় যুদ্ধের ময়দান। তোমরা মায়াকে গোলাম বানানোর চেষ্টা কর, তাই মায়াও পালাটা হামলা করে। অনেক বিরক্ত করে। অনেককে হারিয়ে দেয়। অনেককে একেবারে শেষ করে দেয়, হপ করে গ্রাস করে। যদিও স্বর্গের মালিক হয় কিন্তু মায়া তো গ্রাস করে। তারা যেন পেটের ভিতরে আছে। শুধুমাত্র লেজটি বাইরে আছে বাকিটা ভিতরে ঢুকে আছে, যাকে পাঁক বলা হয়। অনেক বাচ্চারা পাঁকে পড়ে আছে। একটুও স্মরণ করতে পারে না। যেমন কচ্ছপ, ভ্রমরী ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তেমনই তোমরাও কীট গুলিকে ভুঁ ভুঁ করে অর্থাৎ জ্ঞান দান করে কি থেকে কি বানাতে পারো। একদম স্বর্গের পরীজাদা। সন্ন্যাসীরা যদিও ভ্রমরীর দৃষ্টান্ত দেয় কিন্তু তারা ভুঁ ভুঁ করে কি আর পরিবর্তন করতে পারে। পরিবর্তন হয় সঙ্গমে। এখন এই হল সঙ্গমযুগ। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ তো যারা বিকারী মানুষ আছে তাদের তোমরা নিয়ে আসো। কীট গুলি কেউ ভ্রমরী হয়, কেউ নষ্ট হয়, কেউ অপূর্ণ থেকে যায়। বাবা তো অনেক দেখেছেন। এখানেও কেউ খুব ভালো পড়াশোনা করে, জ্ঞানের পাখা বা ডানা শক্ত মজবুত হয়ে যায়। কাউকে মায়া অর্ধেক পথেই পাকড়াও করে তো কাঁচা থেকে যায়। অতএব এইসব দৃষ্টান্ত হল বর্তমানের। ওয়ার্ল্ডার লাগে, তাইনা ! ভ্রমরী কীট গুলি নিয়ে এসে নিজ সম তৈরি করে। এই একটি যে নিজের মতন তৈরি করে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় সাঁপের। সত্যযুগে শুধু একটি দেহ রূপী খোলস ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। চট করে সাক্ষাৎকার হয় এবারে শরীর ত্যাগ করতে হবে। আত্মা বেরিয়ে অন্য গর্ভ মহলে গিয়ে বসে। এইরকম দৃষ্টান্তও দেওয়া হয় গর্ভ মহলে বসেছিল, তার বাইরে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা ছিল না। তবুও বাইরে তো বেরিয়ে আসতেই হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা আছো সঙ্গম যুগে। জ্ঞানের দ্বারা এমন পুরুষোত্তম হও। ভক্তি তো জন্ম-জন্মান্তর করেছ। অতএব যারা বেশি ভক্তি করেছে, তারা-ই এসে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। যদিও শাস্ত্রের জ্ঞান কোনও জ্ঞান নয়। সেসব তো হল ভক্তি, তার দ্বারা সদগতি হয় না। সদগতি অর্থাৎ পরমধাম গৃহে ফিরে যাওয়া। গৃহে ফিরে কেউ যায় না। বাবা নিজে বলেন আমার সঙ্গে কেউ মিলিত

হয় না। পড়ানোর জন্য, সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ চাই, তাইনা। বাবার কত খেয়াল থাকে। ৫ হাজার বছরে বাবা একবার এসে পড়ান। তোমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও যে আমরা হলাম আত্মা। এই কথাটি একদম পাকা করে নাও - আমরা আত্মা, আমাদের পড়াতে বাবা এসেছেন। একেই বলা হয় স্পিরিচুয়াল নলেজ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সুপ্রিম আত্মা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করেন। সংস্কারও আত্মাতেই থাকে। শরীর তো শেষ হয়ে যায়। আত্মা হল অবিনাশী।

অতএব এই ব্রহ্মার ক্রকুটি হল সদগুরু দরবার। এইটি হল এই আত্মারও (ব্রহ্মার) দরবার। তারপরে সদগুরু এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাকে রথও বলা হয়, দরবারও বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা গেট খুলছ শ্রীমৎ অনুযায়ী। যত ভালোভাবে পড়াশোনা করবে স্বর্গে তত উঁচু পদের অধিকারী হবে। তাই পড়া উচিত। টিচারের সন্তান তো খুব বুদ্ধিমান হয়। কিন্তু বলা হয় কিনা ঘরের গঙ্গার সম্মান নেই। *বাবার চোখে দেখা আছে - সম্পূর্ণ শহরের আবর্জনা গঙ্গায় এসে জমা হয়, তাহলে গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলা হবে? মানুষের বুদ্ধি দেখে কেমন হয়েছে। দেবীদের মূর্তি পূজো করে জলে বিসর্জন দেয়। কৃষ্ণ কেও বিসর্জন দেয় তাইনা। তাও খুবই অসম্মানের সঙ্গে। বেঙ্গলে বিসর্জনের সময় পা দিয়ে মাড়িয়ে বিসর্জন করে। বেঙ্গলে প্রথমে প্রচলন ছিল কারো প্রাণ বের হলে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে জলে দিয়েই হরি বোল, হরি বোল বলে মুখে জল দিতে থাকত, এভাবেই প্রাণ ত্যাগ করাত, আশ্চর্যের (ওয়ান্ডার) ! তাইনা*। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে উত্তরণ - অবতরণের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা যা শোনান তাই শুনতে হবে এবং জাজ করতে হবে যে ঠিক কিনা। সঠিকটাকেই স্মরণ করতে হবে। আনরাইটিয়াস কথা শুনবে না, বলবে না, দেখবে না।

২) ভালোভাবে পড়াশোনা করে নিজেকে রাজার রাজা করতে হবে। এই পুরানো শরীর ও পুরানো দুনিয়ায় নিজেকে টেম্পারারি ভাবতে হবে।

বরদান:- জ্ঞান অমৃতের তৃষার্ত আত্মাদের তৃষা মিটিয়ে তৃপ্তি প্রদানকারী মহান পুণ্য আত্মা ভব*
ব্যাখ্যা: কোনো তৃষার্ত আত্মার তৃষা মেটানো মহান পুণ্যের কাজ। যেমন জল না পেয়ে তৃষায় কাতর হয়ে পড়ে তেমনই জ্ঞান অমৃত না পেয়ে আত্মারা দুঃখ অশান্তিতে কাতর হয়ে পড়ছে। তাই তাদের জ্ঞান অমৃত প্রদান করে তৃষা মেটাতে সক্ষম হও। যেমন খাবার খাওয়ার জন্য সময় বের কর, কারণ সেটা জরুরি, তেমনই এই পুণ্যের কাজ করাটাও জরুরি, তেমনই এই চান্স নিতে হবে, সময় বের করতে হবে - তবে বলা হবে মহান পুণ্য আত্মা।

স্লোগান:- অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলো তাহলে বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হতে থাকবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা তোমাদের, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বেশি পরিশ্রম করান না, তিনি বলেন শুধুমাত্র দুটো শব্দ স্মরণ কর অক্ষ আর বে (আল্লাহ আর বাদশাহী)"

প্রশ্ন: -- রুহানী বাবার মুখ্য কর্তব্য কোনটি, যার মধ্যে বাবা মজা (কৌতুক) অনুভব করেন ?

উত্তর: -- রুহানী বাবার প্রধান কর্তব্য হলো পতিতকে পবিত্র বানানো। বাবা পবিত্র করে তোলার মধ্যেই মজা অনুভব করেন। বাবা আসেন বাচ্চাদের সঙ্গতি প্রদান করতে, সবাইকে সতোপ্রধান করে তুলতে, কেননা ঘরে ফিরতে হবে। শুধুমাত্র একটা বিষয়েই নিশ্চিত হও যে -- আমরা দেহ নই আত্মা। এই পার্ট দ্বারাই বাবার স্মরণ থাকবে আর পবিত্র হতে পারবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবাও মজা অনুভব করেন তোমরা বাচ্চাদের পবিত্র করে তুলতে সেইজন্যই বলে থাকেন পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ কর। সবার সঙ্গতি দাতা একমাত্র বাবা, আর কেউ নয়। এটাও তোমরা বুঝেছ এখন অবশ্যই ঘরে ফিরে যেতে হবে। পুরুষার্থ বেশি করার জন্যই বাবা বলেন স্মরণের যাত্রা অবশ্যই প্রয়োজন। স্মরণ দ্বারাই পবিত্র হবে তারপর ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও করতে হবে। সর্বপ্রথম অলৌকিক বাবাকে স্মরণ কর, তারপর এই বাদশাহী যার জন্য তোমাদের ডায়রেকশন দেওয়া হয়। তোমরা জানো কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাক, সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে পড়, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাক। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া, ওখানে একজনও পতিত থাকে না। সত্য যুগে এসবের কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া। এখন তো পবিত্র হও তবেই তো নতুন দুনিয়াতে যেতে পারবে আর রাজ্য করার উপযুক্ত হতে পারবে। সবাইকেই পবিত্র হতে হবে। ওখানে পতিত থাকেই না। যারা এখন সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে, তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। প্রধান বিষয়ই হলো, বাবাকে স্মরণ করলেই সতোপ্রধান হতে পারবে। বাবা কোনও পরিশ্রম করান না, শুধু বলেন নিজেকে আত্মা মনে কর। বারংবার বলেন সর্বপ্রথম এটাই নিশ্চয় কর যে -- আমরা দেহ নই, আমরা আত্মা। প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বেশি পড়ে না, দুটো শব্দেই সার বুদ্ধি দিয়ে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দিয়ে পরিশ্রম করানো যায় না। তোমরা জান সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতে কত জন্ম লেগেছে? ৬৩ জন্ম বলতে পার না। ৮৪ জন্ম লেগেছে। এটা তো নিশ্চয় হয়েছে তাই না যে আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, স্বর্গবাসী অর্থাৎ সুখধামের মালিক ছিলাম। সুখধাম যাদের ছিল তাদেরই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের বলা হয়। তারাও মানুষ ছিল কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন ছিল। এই সময় আসুরি গুণ সম্পন্ন মানুষ। শাস্ত্রে তো লেখা হয়েছে অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল তারপরেই দেবতাদের রাজ্য স্থাপন হয়েছিল। এসব কথা বাবাই বসে বোঝান -- তোমরা প্রথমে অসুর ছিলে। বাবা এসে ব্রাহ্মণ তৈরি করেছেন তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার যুক্তি বলে দিয়েছেন। অসুর আর দেবতাদের মধ্যে লড়াইয়ের কোনও প্রশ্নই নেই। দেবতাদের জন্যই বলা হয় অহিংসা পরম ধর্ম। দেবতারা কখনও লড়াই করে না। হিংসার কোনও প্রশ্নই নেই। সত্যযুগে দৈবী রাজ্য সেখানে লড়াই কি করে হবে। সত্যযুগের দেবতারা এখানে এসে অসুরের সাথে লড়াই করবে, না কি অসুর দেবতাদের কাছে গিয়ে লড়াই করবে? এটা তো হতেই পারে না। এ হলো পুরানো দুনিয়া আর ওটা হলো নতুন দুনিয়া, তবে লড়াই কি করে হবে। ভক্তি মার্গে মানুষ যা শোনে তাই সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। কারো বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। সম্পূর্ণরূপে পাথর বুদ্ধি। কলিযুগে পাথর বুদ্ধি, সত্যযুগে স্পর্শবুদ্ধি সম্পন্ন (পারশ বুদ্ধি)। রাজ্যই হলো পারসনাথের। এখানে তো রাজ্যই নেই। দ্বাপরের রাজারাও অপবিত্র ছিল, তাদের রত্ন জড়িত মুকুট ছিল, লাইটের ছিল না অর্থাৎ পবিত্রতা ছিল না। ওখানে (সত্য যুগে) সব পবিত্র ছিল। এর অর্থ এই নয় যে উপরে কোনও লাইট থাকে। তা নয়। চিত্রে পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে লাইট দেখানো হয়েছে। এই সময় তোমরাও পবিত্র হয়ে উঠছ। তোমাদের লাইট কোথায়? এটা তোমরা জান বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে উঠছ। ওখানে বিকারের নামগন্ধও নেই। বিকারী রাবণ রাজ্যই শেষ হয়ে যায়। এখানে রাবণকে দেখানো হয়, এতে এটাই প্রমাণিত এখন রাবণ রাজ্য চলছে। রাবণকে প্রতি বছর জ্বালানো হয়, কিন্তু জ্বলেই না। তোমরা তার উপরই বিজয় প্রাপ্ত কর, এরপর এই রাবণ আর থাকবে না।

তোমরা হলে অহিংসক। যোগবল দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত কর। স্মরণের যাত্রা দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সব বিকর্ম বিনাশ হবে। জন্ম-জন্মান্তর অর্থাৎ কবে থেকে? কবে থেকে বিকর্ম শুরু হয়? সর্বপ্রথম তো তোমরা আদি সনাতন

দেবী-দেবতা ধর্মীয়রাই এসেছিল। প্রথমে সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশী তে দুই কলা কম হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। এখন প্রধান বিষয়ই হলো বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হতে হবে। যারা কল্প প্রথমে সতোপ্রধান হয়েছিল, তারাই হবে। তারা ক্রমাগত আসতে থাকবে। নম্বরানুসারে তারা আসবে। ড্রামানুসারে প্রত্যেকে আসবে এবং নম্বরানুসারে জন্ম গ্রহণ করবে। কত বিচিত্র এই ড্রামা, একে বোঝার জন্য বিচক্ষণতা প্রয়োজন। যেভাবে তোমরা নীচে নেমে এসেছ এখন আবার সেভাবেই উঠতে হবে। নম্বরানুসারেই পাশ করবে তারপর নম্বরানুসারেই নীচে নামবে। তোমাদের লক্ষ্য হলো সতোপ্রধান হওয়া। সবাই তো ফুল পাশ (পূর্ণ সফলতা) করবে না। ১০০ নম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে কম মার্কস হতে থাকে। সেইজন্যই তীব্র পুরুষার্থ করার প্রয়োজন। এই পুরুষার্থেও অসফল হয়ে যায়। সার্ভিস করা তো সহজ। মিউজিয়ামে তোমরা কিভাবে বোঝাচ্ছ, তার উপরই প্রত্যেকের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন সম্পর্কে ধারণা হয়ে যায়। প্রধান শিক্ষক যখন দেখবে এই আত্মা সঠিকভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হচ্ছে তখন নিজেই গিয়ে বোঝাবে, এসে সহযোগ প্রদান করবে। এক-দুজন গার্ডও (পর্যবেক্ষক) রাখা হয়, যারা দেখে ভালোভাবে বোঝাতে পারছে তো? কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে মুখে পড়ছে না তো? এটাও বুঝে, সেন্টারের সার্ভিস থেকে প্রদর্শনীর সার্ভিস ভালো হয়। আবার প্রদর্শনী থেকে মিউজিয়ামে ভালো সার্ভিস হয়। মিউজিয়ামে সুন্দর চিত্র প্রদর্শন দ্বারা বোঝান হয়, তারপর যারা দেখে যায় তারাও আবার অন্যদের শোনায়ে। এভাবেই শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে।

এই গড ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি শব্দটি সুন্দর। এর মধ্যে তো কোনও মানুষের নাম নেই। এর উদ্ঘাটন কে করেছে? বাবা বলেন তোমরা প্রখ্যাত মানুষদের দিয়ে উদ্ঘাটন করিয়ে থাক, সুতরাং প্রখ্যাত মানুষ দিয়ে উদ্ঘাটন করলে অনেক মানুষ আসে। একজনকে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত অনেক আসবে সেইজন্যই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) দিল্লিতে লিখেছিলেন প্রখ্যাত মানুষরা যে মতামত দিয়েছেন তা ছাপাও, লোকেরা সেগুলো দেখে বলবে এদের কাছে এতো বড় বড় মানুষরা সব আসে। ইনি তো খুব ভালো মতামত দিয়েছেন। সুতরাং প্রখ্যাত মানুষদের মতামত ছাপানো ভালো। এর মধ্যে কোনো জাদু ইত্যাদির প্রশ্নই নেই, সেইজন্য বাবা লিখে বলেন প্রখ্যাত মানুষদের মতামত পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। সেই পুস্তক বিলি করা উচিত। গাওয়া হয় "মিথ্যা থায়া, মিথ্যা মায়া এর মধ্যেই সব এসে যায়। অনেকেই বলে থাকে এটা রাবণ রাজ্য, রাক্ষস রাজ্য। সর্বপ্রথম তো যাদের রাজ্য ছিল, তাদের নজরে আসা উচিত। বলে আমরা পতিত, আমাদের পবিত্র করে তোল। সুতরাং সব বিকর্মও তার মধ্যে পড়ে। সবাই বলে থাকে হে পতিত-পাবন, সুতরাং তারা অবশ্যই পতিত, তাইনা।

তোমরা সঠিক চিত্র তৈরি করেছ পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা নাকি সমস্ত নদী নর্দমা? অমৃতসরেও পুষ্করিণী আছে, তার সমস্ত জল দূষিত হয়ে গেছে। তাকেও মানুষ অমৃতের পুকুর বলে মনে করে। বড়ো বড়ো রাজারা পুষ্করিণী পরিষ্কার করে থাকেন তার জলকে অমৃত মনে করে সেইজন্যই নাম রাখা হয়েছে অমৃতসর। অমৃত তো গঙ্গা জলকেও বলে থাকে, কিন্তু এর জল এতোই ময়লা যে কিছুই বলার নেই। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) এই এই নদী ইত্যাদিতে স্নান করেছেন। ভীষণ দূষিত ময়লা এর জল। মানুষ নদী তীরের মাটিও শরীরে মেখে স্নান করে। বাবা তো অনুভাবী, তাইনা। বাবাও অনুভাবী, পুরানো শরীরকে বেছে নেন। ব্রহ্মা বাবার মতো অনুভাবী কেউ হতে পারবে না। বিখ্যাত সব ভাইসরয়, রাজা রাজরাদের সাথেও সাক্ষাতকারের অনুভব তার ছিল। বাবা জোয়ার বাজরাও বিক্রি করতেন। ৪-৬ আনা উপার্জন করতে পারলেও শৈশবে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। এখন দেখো, তিনি কোথায় পৌঁছে গেছেন। গ্রামের একজন সাধারণ ছেলে কি হতে পারে! বাবাও বলে থাকেন, আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। এ তো নিজের জন্মকেও জানে না। কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে শেষে গিয়ে একজন সাধারণ ছেলে হয়ে উঠল, এসবই বাবা বসে বোঝান। না কৃষ্ণের কোনও চরিত্র আছে না কংসের আছে। কলসি ভেঙে ফেলা ইত্যাদি যা কিছু কৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে সমস্তটাই ভুল। বাবা দেখো কত সহজভাবে বুঝিয়ে বলেছেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, উঠতে বসতে তোমরা শুধু "মামেকম্ স্মরণ কর"। আমি উচ্চ থেকে উচ্চতম, সব আত্মাদের পিতা। তোমরা জান আমরা সব আত্মারা ভাই-ভাই আর উনি আমাদের পিতা। আমরা সব ভাইরা এক বাবাকেই স্মরণ করি। উনি হলেন ভগবান, সবাই বলে হে ঈশ্বর কিন্তু কিছুই জানে না। বাবা এসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এই সময়কে গীতার যুগ বলা হয়ে থাকে। কেননা বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমরা উত্তোরণের পথে উঠে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। আত্মা শরীর ধারণ করে কথা বলে। বাবাকেও দিব্য অলৌকিক কর্তব্য করতে আসতে হয় সুতরাং শরীরের আধার নিতে হয়। অর্ধকল্প ধরে মানুষ দুঃখী হওয়ার কারণে তাঁকে আহ্বান করে। বাবা কল্পে একবারই আসেন। তোমরা তো বারংবার তোমাদের ভূমিকা পালন করে আসছ। আদি সনাতন হলো দেবী-দেবতা ধর্ম, সেই ফাউন্ডেশন এখন আর নেই, তাদের শুধুমাত্র জড় চিত্র রয়েছে। বাবা বলেন তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। এইম অবজেক্ট সামনেই। এ হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। হিন্দু ধর্ম বলে কোনও ধর্ম

নেই। হিন্দু তো হিন্দুস্তানের নাম। যেমন সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম অর্থাৎ নিবাস স্থানকে ভগবান বলে দেয়, তেমনই ওরাও থাকার জায়গাকে নিজেদের ধর্ম বলে দেয়, আদি সনাতন কোনও হিন্দু ধর্ম ছিল না। হিন্দুরা তো দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে, মহিমা করে যারা দেবতা ছিল, তারাই হিন্দু হয়ে গেছে। ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অবশিষ্ট সব ধর্ম আছে, শুধু এই দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। নিজেরাই পূজ্য ছিল তারপর পূজারী হয়ে দেবতাদের পূজা করতে লাগল। কত বোঝাতে হয়। কৃষ্ণের জন্যও কত বুঝিয়ে বলেন ইনি-ই স্বর্গের প্রথম প্রিন্স, সুতরাং ৮৪ জন্ম তাকে দিয়েই শুরু হবে। বাবা বলেন অনেক জন্মের একদম অন্তিম জন্মের শেষে এসে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করি। সুতরাং তার হিসেবও তো বলবেন, তাই না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও প্রথম নম্বরে এসেছিল। যারা প্রথমে এসেছিল, তারাই শেষে চলে যাবে। শুধু এক কৃষ্ণই তো ছিল না, আরও বিষ্ণু বংশাবলীরাও ছিল। এ সবই তোমরা ভালোভাবে জেনেছ। এরপর আর ভুলে যেও না। এখন তো অনেক মিউজিয়াম খোলা হচ্ছে, আরও অনেক খোলা হবে। অনেক মানুষ আসবে। যেমন মন্দিরে গিয়ে মানুষ মাথা ঠেকায়, তোমরাও দেখবে তোমাদের কাছে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখবে ভক্তরা তখন চিত্রের সামনে টাকা পয়সা রাখবে। তোমরা বলে থাক এ তো বোঝার বিষয়, টাকা পয়সা রাখার কোনও ব্যাপার নেই। এখন তোমরা শিব মন্দিরে গেলে কি পয়সা দেবে? তোমরা তোমাদের লক্ষ্য নিয়ে বোঝাতে যাবে, কেননা তোমরা সবার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জান। মন্দির তো অসংখ্য আছে। প্রধান হলো শিব মন্দির। ওখানে অন্যদের মূর্তি কেন রাখে? সবার সামনে পয়সা রাখলে আমদানি হবে। ওরা শিবের মন্দির বলবে বা শিব পরিবারের মন্দির বলবে। শিববাবা এই পরিবার স্থাপন করেছেন। *প্রকৃত সত্য পরিবার তো তোমরা ব্রাহ্মণদের। শিববাবার পরিবার তো শালিগ্রাম। তারপর ভাই-বোনের পরিবার হয়ে যায়। প্রথমে ভাই-ভাই ছিলে, তারপর বাবা আসেন যখন তখন ভাই বোন হয়ে যাও। তারপর তোমরা সত্য যুগে চলে আস। সুতরাং ওখানে পরিবারও বৃদ্ধি পায়। ওখানেও বিবাহ হয়, তার ফলে পরিবার আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে*। ঘর অর্থাৎ শান্তিধামে যখন আমরা আত্মারা থাকি তখন আমরা সবাই ভাই, আর এক পিতা। তারপর এখানে প্রজাপিতা ব্রাহ্মণ সন্তান ভাই-বোন আর কোনও সম্পর্ক নেই, তারপর রাবণ রাজ্য শুরু হলে অনেক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাবা সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে থাকেন, তারপরও বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা নেমে যাবে। শুধু ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করলেই পাপ মিটেবে না। প্রধান বিষয়ই হলো বাবাকে স্মরণ করা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ফুল মার্কস নিয়ে পাশ করার জন্য নিজের বুদ্ধিকে সতাপ্রধান স্পর্শবুদ্ধি করে তুলতে হবে। মোটা (ভোঁতা) বুদ্ধি থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ড্রামার বিচিত্র রহস্যকে বুঝতে হবে।

২) বাবার সমতুল্য হয়ে দিব্য আর অলৌকিক কর্ম করতে হবে। ডবল অহিংসক হয়ে যোগবল দ্বারা নিজের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বরদান:- - এই ব্রাহ্মণ জীবনে পরমাত্ম আশীর্বাদে পালিত হওয়ার সৌভাগ্য প্রাপ্তকারী মহান আত্মা ভব*
এই ব্রাহ্মণ জীবনেই পরমাত্মার আশীর্বাদ আর ব্রাহ্মণ পরিবারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। এই ছোট যুগ সর্ব প্রাপ্তি আর সদাকালের জন্য প্রাপ্তি করার যুগ। স্বয়ং বাবা প্রতিটি শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ সংকল্পের আধারে প্রতিটি ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে প্রতিটি মুহূর্তে আশীর্বাদ দিয়ে চলেছেন। কিন্তু এই আশীর্বাদ গ্রহণ করার আধার হলো স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স। এই মহত্বকে জেনে মহান আত্মা হও।

স্লোগান:- উদার হৃদয়ে নিজের চেহারা এবং আচার-আচরণে দ্বারা গুণ ও শক্তির উপহার বিলি (দান) করাই শুভ ভাবনা, শুভ কামনা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দুঃখহর্তা-সুখকর্তা বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর হয়ে যাবে। অন্তিম সময়কালে যেমনটি ভাববে - সেই লক্ষ্যেই পৌঁছাবে তুমি"

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদেরকে কেন এমন উপদেশ দেন যে, চলতে-ফিরতেও স্মরণের যোগে থাকতে হবে?

উত্তর:- (১) এই স্মরণের যোগেই যে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা দূর হয়। (২) স্মরণের যোগের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়। (৩) এখন থেকে স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হয়ে থাকার অভ্যাসে অভ্যাসী হলে অন্তিমে কেবল এক ও একমাত্র বাবা-ই স্মরণে থাকবে। এ'কথা প্রচলিত আছে - অন্তিম সময়ে যে নারীকে (কামুক বৃত্তি থাকে) স্মরণ করে, পরজন্ম তদনুরূপ হবে। (৪) বাবাকে স্মরণ করলে আগামী ২১-জন্মের সুখ-শান্তি পাকা। বাবার মতন এমন মিষ্ট দুনিয়াতে আর কেহ নাই - কিছু নাই, তাই বাবার নির্দেশ অবশ্যই পালনীয়। বাচ্চারা, চলতে-ফিরতে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো।"

ওম্ শান্তি! বাচ্চারা, এখানে তোমরা কার স্মরণে বসে আছো? তোমাদের এই সম্বন্ধ হলো প্রিয়তমের চাইতেও প্রিয় যিনি তাঁর স্মরণে- যিনি সবাইকে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বাচ্চাদের প্রতি বাবার দৃষ্টি পড়লেই সব পাপ কেটে যায় এবং আত্মা তখন সতোপ্রধানের দিশায় এগোতে থাকে। এই জগৎটা তো দুঃখের সাগর। তাই তো বাবার প্রতি লোকেরা এভাবে বলে- "দুঃখহর্তা-সুখকর্তা"! সত্যিই বাবা এখন এসেছেন, তোমাদের সবরকম দুঃখ-কষ্ট মুক্ত করতে। স্বর্গ-রাজ্যে দুঃখ-কষ্টের নামগন্ধও থাকে না। তাই তো এমন বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত, যাতে বাচ্চাদের প্রতি বাবারও স্নেহ-ভালোবাসা থাকে। তোমরাও তা বুঝতে পারো, কোন্ ধরনের বাচ্চাদের প্রতি বাবার কেমন স্নেহ-ভালোবাসা থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, নিজেদেরকে কেবল আত্মাই ভাববে, শরীর ভাববে না কিন্তু। বাবার রত্ন-বাচ্চা চলতে-ফিরতেও বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। আত্মা, এ'কথা কেন বলেন বাবা? এই কারণেই, যেহেতু তোমাদের ঘাড়ে যে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ জমা হয়ে আছে। একমাত্র এই স্মরণের যোগের দ্বারাই তোমরা পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে পারো। তোমরা তো জানো, তোমাদের এই শরীর এখন অতি পুরনো হয়েছে, আত্মাই কিন্তু যত দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে। শরীরে যখন আঘাত লাগে, আত্মাতেই সেই আঘাত অনুভূত হয়। আত্মাই বলে আমি রুগী, আমি দুঃখী। এটা যে দুঃখের দুনিয়া। যেখানেই যাও কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সুখধামে দুঃখের নামগন্ধও থাকে না। আর দুঃখের নাম নিলে তখন তোমার স্থান তো দুঃখধামেই হবে। সুখধামে যে বিন্দুমাত্রও দুঃখ থাকে না। এখন সময়ও যে খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে আর। তাই এই সময়ের মধ্যেই বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ সম্পূর্ণ করতে হবে। যত বেশী করে স্মরণ করতে থাকবে, ততই সতোপ্রধান হতে থাকবে। পুরুষার্থ করে এমন অবস্থায় পৌঁছতে হবে যে, অন্তিমে এক ও একমাত্র বাবা ছাড়া আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। গীতেও তা আছে - অন্তিমকালে যে নারীকে স্মরণ করে (কামের অধীন থাকে) পরজন্মে পতিতা হয়ে থাকে জন্মাতে হয়.....! তোমাদের যেমন এখন অন্তিম সময়, এই পুরানো দুনিয়া দুঃখধামেরও তেমনি অন্তিমকাল। এখন যে পুরুষার্থ করছো তোমরা, তা সুখধামে পৌঁছবার লক্ষ্যে। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে এখন, একথা স্মরণে রাখবে অবশ্যই। শূদ্র অর্থাৎ দুঃখের জীবন। এখন তোমরা সেই দুঃখের জীবন থেকে বেরিয়ে আবার শিখরের উচ্চে চড়তে শুরু করেছো। এই কারণেই এই একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। একমাত্র তিনিই যে তোমাদের 'মোস্ট বিলাভড' বাবা, অর্থাৎ প্রিয়তমের থেকেও অতি প্রিয়। ওঁনার থেকে মিষ্ট আর কি বা আছে জগতে? আত্মা সেই পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। পরমাত্মাই সকল আত্মাদের পিতা এই বাবা। ওঁনার থেকে মিষ্ট দুনিয়াতে আর কিছুই হয় না।

এবার বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, তোমরা তো এখানে অনেকেই আছো, কিন্তু সেকেণ্ডেই কাদের সেই স্মরণের যোগ লাগে? আত্মা, সৃষ্টিচক্রকে কিভাবে ঘুড়িয়ে স্মরণ করো তোমরা? চক্রের প্রকৃত অর্থ তোমাদের তো জানাই আছে। যেমন - তোমরা কোনও নাটক দেখে আসার পর, কেউ যদি জানতে চায়, তোমাদের কি সেই নাটকের পুরো অংশটাই মনে আছে? সেক্ষেত্রে যদি হ্যাঁ বলো, তবে তো পুরোটাই অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই তা মনে আছে। কিন্তু তার বর্ণনা করতে গেলে সময় তো অনেক লাগবে। তোমাদের এই বাবা যিনি অসীম জগতের বাবা, ওঁনাকে স্মরণ করলেই আগামী ২১-জন্মের সুখ-শান্তি পেয়ে যাও তোমরা। যেহেতু একমাত্র এই বাবার থেকেই সেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। মুহূর্তেই বাবার থেকে সেই উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা তোমাদের সামনে চলে আসে। মুহূর্তেই বাবার সেই আশীর্বাদী-বর্সা এসে হাজির হয় তোমাদের সামনে। যেমন, লৌকিকে বাচ্চার জন্ম হলেই বাবা ভেবে নেন আমার

উত্তরাধিকার জন্ম নিয়েছে। সাথে তার বিষয়-আশয়ও স্মরণে আসে। তোমরা বাচ্চারাও তেমনি পৃথক পৃথক স্বপ্নার বাচ্চারা পৃথক পৃথক উত্তরাধিকার পাও। যেমন তোমরা স্মরণের যোগও করো পৃথক পৃথক ভাবে, যদিও তোমরা সবাই একই বাবার ওয়ারিশনের উত্তরাধিকারী। সত্যযুগে তোমাদের একটি করে পুত্র-সন্তান হয়। ফলে সে একাই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশন হয়। বাবা যেমন বাচ্চাদেরকে পায় - বাচ্চারাও তেমনি সেকেন্ডেই বিশ্বের মালিকানা পায়। এতে দেবী হয় না মোটেই। তাই তো বাবা বলতে থাকেন, নিজেদেরকে কেবলমাত্র আত্মা ভাবো। কিন্তু ফীমেল ভাববে না মোটেই। যেহেতু আত্মা হলো পুরুষাকার। এবার বাবা বলছেন- সব বাচ্চাই তো আমার স্মৃতিতে আসে। প্রকৃত অর্থে আত্মারা সবাই ভাই ভাই। আবার পরে অন্য ধর্মের যারা আসে, তারাও বলে, সব ধর্মাবলম্বীরাই একে অপরের ভাই-ভাই সম্পর্কের। যদিও এই ভাই-ভাইয়ের যথার্থ অর্থ তারা জানে না। তোমরা এখন বুঝতে পারছো, একমাত্র বি.কে.-রাই বাবার মোস্ট বিলাভড (অতি প্রিয়) বাচ্চা। অতএব বারার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পুরোপুরিটাই অবশ্যই একমাত্র বি.কে.-রাই পাবে। কিন্তু তা পায় কিভাবে? তাও তোমাদের স্মরণে মুহূর্তেই চলে আসে যে, একদা তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে, সেই পর্যায়ে থেকে এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়েছো। অতএব এবার আবারও সতোপ্রধান হতেই হবে, তবেই তো বাবার কাছ থেকে তোমরা সুখের স্বর্গ-রাজ্যের অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হবে।

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা অনুভব করো। দেহ তো বিনাশী। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে আবার নতুন করে অন্য শরীরের গর্ভে প্রবেশ করে। এরপর যখন ছোট্ট পুতুলাকার ভ্রূণ তৈরি হয়, আত্মা তাতে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই আত্মাতে থাকে রাবণের প্রভাব। বিকারে প্রভাবিত হওয়ার কারণে তা হয় গর্ভ-জেল। আর স্বর্গ-রাজ্যে রাবণের উপস্থিতি না থাকার কারণে, সেখানে এমন কোনও দুঃখ-কষ্টের ব্যাপার থাকে না। সেখানে যখন তোমরা বুড়ো হও, তখন অনুভব করো-এবার আমার এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে। সেখানে ভয়ের কোনও ব্যাপার নেই। এখানে তো ভয় আর ভয়। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে নির্ভয়। তোমাদের এই বাবা ঔনার বাচ্চাদেরকে এমনই অপার সুখের দুনিয়ায় পৌঁছে দেন। সত্যযুগ যে অপার সুখের দুনিয়া। অপরদিকে কলিযুগ অপার দুঃখের দুনিয়া। তাই তো কলিযুগকে বলা হয় দুঃখধাম। বাবা তোমাদেরকে কোনও কষ্টই দেন না। ঘর - গৃহস্থ পরিবারে থেকেই লৌকিক বাচ্চাদের প্রতি কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। গুরু-গোঁসাইয়ের সংশ্রব ছাড়তে হবে। বাবা যে জাগতিক সব গুরুরও বড় গুরু। জাগতিক যা কিছু তা তো এই বাবারই রচনা। একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কারওকেই পতিত-পাবন বলা যায় না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে কি পতিত-পাবন বলা যাবে? -অবশ্যই না। একমাত্র এই বাবাকে ছাড়া দেবতাদেরও তা বলা যাবে না। বাচ্চারা, তবে কি গঙ্গাকে পতিত-পাবন বলা যাবে? --এই জলের নদী তো সর্বদাই বহমান। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীরা তো বরাবরই প্রবাহমান। এইসব নদীর জলে লোকেরা তো কবে থেকেই স্নান করে আসছে। বর্ষাকালে নদীগুলিতে আবার বন্যার প্রকোপও হয়, যা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কি ভয়ংকর সেই দুঃখ। বন্যার কারণে কত মানুষও মারা যায়। সত্যযুগে এমন কোনও দুঃখের প্রশ্নই নেই। সেখানকার পশু-পাখিদেরও কোনও প্রকারের দুঃখ-কষ্ট হয় না। এদেরও অকাল মৃত্যু হয় না। অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট যে এইভাবেই তৈরি হয়ে আছে।

ভক্তি-মার্গে লোকেরা গেয়ে থাকে - বাবা, যখন তুমি আসবে আমরা তখন তোমারই হবো। বাবা অবশ্যই তখন আসেন, যখন এই দুঃখধামের অন্ত আর সুখধামের আদি - এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে। যা লোকেরা জানেই না। এমনকি সৃষ্টি-চক্রের প্রকৃত আয়ু কত, তাও তারা জানে না। অথচ বাবা কত সহজ-সরল ভাবে তোমাদের তা বুঝিয়ে দেন। তোমরা বি.কে.-রা পূর্বে কি তা জানতে, সৃষ্টি-চক্রের মোট আয়ু ৫-হাজার বছর? অথচ লোকেরা লক্ষ-লক্ষ বছর বলে থাকে। এখন বাবা তোমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন - প্রতিটা যুগের আয়ু ১২৫০-বছর করে। তাই তো সম্পূর্ণ স্বস্তিকা চিহ্নকে সমান চার ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটি যুগই সমপরিমাণের। এই সমান অংশ, তোমাদের কাছেও তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। জগন্নাথ পুরীতে ভাতের ভোগের জন্য যে হাঁড়ি চড়ানো হয়, সেখানেও চারটি সমপরিমাণ ভাগে ভাগ করে ভোগ বানানো হয়। সেখানকার লোকেদের ভাতই প্রধান খাদ্য। তা জগন্নাথই বলো কিম্বা শ্রীনাথই বলো- অর্থ কিন্তু একই। উভয়কেই কালো দেখানো হয়। শ্রীনাথের মন্দিরে শুদ্ধ ঘি-এর ভাণ্ডার রয়েছে। তাই সেখানকার ভাজা-ভাজি, খুব সুন্দর সুন্দর যাবতীয় ভোগের সামগ্রী, সবকিছুই শুদ্ধ ঘি-তেই তৈরি করা হয়। মন্দিরের বাইরের দোকানগুলোতেও আবার তা পাওয়া যায়। অনেক বড় পরিসরে সেই ভোগ উৎসর্গ করা হয়। যাত্রীরা দোকানদারের কাছ থেকে তা কিনেও নেয়। জগন্নাথ-পুরীতে চালের সামগ্রীই প্রধান। একজন জগন্নাথ অপরজন শ্রীনাথ। অর্থাৎ তা যেন সুখধাম আর দুঃখধাম। শ্রীনাথ হলো সুখধামের প্রতীক এবং অপরটি দুঃখধামের। বর্তমানের মানুষেরা কাম-বিকারের চিতায় বসতে বসতে এমন কলো হয়ে যায়। জগন্নাথের ওখানে কেবলমাত্র চালের সামগ্রীর ভোগ লাগানো হয়। অর্থাৎ এনাকে গরীব বোঝানো হয়েছে আর শ্রীনাথকে সম্পদশালী। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের সাগর তো এই বাবা, কেবল একজনই। তেমনি ভক্তি-মার্গকে বলা

অজ্ঞান, তাই সেখান থেকে প্রাপ্তি কিছুই হয় না। যদিও অর্থকড়ি বেশ ভালই উপার্জন আর লাভও হয়, অবশ্য তা জমা হয় কেবল গুরুদের ঝোলাতেই। যারা চালাকচতুর তারা প্রশস্তি গাইবে গুরুর আর বলবে এই গুরুর থেকেই সে সবকিছু শিখেছে। এসবই জাগতিক ব্যাপার, যাদের জন্ম-কর্ম এমনই।

বাচ্চাদের কাছে এবার বাবা জানতে চাইছেন - বাচ্চারা, তোমাদের সামনে এখন কে বসে আছেন ? বিচিত্র এই বাবা। এই বাবার কোনও শরীর নেই। শরীর যা দেখছে তা দাদা রক্ষার। যিনি পুরো ৮৪-জন্ম নিয়েছেন। এনার অনেক জন্মের পরে এটাই ওনার অন্তিম জন্ম, তাই এনার শরীরেই আমি অবস্থান করি। ফলে তোমাদেরকেও সুখধামে নিয়ে যেতে পারি। এই দাদাকে আবার 'গোমুখ'-ও বলা হয়। তীর্থস্থান গোমুখে কত দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা আসে। এখানেও আবার তেমন গোমুখ। গোমুখে পাহাড়ের ঝরনার জল তো বইবেই। কুয়োগুলিতেও প্রত্যহ যে জলের সঞ্চয় হয়, তাও সেই পাহাড় থেকেই আসে। এই প্রবাহমান কখনো বন্ধ হয় না। সেই জলের প্রবাহ ক্রমান্বয়ে সেখানে বইতেই থাকে। কিন্তু যেখানে-সেখানে নদী-নালা জলের ধারা বইতে দেখলেই লোকেরা তাকেও গঙ্গাজল বলে, সেখানে আবার স্নানও করে। কিন্তু গঙ্গাজলে কি আর পতিত থেকে পবিত্র হওয়া যায় ? এক এবং একমাত্র পতিত-পাবন তো এই বাবা, যিনি আত্মাদের বলেন- পবিত্র হবার জন্য লাগাতার কেবলমাত্র এই বাবাকে স্মরণ করো। দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে নিজেকে আত্মা ভেবে কেবলমাত্র এই পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্মীভূত হবে। একমাত্র এই বাবাই যে তোমাদেরকে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ থেকে উদ্ধার করেন। এই সময়কালে তো দুনিয়ায় সবাই পাপ করে, যেহেতু তাদের কর্মভোগ ভুগতে হয়। কিন্তু এবার যদি আবারও পাপ করো, আগামীতে অবশ্যই তা ভুগতে হবে, তাও আবার ৬৩-জন্ম ধরে তার হিসেব-নিকেশ চলতে থাকবে, যখন থেকে তোমাদের গুণ-শক্তি আর কলার মান কম হতে থাকে। ঠিক যেমন ভাবে চন্দ্রের কলা হ্রাস হতে থাকে। কল্পের এই সময়কেই বলা হয় অসীমের দিন থেকে রাত। এখন তো সমগ্র দুনিয়াতেই বিশেষ করে ভারত ভূ-খণ্ডে রাহুর দশা চলছে। রাহুর দশায় আবার গ্রহণ লেগে আছে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা এই সময়েই শ্যাম (কালো) থেকে সুন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই কারণেই কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। তাই তো চিত্রকারেরা কৃষ্ণকে কালো রং-এর আঁকে। যেহেতু লোকেরা কাম-বিকারের চিতায় বসে, তারই প্রতীক হিসাবে এমনটা করে। তবুও সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে এসবের সঙ্কেত বুঝতে পারে না। কেন কৃষ্ণকে কখনও কালো আবার কখনও উজ্জল গৌর-বর্ণের করে দেখায়। তোমরা বি.কে.-রা এখন সেই উজ্জল গৌর-বর্ণের হবার জন্যই পুরুষার্থ করে চলেছো। সত্যোপধান হওয়ার পুরুষার্থ করলে তবেই তো তেমনটা হতে পারবে। তা কিন্তু এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। এই যে জ্ঞান এখন তোমরা ধারণ করছো, পরে তা প্রায় লোপ হয়ে যায়। যদিও পরে শাস্ত্র-গীতা পাঠ করে অন্যদেরকে শোনাতে পারবে, কিন্তু এই বিশেষ জ্ঞান শোনাতে পারবে না। তখন যা পারবে তা হলো ভক্তি-মার্গের শাস্ত্র জ্ঞান। ভক্তি-মার্গে তো এমন কতই না অনেক সামগ্রী থাকে, কত প্রকারের শাস্ত্র, যে যেমন ইচ্ছা লেখে, যেমন ইচ্ছা পড়ে, যেমন ইচ্ছা তেমনই প্রচার করে। লোকেরা রামের মন্দিরে যায়। রামকেও তারা কালো-রাম বানায়। এটা তো ভেবে দেখা উচিত, রামকে কালো কেন বানিয়েছে। যেমন কলকাতায় আছে, কালী কলকাতাবালী। তার সামনেই মা-মা বলে কত কাকুতি-মিনতি করে। সব থেকে কালো এবং ভয়ঙ্কর মূর্তি তাঁকেই দেখানো হয়, অথচ তাঁকেই আবার 'মা' বলে সম্বোধন করে। অবশ্য তোমাদের তো জ্ঞান-বাণ, জ্ঞান-কাটারি এসব আছে। কিন্তু লোকেরা সেইসব অস্ত্র-শস্ত্রেই মাকে সাজায়। পূর্বে তো কালীর সামনে মানুষকেও বলি দেওয়া হতো। সরকার আইন করে তা বন্ধ করে দিয়েছে। পূর্বে সিন্ধু প্রদেশে এই দেবীর কোনও মন্দির ছিল না। যখন সেখানে বোম্ বিস্ফোট হলো, কোনও এক ব্রাহ্মণ প্রচার করলো যে কালী তাকে আদেশ দিয়েছেন -"এখানে আমার কোনো মন্দির নেই, যত শীঘ্র সম্ভব এখানে আমার মন্দির তৈরি করো, অন্যথায় এমন আরও অনেক বোম্ বিস্ফোরণ হবে।" এর পরেই অনেক টাকা-কড়ির বন্দোবস্ত হলে, মন্দিরও তৈরি হলো। এখন সেখানে অনেক মন্দির তৈরি হয়েছে। যার ফলে লোকেরাও দিশাহীন হয়ে মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরতে থাকে। এইসব কুসংস্কারগুলি থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন বাবা। বাবা কিন্তু কারও গ্লানি করেন না। তিনি কেবলমাত্র অবিনাশী ড্রামার চিত্রনাট্যকে বোঝান। উনি ব্যাখ্যা করে বোঝান, এই সৃষ্টিচক্রে তৈরি হয়েছে কিভাবে। আজ অবধি তোমরা যা কিছু দেখেছো বা দেখেছা, আগামীতে পুনরায় আবারও ঠিক এমনটিই হবে এবং যেসব জিনিসপত্র এখনও তৈরি হয়নি, সেসবও তৈরি হবে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো সেই স্বর্গ-রাজ্য তোমাদেরই ছিলো, যা তোমরাই খুঁয়েছো।

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, নিজেকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো। ভক্তি-মার্গে থাকাকালীন তোমরা তো কত প্রকারের ধর্মীয় গল্প-গাঁথা শুনেছো, অমর-কথা শুনে কি তোমাদের কোনও পরিবর্তন হয়েছে ? তাতে কি কারও বুদ্ধির গ্রিনয়ন উন্মোচিত হয়েছে ? --না ! তাই বাবা স্বয়ং এখন সামনে বসে সেই কথার যথার্থ অর্থ বোঝাচ্ছেন বি.কে.-দেরকে। এই চর্ম-চক্ষু দ্বারা কোনও অসম্ভব কিছু দেখবে না মোটেই। দৃষ্টি-কোণ যেন

সুসভ্য হয়, বিন্দুমাত্রও অসভ্যতা যেন না আসে মনে। এই পুরোনো দুনিয়ার কোনও কিছুই লক্ষ্য করবে না, এ সবকিছুই তো অচিরেই বিনাশ হবে। বাবা আরও জানাচ্ছেন - বাচ্চারা, "আমি তো তোমাদেরকে আগামী ২১-জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী করে দিয়ে যাচ্ছি। যেখানে তোমরা ছাড়া আর কেউই সেই স্বর্গ-রাজ্যে আসবে না। যেখানে দুঃখ-কষ্টের নামগন্ধও থাকে না। ধন-সম্পদদালী হয়ে তোমরা খুবই সুখে রাজত্ব করো। অথচ, এখানে এই দুনিয়ায় কত লোক অনাহারে মারা যায়। কিন্তু সত্যযুগে অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যে একমাত্র তোমরাই সমগ্র দুনিয়ায় রাজত্ব করো। ফলে খুব কমই জমিজমা ব্যবহারে লাগে তোমাদের। সেই ছোট বাগানই ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে কলিযুগের অগ্নিমে কত বড় আকারের হয়ে ওঠে। তার সাথে সাথে আবার ৫-বিকারের প্রবেশের কারণে যা ক্রমে কাঁটার জঙ্গলে পরিণত হয়। তাই বাবা জানাচ্ছেন - কাম-বিকারই মহাশত্রু, যার কারণে আদি-মধ্য-অন্ত তোমরা এত দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকো। এই জ্ঞান ও ভক্তির ব্যাপারটাও এখন তোমরা যথাযথ জেনেছো। বিনাশ যে এখন দোরগোড়ায়। অতএব খুব তীব্র গতিতে পুরুষার্থ করতে হবে। তা না হলে পাপের বোঝা ভগ্ন হবে না যে। একমাত্র এই বাবাকে স্মরণ করলেই সেই পাপের কালিমা ভগ্ন হয়। যেহেতু পতিত-পাবন বাবা যে একজনই। কল্প পূর্বে যারা তেমন পুরুষার্থ করেছিল, এবারও তারা তেমনটি করবে। অতএব আর অপেক্ষা করো না। এক ও একমাত্র এই বাবাকে ছাড়া আর কারওকে স্মরণে আনবে না। অন্যেরা সবাই তো দুঃখের কারণ। যিনি সদাকালের সুখের ব্যবস্থা করেন, কেবলমাত্র ওঁনাকেই স্মরণে রাখবে। এতে কিন্তু টিলেমি করবে না মোটেই। স্মরণে যোগযুক্ত হয়ে না থাকলে পবিত্র হবেই বা কি প্রকারে ? *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই চর্ম-চক্ষু দ্বারা 'ইভিল' (অসভ্য) কিছুই দেখবে না। বাবা স্বয়ং গ্রিনেত্র উন্মোচনের যে জ্ঞান দিয়েছেন, সেই 'সিভিল' (সুসভ্য) দৃষ্টি-কোণ থেকেই সবকিছু দেখতে হবে। সত্যপ্রধান হওয়ার লক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থী হতে হবে।

২) ঘর গৃহস্থ সামলাবার সাথে সাথে অতি প্রিয় বাবার সাথে লাগাতার স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হতে হবে। অবস্থা এমন পর্যায়ে যেন স্থিত হয় যে, অগ্নিমকালে একমাত্র বাবা ছাড়া আর অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে।

বরদানঃ- অ্যাটেনশান (মনোযোগ) আর চেকিং-এর দ্বারা স্ব-সেবা করে সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ ভব*

ব্যখ্যা :- স্ব-এর সেবা অর্থাৎ স্ব-কে সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ করার অ্যাটেনশানে সদা নিজেকে রাখতে হবে। পঠন-পাঠনের মুখ্য বিষয়গুলিতে নিজেকে 'পাশ উইথ অনার' বানাতে হবে। জ্ঞান-স্বরূপ, যোগ-স্বরূপ এবং ধারণা-স্বরূপ হয়ে, এই স্ব-সেবাগুলি সদা বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারলে, তবেই সেই সেবা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজের সম্পন্ন স্বরূপ দ্বারা অনেকেরই সেবা হতে থাকবে। কিন্তু সেই সেবার বিধি হলো- 'অ্যাটেনশান' আর 'চেকিং'! চেকিং কেবল নিজের প্রতি, অন্যকে নয়।

স্লোগানঃ- অতি বাক্য ব্যয়ে মনন শক্তি হ্রাস পায়, অতএব স্বল্পভাষী হয়ে মধুর বাক্য বলবে।*

. !! ওঁম্ শান্তি !!

*"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এই সঙ্গমে তোমাদের যা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সেসব স্মরণ করো তো সদা খুশীতে থাকবে।"

প্রশ্ন:- সর্বদা হাল্কা অনুভব করার যুক্তি কি? কোন্ উপায়ে খুশীতে থাকতে পারবে?

উত্তর:- সর্বদা হাল্কা থাকার জন্য এই জন্মে যা কিছু পাপ কর্ম হয়েছে, সেসব অবিনাশী সার্জনের সামনে রাখো। বাকি জন্ম-জন্মান্তরের পাপ যা মাথায় আছে তার জন্যে স্মরণের যাত্রায় থাকো। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ বিনষ্ট হবে, তাহলে খুশী থাকবে। বাবার স্মরণে আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদের আত্মাদের (রুহানী) বাবা বোঝাচ্ছেন - তোমাদের মনে পড়েছে যে আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, আমরা রাজত্ব করতাম, আমরা যথাযথভাবে বিশ্বের মালিক ছিলাম। সেই সময় দ্বিতীয় কোনও ধর্ম ছিল না। আমরাই সত্যযুগ থেকে জন্ম নিয়ে ৬৪-র চক্র পূর্ণ করেছি। সম্পূর্ণ বৃক্ষের স্মৃতি গুলো মনে এসেছে। আমরা দেবতা ছিলাম তারপরে রাবণের রাজ্যে এসে দেবী-দেবতা রূপে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা থাকল না, তাই ধর্মটি অন্য ভেবে নেওয়া হয়েছে। আর কারো ধর্ম তো বদলায় না। যেমন ক্রাইস্টের খ্রিস্টান ধর্ম, বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্ম একই রকম চলে আসছে। সবার বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে অমুক সময়ে বুদ্ধ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। হিন্দুদের নিজের ধর্মের জ্ঞান নেই যে, হিন্দু ধর্ম কবে থেকে শুরু হয়েছে, কে স্থাপন করেছে? লক্ষ বছর বলে দেয়। সম্পূর্ণ সৃষ্টির জ্ঞান বাচ্চারা শুধু তোমাদেরই আছে, একেই বলা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান। তারা বিজ্ঞান ভবন নাম যদিও রেখেছে কিন্তু বাবা তার অর্থ বোঝান - জ্ঞান ও যোগ, রচয়িতা ও রচনার আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান, তোমরা এখনই বুঝেছ যে আমরাও জানতাম না, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলাম। সত্যযুগে এই জ্ঞান তো থাকবে না। এখন তোমাদের টিচার পড়িয়েছেন। পড়াশোনা করে তোমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। কারণ তোমাদের থাকার জন্য নতুন সৃষ্টি চাই। এই পুরানো সৃষ্টিতে পবিত্র দেবী-দেবতার চরণ রাখতে পারেন না। বাবা এসে তোমাদের জন্য পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। আমাদের জন্য বিনাশ হতে হবে। কল্প-কল্পান্তর আমরা এই পাট প্লে করেছি। বাবা জিজ্ঞাসা করেন এর আগে কবে দেখা হয়েছিল? তখন বলে - বাবা, প্রতি কল্পে তো দেখা হয়েছে, আপনার কাছে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে। কল্প পূর্বেও অসীম জগতের সুখের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। এই সব কথা স্মরণে এসেছে, এখন সেইসবই স্মরণে থাকা উচিত, যাকে বাবা স্বদর্শন চক্র বলে। আমরা প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম। এই কথাও তোমাদের স্মরণে এসেছে যে প্রত্যেকটি আত্মার নিজস্ব পাট আছে। আমরা আত্মারা ছোট, অবিনাশী, তাতে পাটও অবিনাশী যা চলতেই থাকবে। এই সব পূর্ব নির্ধারিত পুনরায় নির্দিষ্ট হয়ে চলেছে.... এতে নতুন কথা কোনও অ্যাড বা কাট অর্থাৎ যোগ বা বিয়োগ হতে পারে না। কেউ মোক্ষ লাভ করতে পারে না। কেউ মুক্তি পেতে চায়, মুক্তি আলাদা, মোক্ষ আলাদা। এই কথাও স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণে থাকলে অন্যদেরও স্মরণ করতে পারবে। তোমাদের তো এই কাজ। বাবা যা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সেসব অন্যদেরও স্মরণ করাও তাহলেই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। উঁচু পদের অধিকারী হওয়ার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হবে। মুখ্য পরিশ্রম হল যোগের। এ হল স্মরণের যাত্রা, যা বাবা ছাড়া কেউ শেখাতে পারে না। এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া করছ। তোমরা জানো আমরা আবার নতুন দুনিয়ায় যাব। তার নাম হল অমরলোক। এটা হল মৃত্যু লোক। এখানে তো বসে বসে হঠাৎ মৃত্যু হয়। সেখানে মৃত্যুর নাম-গন্ধ নেই, কারণ আত্মাকে তো বাস্তুবে কাল গ্রাস করে না। কোনো মিষ্টি নাকি। ড্রামা অনুসারে আত্মা যখন সময় হয় তখন আত্মা চলে যায়। যখন যার যাওয়ার সময় হয়, সে চলে যায়। কাল ধরতে পারে না। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। কাল বলে কিছু নেই। এইসব তো বসে বসে কাহিনী লিখে দিয়েছে। ওটা হল অমরলোক, যেখানে নিরোগী কায়া (শরীর স্বাস্থ্য রোগমুক্ত থাকে)। সত্যযুগে ভারতবাসীদের আয়ু বেশি ছিল, তারা যোগী ছিল। যোগী ও ভোগী এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ এখনই বোঝা যায়। তোমাদের আয়ু বেশি হচ্ছে। তোমরা যত যোগ যুক্ত থাকবে, ততই পাপ বিনষ্ট হবে এবং উঁচু পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত করবে, আয়ুও বেশি থাকবে। যথা রাজা রানী আয়ু পূর্ণ করে শরীর ত্যাগ করবে, প্রজারাও তেমন করবে। কিন্তু পদ মর্যাদায় তফাৎ থাকবে।

এখন বাবা তোমাদের বলেন - স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চারা, এইসব অলঙ্কার হল তোমাদের। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন তোমরা থাকো। তোমরা ব্যতীত আর কেউ থাকতে পারে না। এই কথাও তোমাদের স্মরণে আছে যে, এই জন্মে আমরা কত পাপ করেছি। তাই বাবা বলেন, সেসব অবিনাশী সার্জনের সামনে রেখে দিলে হাল্কা হয়ে যাবে। বাকি জন্ম-জন্মান্তরের পাপ যা মাথায় আছে, তার জন্যে যোগে থাকতে হবে। যোগের দ্বারা-ই পাপ বিনষ্ট হবে এবং খুশীর অনুভূতি থাকবে।

বাবার স্মরণে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যখন জানা আছে আমরা স্মরণের দ্বারা এমন হব তখন কে বা স্মরণ করবে না। কিন্তু এ হল যুদ্ধের ময়দান, এইখানে পরিশ্রম করতে হয় এত উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে। এই কথাও বাচ্চাদের স্মরণে এসেছে যে অসীম জগতের পিতার কাছে আমরা উঁচু থেকে উঁচু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি, কল্প-কল্প প্রাপ্ত করেছি। তোমাদের কাছে অনেকে আসবে, এসে মহামন্ত্র নেবে মন্মনাভবের। মন্মনাভবের অর্থ হল নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করে। এই হল মহান মন্ত্র, মহান আত্মা হওয়ার জন্য। সে কোনও মহাত্মা নয়। মহাত্মা তো বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ-কে বলা হয় কারণ তিনি হলেন পবিত্র। দেবতারা সদা পবিত্র থাকেন। দেবতাদের হল প্রবৃত্তি মার্গ, সন্ন্যাসীদের হল নিবৃত্তি মার্গ। নারীরা তো ভিড়ে ধাক্কা খেতে পারে না। এইসব হল এই কলিযুগের অবগুণ। স্ত্রীদেরও সন্ন্যাসী বানিয়ে নিয়ে যায়। তবুও তাদেরই পবিত্রতার শক্তিতে ভারত দাঁড়িয়ে আছে। যেমন পুরানো বাড়ি রঙ করা হলে যেন নতুন হয়ে যায়। এই সন্ন্যাসীরাও পবিত্রতার শক্তি রঙের পোচ দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু বাবা বলেন সেই ধর্মটি আলাদা, তবুও তারা পবিত্র।

ভারত খন্ডেই এত দেবী-দেবতার মন্দির ভক্তি ইত্যাদি আছে। এও একরকমের খেলা, যার বৃত্তান্ত তোমরা দাও। ভক্তিমার্গের জন্য এই সবও চাই, তাইনা। এক শিবের-ই কত নাম রেখে দিয়েছে। নাম দিয়ে মন্দির তৈরি হতে থেকেছে। অসংখ্য মন্দির আছে। কতখানি খরচ হয়েছে। প্রাপ্তি যদিও অর্ধকল্পের সুখ। ব্যস্, অনেক টাকা খরচ হয়, মূর্তি ইত্যাদি ভেঙে যায়। সেখানে তো মন্দির ইত্যাদির দরকার নেই। এই কথাও এখন স্মরণে এসেছে যে অর্ধকল্প ভক্তি চলে, অর্ধকল্প আবার ভক্তির নাম নেই। বাবা কত মনে করিয়ে দেন - এই ভ্যারাইটি বৃক্ষের কথা। শুধু কলিযুগের আয়ু ৪০ হাজার বছর যদি হয় তাহলে তো খ্রীষ্ট ধর্মের আয়ুও বেড়ে যাবে। বাবা বোঝান, খ্রিস্টান ধর্মের এইটুকুই লিমিট। এই কথা জানা আছে, ক্রাইস্টের এত সময় হয়েছে, অমুকের এত সময় হয়েছে ধর্ম স্থাপন করে, কিন্তু আবার চলে যাবে কবে? সে কথা জানা নেই। কল্পের আয়ু লম্বা করে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো বিনাশের প্রস্তুতি চলছে। তাদের হল সাম্যেন্স, তোমাদের হল সাইলেন্স। তোমরা যত সাইলেন্সে যাবে ততই তারা বিনাশের জন্য ভালো ভালো জিনিস তৈরি করতে থাকবে। দিন দিন মিহি বা সূক্ষ্ম জিনিস তৈরি করে চলেছে। তোমাদের অন্তরে খুশী থাকে - বাবা তো আমাদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরি করতে এসেছেন। সুতরাং আমরা কি আর পুরানো দুনিয়ায় থাকব। সবই বাবার কামাল। স্বর্গ স্থাপনের কার্য বাবা আপনার চমৎকার। এখন তোমাদের সবকিছু মনে পড়েছে। তারা তো রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। তোমরা জানো। তোমরা জ্ঞানের আলোয় বাস করছ। মানুষ তো ঘন অন্ধকারে রয়েছে। তফাৎ আছে, তাই না। জ্ঞান অঙ্গন সঙ্গুরু দেন, ফলে অজ্ঞান অন্ধকারের হয় বিনাশ হয়। ভক্তি মার্গের মানুষ জ্ঞানের কথা জানে না। এখন তোমরা ভক্তির কথাও জানো জ্ঞানের কথাও জানো। সম্পূর্ণ স্মরণে আছে - ভক্তি কখন শুরু হয়েছে, তারপরে কবে পূর্ণ হয়। বাবা কখন জ্ঞান দেন, কবে পুরো হবে, সব স্মরণে আছে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। কারো বেশি কারো কম স্মরণে আছে। যাদের স্মরণে বেশি থাকে, তারা উঁচু পদের অধিকারী হবে। স্মরণে থাকলে অন্যদেরও বোঝাবে। ওয়ান্ডারফুল স্মৃতি, তাইনা। আগে তোমাদের বুদ্ধিতে কি ছিল। ভক্তি, জপ, তপ, তীর্থযাত্রা, মাথা নোয়ানো, সারা জীবনটাই শেষ হয়েছে। ভক্তির স্মৃতি ও জ্ঞানে অনেক তফাৎ আছে। তোমরা এখন ভক্তির কথা জানো কারণ শুরু থেকে ভক্তি করেছে। জানো যে আমরা সর্ব প্রথমে শিবের ভক্তি করেছি, তারপরে দেবতাদের। অন্য কারো এই কথা স্মরণে নেই, রচনার আদি-মধ্য-অন্ত, ভক্তি ইত্যাদি তোমাদের স্মরণে আছে। অর্ধকল্প ভক্তি করতে করতে পতন হয়েছে।

এখন তো দুঃখের পাহাড় নেমে আসবে। বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, সেই পাহাড় নামার আগে আমরা স্মরণের যাত্রা দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করি। সবাইকে তোমরা এই কথাই বোঝাও, তোমাদের কাছে হাজার মানুষ আসে। তোমরা পরিশ্রম কর ভাই-বোনদের পথ বলে দিতে। জ্ঞান ও ভক্তির স্মৃতি আছে। অর্থাৎ তোমরা সম্পূর্ণ ড্রামা টি নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জেনেছ। যে যতখানি ভালোভাবে জানে সে-ই বোঝাতে পারে। বোঝাতে তো বাচ্চাদেরই হবে। বলাও হয় সান শোজ ফাদার। বাবা বাচ্চাদের বোঝাবেন, বাচ্চারা তারপরে অন্য ভাইদের বোঝাবে। আত্মাদের বোঝানো হয়, তাইনা। ভক্তির তুলনায় এই জ্ঞান একেবারেই আলাদা। গায়নও আছে তাই না - এক ভগবান এসে সব ভক্তদের ফল প্রদান করেন। সবাই এক পিতার সন্তান। বাবা বলেন আমি সব বাচ্চাদের শান্তিধাম, সুখধাম নিয়ে যাই। কল্প-কল্পের এই জ্ঞানও তোমাদের এখনই আছে, সেখানে থাকবে না। তোমরা পতিত হও তো বাবা তোমাদের কে পবিত্র করার জন্যে কতখানি পরিশ্রম করেন। ভক্তিতে গীতও রয়েছে - আমি নিজেকে তব চরণে নিবেদন করিলাম...। কার কাছে (তারা জানে না কারা কাছে) ? বাবার কাছে। তারপরে বাবা দৃষ্টান্ত দেন - ব্রহ্মা বাবা সমর্পণ করলেন কিভাবে। এই স্যাম্পলকে (ব্রহ্মাবাবাকে) ফলো করো। ইনিই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। যদি এত উঁচু পদের অধিকারী হতে চাও তো এইরকম ভাবে সমর্পণ করতে হবে। ধনী মানুষ কখনোই সমর্পণ করতে পারবে না। এখানে তো সর্বস্ব স্বাহা করতে হয়। ধনীজনের অবশ্যই স্মৃতি আসবে। গায়নও আছে তাইনা - অন্তিম কালে যে নারীকে স্মরণ করে (পরের জন্মে সে দেহপসারিনী হয়ে

জন্মায়) এত সব ধন সম্পদ কি করবে। কেউ নেবে না। কারণ সবকিছুই তো শেষ হয়ে যাবে। আমিও নিয়ে কি করব। শরীর সহ সবকিছু তো শেষ হবে। তুমি মরলে, তোমার কাছে এই দুনিয়া ও মৃত। এই ধন ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। যদিও গরুড় পুরাণে ভয়ানক সব গল্পকথা লিখে দিয়েছে, ভয় দেখানোর জন্যে।

বাবা বলেন এই শাস্ত্র ইত্যাদি হল ভক্তি মার্গের। অর্ধকল্প ভক্তি মার্গ চলে। যখন রাবণের রাজ্য থাকে। কাউকে জিজ্ঞাসা করো রাবণ দহন কবে আরম্ভ হয়েছে ? বলবে প্রচলিত পরম্পরা। আরে পরম্পরা ধরে তো রাবণ থাকেই না। না জানার দরুন বলে দেয় প্রচলিত পরম্পরা। বাচ্চারা, তোমাদের এখন স্মরণে আছে -রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়। রচয়িতা, রচনার রহস্যও তোমরা বুঝেছ। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে। একে অপরকে সতর্ক করতে থাকো। যখন এক সঙ্গে ঘোরা-ফেরা কর, তখন নিজেদের মধ্যে এই কথাই বলো। তোমাদের পুরো দল এইরূপ স্মরণের অবস্থায় পরিক্রমা করলে তোমাদের শান্তির প্রভাব পড়বে। পাদ্রিরা ক্রাইস্টের স্মরণে সাইলেন্সে থাকে। কোনোদিকে তাকায় না। তোমরা তো এখানে স্মরণে থাকতে পারো, কোনো ঝামেলা নেই। এখানকার পরিবেশ তো খুব ভালো। বাইরে বায়ুমন্ডল খুবই নোংরা, তাই সন্ন্যাসীদের আশ্রম খুব দূরে থাকে। তোমাদের হল অসীমের সন্ন্যাস। পুরানো দুনিয়া এই শেষ হল বলে। এ হল কবরস্থান পরে পরিস্থান হবে। সেখানে হীরে-জহরতের মহল হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পরিস্থানের মালিক ছিলেন, তাইনা। এখন নেই। বাবা বলেন, আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমযুগে আছি। এই সম্পূর্ণ চক্র রিপিট হতেই থাকে। এই সময় তোমাদের সব কথা স্মরণে আছে, যখন বাবা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আগে বুদ্ধিতে কিছুই ছিলনা। এই স্মৃতির নেশায় যখন থাকবে তখন সেই খুশীর অনুভূতিতে অন্যদের বোঝাতেও পারবে। স্মৃতিতে থেকে তোমাদের ঘর সংসার দেখতে হবে। আচ্ছা !

সদা স্মৃতির নেশায় মগ্ন মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।
আম্মাদের পিতা ঔনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে ভালোভাবে বুঝে, স্মরণে রেখে অন্যদেরও স্মরণ করাতে হবে। জ্ঞান অঞ্জন দিয়ে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে হবে।

২) ব্রহ্মা বাবার মতন সমর্পিত হওয়ার পথটি পুরোপুরি ফলো করতে হবে। শরীর সহ সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, তাই তার আগেই জীবিত অবস্থায় মৃত হতে হবে। যাতে শেষ কালে অন্য কিছুই স্মরণে না আসে।

বরদানঃ অন্যদের সাথে নিজের সম্পর্কের দ্বারা তাদের (অনেক আত্মার) চিন্তা দূর করে সকলের প্রিয় ভব*
ব্যাখা: বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে স্বার্থের মনোভাব থাকার দরুন এবং বৈভব এর কারণে অল্পকালের প্রাপ্তি হওয়ার দরুন, আত্মারা খুবই চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু তোমরা শুভ চিন্তক আত্মাদের সাথে স্বল্প সময়ের সম্পর্কও সেই আত্মাদের চিন্তা দূর করবার আধার হয়ে যায়। আজ বিশ্বকে তোমাদের মতন শুভ চিন্তক আত্মাদের প্রয়োজন। সেইজন্যে তোমরা হলে বিশ্বের কাছে অতি প্রিয় আত্মা।

স্লোগানঃ তোমরা হীরে তুল্য আত্মা, তোমাদের প্রতিটি কথা যেন রত্নের সমান মূল্যবান হয়।*